

‘একেবারে ভেতরের খবর, মিলিটারির গোপন তথ্য আর
সিআইএ’র সিক্রেটে ভরপুর একটি থ্রিলার’ —ড্যান ব্রাউন

ভিস ফ্লিন প্রটেক্ট অ্যান্ড ডিফেন্ড

অনুবাদ : নাভিদ হোসেন

ইরানের গোপন নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিস হুঠাৎ করেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। সন্দেহের তীব্র গিয়ে পড়লো আমেরিকা আর ইসরাইলের উপর। কিন্তু মার্কিন সরকার নিশ্চিত কাজটা তাদের কোনো সংস্থা করে নি। দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনা যখন চরমে তখনই দু'শাপটে উপস্থিত সিআইএ'র কাউন্টার টেরোরিজম-এজেন্ট মিচ র্যাপ। ওদিকে ইরান সরকার প্রতিশোধের জন্য তাম্বুর একটি পরিকল্পনা করে। যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে চলে আসে দু'দেশ। মিচ র্যাপ এই সুযোগে ইরানের কটরপন্থী সরকারকে নির্মূল করার জন্য বিপজ্জনক এক মিশনে অবতীর্ণ হয়। একেবারে সাম্প্রতিক সময়ের একটি কাহিনী। টান টান উত্তেজনা আর বাস্তবসম্মত প্রট-পাঠকের মনে হবে লেখক তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যৎ দেখছেন। নাইন-ইলেভেন পরবর্তী সময়ের থ্রিলারের মধ্যে প্রটেক্ট অ্যান্ড ডিফেন্ড অসাধারণ। পাঠক স্পাই-থ্রিলারে আরেকবার রোমাঞ্চিত হবেন।

‘ফ্লিন ৯/১১ পরবর্তী থ্রিলারের জন্মদাতা না হলেও এ বিষয়ে তার মতো গভীরে গিয়ে আর কেউ থ্রিলার লিখতে পারে নি’

-প্রভিডিস জার্নাল

‘পলিটিক্যাল থ্রিলারের একজন হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন...থ্রেট্ট অ্যান্ড ডিফেন্ড তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ’

-মিনিয়াপোলিস স্টার ট্রিবিউন

‘ভিস ফ্লিন হলেন দ্রুতগতিসম্পন্ন টম ক্ল্যান্সি’

-স্টিফেন লিদার

‘থ্রেট্ট অ্যান্ড ডিফেন্ড ইরান-আমেরিকার বর্তমান চিত্রকে তুলে ধরে নি, তুলে ধরেছে ভবিষ্যতের চিত্রকে...যেকোনো সময় এরকম ঘটনা ঘটে যেতে পারে’

-বুক রিভিউ

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

<http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni>

ISBN 984872943 7



9 789848 729434



ভিগ ফ্লিন ১৯৬৬ সালে আমেরিকার মিনেসোটায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মায়ের সপ্তম সন্তানের মধ্যে তিনি পঞ্চম। সেন্ট টমাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একোনমিক্সে ডিগ্রি অর্জন করার পর কিছুদিন মার্কেটিং অ্যানালিস্টের কাজ করেছেন। ১৯৯০ সালে চাকরি ছেড়ে মার্কিন মেরিন কর্পসে যোগ দেন কিন্তু মেডিকেল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে চাকরি করার পাশাপাশি লেখালেখিতে মনোনিবেশ করে তিনি। তার প্রথম বই 'টার্ম লিমিট' প্রকাশিত হলে সবাইকে চমকে দিয়ে বেস্টসেলারে চলে আসে। সিআইএ'র উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা নিজেদের লোকজনকে বলতে শুরু করে, "আমি চাই আপনারা ফ্লিনের বই মনোযোগ দিয়ে পড়বেন যাতে করে সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধে আমরা আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারি।"

ভিগ ফ্লিনের সৃষ্ট মিচ র্যাপ বর্তমান সময়ে বেশ জনপ্রিয় একটি চরিত্র। প্রটেস্ট অ্যান্ড ডিফেন্ড-এ মিচ র্যাপকে অতি সাম্প্রতিককালে একটি অপারেশনে দেখা যায়। মিচ র্যাপকে নিয়ে হলিউডে বেশ কয়েকটি সিনেমা নির্মাণের পথে রয়েছে।

বর্তমানে এই লেখক প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন।

প্রটেক্ট অ্যান্ড ডিফেন্ড

ভিগ্ন ফ্লিন-এর

প্রটেক্ট অ্যান্ড ডিফেন্ড

অনুবাদ : নাভিদ হোসেন

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

ক্যানিং
এডিটিং



শু

ভ

ম

Visit Us at
Banglapdf.net

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!



বাতিঘর প্রকাশনী

প্রটেক্ট অ্যান্ড ডিফেন্ড

মূল : ভিন্স ফ্রিন

অনুবাদ : নাভিদ হোসেন

Protect and Defend

copyright©2012 by Batighar prokashoni

স্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ: দিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-
১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে
প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিহটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০;
গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : ইয়াকুব

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

প্রটেক্ট অ্যান্ড ডিফেন্ড

মূলঃ ভিস ফ্লিন

অনুবাদঃ নাভিদ হোসেন

কৃতজ্ঞতা

MUNNA

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

WEBSITE:

www.banglapdf.net

FACEBOOK:

[HTTPS://WWW.FB.COM/GROUPS/BANGLAPDF.NET](https://www.fb.com/groups/banglapdf.net)

উৎসর্গ :

টমাস প্যাট্রিক ট্রেসি

অধ্যায় ১

পুয়ের্তো গলফিতো, কোস্টারিকা

মিচ র্যাপ মস্ন উন্মুক্ত উরুর ওপর হাত বোলাল, তারপর কোমর ও পেটের ওপর। তার শরীর মিলিত হল ওর সাথে। ব্যাপারটা তার পরিকল্পনার মধ্যে না থাকলেও এতে সে মোটেও অবাক হল না। সাইনপোস্ট, আড়চোখে তাকানো, বিভিন্ন মন্তব্য ব্যাপারটাকে অর্ধেক সম্পন্ন করে। তারপর বিস্তৃর্ণ সৈকতের সামনে গড়ে ওঠা প্রাইভেট ভিলাতে আসাতে পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে। উষ্ণ বাতাস, আছড়ে পড়া ঢেউ •• টাকিলার শট বাড়িয়ে দেয় উত্তেজনা।

র্যাপ চুমু দিলো তার ঘাড়, শুনতে থাকলো তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ। অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। মিচ চুপ করে শুয়ে থাকল দীর্ঘ সময়, তার পাশে শুয়ে থাকা সুন্দরী রমনীর স্পর্শ ও ঘ্রাণে তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক মাদকতার। বহুদিন পর নিজেকে তরতাজা মনে হচ্ছে মিচের, অবশ্য একটা অপরাধবোধ তার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। চিজাপিক বে'তে অবস্থিত তার বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের দুই বছর অতিক্রম হয়েছে। যে বিস্ফোরণে তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে। সেদিনের পর থেকে একটি রাতও ঠিকমত ঘুমাতে পারে নি সে, আজ রাতও তার ব্যতিক্রম নয়।

বসন্তের সেই বিকেলে তারা মিচের জন্য এসেছিল—তার স্ত্রীর জন্য নয়। তাই স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ি করে সে। আসলে তার পক্ষে সংসার করবার চিন্তা করাটা বাতুলতা বৈ অন্য কিছু নয়। তার রয়েছে অগণিত শত্রু। হত্যা করেছে সে অনেক মানুষকে। সারা বিশ্বে বহু সরকার আর ক্ষমতাবাদী ব্যক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যারা তাকে হত্যা করতে উন্মুক্ত। বেশ কয়েকবার মনে মনে সে আশা করেছে যেন তাদের কেউ একজন সফল হয়। সে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে ভালবাসে। হয়ত, হয়ত কেউ একজন তাকে তার যন্ত্রণা থেকে চিরতরে মুক্ত করতে সক্ষম হবে।

অবশ্য আজ রাতে তেমন কিছু হবার সম্ভাবনা কমই। নারীর সান্নিধ্যে শয্যাশায়ী দেখে সে রকম কিছু মনে হলেও মিচ হাজার মাইল অতিক্রম করে এখানে কোন রোমান্টিক ছুটি কাটাতে আসে নি, এসেছে হত্যা করতে, এমন এক ব্যক্তিকে, যে নিজের ও নিজ পার্টির স্বার্থ আমেরিকার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। তার কার্যকলাপে গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মোড় ঘুরে যায়, মৃত্যু হয়

ডজন-ডজন নিরপরাধ মানুষের। সময় যতই অতিক্রান্ত হচ্ছে ততই নিশ্চিত হয়ে আসছে যে সে এ অপরাধ করে পার পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে যে অপরাধ করেছে তা থেকে পার পাওয়া অসম্ভব।

র‍্যাপ ও তার দল বছরের একটা বড় অংশ তার ওপর নজর রেখেছে। প্রথমদিকের নজরদারী ছিল বেশ ছাড়া ছাড়া। সে যদি থাকতো এক প্রান্তে তারা থাকতো অপর প্রান্তে। তারা তাকে তার ক্রেডিট কার্ডটাও এটিএম থেকে টাকা তোলায় কারণে চিহ্নিত করে ফেলে। কয়েক মাস অতিক্রম হবার পর টার্গেট যখন খোলস ছেড়ে বেরুতে শুরু করে তখনই বৃদ্ধি পায় সার্ভিলেন্স-তার বাড়ি, অফিস আর বোটের কাছে বসানো হয় লিসেনিং ডিভাইস, তার মোবাইল ফোন কলগুলো শুরু করা হয় মনিটর। তার কম্পিউটারে ইনস্টল করা হয় স্পাইওয়্যার, যার সাহায্যে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখা সহজ হয়ে পড়ে।

এভাবেই জানা যায় তার এ ট্রিপের ব্যাপারে। টার্গেট তার একদম নতুন দুই মিলিয়ন ডলারের বোটে নিজস্ব সমুদ্রপথে ভ্রমণে যাচ্ছে। র‍্যাপ পুরো ট্রিপ সম্পর্কে তথ্য পেয়ে একটি অ্যাডভান্স টিমকে পাঠিয়ে দেয় গন্তব্যস্থলে। টার্গেটকে একটা অখ্যাত তৃতীয় বিশ্বের দেশে খতম করাটা আমেরিকার মাটিতে খতম করার চেয়ে অনেক সহজ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, লোকেশন হিসেবে পুয়ের্তো গলফিতো যথার্থ। ছোট জেলেদের গ্রাম, ক্রুজশিপগুলো সপ্তাহে কয়েকবার নোঙর ফেলে। ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, রিয়েল এস্টেট জেঁকে বসতে শুরু করেছে। কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে দু'জন মানুষের আসা-যাওয়ার জন্য আদর্শ স্থান। তেমন কোন চ্যালেঞ্জিং কিছু না হলেও একটা ব্যাপার র‍্যাপকে খোঁচাচ্ছে। তার পাশে শুয়ে থাকা নগ্ন নারীটি নিজ হাতে টার্গেটকে কবরে পাঠাতে এক পায়ে খাড়া।

মারিয়া রিভেরা র‍্যাপের সঙ্গিনী হবার জন্য বেশ যোগ্য। অনর্গল স্প্যানিশ বলতে সক্ষম মেয়েটা টার্গেটের ব্যাপারে একটু বেশিই আগ্রহী যা মিচকে করে তুলেছে বিচলিত। মেয়েটা টার্গেটকে খতম করার সামর্থ্য রাখে ঠিকই কিন্তু তার অভাব-অভিজ্ঞতার। পেশাদার খুনিদের জগতের মানুষ সাধারণত স্পেশাল ফোর্স কিংবা রাস্তা থেকে উঠে আসে একটি কারণে। দুটো স্থানেই টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন হয় সহিংসতার। কিন্তু এ সুন্দরী লাতিনা না এসেছে বস্তি এলাকা থেকে, না আছে তার স্পেশাল ফোর্সের অভিজ্ঞতা। বরং সে গত এক দশক বিশ্বের অন্যতম সেরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় কাজ করে আসছে। মারিয়া একজন সেকেন্ড ডিগ্রি ব্র্যাকবেল্ট এবং সাবেক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, পিস্তল চালনায় বেশ সুদক্ষ সে।

রিভেরা অফিশিয়ালি ভার্জিনিয়ার ম্যাকলিনের একটি প্রাইভেট সিকিউরিটি

কোম্পানিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে কর্মরত। সেখানে পার্সোনাল প্রটেকশন অ্যান্ড থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টের চার্জে রয়েছে সে। সিক্রেট সার্ভিসের তুলনায় ওখানে তার বেতন তিনগুণ। 'ওয়ার অন টেরর'-এর যুগে প্রাইভেট সিকিউরিটি ফার্মগুলো চুটিয়ে ব্যবসা করছে। কোম্পানির বেশির ভাগ কাজই বৈধ তবে ল্যাংলির নির্দেশে তাদের এমন কিছু করতে হয় যা প্রেস ও কংগ্রেস থেকে দূরে রাখতে চায় সিআইএ।

এই 'সাউথ-অব-দ্য বর্ডার এক্সকারশন'টি এধরনের অপারেশনের চমৎকার উদাহরণ। ব্যক্তিগতভাবে র‍্যাপের পক্ষে কয়েকজন সিনেটর বা কংগ্রেসম্যানের কাছ থেকে অনুমতি নেয়াটা খুব একটা কঠিন না কিন্তু পুরো কমিটির কাছ থেকে এক যোগে অনুমতি নেয়াটা এক প্রকার অসম্ভবই বটে।

র‍্যাপ রিভেরার দিকে তাকাল। অপারেশনটা সহজ হলেও এতে ভুলের কোন সুযোগ নেই। ব্যাপারটা সাজাতে হবে একটা দুর্ঘটনার মত, না হলে প্রচুর প্রশ্ন উঠবে। সে ভেবে পেল না ব্যাপারটা কি মেয়েটার মধ্যে ভেতর থেকেই ছিল নাকি আইন রক্ষাকারী সংস্থার ট্রেনিংয়ে এমনটা তৈরি হয়েছে। কাউকে হত্যা করা যতটা কঠিন মনে হয় আসলে ব্যাপারটা কিন্তু অতটা কঠিন নয়। যে কাউকে পর্যাণ্ড ট্রেনিং কিংবা এমন পরিস্থিতিতে ফেলা যেখানে তার নিজের কিংবা পরিবারের সদস্যদের জীবন বিপন্ন সেখানে সে ঘুরে দাঁড়াতেই পারে। আর সিক্রেট সার্ভিসের শত শত ঘণ্টার ট্রেনিং পেলে যে কেউ একজন প্রেসিডেন্টের হত্যাকারীকে থামাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

র‍্যাপ আবারও রিভেরাকে চেক করল। সে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে তার হাতটা ওর ঘাড়ের নিচ থেকে সরিয়ে এনে শিট টেনে দিয়ে বিছানা থেকে নামল। শিট দিয়ে ঢেকে দেবার সময় মাথাটা একটু কাত করল সে। আন্তে আন্তে ঠাণ্ডা টাইলের ওপর দিয়ে হেঁটে ব্যালকনিতে গেল র‍্যাপ। মৃদু বাতাস বইছে বাইরে। সে সামনে তাকিয়ে সারিবদ্ধ করে রাখা সেইলবোটগুলোর মাঝে সেই আকর্ষণীয় ত্রুজারটা খুঁজতে লাগল যাতে চেপে টার্গেট উপস্থিত হবে। বোটটা বিকালের শেষের দিকে এসে উপস্থিত হয় এবং সবচেয়ে কাছের বোট থেকে ২০০ ফুট দূরত্বে নোঙ্গর করে। ৬৩ ফুট 'আজ্জুরা' উজ্জ্বল লাল স্ট্রাইপ থাকায় তাকে সহজে বাকি বোটগুলো থেকে আলাদাভাবে চেনা যায়। লোকটা পুয়ের্তো গলফিতোতে দুইদিন থাকার প্লান নিয়ে এসেছে। আজকের সন্ধ্যায় তার ওপর স্রেফ নজর রাখার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু র‍্যাপের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল অন্য চিন্তা। সে আকাশে অর্ধচন্দ্র ও এগুতে থাকা মেঘের দিকে তাকালো। আগামী এক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে। আগামীকালের সন্ধ্যার ব্যাপারে ইতিবাচক আবহাওয়ারই পূর্বাভাস দেয়া

হয়েছে। অর্ধ চন্দ্র পানির ওপর পড়ে আরো আলো ছড়াতে লাগল।

রিভেরার দিকে ঘুরে তাকালো মিচ। এবারকার অপারেশনটা একেবারেই ব্যক্তিগত। কোন দূরত্ব থাকবে না, ব্যবহার হবে না কোন রাইফেলের স্কোপ। যদিও টার্গেট শারীরিকভাবে তেমন কোন হুমকির কারণ নয় কিন্তু বহুলোকের জন্য এ ধরনের হত্যা করা সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা। খালি হাতে, ছুরি না, বন্দুক না। শুধু শিকারীর কবলে শিকার, ঠিক যেভাবে অ্যানাকোন্ডা গরম রক্তের প্রাণীদের তার মরনপ্যাচে ফেলে ধীরে ধীরে প্রাণ বায়ু বের করে আনে। সে তার শরীরের উত্তাপ অনুভব করবে, পাবে তার গায়ের গন্ধ, শুনবে তার আত্ননাদ, তার চোখে দেখবে মৃত্যুর আতংক। না, সিদ্ধান্ত নিল সে, রিভেরার জন্য ব্যাপারটা কঠিন।

নিঃশব্দে ব্যাগ থেকে একটা এনক্রিপ্টেড মোটরোলা রেডিও বের করে অন করে ডেসারের ওপর রেখে চলে গেল সে। বাকি গিয়ারগুলো বেডরুম থেকে বের করে লিভিং রুমের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। সেখানে লম্বা স্লাইডিং ডোর খুলল সে। বের করল এক জোড়া কালো সুইমস্কিন, রওনা দিল পানির দিকে। বাড়িটা পাঁচ একর জমির ওপর অবস্থিত, সাথে প্রাইভেট বিচ।

ট্রি লাইনের কাছে পৌঁছে বালুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখল র‍্যাপ। সে একটি মোটরোলা রেডিও ও কলাপসিবল হেড গিয়ার তার সুইমিং স্কিনের নিচে ঢুকিয়ে ফিন ও ডাইভ মাস্ক পরে বিচের ওপর ঘোরাফেরা করতে লাগল। এ অবস্থায় এমন বেপরোয়া হওয়া মোটেও ঠিক নয়। এত রাতে যদি কাউকে সি-বিচে এমন পোশাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে কেউ তাহলে নিঃসন্দেহে পুলিশে খবর দেবে। র‍্যাপ পানিতে নামল, এগুতে লাগল বোটের দিকে। সে স্টু গ্যারেটের দেহ থেকে প্রাণ বায়ু বের করে আনবে, সে জানে কাজটি করতে তার এতটুকু হাত কাঁপবে না।

অধ্যায় ২

ইস্ফাহান, ইরান

সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরা কক্ষে বসে থাকা তিন জন লোক একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। আজাদ আসহানি এখানে আসতে চায় নি। একান্ন বছর বয়স্ক ইরানের মিনিস্ট্র অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটির প্রধান ব্যাপারটা আগেই আন্দাজ করেছিলো। কখনও না কখনও আমেরিকার আক্রমণে সে যে ফ্যাসিলিটিজে এখন বসে আছে সেটা ধ্বংস হবেই। অবশ্য আক্রমণটা ইসরাইলের কাছ থেকে আসার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। তবে তাতে কি যায় আসে। ইসরাইলিরা তো আমেরিকান প্লেন থেকেই আমেরিকায় নির্মিত বাংকার-বাস্টার বোমা ফেলবে।

আসহানি অফিসটার কংক্রিটে নির্মিত সিলিং আর ওয়াল পর্যবেক্ষণ করলো। তারা ইস্ফাহান নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিতে অবস্থান করছে যা মাটির পঞ্চাশ ফুট নিচে। আসহানিকে আমলা ও ইঞ্জিনিয়াররা আশ্বস্ত করেছে, এটি ভেদ করা সম্ভব নয়। তাদের ঠিক উপরে বিশাল আকৃতির স্টিল বিমের সাহায্যে আটকে রাখা দুই মিটার পুরু অতিশক্ত কংক্রিটের তৈরি বিন্ডিং রয়েছে। দশ ফুট নিচেও একই জিনিস আর সেটা চারটি ভূগর্ভস্থ লেভেল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইঞ্জিনিয়াররা তাকে বলেছে, শতকরা নিরানব্বই ভাগ আমেরিকান অস্ত্র গ্রাউন্ড লেভেলে এসেই থেমে যাবে। আর বাকি এক ভাগ হয়ত প্রথম লেভেল পার করতে পারে।

তারা আসহানির সহকর্মীদের সম্ভ্রষ্ট করতে পারলেও তাকে করতে পারে নি। আসহানি বাস্তববাদী, ধর্মোন্মাদ নয়। আমেরিকান ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি ক্রমাগত নিত্য নতুন অস্ত্র বানিয়ে যাচ্ছে যা পূর্বের থেকে আরো ধ্বংস ক্ষমতাসম্পন্ন। যখন আমেরিকার ক্ষমতা তার নিজ সরকারের প্রোপাগান্ডার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় তখন একজন বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়াটা সহজ হয়ে যায় কার ওপর আস্থা রাখা সম্ভব। ফ্যাসিলিটির ট্যুর চলাকালীন চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে প্রশ্ন করেছিলো সে : “যদি দ্বিতীয় স্তরই শতভাগ নিশ্চিত হয় তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর বানাবার প্রয়োজন পড়লো কেন?” তার এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় নি।

আসহানি এ ব্যাপারে নিশ্চিত, এ ফ্যাসিলিটিকে চিহ্নিত করে ফেলা

হয়েছে, আগামী এক মাসের মধ্যে এখানে হামলা হতে পারে। সে কঠোরভাবে এবং সম্মানের সাথেই এ ফ্যাসিলিটি নির্মাণের প্রতিবাদ করেছিলো। অবশ্য শেষমেষ উগ্রপন্থীদের জয় হয়। তারা এ ফ্যাসিলিটির পেছনের এক বিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করেছে অথচ ইরানি অর্থনীতি রয়েছে নাজুক পর্যায়ে। অফিসিয়ালি এ প্রোগ্রাম শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য নেয়া হয়েছে। সারা পৃথিবী জানে কথাটি মিথ্যা কারণ ইরান ব্যাপক খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

অর্থনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করলে একটি নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের পেছনে বিলিয়ন ডলার খরচ করাটা একেবারে অর্থহীন যেখানে তাদের হাতে বিপুল পরিমাণ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। তাদের প্রয়োজন শোধনাগারের। যতই দিন যাচ্ছে আসহানি সম্ভাব্য ধ্বংসযজ্ঞের কথা ভেবে শিউরে উঠছে। তার মনে পড়ে ১৯৭৯ সালের সেসব দিনগুলোর কথা যখন সে একজন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ছিলো। সে যেমন শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভির পতন উপলব্ধি করতে পেরেছিলো তেমনি আঁচ করতে পেরেছিলো ধর্মীয় উগ্রবাদীদের উত্থান। গণিত ও অর্থনীতির ছাত্র আসহানি ছিলো একজন বাস্তববাদী ব্যক্তি। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে, শাহ একজন পুতুল শাসক, তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিজের ব্যক্তিগত ভোগবিলাসে ব্যয় করে যাচ্ছিলেন। তবে এ বিষয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, আয়াতুল্লাহ খোমেনি আর তার কালো আলখেল্লাধারী অনুসারীরা মৌলবাদ ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সিরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সে দেখতে পেয়েছিলো কিভাবে মৌলবাদীরা ছাত্রদের তাদের পথে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তারা বাসে করে ছাত্রদের তেহেরান নিয়ে যেত প্রতিবাদ মিছিলের জন্য। আসহানির মনে পড়ছিলো কিভাবে সেই ছাত্ররা না বুঝে এসব কাজে জড়িয়ে পড়ে।

বিপ্লব সবসময়ই সত্য-মিথ্যার মিশেল, এটিও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কট্টরবাদী ধর্মীয় নেতারা তাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে শাহের বিরুদ্ধে উসকে দিতে থাকে, বলাবাহুল্য তাদের সেসব অভিযোগ ছিল অনেকাংশেই ভিত্তিহীন। যেসব তরুণ ছাত্র ও কর্মজীবীরা সেন্সরশিপ ও শাহের গোয়েন্দা পুলিশের হাত থেকে নিষ্কৃতি চাচ্ছিল তাদের কোন ধারণাই ছিল না, তারা এমন এক গোষ্ঠীকে সমর্থন করে যাচ্ছে যারা বাকস্বাধীনতা, নারী অধিকারের কোনো পরোয়াই করে না। দেশের যুব সমাজ অশিক্ষিত উশৃঙ্খল জনসাধারণের ন্যায় আচরণ করতে থাকে। খুব কম মানুষই উপলব্ধি করতে পেরেছিল, শাহের পতনের পর কি অবস্থা হবে। আসহানি জানতো শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে তারাই বিজয়ী হয় যারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সফলতার সাথে কচুকাটা

করতে পারে। এ ঘটনার প্রায় তিন দশক, বিবাহ ও পাঁচ কন্যাসন্তানের জন্মের পর আসহানির কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আজ সেইসব ছাত্রদের অনেকেই তখনকার উন্মাদনার জন্য আফসোস করে।

গত কয়েকদিনে আসহানির এ ভূগর্ভস্থ ফ্যাসিলিটিজে তৃতীয় সফর। প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে সে যেন মুখতারকে এসকর্ট করে এখানে নিয়ে আসে, ভাবখানা এমন যে তাদের উপস্থিতি এরিয়াল বোম্বার্টমেন্টকে প্রতিহত করবে। আসহানির ইরানের অ্যাটমিক এনার্জি কাউন্সিল কিংবা সুপ্ৰিম সিকিউরিটি কাউন্সিলের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, বলা বাহুল্য এ দুই সংস্থা আধ ডজন ফ্যাসিলিটিজ চালিয়ে আসছে। তাদের সন্দেহ প্রতিটি ফ্যাসিলিটিজে গুপ্তচররা বিদ্যমান, তারা আশা করছে আসহানি ও তাদের গোয়েন্দা-পুলিশ সেসব গুপ্তচরদের পাকড়াও করবে।

সে জন্যই বারবার ডাক পড়ে তার, তবে আসহানি জানে আসল কারণটা কি। এটা আসলে ক্র্যাসিকাল রাজনীতি। অসংখ্য জ্বালাময়ী ডায়ালগ লিখে দেয়াল ভর্তি করা হয়েছে আর নেতারা ব্যস্ত আছে আখের গোছাতে। এখন তারা আমেরিকা ও তাদের সমর্থকদের হামলার আশংকায় শংকিত।

শুধুমাত্র একজোড়া বোমা এক মুহূর্তে তাদের বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগকে চিরতরে নস্যাত করে ফেলতে পারে। দেশে বেকারত্বের হার বিশ শতাংশের বেশি, প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা বসবাস করছে দারিদ্রসীমার নিচে। এ পারমাণবিক স্বপ্ন সরকারকে প্রায় দেউলিয়াত্বের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। আসহানি খুব ভালো করেই জানে, এ ধর্মোন্মাদদের কেউই এ অবস্থায় দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। তারা এখন তার সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করছে।

আর দ্বিতীয় কারণটা আসহানির পাশেই বসে রয়েছে। খুব কম মানুষই তাকে বিচলিত করতে পারে, আর ইমাদ মুখতার হলো তাদের মধ্যে একজন। এই লেবানিজ বংশোদ্ভূত সন্ত্রাসবাদী তার জীবনে দেখা সবচেয়ে নিষ্ঠুর ব্যক্তি। ঠাণ্ডা, হিসেবী, ও ঘৃণায় ভরা এ মানুষটি নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য যেকোন কাজ করতে পারে। আসহানির কাজের সবচেয়ে বিব্রতকর ব্যাপার হল মুখতারের সাথে সময় কাটানো, তবে সেটা এড়াবার কোন উপায়ও নেই। লেবাননের হিজবুল্লাহর নেতা হবার সুবাদে এই লোক ইরানের বৃহত্তর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি তুরুপের তাস বনে গেছে।

মিটিংয়ে তৃতীয় ব্যক্তিটি হলেন আলী ফারাহানি, ইস্ফাহান নিউক্লিয়াস ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি ইনচার্জ। তেহেরান থেকে অতিথিদের আগমন তার পছন্দ নয়, বিশেষ করে এ দু'জন। ফারাহানি পেছনে ঝুঁকে তার পা জোড়া লোহার ডেস্কের ওপর রাখলো। তারপর সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে

বলল, “আমেরিকানদের এত সাহস নেই যে তারা আমাদের ওপর হামলা চালাবে।”

আসহানি সুপ্ৰম সিকিউরিটি কাউন্সিলকে ফারাহানির ব্যাপারে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন। তার পরিবারের উঁচুস্তরে যোগাযোগ থাকার সুবাদে এ পদে বহাল তবিয়েতে টিকে আছে সে। বলা বাহুল্য, ইরানে স্বজনপ্রীতি পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আসহানি সেই সুদক্ষ সন্ত্রাসবাদীর দিকে তাকালেন, কিভাবে সে এই পেশিবহুল লোকটাকে ‘সাইজ’ করে।

মুখতারের সরু চোখজোড়া আরো সরু হয়ে আসল, বেকুব লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। “তো আপনার মনে হয় তারা আক্রমণ চালাবে না?”

“না,” মাথা ঝাঁকাল ফারাহানি, চুলকাতে লাগল তার ঘন কালো দাড়ির ফাঁকে। “ইরাকে তাদের অবস্থা একেবারে যা-তা। তারা উদীয়মান ফারসি চন্দ্রের সাথে লড়াই করার সাহস করবে না।”

“আর ইহুদিরা?”

“আসুক ওরা। আমাদের রাশিয়ান এস-৩০০ অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল প্রস্তুত রয়েছে। ইহুদিরা এ জায়গার একশ কিলোমিটারের মধ্যে ঢুকতে পারবে না।”

মুখতার প্রথমে আসহানির দিকে তারপর ফারাহানির দিকে তাকাল। “আমি এ রাশিয়ান মিসাইলগুলোর ওপর ততখানিই ভরসা করি যতখানি তোমার ওপর।”

ফারাহানি চুপ রইল কিছুক্ষণ, তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “আমাকে অপমান করছ কেন?”

“তোমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমার পছন্দ হয় নি। এখানে আসতে আসতে আধ ডজন ক্রুটি চোখে পড়েছে আমার অথচ আমি পরিদর্শন শুরুই করি নি।”

“পরিদর্শন?” প্রশ্ন ফারাহানির, বিস্মিত সে। টেবিল থেকে পা নামিয়ে নিল। “আমাকে তো এ ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি।”

“কারণ এটা সারপ্রাইজ!” মুখতার দ্রুতগতিতে উঠে দাঁড়ানোতে চেয়ারটা পেছনে ছিটকে গেল।

নার্ভাস হয়ে পড়া ফারাহানি কোন রকমে বলল, “কিসের ক্ষমতাবলে?”

“সুপ্ৰম কাউন্সিলের,” জবাব মুখতারের।

ফারাহানি ইন্টেলিজেন্স ও সিকিউরিটি প্রধানের দিকে তাকালো। তার আপন ভাই কাউন্সিলে রয়েছে। সে জানাতে পারল না কেন!

আসহানি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, “আমাদের এই হিজবুল্লাহর বন্ধু বিকল্প ধারায় যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ। সে এখানে এসে দেখতে চাচ্ছে এরিয়াল বোম্বার্টমেন্ট ছাড়া অন্য কোনভাবে এখানে...”

“স্থল আক্রমণ,” নিরাপত্তা প্রধান চমকে উঠলেন, “অসম্ভব!”

মুখতার দরজার দিকে রওনা দিল। “দেখা যাবে।”

অধ্যায় ৩

পুয়ের্তো গলফিতো, কোস্টারিকা

বোটের সাঁতরে পৌঁছাতে তার বারো মিনিটের মত লাগল। র‍্যাপ এর চেয়ে কম সময়েও কাজটা শেষ করতে পারত। কিন্তু এক্ষেত্রে গতির চেয়ে গোপনীয়তাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। সে বো'র আশেপাশে চক্কর দিতে লাগল শুধু মাথাটা পানির ওপরে নিয়ে। দুটো পোর্টহোল থেকে ডিম লাইটের আলো আসছে এছাড়া আশেপাশে একেবারে অন্ধকার। তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না মোটেও। র‍্যাপ তার মাস্ক, স্লোরেল ও ফিন জোড়া খুলে ফেলল। একে একে সে জিনিসগুলো তার সুইমিংব্যাগে রেখে ব্যাগটা বেঁধে অ্যাংকর লাইনের ওয়াটার-মার্কের সামান্য নিচে রেখে দিল। সে সাঁতরে বোটটার কাছে গেল, গ্যারেট কিংবা তার স্ত্রী আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে কিনা শোনার চেষ্টা করল সে। মাস্তুলের কাছে পৌঁছে থেমে গেল; ঘাড় ঘুরিয়ে চেক করল সুইম প্রাটফর্মটা। জিনিসটা বেশ বড়, পনের ফুট চওড়া আর ছয় ফুট গভীর। তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এর টেক ডেকটা খালি। গত পনের বছরে র‍্যাপ পানিতে বহু সময় কাটিয়েছে। গোপনীয় অপারেশনগুলোতে এক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যায়, গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয় সহজে। তবে এর একটা অসুবিধাও রয়েছে। এমন নিঝুম রাতে সামান্য আওয়াজ বহু দূর পর্যন্ত চলে যায়। আপাতত র‍্যাপের কানে শুনে পানির ওপর চলে যাওয়া বোটগুলোরই আওয়াজ আসছে।

সে ধীরে ধীরে নিজেকে পানি থেকে তুলে টেক প্রাটফর্মের ওপর ওঠে। বোটটা আকারে বেশ বড় হওয়ায় মিচকে ঝাঁকুনির ব্যাপারে চিন্তা করতে হল না। তার চিন্তা ছিল যদি কোন নিদ্রাহীনতায় ভোগা লোক তাকে দেখে না ফেলে। সে চুপ করে কিছুক্ষণ আশেপাশে নোঙর করে রাখা সেইলবোট ও ক্রুজারের দিকে তাকাল। কেউ দেখছে না নিশ্চিত হবার পর আস্তে আস্তে প্রাটফর্মের ওপর উঠে দাঁড়াল সে।

র‍্যাপ বিগত কয়েক মাস ধরে মনে মনে পুরো ব্যাপারটা কল্পনা করেছে। সে বহুবার কল্পনা করেছে গ্যারেটের মৃত্যু। তবে এ ব্যাপারে সে কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই শেষ করে ফেলতে চায় সে তাকে। কিন্তু গ্যারেটের চোখে মৃত্যু আতংক দেখার লোভটা তার ঠিকই

আছে। লোকটা চরম স্বার্থপর, ডজন ডজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। এত সহজে তাকে মারা মোটেও ঠিক হবে না। তবে এ অপারেশনে দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। এক, গ্যারেটের স্ত্রীর যেন কোন ক্ষতি না হয়, দুই, তার মৃত্যুটা দেখে যেন মনে হয় এটা কোন দুর্ঘটনা। ফরেনসিক সায়েন্সের উৎকর্ষতার এ যুগে ব্যাপারটা মোটেও সহজ হবে না। র‍্যাপ গুরুর থেকেই গ্যারেটের বোটিং পছন্দ করার ব্যাপারটা মাথায় রেখেছিল। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক বোটিং অ্যাক্সিডেন্টে প্রাণ হারায়-সংঘর্ষ, অগ্নিকাণ্ড, নিমজ্জিত, বৈদ্যুতিক কিংবা স্রেফ উধাও হয়ে পড়া।

ওয়েস্ট কোস্ট থেকে যখন একটি করে নতুন সার্ভিলেন্স আসত র‍্যাপ মনোযোগ দিয়ে সেগুলো পড়ে দেখত আর ভেবে বের করার চেষ্টা করত কিভাবে আঘাতটা হানা যায়। অবশেষে তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। সরেজমিনে দেখার জন্য সে একটি প্রাইভেট প্লেনে চেপে সানদিয়েগোতে আসে। সেখানে পৌঁছায় সূর্য ডোবার পর আর রওনা দেয় সূর্য ওঠার আগে। সেখানে একটা ভাড়া করা ফ্ল্যাটের বেলকনি থেকে সে পুরো সন্ধ্যা মেরিনা পর্যবেক্ষণ করে যেখানে গ্যারেট তার বোট রেখেছিল।

গত কয়েক মাস ধরে র‍্যাপ মনে মনে এক ডজনেরও বেশি পদ্ধতিতে গ্যারেটকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। অবশেষে দুটি পদ্ধতি মনঃপূত হল তার। যখন সে তার নতুন বোটে ভ্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারল তখন মাথায় আসে প্ল্যানটা।

সত্যি কথা বলতে যতবার সে চোখ বন্ধ করে ঠিক ততবারই ব্যাপারটা তার সামনে ভেসে ওঠে-স্টু গ্যারেটের ইয়টের প্লাটফর্ম। তার সাদামাটা বেশ কোন সন্দেহের উদ্বেক করবে না। এমন রাতে তাকে দেখা এক প্রকার অসম্ভব। এমন শুধু গ্যারেটের জন্য অপেক্ষা।

ইস্কাহান নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি, ইরান

জমাদারটা ধীরে ধীরে গাড়িটা ঠেলে যাচ্ছে। ধীরগতির কারণ হয় তার বাম পায়ের সমস্যা না হয় কাজের প্রতি অনাগ্রহ। তার পরনে একটি সবুজ রঙা মলিন কভারঅল যার বাম বুক পকেটে তার সিকিউরিটি ব্যাজ লাগানো। তার কালো চুল দাড়িতে পাক ধরেছে। গত দেড় বছরে সে এই ফ্যাসিলিটির প্রায় প্রতিটি ঘর, সিঁড়ি সাফ করে আসছে। তার উপরস্থ কর্মকর্তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সে, ফ্যাসিলিটির কর্মকর্তারাও তাকে পছন্দ করে।

সিকিউরিটি ব্যাজে তার নাম মোসেন নরওয়াসেথ। বয়স ছেষট্টি। জন্ম ও বেড়ে ওঠা ইরানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর বামে। ২০০৩ সালের ভূমিকম্পে সে তার স্ত্রী, দুই পুত্র আর তিন নাতিকে হারায়। নরওয়াসেথ ভূমিকম্পের পর থেকে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, অবশেষে তার কাজিনের সহায়তায় ইস্কাহান নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিতে কাজ পায়। প্রথম প্রথম তার সহকর্মীরা তাকে পছন্দ করে নি। স্থানীয় লোকেরা একজন বহিরাগতদের কাজ পাওয়াটা মোটেও ভালো চোখে দেখে না।

মাস দুয়েকের মধ্যে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সারাইয়ে তার জুড়ি নেই। লোকজন তার কাছে রেডিও, টোস্টার ফোন নিয়ে আসত এবং সে ওগুলো সরিয়ে দিত। ছুটি ছাটায় সে মানুষের বাসায় গিয়ে ইলেকট্রিক জিনিসপত্র সেরে আসত। এসব কাজের জন্য কখনও টাকা নিত না, শুধু গরম গরম খাবার এবং একটু সঙ্গ যা পরিবার হারাবার পর থেকে সে একেবারে বঞ্চিত।

নরওয়াসেথ আর্দেশির হাসানপুরের বাড়িতেও গিয়েছিল যার তত্ত্বাবধানে দেশটির ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরন প্রোগ্রাম চলছে। হাসানপুর তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে সে কি তার বাড়িতে কিছু সারাতে পারবে কি না। জবাবে নরওয়াসেথ বলে সে গর্বিত হবে। বাড়িতে দু'টি ভাঙা ল্যাম্প ও একটি সিলিং ফ্যান সারে সে। তাকে টাকা পয়সা কিংবা খাবার দাবার কিছুই দেওয়া হল না। এমন কি সামান্য ধন্যবাদটুকু না। নরওয়াসেথ মনে মনে খুশি হল যে 'হাতুড়ি' পড়ার পর লোকটার জন্য কোন আফসোস হবে না। তবে বাকিরা যারা তার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে তাদেরকে ফ্যাসিলিটি থেকে অক্ষত অবস্থায় বের করবার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করবে।

মোসেন নরওয়াসেথের আসল নাম হল অ্যাডাম শোশান। সে নিজে এ মিশনের জন্য এগিয়ে এসেছে মোসাদের ডিরেক্টর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদানের আগে। লোকটা আসলেই অনেক কিছু জানে। সে একজন সিনিয়র অফিসার, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী থেকে নেয়া ফ্রেশ রিক্রুট নয়।

সাতাশ বছর বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর ও সম্মানিত গুপ্তচর সংস্থায় কাটানো শোশান মোসাদের ইরান বিশেষজ্ঞ। সে অনর্গল ফার্সি ও আরবী বলতে পারে, তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল সে তার জীবনের প্রথম বিশটি বছর ইরানে কাটিয়েছে। জন্ম তার তেহেরানে। শোশানের বাবা একজন ধনী হীরা ব্যবসায়ী ছিলেন। ইরানের ইহুদি জনগোষ্ঠীর মাঝে তিনি ছিলেন বেশ প্রভাবশালী। ইরানে বিপ্লবের ঘনঘটা যতই এগিয়ে আসতে লাগল শোশানের বাবা ততই নার্ভাস হয়ে উঠতে লাগলেন। ১৯৭৯ সালে তিনি তার স্ত্রী-পুত্রদের ভিয়েনায় তার আত্মীয়দের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। আশা ছিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাদের ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু তা আর হয় নি। স্ত্রী পুত্রদের পাঠাবার পাঁচ মাস পর শোশানের পিতাকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। পাঁচ মিনিটে বিচার কার্য সমাপ্ত হয় তার, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্যন্ত পান না তিনি। আদালতের রায় কার্যকর হয় তার মাথায় গুলি করে।

অ্যাডাম শোশান পরিণত হয় পরিবারের একমাত্র জীবিত পুরুষ সদস্যে। মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে পাড়ি জমায় ইসরাইলে, যোগ দেয় সেখানকার সেনাবাহিনীতে, তখন মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত। হিজবুল্লাহ নামক এক নতুন গ্রুপ গঠনের পরে পিএলও অধীকৃত এলাকায় তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করেছে। ১৯৮২ সালে দক্ষিণ লেবানন অভিযানে অংশগ্রহণ করে সে। এক হিজবুল্লাহ আত্মঘাতী বোমাবাজ তার প্যাট্রলে হামলা চালালে বাম পা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। শার্পনেলের গরম খণ্ডিত অংশ তার পা ভেদ করে হ্যামস্ট্রিংয়ে আঘাত হানলে হামপাতালে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীনই মোসাদের কাছ থেকে চাপ আসে। যখন থেকে সে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে তখন থেকেই মোশানের ওপর নজর ছিল তাদের। হিজবুল্লাহ তখন উদীয়মান সংগঠন আর ইসরাইলের এ শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থার প্রয়োজন ছিল এমন এক ব্যক্তির যে ইরানের সাথে এই নতুন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সম্পর্ক বিষয়ে তথ্য প্রদান করতে পারবে। এর পরের দুই দশক শোশান ঠিক সেই কাজটিই করে। কয়েক ডজন গুপ্তহত্যা ও প্যারামিলিটারি অপারেশনের সাথে যুক্ত ছিল সে। এছাড়া তেহেরান ও দামাস্কাসে গুপ্তচর বসাবার কাজও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে।

সরাসরি ইরানের বুকে কাউকে পাঠাবার পরিকল্পনা প্রথমদিকে কেউই সিরিয়াসলি নেয় নি। প্রায় এক দশক ধরে কোন ফিল্ড অপারেশনে অংশ নেয় নি শোশান। স্বভাবতই দীর্ঘ সময়ের জন্য আন্ডারকভার ওয়ার্কের ব্যাপারে তাকে বিবেচনা করা হয় ওদিকে ইরান ধীরে ধীরে পারমানবিক শক্তি হবার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল দ্রুতগতিতে। ফলে শোশানের পরিকল্পনার নিয়ে সিরিয়াসলি চিন্তা করতে শুরু করে সকলে। প্ল্যানটা ঝুঁকিপূর্ণ হলেও সোজাসাপটা এবং ডিরেক্টর জেনারেল প্ল্যানটার যৌক্তিকতা খুঁজে পেতে শুরু করেন। তবে সমস্যা হল ইরানিরা তাকে ধরতে পারলে নিঃসন্দেহে টর্চার করবে আর সত্যি কথা বলতে টর্চারে কাজ হয়। ব্যক্তি যতই শক্ত হোক না কেন দক্ষ ইন্টেলিজেন্স টিম ঠিকই তার মুখ খুলিয়ে ফেলে। শোশাল শত্রুর ডেরায় কাজ করে যাবে সেখানে তাকে কোন সাহায্য পাঠানো সম্ভব হবে না। ব্যাপারটা ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু ইসরাইলিদের কাছে খুব বেশি উপায় নেই।

শোশান ময়লার গাড়িটা তার সামনে রাখল। তাকে দেখে অত্যন্ত নিরীহ ও সহজ সরল মনে হলেও তার কাঁচাপাকা ঘন ক্রুর পেছনে থাকা চোখজোড়া সদা সতর্ক। সিগন্যাল দিয়ে দেয়া হয়েছে। পনের মাস ধরে ছদ্মবেশে থাকা শোশানের মিশন শেষ হবে সামনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। শোশান পালাবার চিন্তাও করছে না। তার প্রিয় ইসরাইলের মুখ দেখার সামান্য ইচ্ছাও পুরো মিশনকে শেষ করে দিতে পারে। অনেক দূর চলে এসেছে সে। শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে তাকে। যদি এতে তার নিজের জীবন বিপন্ন হয় তবুও।

বামদিক থেকে একটা দরজা খুলে গেলে দু'জন লোক প্রবেশ করল হলওয়েতে। বামপাশের লোকটাকে সে চিনে ফেলল সাথে সাথে। সে এমও আইএস বা মিনিস্ট্রি অব ইন্টেল অ্যান্ড সিকিউরিটির প্রধান আজাদ আসহানি। ডানদিকে দাঁড়ানো লোকটা সাক্ষাত ভূত যাকে গত সিকি শতাব্দী ধরে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। যে লোক হাজার হাজার ইসরাইলির মৃত্যুর জন্য দায়ি। শোশান শক্ত করে ময়লা ফেলার গাড়িটার হ্যান্ডেল চেপে ধরল ধাক্কাটা সামলার জন্য। ভাগ্য কি এতই সুপ্রসন্ন তার? আবারও তাকালো সে, তার চোখ ও কপাল পর্যবেক্ষণ করল যা বদলানো অসম্ভব। হ্যা, এই সে। মাথা ঘুরতে লাগল তার। সে ইমাদ মুখতারকে তিন-তিনটি মহাদেশে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে, মাত্র দুইবার কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হয়। আজ অবশেষে এক ইরানী নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটির হলওয়েতে তারা মুখোমুখি হল।

“আমি তোমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মোটেও সন্দেহ নই,” ডানপাশে দাঁড়ানো লোকটা বলল ফার্সিতে।

শোশান রীতিমত হামাগুড়ি দিতে লাগল। সিকিউরিটি চিফ আলী

ফারাহানি এগিয়ে আসলে শোশানের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। শোশান তার গাড়িটা ওয়ালের কাছে ঠেলে দিয়ে লুকিয়ে পড়ে তার আড়ালে। তার ইচ্ছা করছে গাড়ি থেকে একটা ফ্লু ড্রাইভার বের করে মুখতারের চোখের মাঝে ঢুকিয়ে দিতে।

“আমি রিঅ্যাক্টর থেকে শুরু করতে চাই,” মুখতারের কণ্ঠে নির্দেশের ছাপ।

শোশান রিঅ্যাক্টরের কথা শুনে হতবাক হয়ে পড়ল। সারা বিশ্বের ধারণা ইরানের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর নাটানজে, যা এখন থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সে জানত রিঅ্যাক্টরটা নিচেই রয়েছে কিন্তু ফ্যাসিলিটির কাউকে এ নিয়ে টু শব্দ করতে শোনে নি।

ফারাহানি অফিসের দরজাটা বন্ধ করল। তার চেহারায় অস্বস্তির ছাপ পরিস্কার। “ফ্যাসিসিটির ঐ এলাকায় তোমার যাবার প্রবেশাধিকার নেই।”

“আমার সব জায়গায় প্রবেশাধিকার আছে। যদি তুমি প্রেসিডেন্টকে ফোন করতে চাও তাহলে আমিই করছি। তাকে আমি বলে দেব কর্তব্য পালনে কি পরিমাণ অসতর্ক। আমি তোমাকে আফগান ফ্রন্টিয়ারে পাঠিয়ে দেব যেখানে তোমাকে বাকি জীবন ঐ বর্বরগুলোর সাথে কাটাতে হবে।”

ফারাহানি কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, “পেছন পেছন আস।”

তিনজন হলুদে দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল, শোশানকে অতিক্রম করল তারা কিন্তু কারোর নজরে পড়ল না সে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে, তাকালো ঘড়ির দিকে। কনফারমেশনের জন্য তার অপেক্ষা করবার কথা কিন্তু এমন ‘উপহার’ ছাড়া যায় কি করে? ইমাদ মুখতার, হাজার হাজার মানুষের রক্তে রাঙা যার হাত। এমন সুযোগ ছাড়া যায় না। ইসরাইলে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ব্যাপারটা ঠিকই বুঝবে। শোশান দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে লাগল। অনেক কাজ বাকি, যদি তাদের রিঅ্যাক্টর রুমে পাকড়াও করতে হয়।

অধ্যায় ৫

পুয়ের্তো গলফিতো, কোস্টারিকা

স্টু গ্যারেট তার ধৈর্যের জন্য খুব একটা সুপরিচিত নয়। তার ধারণা শুধু এই একটি কারণে সে এত সাফল্য লাভ করেছে। তার অধস্তনদের সাথে সে এমন আচরণ করে যেন তারা তার কেনা গোলাম। সে সব সময় সাফল্যের মুখ দেখতে চায় আর অধস্তনদের প্রশংসার ব্যাপারে সে একেবারেই কৃপণ। পলিটিক্যাল কনসাল্টিং ও ক্যাম্পেইন ম্যানেজমেন্টের জগতের সে মুকুটহীন সম্রাট। আর কেউ তার মত দুই দুইটি ক্লায়েন্টকে সাফল্যের সাথে ওভাল অফিসে পাঠাতে পারে নি। ক্যাম্পেইন পরিচালনা করবার তার এ দক্ষতা মিডিয়া জগত তথা রাজনৈতিক অঙ্গনে তাকে রীতিমত কিংবদন্তিতে পরিণত করেছে। অবশ্য তার প্রতিপক্ষরা তাকে আমেরিকান রাজনীতির ইতিহাসের সবচেয়ে অসৎ ও ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে মনে করে।

গ্যারেট সবসময় সাফল্যে বিশ্বাসী। তার প্রতিপক্ষরা যদি বোকার মত সোজা পথে এগিয়ে যেতে চায় সেটা তাদের বোকামি। সে সব সময় চিন্তাভীত অসততার আশ্রয় নেয়। তার কাছে রাজনীতি হল গেরিলা যুদ্ধের মত। তার স্টাফদের সে সব সময় হিট অ্যান্ড রান পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। সব সময় আক্রমণে থামে। আর লড়াই ছেড়ে সরে এসো না এবং কখনও কোন অন্যায়ের কথা প্রেস কিংবা প্রতিপক্ষের নিকট স্বীকার করবে না। এ গুন্ডামিপূর্ণ আচরণ তাকে রাজনীতিতে সাফল্য এনে দিলেও আরেক অঙ্গনে করতে যাচ্ছে ব্যর্থ যা সেই অঙ্গন থেকে একেবারে আলাদা। গ্যারেট ও তার স্ত্রী তাদের ব্রান্ড নিউ তেষটি ফুট লম্বা আজ্জুরার মাস্টার কেবিনে ঘুমাচ্ছিল। গ্যারেট ঘুমের মধ্যে ঘুরল, তার বাম পা বেরিয়ে আসল বিছানা থেকে। চোখ খুলল সে। ঘড়ির দিকে তাকালো, রাত দুটো বেজে এগারো মিনিট। চোখ বুজে আবারও পাশ ফিরল। মাঝে মধ্যে পজিশন পরিবর্তন করলে তার ব্লাডবের ওপর চাপ কম পড়ে এবং সে সহজে ঘুমাতে পারে।

মানুষ অভ্যাসের দাস আর গ্যারেট তার ব্যতিক্রম নয়। সে দিন শুরু করে কয়েক কাপ কড়া ব্র্যাক কফি দিয়ে আর শেষ করে এক বোতল চার্দোন্নায়ি দিয়ে, কখনও কখনও দুই বোতল। এ অভ্যাস এবং স্কীত প্রোস্টেটের ফলশ্রুতিতে প্রতিরাতেই উঠতে হয় তাকে। রাত তিনটা ও ভোর ছটা নাগাদ

ঘুম থেকে উঠে তাকে ব্লাডার খালি করতে হয়। কফি আর মদ্যপানের অভ্যাসটা ছাড়লেই সমস্যার সমাধান হয় ঠিকই কিন্তু গ্যারেট নিজেকে পছন্দের কিছু থেকে দূরে রাখতে চায় না। তার জন্য উঠে কাজটা সেরে ফেলাটা তেমন একটা কঠিন নয়, কঠিন হল আবার ঘুম আসাটা তবে পানির ওপরে ঘুমটা তার বেশ সহজেই আসে। মাটিতে থাকলে সারাটা রাত নিঃশ্বাস কাটলেও পানিতে সমুদ্রের দুলুনিতে বেশ তাড়াতাড়িই ঘুম এসে যায় তার।

পানিতে থাকায় আরেকটা সুবিধা হয়েছে—একাকীত্ব। তার যতই বয়স বাড়ছে ততই সে উপলব্ধি করেছে মানুষের সঙ্গ তার কাছে অসহ্য। বেশির ভাগ লোককে দেখে তার বিরক্তিকর মনে হয়। সে লোকজনকে নির্বাচনে জিততে সাহায্য করে প্রচুর টাকা কমিয়েছে তবে একটা পর্যায়ে এসে তার এই অনৈতিক পন্থা সকলের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

গ্যারেটের সাথে সেসব হলিউডের লোকজনের মিল খুঁজে পাওয়া যায় যারা প্রকৃতিপ্রেমিক বলে নিজেদের দাবি করলেও নিজেরা দশ হাজার স্কয়ার ফুট আয়তনের বাড়িতে একা বসবাস করে। তারা কি আসলেই বৈশ্বিক উষ্ণায়নে বিশ্বাসী? সকলে নিজেকে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হিসেবে দেখাতে চায়। গ্যারেটের সে রকম কোন ইচ্ছে নেই। সে সকলের কাছে যেমন গ্রহণযোগ্যতা চায় তেমন চায় তার অণুকোষের ওপর জোরালো একটা লাথি।

ব্যাপারটা কল্পনা করতেই হেসে ফেলল সে। নিজের জীবন নিয়ে সে একেবারে সন্তুষ্ট। বিশেষ করে গত বছর যা ঘটেছে। সে দ্বিতীয়বারের মত তার ক্লায়েন্টকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ী হতে সহায়তা করেছিলো। তবে সহায়তার চেয়ে বিজয়ী করাটা বললে হয়ত কথাটা বেশি যৌক্তিক শোনাবে।

তবে যেভাবেই হোক সে তার দায়িত্ব পালন করেছে। রাজনীতির ময়দান অত্যন্ত বন্ধুর, দুই পক্ষই এখানে জেতার জন্য মরিয়া। অবশ্য ব্যাপারগুলো গ্যারেটকে বিস্মিত করে না। ইতিহাসে এর ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে। মসনদের লোভে ভাই ভাইকে হত্যা করেছে, ফাঁপা আদর্শের নামে ঘটা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, হয়েছে গুণ্ডাহত্যা, বিপ্লব, অভ্যুত্থান। জুলিয়াস সিজারকে তেইশবার ছুরিকাঘাত করেছিলো যারা তার প্রত্যেকেই ছিলেন রোমের সবচেয়ে শিক্ষিত ও সম্মানিত সিনেটরদের একজন। হিটলার রাইস স্ট্যাগ পুড়িয়ে দোষ দেয় কম্যুনিস্টদের। মানুষের শঠতা, মিথ্যার এ তালিকা বড়ই দীর্ঘ।

গ্যারেট ইতিহাস থেকে শুধু একটি শিক্ষাই নিয়েছে, তা হল বিজয়, লক্ষ্মী তারই কাছে ধরা দেয় যার তা নেবার সাহস রাখে। গ্যারেট মনে করে সে যে লড়াই করেছে তা ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত অন্যসব লড়াইয়ের তুলনায় নসি।

তাছাড়া তার মুখের ওপর ওভাবে ছবিগুলো ছুঁড়ে না ফেললে সে কখনই এ ষড়যন্ত্রে অংশ নিত না। গ্যারেট ঠিকই বুঝতে পারে কাজটা তার পুরাতন শত্রু ক্যাপ বেকারের, সে-ই তাকে ছবিগুলো পাঠিয়েছে। গ্যারেটের ক্যান্ডিডেট প্রেসিডেন্ট নমিনি জশ আলেকজান্ডার ও তার রানিংমেট মার্ক রসকে রিপাবলিকানরা তুলোধুনো করছিল। টাকা ও সময় দুটোই শেষ হয়ে আসছিল কিন্তু সুযোগ তখনও শেষ হয়ে যায় নি কিন্তু ছবিগুলো আসার পর সব বদলে যায়।

গ্যারেট অনেক ধরনের সমস্যা সফলতার সাথে মোকাবেলা করতে পারে কিন্তু তার ক্যান্ডিডেটের স্ত্রীর সংগে এক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের গোপন অভিসারের ভিডিও চিত্র তার মধ্যে নয়। গ্যারেট ছবিগুলো আলেকজান্ডারের রানিং মেট মার্ক রসকে দেখায়। মার্ক হতবাক হয়ে পড়ে, অবশেষে নিজেই সে সামলায়। এত সহজে হার মানার পাত্র সে নয়। সারা জীবন এ পদে আসার জন্য লড়াই করেছে সে আর সেই স্বপ্ন এক মেয়ে মানুষের জন্য বরবাদ হতে দিতে পারে না। রসের সাথে সিআইএ'তে এবং ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল সিকিউরিটি থাকাকালীন অনেকের যোগাযোগ ছিল। সমস্যা সমাধানে সে গুরু করে দিল খোঁজা, এক সপ্তাহেরও কম সময়ে সে পেয়ে গেল এক লোক, নাম সাই গ্রিন।

সেই মোটরকেডে আক্রমণের ষোল মাস অতিক্রম হয়েছে যাতে জিলিয়ান রথবোর্ট ও আরো চৌদ্দজন প্রাণ হারায়। যার মধ্যে সেই সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ছিল যার সাথে ছিল তার গোপন সম্পর্ক। গ্যারেট মনে করে পুরো ঘটনাটায় তার রোল স্রেফ এক দর্শকের। সে এই প্ল্যানের ব্যাপারে কোন কথাই বলে নি, শুধু নির্দেশ পালন করে গেছে।

গ্যারেট ভুলতে পারে না কি পরিমাণ অবাক সে হয়েছিল বোমা হামলার ফলাফল দেখে। প্রেস, পাবলিক এবং এমন কি আইন রক্ষাকারী সংস্থা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে পড়ে। একটি স্বল্প পরিচিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হামলার দায়িত্ব গ্রহণ করলে গুরু হয়ে যায় তাদেরকে খোঁজা। ভোটদারদের আবেগ চলে যায় আলেকজান্ডার ও রসের পক্ষে এবং তারা জয়ী হয় বিশাল ব্যবধানে। সবই ভালভাবে চলছিল কিন্তু ঝামেলাটা পাকে অভিষেক অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ আগে। মিচ র্যাপ, ল্যাংলির সেরা কাউন্টার টেররিজম বিশেষজ্ঞ আক্রমণকারীদের ধরে ফেলে। অভিষেকের মাত্র দু'দিন আগে সেই দুই ব্যক্তি যারা অবিশ্বাস্যভাবে এ নির্যাতনে আলেকজান্ডার ও রসকে জিততে সহায়তা করে, তারা স্রেফ উধাও হয়ে যায়, আর খোঁজ পাওয়া যায় না তাদের। তবে তার চেয়ে বড় ঘটনা ঘটে তখন যখন নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট রস

অভিষেকের দিন সকালে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেন। গ্যারেট জানত রসের হার্টের সমস্যা আছে কিন্তু মৃত্যুর সময়টা অন্যরকম মনে হল তার। যদিও এসবের সাথে মিচ র্যাপের কোন যোগাযোগ থাকার প্রমাণ না মিললেও গ্যারেট মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায় এতে হাত রয়েছে সিআইএ'র। সে ওয়াশিংটন ছেড়ে পালায়, প্রতিজ্ঞা করে আর কখনও সেখানে ফিরবে না। অবশ্য এক বছর পর সে তার সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা করতে শুরু করে।

গ্যারেট তার গায়ের থেকে শিটটা ছুড়ে ফেললো স্ত্রীর পরোয়া না করে। সে ফ্লোরের ওপর পা রাখলো। অভ্যাসমত আজও সে সম্পূর্ণ নগ্ন। কেবিন থেকে হেঁটে বেরিয়ে এলো সে। সারিবদ্ধ আলো বাথরুমের দিকে চলে গেছে। গ্যারেট অনবোর্ড টয়লেট কমই ব্যবহার করে, অন্তত মূত্রত্যাগের জন্য তো নয়ই। সমুদ্রের জলরাশিকে সামান্য সমৃদ্ধ করতে কার্পণ্য করে না সে।

সে দরজার লক খুলে ফেলল। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় তার মনে পড়ল প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পেইন চলাকালীন ব্যস্ত সময়কার কথা। তবে সম্ভবত তার ফেরার সময় হয়ে এসেছে। তাকে যদি হত্যা করার পরিকল্পনা থাকত তাহলে এতদিনে সে চেষ্টা করা হয়ে যেত।

গ্যারেট কোন ধরনের আশংকার না ভুগে নির্ধিকায় বের হয়ে আসল। তার ধারণার মধ্যেও ছিল না, কেউ তার জন্য অপেক্ষা করতে পারে। সে সুইম প্লাটফর্মের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘুরল ডানদিকে যা সে সবসময় করে থাকে।

গ্যারেট প্ল্যাটফর্মের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে হাটু বাঁকিয়ে হালকা একটা চিৎকার দিল যখন তার প্রোস্টেট ব্লাডারকে মুক্ত করল। এমন সময় পায়ের নিচে একটা হালকা কাঁপুনি অনুভব করল সে। মাথা ঘুরিয়ে দেখতে যাবে ঠিক এমন সময় একটা গুলিসে ঢাকা হাত তার মুখ চেপে ধরল। সে চিৎকার করবার চেষ্টা করলেও গলা থেকে আওয়াজ বেরুল না। গ্যারেট তার ডান কানের কাছে আক্রমণকারীর নিঃশ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করল; একটা আওয়াজ ভেসে আসল তার কানে। কথাটা শুনে তার মেরুদণ্ড কেঁপে উঠল।

“একটু নড়েছ তো তোমার টুথপিকের মত ভেঙে দেব।”

অধ্যায় ৬

ইস্কাহান, ইরান

অ্যাডাম শোশান তার ময়লার গাড়িটা এক কোনায় নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। বিশাল হলরুমটা খালি থাকায় মনে মনে খুশি হল সে। কোমর উচ্চতায় থাকা হালকা পেঙ্গিলের দাগটা চিহ্নিত করার পর নিজের ছোট্ট ফুটস্টুলটা খুলে ফেলল। ময়লার গাড়ির নিচ থেকে একটি লোহার বাস্ক বের করে তা থেকে ওয়াস পেপার খুলে ফেললে আঠালো অংশ বের হয়ে আসে। দু'পাশে তাকিয়ে স্টুলের ওপর চড়ে ডিভাইসটা শক্ত করে দেয়ালের সাথে লাগালো সে। তারপর তাড়াহুড়ো করে ফুটস্টুলটা বন্ধ করে ময়লার গাড়ির মধ্যে রেখে সেখান থেকে সরে গেল।

শোশানের মিশন ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে চলে এসেছে যা কেউ আগে থেকে আন্দাজ করতে পারে নি। তাকে একজন স্পাই হিসেবেই পাঠানো হয়েছিল। তার কাজ ছিল শুধু ইস্কাহান নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, আর কিছু নয়। কোন অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেবার প্রয়োজন নেই। তার কাছ ছিল এখানে কারা কখন আসা যাওয়া করে তা জানা। তার দায়িত্ব ছিল দায়িত্বে থাকা প্রধান বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ এবং ভূগর্ভে লুকিয়ে রাখা সেন্ট্রিফিউজের ক্ষমতা সম্পর্কে জানা। আর যদি সম্ভব হয় ফ্যাসিলিটির ব্রুপ্রিন্ট জোগার করা। যা এসেছিল বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে। বলাবাহুল্য হামলাটা তো তারাই চালাবে।

শোশানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সাবধানে এগুবার। ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের। তাড়াহুড়োর কোন প্রয়োজন নেই। মোসাদ ধারণা করেছিল তার সেখানে কমপক্ষে এক বছর সময় লাগবে। শোশান সানন্দে এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। যতবার উন্মত্ত ইরানি প্রেসিডেন্ট টেলিভিশনে ইসরাইলকে ধ্বংস করবার হুমকি প্রদান করেন শোশান ততবার অনুধাবন করে তার কাজটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

সে এখানে মিশে গিয়ে তার কাজ করেছে। টয়লেট পরিষ্কার করেছে, মেঝে সাফ করেছে এবং রেখেছে চোখকান খোলা। প্রথম প্রথম সে অত্যন্ত সাবধানী ছিল। প্রায়শই আচমকা পরিদর্শন হত, সিকিউরিটির লোকজন নতুন কাজ করতে আসা লোকদের প্রতি বেশ রুক্ষ আচরণ করে। যে ছোট্ট রুমে সে

নিজের পরিষ্কার করার জিনিসপত্র রাখে সে ক্রমটর প্রথম মাসে দু'বার এলোমেলো পায়। এ ঘণ্টার পর সে পূর্বের থেকে আরো বেশি সাবধানি হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মাসে বুঝতে পারে গার্ডটা তার ক্রোজেটে গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহৃত জিনিসের খোঁজ করত না বরং দেখত সাপ্রাই চুরি যাচ্ছে কি না। অবশেষে শোশানের ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপত্রের প্রতি আগ্রহই তাকে দিয়ে দেয় কু।

একদিন শোশান গার্ডস রুম পরিষ্কার করতে করতে শুনতে পায় উপস্থিত গার্ডরা টেলিভিশনের খারাপ সিগন্যাল নিয়ে কথা বলছে।

সে দেখতে চলল। সামান্য একটু দেখেই সমস্যাটা চিহ্নিত করে কয়েকবার ক্ষু ড্রাইভার ঘুরিয়ে সমাধান করে ফেলল শোশান। গার্ডদের চোখে সে রীতিমত ঐশ্বরিক পর্যায়ে চলে গেল। কিছুদিন পর ফরমায়েশে টিভি, মাইক্রোওয়েভ, রেডিও তথা সব ধরনের বৈদ্যুতিক জিনিস সারতে শুরু করল সে। তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল বেশ তাড়াতাড়ি। এমন কি সিকিউরিটি প্রধান আলী ফারাহানির কাছ থেকে ডাক পড়ল তার। এয়ার কন্ডিশনার সারাইয়ের জন্য।

শোশান ফারাহানির বাড়িতে গিয়ে সহজে সমস্যাটা চিহ্নিত করে ফেলল। সে দরজারী পাটগুলো অর্ডার করার পর সে সন্তোষেই বিনা পারিশ্রমিকে এয়ার কন্ডিশনারটা ঠিক করে দিল। ফারাহানি তাকে বলল এর বিনিময়ে তার জন্য কিছু করতে পারে কিনা। শোশান বলল পারে, সে ফারাহানিকে তার স্টোরেজ ক্রোজেটটা দেখাল। সেখানে বালতি, পরিষ্কার করবার জিনিসপত্র ছাড়াও বেশ কিছু ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে যা সারাইয়ের জন্য পড়ে আছে। ফারাহানি প্রথমে বিরক্ত হয়। সে ভেবেছিল লোকটা অন্যায় সুযোগ নেবার চেষ্টা করছে। শোশান তাকে আশ্বস্ত করল ব্যাপারটা সে রকম নয়। তার পুরো পরিবার ভূমিকম্পে মারা গেছে। সে একেবারে একা। কাজের মধ্যে থাকলে সময়গুলো কেটে যাবে তার। শোশান তার কাছে শিফট শেষ হবার পরও এখানে থাকার অনুমতি চাচ্ছিল যেন এখানে থেকে জিনিসগুলো সারতে পারে। ফারাহানি শুধু তাকে অনুমতিই দিল না তাকে একটি অব্যবহৃত স্টোরেজ রুম ছেড়ে দিল যেন সেখানে জিনিসপত্র সারাই করতে পারে। শোশান উপলব্ধি করল সে একটা বড় দাও মেরেছে; তার ধারণার মধ্যে ছিল না ব্যাপারগুলো এত তাড়াতাড়ি কি করে ঘটল।

পরবর্তী মাসগুলোও শোশান প্রচুর সঞ্চয় এ ফ্যাসিলিটিতে কাটায়। সে দিনের বেলায় ময়লার গাড়ি নিয়ে সারা ফ্যাসিলিটিতে ঘুরে বেড়াত। গার্ডরাও তার দিকে তেমন নজর রাখত না। সে সময় তার পরিচয় হয় সাইরাস ওমিদিফারের সাথে। তিনি ছিলেন পুরো ফ্যাসিলিটির প্রধান ইঞ্জিনিয়ার।

সবকিছু সুচারুরূপে পরিচালনা করবার দায়িত্ব ছিল তার। শোশানের মত তারও যন্ত্রপাতির ব্যাপারে আগ্রহ ছিল।

প্রথম প্রথম শোশান ওমিদিফারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে নি। শোশানের মনোযোগ ছিল বিজ্ঞানী ও নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামটা কিভাবে বন্ধ করা যায় তার ওপর। তবে সবকিছু সেদিন বদলে যায় যেদিন শোশান ওমিদিফারের সাথে তার অফিসে দেখা করতে যায়। তার অফিসে টেবিলের ওপর পুরো ফ্যাসিলিটির ব্লু প্রিন্টের এক কপি দেখতে পায় সে। শোশানের আফসোস হল সাথে কোন ডিজিটাল ক্যামেরা না থাকায়। সে দাঁড়িয়ে থেকে যতটুকু সম্ভব ব্লু প্রিন্টটা আত্মস্থ করবার চেষ্টা করল।

ওমিদিফার ফোনে কথা সেরে অফিসে এসে তার উদ্দেশ্যে বললেন, “এক অসাধারণ স্থাপত্য...তাই না?”

শোশান মাথা নাড়ল।

“ডিজাইন এমনভাবে করা হয়েছে যেন তা জালের মত কাজ করে।”

ওমিদিফার উপরের পাতাটি উল্টে গ্রাউন্ড ফ্লোরের একটি সাইড এলিভেশন দেখাল। “ওপরের ফ্লোরটা। ছয় লেয়ারের রাবার দ্বারা দুই মিটার পুরু। যদি আমেরিকানরা তাদের বাংকার-বাস্টার বোমা ফেলে আমরা নিশ্চিত প্রথম লাইনের ডিফেন্সই সেটাকে থামিয়ে দেবে।”

শোশান অবশ্য অতটা নিশ্চিত নয়। এখানে আসার আগে সে শুনেছিল আমেরিকানরা নতুন সিরিজের বাংকার-বাস্টার তৈরি করেছে যা এটা ভেদ করার জন্য যথেষ্ট। শোশান তার বন্ধুর দিকে তাকালো, “যদি তা না হয়?”

ওমিদিফার ঘাড় কৌঁচকালো। “বোমাটিকে আরো তিনটা ফ্লোর অতিক্রম করতে হবে। সেগুলো প্রথমটার মত অতটা পুরু নয়, অবশ্য অতটা পুরু হবার প্রয়োজনও নেই। প্রথম ফ্লোরই তাদের সবচেয়ে ভারি বোমাকে থামিয়ে দেবে। যদি তা ভেদও করে তবুও সেটাকে আরো তিনটা ফ্লোর অতিক্রম করতে হবে। প্রতিটা ফ্লোরই এক মিটার করে পুরু। আমেরিকানরা শুধু পারমানবিক বোমা ব্যবহার করেই এটা ধ্বংস করতে পারে কিন্তু তারা এতটা বেপরোয়া কখনও হবে না।”

“আর ইহুদিরা?” প্রশ্ন শোশানের। ইহুদি বিদ্রোহীর রোল প্রে করতে ভালোই লেগেছে তার।

প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকল ওমিদিফার। সে অত্যন্ত বাস্তববাদী একজন মানুষ, ইহুদিবিরোধী কথায় তাকে খুশি করা সম্ভব নয়।

“ইহুদিদের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আমাকে বলা হয়েছিল পুরো অপারেশনটা গোপনে করবার জন্য, কিন্তু আমাদের দুঃসাহসী প্রেসিডেন্ট

আমাদের শত্রুদের প্রতি ব্যাগোক্তি ছুঁড়ে দিতে পছন্দ করেন। এতে করে আমরা টার্গেটে পরিণত হয়েছি।”

শোশান হেসে মাথা নাড়ল। তার চোখজোড়া চলে গেল প্রিন্টটার দিকে। ভাবতে লাগল সে, গুপ্তচর হিসেবে নয় বরং একজন কৌতুহলী ব্যক্তি হিসেবে। “কি করে এত ওজন ধরে রাখা সম্ভব হয়।”

ওমিদিফার কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টালো। “আমরা একটা আভারগ্রাউন্ড স্কাইস্ক্র্যাপার বানিয়েছি। এই স্টিলের খাঁচাই পুরো স্থাপনাটা ধরে রাখে।”

তখনই ব্যাপারটা তার মাথায় আসে। তাকে কখনও চতুর্থ সাব লেভেলে প্রবেশ করতে দেয়া হয় নি যেখানে রিয়াক্টর ও সেন্ট্রিফিউজটা রয়েছে। তার ধারণা জিনিসটা বেডরকের ভেতরে কিংবা নিচে রয়েছে। আকাশ থেকে এ ফ্যাসিলিটিকে শক্তিশালী মনে হলেও শোশান এ ব্যাপারে নিশ্চিত পারমানবিক বোমাই এটিকে শেষ করবার জন্য যথেষ্ট। তবে সে এটাও জানে আমেরিকা কিংবা ইসরাইল কেউই একাজ করবে না। তারা আর যাই হোক ইস্রাহানের মত শহর যেখানে দশ লক্ষাধিক লোকের বাস সেখানে এত বড় তাগুব করতে পারে না। যদি শোশানের ধারণা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে কোন বিমান হামলার প্রয়োজন হবে না। তারচেয়ে অত্যন্ত সহজ একটি পদ্ধতি পুরো ফ্যাসিলিটিকে ধ্বংসস্বপে পরিণত করতে পারে। সেদিন বু প্রিন্ট দেখবার সময় শোশানের নজরে স্টিলের আকৃতি ও ঘনত্বটা বিশেষভাবে পড়ে। ওমিদিফারের অফিস ত্যাগ করতে করতে নতুন এক পরিকল্পনা মাথায় আসে তার। শোশান তার গুপ্তচরের ভূমিকা ছেড়ে পরিণত হয় অর্ন্তঘাতী একজনে।

কয়েক মাস পর শোশানের মাথায় টুইন টাওয়ারের ধ্বংস হবার ব্যাপারটা আসে। না, সে টুইন টাওয়ারের ৯/১১ এর পূর্ববর্তি অবস্থার কথা ভাবছিল না কিংবা ভাবছিল না সেই ধ্বংসস্বপের কথা। তার মাথায় শুধু ছিল বিল্ডিংগুলোর নিজের চাপে ধসে পড়বার সেই দৃশ্য।

সেদিন রাতে শোশান ঘুমালো না। সে বারবার টাওয়ারের সে দৃশ্য মনে করতে লাগল। উপলব্ধি করল ফ্যাসিলিটিকে ধ্বংস করবার রাস্তা সে পেয়ে গেছে। সে মনে মনে লিস্ট করে ফেলল সেটি ধ্বংস করতে তার কি কি প্রয়োজন এবং কি করে সে ফ্যাসিলিটির ভেতরে প্রবেশ করবে। ছয় মাস আগের পরিকল্পনাটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হলেও এছাড়া কোন উপায় ছিল না। পরের দিন সকালে সে সবকিছু একটি এক্সকোডেড রিপোর্টে সাজিয়ে তার ‘ডেডড্রপ’-এ দিয়ে আসে। তেল আবিব থেকে জবাব আসার আগে সে এক অজুহাতে ওমিদিফারের অফিসে আরেকবার প্রবেশ করে, এবার সাথে ক্যামেরা নিয়ে।

ওদিকে বিশেষজ্ঞরা দুই মাস ধরে শোশানের প্ল্যান নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে গেল। তাদের বিমানবাহিনী পারমাণবিক বোমা ব্যতীত অন্য কিছুই মাধ্যমে এখানে হামলা চালিয়ে সফল হবার ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। এ দুই মাসে শোশানের পরিকল্পনা আরো বিস্তৃতি লাভ করল। সে তৃতীয় সাবফ্লোরের কোনাকাঞ্চি পরীক্ষা করতে থাকে, যতগুলো সম্ভব স্টিল বিমের ছবি তুলে রাখল। তাছাড়া তার স্টোরেজ রুমের ওপর ফল্‌সওয়ালে স্যাবোটাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংগ্রহ করে লুকাতে শুরু করল।

দীর্ঘসময় ধরে সবকিছু একত্রিত করে ফেলল শোশান। শুধু একটা বা দুটো পয়েন্টে আঘাত হানলে কোন কাজ হবে না। প্ল্যানটা হতে হবে সুবিস্তীর্ণ এবং এটি সম্পন্ন করতে লেগে যাবে বহু সময়। বিস্ফোরকগুলো ঠিক স্থানে বসাতে হবে, কিন্তু সমস্যা হল সেগুলো পুরোটা সময় থাকবে লোকচক্ষুর সামনে। এমনকি ফ্যাসিলিটির সর্বাপেক্ষা অদক্ষ গার্ডেরও অনায়াসে জিনিসগুলো চোখে পড়ে যাবে।

এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এক বিকালে যখন ফ্যাসিলিটিতে কিছু সময়ের জন্য লোড শেডিং হয়। শোশান তখন দ্বিতীয় সাবফ্লোরের টয়লেট সাফ করছিল। রুমগুলো কয়েক সেকেন্ডের জন্য ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যায় এবং ইমার্জেন্সি লাইট জ্বলে ওঠে। শোশানের চোখে সিলিংয়ের সামান্য নিচে একটি চারকোণা ইউনিট চোখে পড়ে। যাতে দুটি অ্যাডজাস্টিবল ফ্লাডলাইট একটি লোহার বাক্সে সংযুক্ত, যা লম্বায় দেড় ফুট ও চওড়ায় আধ ফুট। শোশান বাথরুম থেকে বের হয়ে হলওয়েতে তাকায়। সে আরো চারটি ইমার্জেন্সি লাইটিং দেখতে পায় সেখানে। সে রাতে লাইটগুলোর ছবি আর মডেল নম্বর টুকে রাখল। পরদিন সকালে মোসাদকে জানায় যে, সে তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে।

পাঁচ সপ্তাহ পর হাইফা থেকে ভারতের মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে এক ডজন ইউনিটের প্রথম শিপমেন্টটি যায়। কাস্টম ক্লিয়ারেন্স পাওয়ায় সেটাকে পুনরায় প্যাক করে ইরানের চাবাহারের ফ্রুট্রুড জোনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। সেখান থেকে স্থলপথে পৌঁছে ইস্কাহানে। এরকম আরো দু'টি শিপমেন্ট আসে। প্রতিদিন শোশান ফ্যাসিলিটিতে মোটরবাইক নিয়ে প্রবেশ করে। বাইকের পেছনে দুটি ব্যাগ ও একটি পুরাতন প্লাস্টিকের মিস্ক ফ্রেট থাকত। ফ্রেটটা প্রায় সবসময় ভরা থাকত। আর ব্যাগগুলোতে থাকত নকল ইমার্জেন্সি লাইটিং ইউনিট। গার্ডরা একবারের জন্যও জিনিসগুলো চেক করার প্রয়োজনবোধ করে নি।

পরবর্তি দিনগুলোতে শোশান অগুণতিবার ড্রেস রিহাসাল সম্পাদন করে।

ইসরাইলে বসে থাকা বিশেষজ্ঞরা আগে থেকে সব চিন্তা করে রাখে। ডিভাইসগুলোতে সি-৪ প্রাস্টিড এক্সপ্রোসিভের বদলে তারা অপেক্ষাকৃত নতুন থার্মোবেরিক বিস্ফোরক পাঠায়। এ থার্মোবেরিক বিস্ফোরকগুলো ফ্যাসিলিটির ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলোতে অত্যন্ত কার্যকরী। এটি বাতাস থেকে অক্সিজেন গুমে নিয়ে এক বায়ুশূন্য অবস্থার সৃষ্টি করে। ওজনে অন্যান্য বিস্ফোরক থেকে এটি হালকা। তবে ডিভাইসগুলো এক সাথে এক সময়ে বিস্ফোরণ ঘটলে সৃষ্টি হবে আরেক সমস্যার। দুটি ইউনিটের মধ্যে রানিং ডেট কর্ড সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ডিভাইসগুলি রিমোটের সাথে বিস্ফোরণ করাটাও যৌক্তিক নয়। রেডিও ফ্লিকোয়েন্সি কোনভাবেই কংক্রিট ও স্টিলকে ভেদ করতে পারবে না। এর সমাধান হল প্রতিটি ডিভাইসের মধ্যে একটি করে অ্যাকুরেট ঘড়ি স্থাপন করা। একটি মাস্টার রিমোটের মাধ্যমে শোশান প্রতিটি ডিভাইসের ডেটোনেট হবার সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। সে কাজটা স্টোরেজ রুমে সম্পন্ন করে।

ছাব্বিশটা ডিভাইস, প্রতিটি আট পাউন্ড করে। অর্থাৎ দুইশ আট পাউন্ড বিস্ফোরক। ডেমোলিশন ফার্মগুলো এরচেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ বিস্ফোরক ব্যবহার করে বড় বড় বিল্ডিং ধ্বংস করবার জন্য। কিন্তু শোশানের লক্ষ্য ভিন্ন। সে কোন বিল্ডিংকে ধ্বংস করতে যাচ্ছে না এবং ধ্বংসস্থল কি করে পরিষ্কার করা হবে তা নিয়েও তার কোন মাথা ব্যাথা নেই। তার লক্ষ্য অত্যন্ত সোজাসাফটা। সে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সাবফ্লোরের মাঝামাঝি অবস্থিত প্রধান সার্পোর্ট কলামগুলোকে গুড়িয়ে দেবে। এতে করে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে সবকিছু। ওপরের তিনটি ফ্লোর চতুর্থ সাবফ্লোরের ছাদের ওপর এসে আছড়ে পড়বে। তিনটি ফ্লোর এত ওজন সহ্য করতে পারবে না চতুর্থ ফ্লোরটি। খাড়া স্টিল বিমগুলো বেকে যাবে। সম্পূর্ণ সেন্দ্রিফিউজ ফ্যাসিলিটি ও রি-অ্যাক্টর পরিণত হবে তেজস্ক্রিয় ধ্বংসস্থলে।

শোশান হলওয়ারের দিকে তাকিয়ে ঘড়ি চেক করল। ঘটনা ঘটতে তিরিশ মিনিটেরও কম সময় বাকি। ডিভাইসগুলো বসাবার পর তার কাজ হল শুধু ময়লার গাড়িটা স্টোরেজ রুমে রেখে বের হয়ে আসা। তারপর যখন বিস্ফোরণ ঘটতে শুরু করবে তখন গেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে সৃষ্ট গোলযোগের সুযোগে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা। সে স্টোরেজ রুমের দরজাটা খুলে ময়লার গাড়িটা ভেতরে রাখল। এ জানালাবিহীন ঘরটিই ছিল গত এক বছর তার ডেরা।

সময়টা তার জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন। তার মনে হচ্ছিল বিস্ফোরণ ঘটলে সেসব ভালো মানুষগুলোর কি হবে যাদের সাথে এতদিন সময় কাটিয়েছে সে।

সময় নির্ধারণ নিয়েও আফসোস হচ্ছিল শোশানের। হেডকোয়ার্টার থেকে কড়া নির্দেশ বিস্ফোরণটা যেন দিনের বেলায় হয়। তারা শুধু ফ্যাসিলিটিটাই ধ্বংস করতে চায় না ধ্বংস করে দিতে চায় ইরানের পারমানবিক বোমা প্রস্তুতের ক্ষমতাকেও। ল্যাবে কর্মরত যত বেশি লোক মারা পড়বে ততই ভালো।

অবশ্য সর্বোচ্চ ক্ষতিসাধনের নির্দেশটা মোটেও অবাক করার মত নয়। সে নিজে অত্যন্ত শক্ত মানুষ, সে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা সাধারণভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হতে পারে। নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে সারা রাত ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করত সে। এখানে কাজ করতে গিয়ে অনেক ভালো মানুষের সাথে দেখা হয়েছে তার। এদের মধ্যে দু'একজন ইহুদি বিদ্রোহী থাকলেও বেশির ভাগ লোকই ইসরাইলের তার পাড়া-পড়শী কিংবা কলিগদের চেয়ে আলাদা নয়।

তবে ইমাদ মুখতারকে দেখে সেসব চিন্তা একেবারে মাথা থেকে চলে যায় তার। ইসরাইলকে এত বেশি আঘাত হয়ত তার চেয়ে বেশি আর কেউ করে নি। মুখতার আত্মঘাতি বোমা হামলা, অপহরণ ও বেসামরিক জনগোষ্ঠীর ওপর রকেট হামলার জন্য দায়ি। তার হাত হাজার হাজার ইসরাইলির রক্তে রাঙা। তার এখানে আসার মানে এটাই দাঁড়ায় যে ইরান সরাসরি এখানে প্রস্তুত বোমা হিজবুল্লাহর মত রাষ্ট্রবিহীন সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে তুলে দেবে। তাকে শেষ করার এমন সুযোগ মোটেও হাত ছাড়া করা যায় না।

শোশান রুমের আশেপাশে তাকিয়ে দেখল কিছু ফেলে গেল কি না। রুম থেকে বের হয়ে দরজাটা বন্ধ করল। সে এলিভেটরের দিকে যেতে যেতে তার মনে পড়ল তার বন্ধু ওমিদিফারের কথা। মনে মনে পরিকল্পনা কলে ফেলল কি করে তাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা যায়। এলিভেটরের কল বাটনে চাপ দিয়ে ভাবল এই একটি মানবিক কাজ করতে পারলে তার বুকের ওপর থেকে অনুশোচনার চাপ কিছুটা হলেও কমবে।

দরজা খুললে সে ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি প্রধান আলী ফারাহানির মুখোমুখি হয়। তাকে দেখে মনে হল সে তাড়ায় আছে। শোশান আন্দাজ করল কারণটা, সম্ভবত তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন ব্যক্তি। শোশান তাড়াতাড়ি করে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। লোক তিনটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে যখন তারা ফারাহানির অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। শোশান লিফটে চড়ে নিচ তলার বাটনে চাপ দিল। দরজা বন্ধ হতে হতে তাকিয়ে থাকল মুখতারের মাথার দিকে, তার মুখে খেল গেল হাসি।

অধ্যায় ৭

পুয়ের্তো গলফিতো, কোস্টারিকা

র্যাপ তার ঠাণ্ডা ধাতব ছোরাটা গ্যারেটের উন্মুক্ত চামড়ার ওপর ধরে রাখল যেন সে উপলব্ধি করে মৃত্যুর অতল গহ্বর থেকে তার দূরত্ব সামান্যই। র্যাপ ফিসফিস করে তাকে বলল “ভেবেছিলে বেঁচে যাবে, তাই না?”

গ্যারেট মুক্ত হবার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

“রিলাক্স, স্টু। যদি বাঁচতে চাও তাহলে যা বলছি তা কর।” গ্যারেটকে আশা দেয়া যে সে এ অবস্থা থেকে বেঁচে যেতে পারবে। র্যাপ তাকে অনায়াসে বাগে আনতে পারে ঠিকই কিন্তু এক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপই নেবে সে। এমনকি ছুরির অবস্থানের ব্যাপারেও সে অত্যন্ত সাবধানী। র্যাপ ছুরিটা গ্যারেটের ওপর এমনভাবে ধরে রেখেছে যেন অটোপসিতে ছুরির সামান্য পরিমাণ কণাও ধরা না পড়ে। সে এমনভাবে পুরো ব্যাপারটা উপস্থাপন করছে যেন গ্যারেট মনে করে তার বেঁচে থাকার কিছুটা হলেও সুযোগ রয়েছে।

গ্যারেটের কানের কাছ মুখ নিয়ে র্যাপ বলল, “আমি তো চাচ্ছিলাম তোমার গলা চিরে তোমার এই নোংরা দেহটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলি কিন্তু আমার বসের ধারণা তুমি হয়ত প্রয়োজনীয় হতে পার।” র্যাপ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গ্যারেটকে মিথ্যা আশ্বাস দিল। “কিন্তু সমস্যা হল আমার আবার নির্দেশ অমান্য করার বদঅভ্যাস আছে।”

র্যাপ ডানদিকে ঘুরে গ্যারেটের মুখের দিকে তাকালো। র্যাপ লক্ষ্য করল তার চোখগুলো সুরু হয়ে আসছে। কয়েক সেকেন্ড সে রকম অবস্থায় থাকার পর সেগুলো আতংকে স্ফীত হতে শুরু করলো।

হাসল র্যাপ। “ঠিক আছে স্টু, তুমি জানো আমি কে। তুমি গত বছর টম রিচকে সেই উদ্ভট কাহিনী শুনিয়ে আমাকে ফাঁসাতে চেয়েছিলে। অবশ্য ব্যাপারটা হিতে বিপরীত হয়ে পড়ে, তাই না?”

গ্যারেট মাথা ঝাঁকাবার চেষ্টা করল।

“আমি তোমাকে একবারই কথাটা বলব। আমি তোমাকে খুন করতে চাই, আর আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যদি আমি তা করি তাহলে ডিরেক্টর কেনেডি আমাকে অত্যন্ত আনন্দের সাথেই ক্ষমা করবেন কারণ মার্কিন রাজনীতির ঐতিহাসে তুমি হলে সবচেয়ে জঘন্য ব্যক্তিদের একজন। তো তুমি যদি বাঁচতে

চাও তাহলে আমাকে সবকিছু সত্য বলতে হবে। ঠিক আছে?”

গ্যারেট চোখ বুঁজে মাথা ঝাঁকালো।

“ঠিক আছে, হাটু গেড়ে বস, আমি তোমার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিচ্ছি যেন আমরা কথা বলতে পারি।” র্যাপ তাকে ভাবার কোন সুযোগ না দিয়ে টেক ডেকের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। তাকে প্রাটফর্মের কোনায় নিয়ে হাটু গেড়ে বসিয়ে ছোরাটা তার গলার কাছে ধরল সে। “আমি মুখ থেকে হাত সরাইছি। তুমি যদি এতটুকু জোরে কথা বললো ছুরি চালিয়ে দেব। তুমি তোমার নিজের রক্তের ওপর গড়াগড়ি খাবে আর বিশ্বাস কর ব্যাপারটা মোটেও সুখকর হবে না।” র্যাপ গ্যারেটকে পরিস্থিতি বুঝে উঠবার জন্য যথেষ্ট সময় দিল। তারপর ধীরে ধীরে তার মুখের ওপর থেকে হাত সরালো।

পলিটিক্যাল কনসালটেন্ট ও সাবেক প্রেসিডেন্সিয়াল চিফ অব স্টাফ জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করল। “প্রিজ, আমাকে মের না। এটা আমার আইডিয়া ছিল না।” তার কণ্ঠ উঁচু হয়ে উঠল। “সবকিছু ঐ ইডিয়ট মার্ক রস করেছে।”

“চুপ,” বলে উঠল র্যাপ।

“দুঃখিত,” বলল গ্যারেট, কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত শান্ত।

“হয়ত তোমার আইডিয়া ছিল না কিন্তু তুমিও এ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলে।”

গ্যারেট কিছুটা দ্বিধাস্থিত হয়ে মাথা ঝাঁকালো।

“তুমি শুধু জড়িতই ছিলে না বরং কাজটা সম্পন্ন হতে তোমারও ভূমিকা ছিল।”

“আমি নির্দেশ পালন করছিলাম।”

“মিথ্যা কথা। তুমি তো কোন সৈন্য নও যে নির্দেশ পালন করতে বাধ্য। তুমি হলে এক রাজনৈতিক বেশ্যা যে সফল হবার জন্য জঘন্য থেকে জঘন্য কাজ করতে প্রস্তুত। তুমি ক্যাম্পেইনটা চালাও এবং তুমিও চাচ্ছিলে জিলিয়ান রটবটকে মারতে যতখানি চাচ্ছিল রস।”

“সেও ধোয়া তুলসী পাতা ছিল না।”

“কেন, এই জন্য যে সে তার স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে?”

“না, আমি শুধু বলছি সে যদি নিজেকে সংযত রাখতে পারত তাহলে এসবের কিছুই ঘটত না।”

র্যাপ বাম হাত দিয়ে তার চুল চেপে ধরল, “তাহলে তালিবানদের সাথে যোগ দিচ্ছ না কেন? তুমি আমাকে বলছ যেহেতু একজন মহিলা তার স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেহেতু তার মরা উচিত।”

“না,” বলল গ্যারেট। “আমি বলছি সে এসব না করলে ঘটনাগুলো হয়ত ঘটত না।

“আর বাকি চৌদ্দজন যারা মারা পড়ল?”

“দুর্ভাগ্যজনক।”

“দুর্ভাগ্যজনক!” কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো সে। “তুমি পনের জন লোককে হত্যা করে একটা ইলেকশন জিতলে, আর এখন বলছ ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক?”

গ্যারেট র্যাপের কণ্ঠে স্ফোভটা বুঝতে পারল। “ব্যাপারটা খারাপ হয়েছে। অন্যায় হয়েছে। সন্দেহ নেই। আমার সেটা থামানো উচিত ছিল।”

“তাতো উচিত ছিলই, ক্ষমতালোভি কোথাকার!” র্যাপ গ্যারেটের গলা থেকে ছোরাটা সরিয়ে খাপের মধ্যে ভরল। তার চুল ধরে সে বলে উঠল, “আর সে জন্য আমি তোমাকে হত্যা করতে যাচ্ছি।”

গ্যারেট কিছু করার আগেই র্যাপ তাকে বামদিকে ধাক্কা দিল। গ্যারেট ডানদিকে সরার চেষ্টা করল যেন সে পানিতে না পড়ে। র্যাপ সেটাই চাচ্ছিল। র্যাপ তার মাথা বোটের কোনায় টুকে দেয়। গ্যারেটের কপাল গিয়ে আঘাত হানে শক্ত ফাইবার গ্রাসের ওপর, মাথা ঘুরে যায় তার।

র্যাপ গ্যারেটের চুল ছেড়ে দিয়ে তাকে জোরে জড়িয়ে ধরে সুইমিং প্রাটফর্মের কোনায় নিয়ে এলো। তার মুখের ওপর পানি ছিটে আসলে জ্ঞান ফেরে তার। নিজেই ছাড়াবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু লাভ হল না। র্যাপ তার বুকের ওপর চাপ দিয়ে রয়েছে। গ্যারেট র্যাপের হাতের ওপর থাবা মারতে লাগল। কাজ হল না তাতে। এরপর সে হাত বাড়াল র্যাপের মুখের ওপর।

র্যাপ সাথে সাথে তার বুকের ওপর আরো জোরে চাপ দিল যেন সে হাত না নাড়াতে পারে। সে তাকে ‘হেইমলিচ’ প্রদান করল যার ফলে লাংস থেকে প্রচুর বাতাস বের হয়ে আসে। গ্যারেট তার হাত পা জোরে জোরে ছুঁড়তে লাগল। চোখ বন্ধ করে তাকে স্রেফ নিচে ঠেলে দিতে লাগল র্যাপ। এক পর্যায়ে হিসাব করে দেখল তারা পানির বিশ থেকে পঁচিশ ফুট নিচে চলে গেছে। তার জন্য এটুকু যথেষ্ট ছিল। গ্যারেটের লাংসে এতক্ষণে আগুন ধরে গেছে। তার বুক ফেটে বের হয়ে আসতে যাচ্ছে।

থামল র্যাপ, লাংস থেকে কিছু বাতাস নির্গত করল তারা। প্রায় আধা মিনিট পানির তলে রয়েছে তারা কিন্তু র্যাপ জানত গ্যারেটের প্রানবায়ু প্রায় শেষ। তার হাতগুলো দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। চোখ খুলে ওপরে ফিকে হয়ে আসা আলোর দিকে তাকালো র্যাপ। গ্যারেটকে ছেড়ে তার চুল চেপে ধরল সে। যদি লোকটা এখনও বেচে থাকে তাহলে সে ঠিকই ওপরে ওঠার চেষ্টা

করবে । কিন্তু সে করল না । র্যাপের সামনে স্রেফ ভাসতে লাগল সে র্যাপ গ্যারেটের কাঁধের ওপর হাত রেখে তাকে আরো নিচে ঠেলে দিল ।

র্যাপ বোটটার নিচের অন্ধকার অংশ দেখল । দশ সেকেন্ড পর সে পানির ওপর উঠে এসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল । তার হৃদপিণ্ড জোরে জোরে লাফাচ্ছিল । তার হৃদপিণ্ডের আওয়াজ আর সমুদ্রের স্রোতে কানে কিছুই ঢুকছিল না তার । আবারও জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল সে । পানির ওপর স্রেফ মাথাটা বের করে রেখেছে । কান পেতে শোনার চেষ্টা করল গ্যারেটের স্ত্রীর সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় কি না । কিন্তু না, কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না । তারপর অ্যাংকর লাইন থেকে সুইমিং ব্যাগটা নিয়ে কূলের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল সে । কোন রকম ঝামেলা ছাড়া পরদিন দুপুর নাগাদ সে পৌঁছে গেল ওয়াশিংটনে ।

ইস্কাহান, নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি

সকালের একটা বড় সময় ধরে চলল বাকবিতণ্ডা। আসহানির জন্য ব্যাপারটা নিজের নিহত কন্যাকে নিয়ে একটা লম্বা ড্রাইভে যাবার মত ছিল। বেশির ভাগ মানুষই খুব দ্রুত ইমাদ মুখতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সাথে তার সুগভীর সম্পর্ক এবং ধ্বংসযজ্ঞে দক্ষতা থাকবার জন্য বেশিরভাগ মানুষই তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব রাখতে পছন্দ করে। আসহানি তার বোকামির জন্যই হোক কিংবা আত্মবিশ্বাসের কারণে হোক এ দুটোর কোনটার মাঝেই নেই। যখন মুখতার ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিচ্ছিল তখন ফারাহানি এক অপমানিত শিল্পীর মত আত্মপক্ষ সমর্থন করে যাচ্ছিল। দুজনের মধ্যে চলছিল তুমুল তর্ক বিতর্ক এবং আসহানি মনে মনে আশা করছিল অফিস থেকে তাকে যেন জরুরি ভিত্তিতে ডেকে পাঠানো হয়।

আসহানি ফারাহানির অফিসের দেয়ালে হেলান দিয়ে মুখতারকে দেখতে লাগল সে ফাইলের রিভিউ জানতে চাচ্ছে। ফারাহানি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “আমি সে লোকটাকে খুব ভালো করে চিনি। সে কখনওই বিপ্লবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।”

আসহানি কখনও ফারাহানিকে এতটা দৃঢ়চেতা দেখে নি। সম্ভবত বারবার তেহেরান থেকে আসা ‘ইন্সপেক্টর’দের তদন্তে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। অবশ্য মুখতার কোন দায়িত্বশীল আমলা নয়। চৌদ্দ বছর বয়সে সে ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী গ্রুপ ফোর্স ১৭-তে যোগ দেয়। বিশ বছর বয়সে সে ইয়াসির আরাফাতের অঙ্ককার রূপকে উপলব্ধি করে সরে আসে পিএলও থেকে। সে ইসলামিক জিহাদ নামে এক স্বল্প পরিচিত গ্রুপ গঠন করে যা পরে পরিচিতি পায় হিজবুল্লাহ নামে। পরের বছরই সারা মাধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক নকশাই বদলে দেয় গাড়ি ও ট্রাক বোমার সাহায্যে বৈরুতে মার্কিন দূতাবাস ও সামরিক ঘাঁটিতে গুড়িয়ে দিয়ে। হামলা চালাবার পর মুখতার ও তার সংগঠন গুরু করে অপহরণ। মুখতার কখনও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে সরে আসতে পারে নি। হত্যা করতে হাত কাঁপে না তার। সে এমন যে কোন ব্যক্তিকে নির্ধ্বংস হত্যা করে যার কাছে ‘জিহাদ’ পছন্দনীয় নয়। এমনকি সে ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় তবুও।

“তোমাদের তিনজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীকে বিষ প্রদান করা হয়েছিল।” অভিযোগ মুখতারের।

“এ ফ্যাসিলিটির কোথাও সামান্যতম বিষ পাওয়া যায় নি,” জবাব ফারাহানির।

“কে বিষ দিতে পারে?”

“আমি নিশ্চিত এর পেছনে ইহুদি গুয়োগুলোর হাত রয়েছে কিন্তু ঘটনাটা যেহেতু ফ্যাসিলিটির বাইরে ঘটেছে সেহেতু তদন্তটা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।” ফারাহানি আসহানির দিকে তাকাল। “যদি তুমি জানতে চাও কে তাদেরকে খুন করেছে, তোমার আজাদকে প্রশ্ন করা উচিত।”

“আমি জানি কে তাদের খুন করেছে,” কিছুটা চৈঁচিয়ে উঠল মুখতার। “আমি তোমার উর্বর মস্তিষ্কে এটাই ঢোকাতে চাচ্ছি যে এদেশে ইহুদিদের গুপ্তচর রয়েছে। তারা বেশ কিছুদিন ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এ তিনজন বিজ্ঞানীকে টার্গেট করে এজন্য যে তারা তোমাদের পারমানবিক কর্মসূচির মেরুদণ্ড।”

“এটাতো যে কেউই বলতে পারে। আমি তোমার সাথে তর্কে যেতে চাচ্ছি না। বিজ্ঞানীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন, ফ্যাসিলিটিতে নয়। এখানে কোন ইহুদি গুপ্তচর নেই। এটা অসম্ভব।”

“আমি এ লোকটার সাথে কথা বলতে চাই।” মুখতার একটা পার্সোনাল ফাইল দেখতে চাইল। “এই লোকটি এমন এক পরিবার থেকে এসেছে যার সুনাম সবজনবিদিত।”

আসহানি দেখতে পেল মুখতার তার হাত মুঠো করে ফেলছে। ব্যাপারটা এখন তার কাছে এসে বর্তায়। ফারাহানি একটি সম্ভ্রান্ত পার্সিয়ান পরিবার থেকে এসেছে। এমন পরিবার যার পূর্বপুরুষেরা রাজ পরিবারের বংশধর। ইসলামী বিপ্লব চলাকালীন তারা আয়াতুল্লাহ খোমেনি এবং তার অনুসারীদের প্রচুর সহযোগিতা করেছেন। ফারাহানি তার বংশ পরিচয় নিয়ে খুব গর্বিত এবং সে কোনক্রমেই একজন চালচুলোহীন ফিলিস্তিনির নির্দেশ মানতে পারে না। আসহানি খুব দ্রুত ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফেলল। যদি মুখতার ধরতে পারে ফারাহানির মধ্যে পারস্যীয় অহংবোধ কাজ করছে তাহলে নিশ্চিত মারামারি বেধে যাবে, এমনকি ফারাহানি মারাও পড়তে পারে। ফারাহানির ভাই সে সুপ্ৰম কাউন্সিলের সদস্য ব্যাপারটাতে আপসেট হয়ে পড়বেন সন্দেহ নেই। মুখতারকে সেভাবে শান্তি দেয়া সম্ভব না, তাই তাকে পাঠিয়ে দেখা হবে লেবাননের ফ্রন্ট লাইনে। উপর থেকে প্রশ্ন আসবে ঘটনাঙ্কলে আসহানি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সে কেন কিছু করল না।

অবশেষে মুখ খুলল সে। “যার সম্পর্কে তুমি জানতে চাচ্ছ আমি তাকে চিনি। সে আসলেই ভালো পরিবারের। আমাদের এ কারণেই তার সাথে কথা বলা উচিত।”

ফারাহানি আসহানির দিকে আহত দৃষ্টিতে তাকালো।

“সে সত্য কথাই বলবে,” বলল আসহানি। “যদি সে কোন সন্দেহজনক কিছু দেখে থাকে তাহলে ঠিকই আমাদের জানাবে।”

ফারাহানি চুপ করে থাকল।

“ভাল,” বলে উঠল মুখতার। “সে কোথায়?”

আসহানি ঘড়ির দিকে তাকালো। দুপুর হয়ে এসেছে। “তুমি তোমার লোকদের পাঠাও না কেন? তারা ওকে ক্যাফে থেকে নিয়ে আসবে।”

আসহানি ফারাহানিকে মুখ খোলার সুযোগই দিল না। সে, অফিসের দরজা খুলল। “আমি এলিভেটরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।” মুখতার কয়েক সেকেন্ড পর বেরিয়ে আসল। সে ইন্টেলিজেন্স মিনিস্টারের পাশে গিয়ে বলল “লোকটা একেবারে বেকুব।”

“সে অত্যন্ত কর্মঠ,” জবাব আসহানির।

“তাহলে একটা বলদকে বসাও ওর জায়গায়।”

হাসল আসহানি, “ইমাদ, আমার মিনিস্ট্রির বাইরে আমি কোন সিদ্ধান্ত নেই না।”

“নেয়া উচিত।”

“অমান্য ব্যাপারও রয়েছে। আর সে তেমন চালাক চতুর না হলেও অত্যন্ত সৎ।”

“সে লোকজনকে একটু বেশিই বিশ্বাস করে। তাকে অনায়াসে বোকা বানানো সম্ভব।”

“আমি নিশ্চিত এতে কোন সমস্যা হবে না।”

“মানে?”

“আমরা এ প্রোগ্রাম সম্পর্কে একটু বেশিই খোলামেলা। আমেরিকানরা টের পেয়ে গেছে নাটানজ ফ্যাসিলিটিটা আসলে ভুয়া। আমরা একটা ভুয়া ফ্যাসিলিটিতে লাখ লাখ টাকা ঢেলেছি। তো তারা যদি কখনও আক্রমণ করে তাহলে কোন প্রত্যস্ত এলাকায় অবস্থিত রিঅ্যাক্টরেই করবে। প্ল্যানটা চমৎকার। আর তাছাড়া এতে বেসামরিক লোকের প্রাণহানি কম ঘটবে।”

“তারা জেনে গেছে যে নাটানজ ভুয়া?” কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল মুখতার ঘটনাটা প্রথম শুনল।

“হ্যাঁ এবং তারা ও ইসরাইলিরা জানে আমরা এক ঝুঁড়িতে সব ডিম রেখে দিয়েছি।”

“আমার মনে হয় না তারা আক্রমণ চালাবে। অন্তত আকাশপথে তো নয়ই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে এমনিতে তারা বিব্রতকর অবস্থায়।”

আসহানি কথাটা বলতে কিছুটা ইতস্ততবোধ করলেও অবশেষে বলে ফেলল সে। “এক বছর আগে হলে আমি তোমার সাথে একমত হতাম।”

“এক বছরে কি বদলেছে?”

তারা এলিভেটরে পৌঁছে একে অন্যের দিকে দাঁড়ালো। উচ্চতায় তারা প্রায় সমান। আসহানি হালকাপাতলা ও মুখতার ভারি। ষড়যন্ত্র ভরা কণ্ঠে সে ফিসফিস করে বলল, “আমাদের প্রিয় বন্ধু একটু জোরেসোরেই ইসরাইলকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার ইচ্ছা পোষণ করে ফেলেছেন।

“তুমি কি তা আশা কর না?” মুখতারের কণ্ঠে সন্দেহ। “আমি তা বলছি না। আমি শুধু বলছি এভাবে প্রস্তুতি না নিয়ে হুমকি প্রদান করাটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।”

মুখতার মাথা ঝাঁকালো। “অতীতকে তো বদলানো যাবে না। এখন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল যে করে হোক ফ্যাসিলিটিটা রক্ষা করতে হবে। আমার মনে হয় না এ বেকুবের দ্বারা এ কাজ হবে।”

আসহানি এ নিয়ে আর আলোচনা চালাতে চাইল না। “আমি অবশ্য নিশ্চিত নই যে তারা আকাশপথে হামলা চালাবে না। একটা বি-২ বোম্বার আমাদের আকাশসীমায় ঢুকে পড়লে আমরা কিছু টের পাব না। তারা পঞ্চাশ হাজার ফুট উপর দিকে যাবে আর একেকটা চল্লিশ হাজার পাউন্ড ওজনের বোমা বহন করতে সক্ষম। আমার মতে কোন সন্দেহ নেই, আমেরিকানদের নতুন ডিজাইন করা বোমা আমাদের ফ্যাসিলিটিতে প্রবেশ করতে পারবে।”

“তাদের পারমানবিক বোমার প্রয়োজন হবে,” মুখতার মাথা ঝাঁকাল। “আর তারা সেটা কখনও করবে না। তাছাড়া আমেরিকানদের নিয়ে আমি চিন্তিত নাই। তাদের হাত ইরাকে বাধা। তাদের ইউরোপিয়ান বন্ধুরা আরেকটা একই ধরনের আক্রমণে কখনও তাদের সমর্থন করবে না। আমি শুধু চিন্তিত ইহুদিদের জন্য এবং আমেরিকানরা তাদেরকে বি-২ দেবে না।”

“তাহলে তারা কি করে আমাদের থামাবে?”

“তারা আমাদের অত্যাচার করতে থাকবে। তারা আমাদের বিজ্ঞানীদের হত্যা করতে থাকবে কিন্তু এতে আমাদের কর্মসূচি শুধু ধীরগতি সম্পন্ন হবে। তাদের লক্ষ্য থাকবে জায়গাটা ধ্বংস করা। প্রশ্ন হল কি করে?”

আসহানি সচরাচর মুখতারের কথা তেমন পাত্তা দেয় না। লোকটার ধ্বংসাত্মক অতীত তাকে সভ্য সমাজ থেকে বেশ দূরে সরিয়ে রেখেছে, তবে তার কথাকে হালকাভাবে নেবার কোন অবকাশ নেই। যেখানে বাকি সবাই

ব্যর্থ, সেখানে সে সফল। বছরের পর বছর যে রকেট ও আত্মঘাতি আক্রমণ সে ইসরাইলের ওপর চালিয়েছে তারই ফলশ্রুতিতে ইহুদিরা কিছু পরিমাণ জমি ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছে। জাতিসংঘ কিংবা তাদের অবরোধের হুমকি না। সিরিয়া, মিশর, জর্দান কিংবা অন্য কোন আরব রাষ্ট্রও না। তারা বহুবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই হয়েছে ব্যর্থ। সে একজন যোদ্ধা যার রয়েছে নিজ শত্রুর পরবর্তি পদক্ষেপ আন্দাজ করবার অসামান্য ক্ষমতা।

আসহানি জবাব দিতে গেলে ফারাহানি এসে বাগড়া দিলো। সে জানালো তারা যে বিজ্ঞানীকে খুঁজছিল সে এখন ক্যাফেতে বসে লাঞ্চ করছে। এলিভেটরের দরজা খুলে গেলে আসহানি মুখতারকে আগে ঢুকতে অনুরোধ করেন। হিজবুল্লাহ প্রধান কিছুটা ইতস্তত করে ঢুকে গেল সেই লোহার বাসে। তার এ আচরণ চোখে পড়লো আসহানির। তার মনে হল হিজবুল্লাহ প্রধান বন্ধ জায়গা পছন্দ করেন না। দরজা বন্ধ হয়ে গেছে মুখতার চোখ বন্ধ করে কিছু একটা বিড়বিড় করতে লাগল।

এলিভেটর ধীরে ধীরে নামতে লাগল। আসহানি দেয়ালের ওপরে থাকা নম্বরগুলো দেখতে দেখতে বলে উঠলো, “ড্যামিয়েন চাউস্পিয়েড।”

“কে?” বলে উঠল মুখতার।

“ড্যামিয়েন চাউস্পিয়েড। নামটা শুনেছ?”

“না।”

“সে একজন ফরাসি কন্স্ট্রাক্টর। ১৯৮১ সালে ইরাকের ওমিরাক রিঅ্যাক্টরে কাজ করত।”

“তো? হঠাৎ তার কথা কেন?”

“পরে জানা যায় সে একজন ইসরাইলি স্পাই। সে পুরো ফ্যাসিলিটিতে হোমিং বিকন ছড়িয়ে দেয় ফলে ইসরাইলি পাইলটরা সহজে জানতে পারে ঠিক কোথায় বোমাগুলো ফেলতে হবে।”

“এবং ইসরাইলিরা তাকে হত্যা করে,” বলে উঠল ফারাহানি, “তারা তাদের লোকের সাথে এমনটাই করে থাকে।”

আসহানি তাকে পান্ডা না দিয়ে তাকালো মুখতারের দিকে। “সম্ভবত সে বিমান আক্রমণে মৃত্যুবরণ করে।

“সম্ভবত?”

“বিগত বছরগুলোতে এ ব্যাপারে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে ফ্রেঞ্চ ডিজিএসইএ অপারেশনে মোসাদের সাথে কাজ করে।”

ফারাহানি ফোঁড়ন কাটল। “ফালতু জায়নবাদী থোপাগান্ডা।”

মুখতার তাকে এড়িয়ে গেল “তুমি বললে সে বিমান হামলায় মারা যায়?”

“তারাতো এটাই দাবি করে।”

“তারা কি তার মৃতদেহ খুঁজে পায়?”

“তারা তার দেহের কিছু অংশ খুঁজে পায়। ফ্যাসিলিটিতে ব্যাপক ক্ষতিসারণ হয়।”

“তো তুমি বলতে চাচ্ছ ফরাসিরা দুই পক্ষেই কাজ করেছে।” মাথা নাড়ল আসহানি। “তারা একদিকে যেমন লাখ লাখ ডলার ডলার ইরাকিদের কাছ থেকে নিয়ে রিঅ্যাক্টরটা তৈরি করে আর তারপর ইসরাইলীদের সাহায্য করে সেটা ধ্বংসের জন্য।

“এটা স্রেফ আন্দাজমাত্র” বলল ফারাহানি।

“আন্দাজ,” জবাব আসহানির, “সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে যা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা নেই।”

ফারাহানি বিব্রতবোধ করল।

“মনে হচ্ছে তুমি নিশ্চিত নও, তো তোমাকে একটা সোজাসাপ্টা প্রশ্ন করি। তুমি কি আমাদের রুশ বন্ধুদের বিশ্বাস কর যারা আমাদের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম নির্মাণে সাহায্য করেছে?”

“হ্যাঁ।”

মুখতার জোরে হেসে উঠল। “তাহলে তুমি একটা বোকা। রাশিয়ানরা সৌদিদের চেয়েও জঘন্য। টাকা পেলে নিজ সন্তানকেও তারা বেঁচে দেবে।”

আসহানি রাশিয়ানদের ব্যাপারে তার নিজস্ব মতামত জানাতে যাচ্ছিল কিন্তু বলল না। ঠিক সে সময়ে কিছু একটা ঘটল। যদিও আসহানি তখন বুঝতে পারছিল না বিষয়টা কি কিন্তু এটুকু বুঝল ব্যাপারটা মোটেও ভালো কিছু নয়।

তাদের নিচে কাঁপতে শুরু করেছে। প্রথমে আসহানি তেমন গুরুত্ব না দিলেও কিছুক্ষণ পর সে টের পায় জোরালো এক বিস্ফোরণের যা ধীরে ধীরে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলিভেটর কাঁপতে শুরু করল। বাতিগুলো জ্বলতে নিভতে লাগল। আসহানি আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করল তাকে কেউ দরজার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এলিভেটরের ভেতর থেকে যেন বাতাস টেনে নেয়া হচ্ছে। সময় যেন থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারা তিনজন একে অপরের দিকে তাকাবার পর জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। তাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে পড়ল নিজেদের লাংস অক্সিজেনে ভরে তোলা, ঠিক তখনই তাদের সে ছোট্ট জায়গাটাতে আরেকটা বিস্ফোরণ আঘাত হানলো। হঠাৎ এলিভেটরটা ওপরে উঠে শূন্যে ভেসে থাকল কয়েক মুহূর্ত তারপর দ্রুতগতিতে ছুটে আসতে লাগল নিচে। সেফটি কেবলটা জোরে আটকে গেলে

এলিভেটরটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়। ঝাঁকুনিতে ছিটকে পড়ে এলিভেটরের তিন আরোহী। আলো কিছুক্ষণ জ্বলে বন্ধ হয়ে আবার জ্বলে উঠল।

মুখতারের মুখোমুখি হলো আসহানি। সম্ভ্রাসবাদীর চোখে স্পষ্ট আতংকের ছাপ। আসহানি কোন রকমে শ্বাস বন্ধ রেখে দরজার দিকে তাকালো। বাইরে হুশ হুশ আওয়াজ হচ্ছে, বাতাস চলে আসছে ভেতরে। পোড়া পোড়া গন্ধ হলেও নিঃশ্বাস নেয়া সম্ভব হচ্ছিল। ফারাহানি কোন রকমে হাঁটু গেড়ে উঠে কন্ট্রোল কটনের কাছে পৌঁছাল।

“আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে। তারা এলিভেটর শ্যাফট টার্গেট করেছে।” মুখতার নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করল। “কি?”

“আমেরিকানরা ভেন্টিলেশন ডাক্ট ও এলিভেটর শ্যাফট আক্রমণ করেছে।”

আসহানি এক হাটুতে উঠে দাঁড়ালো। সে খেয়াল করল এলিভেটরটা আবার চলতে শুরু করেছে। আমেরিকান বোম্বিং স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে তিনি খুব ভালোভাবেই অবগত। প্রথম ধারায় তারা এয়ার শ্যাফটের মাঝে লেজার গাইডেড বাংকার বাস্টার বোমা আক্রমণ করে। ব্যাপারটা সম্পর্কে আগে থেকে অবগত থাকায় তারা এ ধরনের হামলাকে প্রতিহত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কোন শ্যাফটই মাটি থেকে সরাসরি শেষ সাবফ্লোরে যায় না সেখানে রিঅ্যাক্টরটা রয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি এলিভেটর শ্যাফটের অতিরিক্ত শিল্ডিং রয়েছে।

ফারাহানি আঙ্গুল দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে আর দরজার খোলার বোতামের ওপর জোরে জোরে ঘুষি মারছে মুখতার।

আসহানি এক হাঁটুর ওপর দিয়েই ছিল। সে তখনও নিশ্চিত ছিল না এলিভেটরের নিরাপত্তা বেঁটনি থেকে বের হওয়া ঠিক হবে কি না। তারা বোমা হামলার প্রথম ধাক্কাটা অনুভব করল। আরো হামলা যে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে কুঁকড়ে গেল ফারাহানি। আওয়াজটা প্রথমে শোনা গেল গোঙানির মত তারপর বেড়ে গেল। ঠিক যেন প্রাণীর মৃত্যুর আগের শেষ আর্তনাদ। গোঙানির সাথে যুক্ত হল ফটাশ ফটাশ আওয়াজ, এলিভেটরটা আরেকবার কেঁপে উঠল; ফারাহানি ছিটকে পড়ল মুখতারের ওপর।

আসহানির কাছে আওয়াজটা পরিচিত মনে হলেও কিন্তু মনে করতে পারলো না। হঠাৎ করেই দরজাটা খুলে গেল। দরজা খোলার পর যা দেখলেন তা স্বপ্নেও ভাবে নি। সারাটা সকাল আন্ডার গ্রাউন্ডে থাকার পর ভুলেও ভাবে নি চোখের সামনে দেখবেন খোলা নীল আকাশ। আক্রমণের পর আতংকে

সময়ের জ্ঞান নেই তার। উপলব্ধি করে কিছু একটা ভুল হয়েছে। দিন হোক কিংবা রাত তার তো আকাশ দেখতে পাওয়ার কথা নয়। তার তো সামনে গ্রাউন্ড ফ্লোরের সিলিং থাকার কথা।

মুখতার ফারাহানিকে খোলা দরজার দিকে ঠেলে দিল। আসাহানি সাবধানে দাঁড়িয়ে এক কদম সামনে এগুলো। তার মন বলছিল কোন একটা সমস্যা আছে। সেই আওয়াজটা আবার মনোযোগ দিয়ে শুনলো। যেন সমুদ্রের ওপর বয়ে যাচ্ছে কুয়াশা। নিচ থেকে আসা ধুলাবালিতে ছেয়ে গেছে চারপাশ। এ আওয়াজ অনেক দিন আগে শুনেছিলো যখন সে এক ইরাকি ওয়েল প্রাটফর্মে গোপন মিশনে যান। আওয়াজটা লোহার পাতের বেঁকে যাওয়ার।

ফারাহানি এলিভেটর থেকে ছুটে বের হলে ছিটকে পড়ে পাথরের মত। তার চিৎকার শোনা যাচ্ছিল নিচ থেকে। মুখতার তার ডানপাশে ঝুলন্ত অবস্থায়। তারপর আসাহানি যা করলো তা সহজাত প্রবৃত্তিবশে, সিদ্ধান্ত নয়। হাত বাড়িয়ে মুখতারের শার্টের পেছনে চেপে ধরলো সে। দুর্ধর্ষ সস্ত্রাসী কয়েক সেকেন্ড ঝোলার পর এক পা ভেতরে নিল। আসাহানি তাকে ধীরে ধীরে এলিভেটরের মধ্যে টেনে নিল। সে উপলব্ধি করেছিল যে একটা বড় সুযোগ নষ্ট করল। তার যদি নূন্যতম ধারণা থাকত সামনের দিনগুলোতে সে তার জন্য কি পরিমাণ সমস্যার সৃষ্টি করবে তাহলে তাকে তখনই মৃত্যু কূপে ঠেলে দিত।

অধ্যায় ৯

আটলান্টা, জর্জিয়া

র‍্যাপ গালফস্ট্রম-৫'এর জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল। ঠিক সে সময়ে ল‍্যাভিং গিয়ারটা সশব্দে লকড পজিশনে আসল। তার হাত ধরল রিভেরা। ব্যাপারটা পজিটিভভাবে দেখল র‍্যাপ কেননা সারাটা সকাল চুপচাপই ছিল মেয়েটা। সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে র‍্যাপ সবসময়ই কাঁচা। তার বাবা হার্ট অ্যাটাকে যখন মারা যান তখন তার বয়স অল্প। তার হাই স্কুল জীবনের প্রেমিকা প‍্যান অ‍্যাম ট্রাজেডিতে প্রাণ হারায়। তবে স্ত্রী দুবৃন্দদের হাতে প্রাণ হারায় দুই বছর আগে। ঘটনাগুলোর পরে র‍্যাগের উপলব্ধি করা উচিত একাকী থাকাই তার জন্য যৌক্তিক। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন নয়। একাকি থাকতে থাকতে সে এখন ক্লান্ত। এমন নয় যে কাজের প্রতি তার বিতৃষ্ণা জন্মেছে। কাজের ব্যাপারে সে আগের মতই অনুগত, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত জীবনকে ঘিরে।

রিভেরার মধ্যে আশার আলো পাওয়া যায়। হ্যা, এ ল‍্যাটিনার মধ্যে যেমন রয়েছে বুদ্ধিমত্তা তেমনি রয়েছে দায়িত্ববোধ ও আত্মত্যাগের মানসিকতা যা কখনও অ‍্যানা বুঝতে পারে নি। সে তার কাছে সব সময় তার কাজের কৈফিয়ত চেয়েছে। সে ছিল একজন রিপোর্টার অপরদিকে র‍্যাপ সিআইএ'র গুপ্তচর। সে বিশ্বাস করত সরকার যা কিছু করছে তা তারা যদি বিয়ের আগে সেসব প্রি-ম্যারেজ টেস্ট করাতো তাহলে পুরোপুরিই ব্যর্থ হত সন্দেহ নেই। সবকিছু জানার অধিকার আছে মিডিয়ার। অপরদিকে র‍্যাপ বিশ্বাস করত কিছু কিছু বিষয় সভ্য সমাজ না জানতে পারলেই মঙ্গল। অবশ্য তাতে কোন সমস্যা হয় নি। তারা একে অপরকে প্রচন্ড ভালোবাসত।

“কি ভাবছ তুমি?” রিভেরার কথায় ঘোর ভাঙল র‍্যাপের, ফিরে আসল সে বাস্তবতায়। আশ্বে আশ্বে মেয়েটার খয়েরি চোখের দিকে তাকালো সে যার সাথে গতরাতেই গুয়েছে। সম্পর্ক রক্ষায় যতই কাঁচা হোক সে এতটা বোকা নয় যে বলে বসবে তার মৃত স্ত্রীর ব্যাপারে ভাবছে।

“ভাবছিলাম হঠাৎ আটলান্টায় যাব কি জন্য?”

র‍্যাপ সিআইএ ডিরেক্টর আইরিন কেনেডির কথা বলছিল। গালফ অব মেস্সিকো অতিক্রম করার সময় তার নির্দেশ শুনে চলে আসবে।

“সে বলে নি কেন?”

“শুধু বলেছে প্রেসিডেন্ট আমার সাথে কথা বলতে চান।”

রিভেরা নার্ভাস হয়ে গেল। “তোমরা কি অন্য কিছু মনে হয়?”

“হ্যাঁ,” মাথা ঝাঁকালো র‍্যাপ। সে বুঝতে পারছিল মেয়েটা কি বলতে চাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট তার স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারে গ্যারেটের ভূমিকা সম্পর্কে মোটেও অবগত নন।

রিভেরা র‍্যাপকে পাশ কাটিয়ে জানালার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দৃষ্টি ফেরালো তার দিকে। সে তার হাত ধরে বলল, “আমি চাই তুমি জানো আমি গত রাতে তুমি যা করেছ সে ব্যাপারে আমি জানি এবং এতে মোটেও রাগ করি নি।”

র‍্যাপ অবাক হল। “তাই নাকি?”

র‍্যাপ, ৪টার কিছু আগে বিচে পৌঁছে দেখে রিভেরা তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে গাছের গোড়ায় রেডিও হাতে শক্তিত চেহারায় বসেছিল। সে নরম বালির ওপর দিয়ে হেঁটে আসতে লাগল। সে বুঝতে পারছিল না কি ঘটবে তবে সে এটুকু নিশ্চিত ছিল যে সে তার ওপর মোটেও খুশি নয়। কিছুক্ষণের জন্য ভেবেও নিয়েছিল তাকে মিথ্যা কথা বলবে। যেহেতু তাদের পরিকল্পনা ছিল গ্যারেটকে দ্বিতীয় রাতে হত্যা করার সেহেতু তাকে বলে দেয়া যেতে পারে সে আশেপাশের অবস্থা দেখার জন্য গিয়েছিল। কিন্তু সে মিথ্যা বেশিক্ষণ টিকবে না। গ্যারেটের স্ত্রী ঘুম থেকেই উঠে স্বামীকে না পেয়ে সাথে সাথে রিপোর্ট করে দেবে। পুলিশ তদন্ত শুরু করার আগেই দেশ ছাড়তে হবে।

র‍্যাপ তার দিকে এগিয়ে হাত বাড়ায়। সে ধরল তার হাত। সে র‍্যাপের চোখের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, “তুমি তাকে মেরে ফেলেছ, তাই না?”

র‍্যাপ দ্বিধাস্থিত কণ্ঠে বলল, “হ্যাঁ।”

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রিভেরা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “আমাদের এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা দিতে হবে।”

র‍্যাপ অবশ্য আরো বড় ধরনের কিছু ধারণা করেছিল। সে তার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল, মোটামুটি নিশ্চিত ‘জিজ্ঞাসাবাদ’ পর্বটা পরে ঘটবে। যখন রিভেরা গোছগাছে ব্যস্ত তখন র‍্যাপ পাইলট কল করে প্লেনটা প্রস্তুত করতে বলে। এক ঘণ্টারও কম সময়ে সবকিছু শেষ হয়ে যায়। পূর্ব আকাশ যখন উজ্জ্বল তখন তারা তাদের ব্যাগ ভাড়া করা টয়োটা এফজে ক্রুজারে ফেলে বাড়ি ছেড়ে রওনা দেয়।

গলফিতে একটি ভাড়া করা কর্পোরেট জেটে যায় তারা। প্লেন ওড়বার দায়িত্বে ছিল সাবেক সামরিক পাইলটরা যাদেরকে টাকা খাইয়ে মুখ বন্ধ করা

হয়। এদেশে ঢুকতে তেমন বেগ পেতে হয় নি র‍্যাপকে। সে ও রিভেরা গলফিতোর ছোট বিমানবন্দরে ল্যান্ড করে যেখানে কাস্টম ও ইমিগ্রেশনের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। একটি অ্যাডভান্সড টিম আগে থেকেই বাড়ি ও গাড়ির বন্দোবস্ত করে রাখে। সমস্যা বলতে ছিল শুধু এয়ারপোর্টের আশেপাশে ক্রেতার আশায় ঘুরঘুর করা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরা। কোস্টারিকার এ দক্ষিণাঞ্চলে ইদানিং রিয়েল এস্টেটের বেশ বড় ব্যবসা চলছে। এ এলাকায় বহু মার্কিনি ভাগ্য্যশেষনে এসেছে। এই ছোট এয়ারপোর্টে প্রাইভেট জেট ল্যান্ড করাটা তেমন অস্বাভাবিক না হলেও চোখে পড়ার মত। এমন কি খবর সন্ধানী রিপোর্টাররা ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করতে পারে। তবে বিষয়টা বে শিদূর গড়ায় না। র‍্যাপ ও রিভেরা মেক্সিকান পাসপোর্টে ভ্রমণ করছে।

তারা সকাল সাতটা নাগাদ উত্তরের দিকে রওনা দেয়। কয়েক ঘণ্টা পর তারা পৌঁছে যায় কানকুনে। সেখানে এক প্রাইভেট হাঙ্গারে তারা প্রেনের সাথে সাথে বদলায় নিজেদের পরিচয়, পরিণত হয় ন্যাশভিল নিবাসী দম্পতি বব ও সুসান লুথার। পরবর্তি গন্তব্য হিউস্টন কিন্তু টেকঅফের কিছু পর তারা ল্যাংলি থেকে কল পায়। আনসিকিউরড লাইনে বেশি কিছু বলে না মিচের বস। শুধু জানায় প্রেসিডেন্ট তার সাথে একটি জরুরি বিষয়ে আলাপ করতে চান। তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে আটলান্টায় অবস্থান করছেন এবং তারা লাঞ্চ শেষ করে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। পুরোটা ফ্লাইট চুপচাপ ছিল রিভেরা, বইয়ের মধ্যে গুঁজেছিল মুখ। র‍্যাপকে এড়িয়েই চলছিল সে। অবশ্য সে যখন বলে ফেলেছে গ্যারেটকে একা হত্যা করবার মিচের সিদ্ধান্তটা সে বুঝতে পেরেছে সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুকূরেই বলা যেতে পারে।

“নিজের কাজে তুমি খুব দক্ষ,” বলল রিভেরা। “মাঝে মাঝে ভয় পাই আমি। কিন্তু ব্যাপার সেটা নয়। ব্যাপারটার সাথে অনেক কিছু নির্ভর করছিল তাই এটা ঠিকমত হওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। যদিও আমার ইচ্ছা ছিল নিজ হাতে ওর প্রাণবায়ু বের করে ফেলা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটাতে কোন গাফিলতি চলত না।

“বুঝতে পারার জন্য ধন্যবাদ।”

“এবার তোমার পালা।”

“আমার পালা?”

“ক্ষমা চাওয়ার।” রিভেরা তার চকচকে কালো চুলের ওপর হাত বোলালো। হাসল সে। “তো শুরু কর।”

“কি শুরু করব?”

“এজন্য ক্ষমা চাওয়া, তুমি আমাকে তোমার প্ল্যান সম্পর্কে জানাও নি।”

“আমি...” র্যাপ তোতলাতে লাগল।

“তুমি ভেবেছিলে তুমি সবচেয়ে ভালো জানো এবং তোমার ভয় ছিল আমি কিভাবে রিঅ্যাক্ট করব। তো তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে মাতাল করে, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে নিজেই কাজটা করতে যাও।”

“আসলে ব্যাপারটা সে রকম নয়,” র্যাপ সিটের মধ্যে ইতস্তত করল। “আমি কখন প্লান করি নি...”

“হ্যা, করেছিলে,” তাকে খামিয়ে বলল রিভেরা। “তুমি স্বীকার না করলেও আমি জানি অপারেশনের শুরু থেকে তোমার এ প্ল্যানই ছিল। অবশ্য তোমার সিদ্ধান্তে আমি অসন্তুষ্ট নই।”

“তুমি কি আসলেই নও? তুমি কি আমার সাথে আর্গুমেন্টে জড়াবে না?”

“হয়ত জড়াবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমার সিদ্ধান্তের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে।” র্যাপ হাসল অবিশ্বাসের সাথে।

“তো তোমার সিদ্ধান্তই ঠিক?” রিভেরা তার দিকে আড়চোখে তাকালো। “আমি তোমার পার্টনার। তোমার ব্যাকআপ। যদি তুমি কোন ঝামেলায় পড় তাহলে তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করাই আমার দায়িত্ব। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় তো আমি তোমার কোন কাজে আসতে পারতাম না।”

“আমি রেডিওটা অন করে রেখেছিলাম। যদি কোন সমস্যা হত তাহলে তোমাকে আমি জ্বালাতাম।”

রিভেরা তার হাত সরিয়ে বুকের ওপর ভাঁজ করল। “আমাকে একথা বল না যে তুমি সেসব লোকদের একজন যে কখনও মেয়েদের কাছে দোষ স্বীকার করে না।

“সেরকম কিছু না।”

“তাহলে কি? আমি তো তোমাকে বলললাম তোমার সিদ্ধান্তের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি শুধু চাচ্ছি তুমি শুধু আমাকে অন্ধকারে রাখবে না।”

“ঠিক আছে... আমি তোমাকে অন্ধকারে রাখব না।”

রিভেরা হাসল। “ব্যাপারটা তেমন কঠিন ছিল না, তাই না?”

“সত্যি কথা বলতে ছিল।”

রিভেরা হেসে তার ঠোঁটে চুমু খেল। “আমি জানি তুমি কে, মিচ। আমি তোমাকে বদলাবার চেষ্টা করব না। অন্তত খুব বেশি না।”

আটলান্টা এয়ারপোর্ট পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ত বিমানবন্দরগুলোর মধ্যে একটি, শুধুমাত্র একটি ৭৪৭-টার মাকের এক অংশে পার্কিং যে কল্যাণে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যাকড আপ এয়ারপোর্টে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্সিয়াল মোটরকেড শুধু গ্রাউন্ড ট্রাফিকই নয় এয়ার ট্রাফিকও থামিয়ে দিয়েছে। কার, লিমোজিন, এসইউভি, ভ্যান ও মোটরসাইকেল মসৃণ কংক্রিট টারমাকের ওপর দিয়ে এমনভাবে ধেয়ে আসছে যেন তারা প্রেন ধরতে যাচ্ছে। অবশ্য ব্যাপারটা তা নয়। প্রেসিডেন্ট ও তার অধীনস্থদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নারী ও পুরুষেরা খুব ভালো করেই জানেন সব সময়ের অপর নাম টাকা। সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেছে যেন সবকিছু ঠিকঠাক চলে। এ আধুনিক যুগের কমান্ডার ইন চিফরা খুব ভাল করেই বুঝতে পারেন একটি এয়ারপোর্টের ওপর কতখানি নেতিবাচক আর্থিক প্রভাব ঘটতে পারে একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভ্রমণে। যদি আটলান্টার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ এয়ারপোর্ট আধা ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকে তাহলে তা এয়ার ক্যারিয়ারের ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ ডলারের ক্ষতিসাধন করবে।

ব্যাপারটি মাথায় রেখে ৮৯৩ম এয়ারলিফট উইং এবং সিক্রেট সার্ভিস এমন ব্যবস্থা করেছে যেন প্রেসিডেন্ট বিমানে চড়ার সাথে সাথে তা ওড়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। পুল রিপোর্টাররা ইবেনেজার ব্যাপ্টিস্ট চার্চে প্রেসিডেন্টের ইনারসিটি ফেইথ ইনিশিয়েটিভের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে তার সাথে আছে। সিঁড়ির দ্বিতীয় সেটে পাখার কাছে অবস্থান করেছে এবং এখন টেক অফের জন্য প্রস্তুত। এয়ারফোর্স ক্রুরা ইতিমধ্যে তাদের প্রি-ফ্লাইট চেকলিস্ট সম্পন্ন ও চারটি জেনারেল ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন রেডি করে ফেলেছেন।

মোটরকেড যখন বিশালাকৃতির সাদা ও নীল ৭৪৭-২০০ বি'র কাছে এগিয়ে আসতে থাকে গাড়ির সংখ্যাও থাকে কমতে। সাধারণত সিঁড়ির নিচে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা প্রেসিডেন্টকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন কিন্তু আজ সময় কম বলে তা বাতিল করা হয়েছে। প্রথম ক্যাডিল্যাক ডিটিএস প্রেসিডেন্সিয়াল লিমোসিন লাল গালিচার কাছে থামার আগে দরজা খুলতে শুরু করল। কালো স্যুটধারী পুরুষ ও কিছু নারী প্রেনের আশেপাশে অবস্থান নিতে

শুরু করলো। প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার তার লিমোসিনের পেছন থেকে বের হয়ে সিঁড়ির দিকে এগুতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তার সাথে যোগ দিলেন সিআইএ ডিরেক্টর আইরিন কেনেডি। প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার ও চিফ অব স্টাফরা একেবারে তটস্থ। তিনজন পার্সোনাল ডিটেইলের এজেন্ট পেছন পেছন গেল, আরো কয়েকজন এজেন্ট সিঁড়ির দ্বিতীয় সেটের দিকে ধাবিত হল।

পৌছবার আধঘণ্টা পরে সিঁড়িগুলো প্লেন থেকে সরিয়ে ফেলা হল গাড়িগুলোকে পাঠানো হল এয়ারপোর্টের আরেক অংশে যেখানে ৮৯তম এয়ারলিফট উইংয়ের কার্গো প্লেনে সেগুলো তোলা হল। এয়ারফোর্স গ্রাউন্ড ক্রু ল্যান্ডিং গিয়ার থেকে হলুদ ব্লক নাড়িয়ে সিগন্যাল প্রদান করল যে সব ঠিক আছে। কমলা ভেস্ট ও হেডসেট পরিহিত একজন সিনিয়র এয়ারম্যান প্লেনের নাকের কাছে গিয়ে আবারও সবকিছু চেক করে নিলেন। তিনি তার সিগন্যাল স্টিক উঁচিয়ে প্লেনকে দিক নির্দেশনা প্রদান করতে লাগলেন। যখন চাকা ঘুরতে লাগল তখন এয়ারম্যান পোর্টের পাশে দাঁড়িয়ে বিশাল ‘পাখি’টাকে স্যালাউট প্রদান করলেন। ভেতরে প্রেসিডেন্ট ও তার সহকারীরা কনফারেন্স রুমে একে একে প্রবেশ করতে শুরু করলেন। সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল মিচ র‍্যাপ।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল সে, “মি: প্রেসিডেন্ট, আমার এ পোশাকের জন্য আমি দুঃখিত।” তার পরনে পুরোনো খাকি কার্গো প্যান্ট, রংচটা পোলো শার্ট এবং এক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের কাছ থেকে ধার করা কোট। তার ওপর পাঁচদিন শেষ করে নি: সে।

“বাদ দিন,” প্রেসিডেন্ট নিজের কোট খুলে সোফার ওপর রাখলেন।

“আপনার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আপনি এমন কিছুর সাথে জড়িত ছিলেন যা আমাকে জানাতে চান না?”

র‍্যাপ প্রায় হেসে ফেলেছিলো কিন্তু সামনে নিল নিজেকে। বুঝতে পারছে না কি বলবে।

প্রেসিডেন্ট তার অস্বস্তি আঁচ করতে পারলেন, তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন দক্ষিণীয় কায়দায়। “রসিকতা করছিলাম। আরাম করে বসুন।”

পাঁচজন লোক চামড়া নির্মিত চেয়ারে বসে আছেন। প্রেসিডেন্ট টেবিলের এক প্রান্তে; তার ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার ফ্রাংক ওজার্ক তার একেবারে ডানে তারপর টেড বায়ার্ন, তার চিফ অব স্টাফ। কেনেডি ও র‍্যাপ বসেছে তাদের ঠিক উল্টো দিকে।

বাইরের শক্তিশালী ইঞ্জিনগুলো গর্জন করে যাচ্ছে। র‍্যাপ কেনেডির কানের

কাছে মুখ নিয়ে বলে উঠল, “দয়া করে বলবে হচ্ছেটা কি?”

কেনেডি এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আগের থেকে ফাইলটা আনিয়ে রেখেছিলেন। ফাইলটা খুলে একটা স্যাটেলাইট ইমেজ বের করলেন তিনি। “দেখো তো চেনো কিনা?”

র্যাপ ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখল। “এটা ইস্কাহান ফ্যাসিলিটি না?”

“হ্যাঁ।” কেনেডি আরেকটা ছবি বের করল। “এটা কি?” কেনেডি আঙ্গুল দিয়ে ছবির ওপরের ডানপাশ নির্দেশ করলেন, “এখানে দেখ।”

র্যাপ আবারও জিনিসটা মনোযোগ দিয়ে দেখল। “দেখে তো ধোঁয়া মনে হচ্ছে।”

“সেটাই।” কেনেডি ছবি দুটো সরিয়ে আরো দুটো ছবি আনল। এই র্লোন-আপ শটগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় ফোকাস করা। প্রথমটাতে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে ছাদে একটা বিশাল এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিট। দ্বিতীয়টাতে বিশাল ধোঁয়া।

“হয়েছেটা কি?” র্যাপ বলে উঠল।

“আমরা নিশ্চিত নই।”

“তো এটা আমাদের কাজ না?”

“না।”

“তাহলে ইসরাইলিদের?”

“আমাদেরও তাই ধারণা।” কেনেডি তাকে আরেকটা ছবি দেখালেন, ওদিকে প্লেনটা মূল রানওয়েতে গিয়ে থেমেছে। ধ্বংসস্তুপের ধোঁয়াশে মেঘ এখানে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে।

র্যাপ কয়েক সেকেন্ড ছবিটা দেখে প্রশ্ন করল। “ছাদটা গেল কৈ?”

“মনে হয় এই বিশাল গর্তে পড়ে গেছে।”

র্যাপ পুরো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। “আচ্ছা। তো ঘটনাটা ঘটে কখন?”

“আজকে তেহেরানের সময় অনুযায়ী দুপুরের একটু পরে।”

“আমাদের কাছে কি রিয়েলটাইম ফুটেজ আছে?”

“কিছু অংশ। এনআরও ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে।” কেনেডি ন্যাশনাল রিকনিসেন্স অফিসের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

“বেনের সাথে কথা বলেছ?” র্যাপ বেন ফ্রায়েডম্যানের কথা বললো, কেনেডির মোসাদের কাউন্টার পার্ট।

“সে আমার একটা কলেরও জবাব দেয় নি।”

“র্যাপ মাথা ঝাঁকালো। “এটা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়।”

“সম্ভবত, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তার হাত বাধা।”

“কিংবা সে তোমাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। অ্যাম্বাসেডরের সাথে কথা হয়েছে?”

“তেমন কিছু হয় নি। তার সাথে যোগাযোগ করলে বলেছে, সে ততটুকুই জানে যতটুকু আমরা জানি।”

“সম্ভবত সে সত্যি কথাই বলছে।” র্যাপ প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালো। প্রেসিডেন্ট তার চিফ অব স্টাফ ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারদের সাথে কথা বলছেন। কেনেডির কাছে এগিয়ে মিচ প্রশ্ন করল, “আমাকে কেন ডাকা হয়েছে? আপাতত তো আমার কোন কাজ থাকার কথা নয়।”

কেনেডি তার রিডিংগ্রাস নাকের ডগায় আনল। “আমি কিছু জানি না।”

র্যাপ ক্র কোঁচকালো। “মানে?”

“সত্যি বলছি। আমি তাকে সকালে বৃষ্টিং দেবার একটু আগে ব্যাপারটা জানতে পেরেছি।” কেনেডি একটা স্যাটেলাইট ফটোর ওপর হাত রাখলেন। “এজন্যই তিনি আমাকে এ ভ্রমণের জন্য আমাকে ডেকেছেন। ডিসি ও আটলান্টার মাঝামাঝিতে তিনি অফিসে গিয়ে একটা ফোন করেন। দশ মিনিট পর তিনি বের হয়ে আমাকে জানান, ডিসি রিটার্ন ফ্লাইটে তিনি তোমাকে চান।”

র্যাপ চেয়ারে হেলান দিয়ে চিন্তা করতে লাগল কি জন্য প্রেসিডেন্ট তাকে জরুরি তলব করতে পারেন। “আমি বুঝতে পারছি তিনি কার সাথে ফোনে কথা বলেছেন।”

অধ্যায় ১১

গত এক বছরে র‍্যাপকে যে পরিমাণ ভিডিও কনফারেন্সে বসতে হয়েছে তার পুরো ক্যারিয়ারে সে পরিমাণ বসতে হয় নি। ৯/১১ পরবর্তি সম্ভ্রাস বিরোধী আমলাতন্ত্র কয়েকশ সিআইএ, এফবিআই এই কয়েকটি সংগঠনের নিবেদিতপ্রাণ সদস্যকে ছাড়িয়ে পরিণত হয়েছে হাজার হাজার সদস্যের এক সংঘে যার বার্ষিক বাজেট বিলিয়ন ডলারকেও ছাড়িয়ে গেছে। ক্যাপিটাল হিলের ঐতিহ্য অনুযায়ী রাজনৈতিক নেতারা প্রয়োজন আছে কিনা সেটা না বিবেচনা করে এর পেছনে টাকা ঢেলে গেছেন।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, ন্যাশনাল কাউন্টার টেররিজম সেন্টার ও দ্য টেররিস্ট থ্রেট ইন্টিগ্রেশন সেন্টারের মত নতুন নতুন এজেন্সি তৈরি হয়েছে। এমন এজেন্সির সৃষ্টি হয়েছে যার নাম র‍্যাপ নিজেও জানত না, যেমন ন্যাশনাল জিওস্পেটাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সম্ভ্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়ে এসেছে নতুন মাত্রা। র‍্যাপ এ ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নয় যে জিওস্পেটালদের আসলে কাজটা কি তবে সে এটুকু জানে তাদের রয়েছে একটি ঝকমকে নতুন হেডকোয়ার্টার এবং স্বাস্থ্যবান বাজেট যা একজন লবিস্টকে লজ্জায় ফেলে দেবে। তাছাড়া এসব সংস্থার স্যাটেলাইট অফিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সারা বিশ্বের বড় শহরগুলোতে। দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকা কাউন্টার টেররিজম অপারেশনের কল্যাণে আমলাতন্ত্রের স্থান একেবারেই সংকুচিত হয়ে আসছে।

সত্য হতে যাচ্ছে র‍্যাপের আশংকা। ট্যালেন্টেড লোকজন ও অগণিত রিসোর্সকে সার্পোর্ট হিসেবে রাখা হচ্ছে, মূল অপারেশনে নয়। যেখানে তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ৯/১১ থেকে পাওয়া একটি বড় শিক্ষা হল সংস্থাগুলোর মধ্যে তথ্য আদান প্রদানে সমন্বয়হীনতা। ফলে আজকের যুগে ভিডিও কনফারেন্সের এত প্রাধান্য। ব্যাপারটা এখন জীবনযাত্রার অংশ হতে উঠেছে যদিও সেটা র‍্যাপের পছন্দ নয়। একটি চল্লিশ ইঞ্চি প্লাজমা স্ক্রন কনফারেন্স রুমের দেয়ালে ঝোলানো, প্রেসিডেন্টের ঠিক উল্টো দিকে। প্রেসিডেন্টের বামদিকে সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ব্রাড ইংল্যান্ড ও বামদিকে সেক্রেটারি অব স্টেট সানি উইকা। প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার এক বছরের একটু বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় এবং সৌভাগ্যবশত এই তরুণ নেতার

আপাতত সব ধরনের আন্তর্জাতিক সংকট থেকে দূরে আছেন। তবে এর পরিবর্তন আসছে। র‍্যাপ কেনেডির কাছ থেকে প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি টিম সম্পর্কে ভালো কিছু শুনেছে, যারা এ মুহূর্তে ইরানের নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার গুরুত্ব নিয়ে গবেষণারত আছেন। প্রতিটি ভিডিও কনফারেন্সে র‍্যাপের প্ল্যান। থাকে যথাসম্ভব কম কথা বলা। তার কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের লাইন নিরাপদ থাকার দাবির ব্যাপারে খুব একটা বিশ্বাস নেই। যখনই স্যাটেলাইটের কম্যুনিকেশন বাউন্স করতে শুরু করে তখনই র‍্যাপের মনে হয় কেউ একজন সিগন্যাল ক্যাপচার করে তা ডিক্রিপ্টিং করছে।

“ব্রাড,” বলতে শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট, “তোমাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।”

“সমস্যা নেই, মি: প্রেসিডেন্ট। এটা আমাদের কাজের অংশ।” ইংল্যান্ড কলোরাডোর বিভাগ কুকে একটি লম্বা ছুটি কাটাচ্ছিলে, পাহাড়ের ওপরে। বয়স তার পঞ্চাশের কোঠায়। চুলে পাক ধরলেও চেহারার মধ্যে বালক বালক ছাপ বিদ্যমান। মেরিল লিঙ্কের সাবেক চাকুরে ইংল্যান্ডকে প্রেসিডেন্ট প্রাইভেট সেক্টরের লোকেদের ক্যাবিনেটে আনার অংশ হিসেবেই এনেছেন।

“হ্যালো সানি,” প্রেসিডেন্ট শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন সেক্রেটারি অব স্টেটের সাথে। “ইসরাইলি অ্যান্টিসেইডের কাছ থেকে কিছু জানতে পেরেছে?”

“না। তেমন কিছুই নয়।”

উইকা ফগি বটমে তার ডেস্কে বসে আছেন। র‍্যাপ জানত তার বসের সাথে উইকার ভালো সম্পর্ক রয়েছে।

“ফরেন মিনিস্টার কি তোমার কলের জবাব দিয়েছে?” প্রশ্ন প্রেসিডেন্টের।

“হ্যাঁ। আমি এইমাত্র তার সাথে ফোনে কথা বললাম।”

“তো?”

“অফিসিয়ালি ইসরাইলি সরকার এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।”

“আন অফিসিয়ালি?” প্রশ্ন প্রেসিডেন্টের।

উইকা ডান হাতে তার কালো মাউন্ট ব্র্যাংক পেনটা নিলেন। বাহাসুর বছর বয়সে তাকে অন্তত দশ বছর তরুন মনে হয়। “গুজব আছে একটি বিশেষ আউটফিটের পেছনে হাত আছে।”

প্রেসিডেন্ট কেনেডির দিকে তাকালেন যিনি তার বাম পাশে বসেছিলেন।

“ডিরেক্টর জেনারেল ফ্রেইডম্যান,” বললেন কেনেডি, “আমার একটা ফোনেরও জবাব দেন নি।

“তার আচরণ কি অস্বাভাবিক?” প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডারের প্রশ্ন।

“না, ঠিক তা নয়,” বললেন কেনেডি স্বাভাবিক কণ্ঠে।

র‍্যাপ তার ধারণা তার নিজের কাছেই রাখল। সে যেন ফ্রেইডম্যানের দীর্ঘদিন ধরে চেনে এবং তারা দু’জন একসাথে অন্তত আধ ডজন মিশনে অংশ নিয়েছে। ফ্রেইডম্যান তার প্রিয় ইসরাইলের সুরক্ষার জন্য যে কোন কাজ করতে রাজি। সে কোন রকম রাখ ঢাক না রেখে স্বীকার করে যে তার বিশ্বাস ইসরাইলের এ সম্পর্কের থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে লাভবান হওয়া উচিত। র‍্যাপ লোকটার কর্মদক্ষতাকে শ্রদ্ধা করে ঠিকই কিন্তু সে এটাও জানে প্রয়োজন হলে সে তাকে হত্যা করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

“ইরান থেকে কি খবর পাওয়া যাচ্ছে?” প্রশ্ন আলেকজান্ডারের।

উইকা প্রথম জবাব দিলে না। “অফিসিয়ালি কিছুই না।”

“ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছে।” বললেন ওজার্ক।

“কি রকম?” প্রশ্ন আলেকজান্ডারের।

“সব ধরনের। সেলফোন ট্রাফিক, ইন্টারনেট, মিলিটারি, সিভিলিয়ান ক্রিটিক্যাল রেসপন্স, ধর্মীয় নেতৃত্ব, রাজনীতিবিদ...পুরো দেশ কথা বলছে।”

“মিডিয়া?”

সেক্রেটারি অব স্টেট বলতে শুরু করলেন, “বিশ মিনিট আগে আল জাজিরা একটি ফুটেজ প্রচার করে যেখানে দেখা যাচ্ছে ফায়ার ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স প্রবেশ করছে বেসে।”

প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর প্রাজমা স্ক্রিনে তাকালেন।

“ব্রাড, জয়েন্ট চিফরা কি বলছেন?”

“দুটি এডালিউএসিএসে স্টেশনে ছিল,” সেক্রেটারি অব ডিফেন্স বিমানবাহিনীর ই-৩ এয়ারবোর্ন ওয়ার্নিং এন্ড কন্ট্রোল সিস্টেমের কথা বলছে। “একটি বাগদাদের ওপর আর আরেকটা উত্তর উপসাগরীয় এলাকায়। এয়ারস্পেসেও ব্রিটিশ এবং আমাদের ছাড়া আর কোন প্লেন ঢোকে নি।”

“আপনারা?” প্রেসিডেন্টের প্রশ্ন।

“হ্যাঁ,” লন্ডন ইতস্তত করলেন। “তবে একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে।”

“কিসের?”

“যদি ইসরাইলিরা কোন স্টিলথ বোম্বার তৈরি করে ফেলে তাহলে হয়ত এ্যাপারটা করা সম্ভব কিন্তু জয়েন্ট চিফরা সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন।”

“আইরিন?” প্রেসিডেন্ট সিআইএ ডিরেক্টরকে প্রশ্ন করলেন।

“আমরা এ ব্যাপারে কিছুই শুনি নি। আমাদের বি-২গুলোর প্রত্যেকটা দুই

বিলিয়ন ডলারের ওপরে। তাদের পক্ষে এত ব্যয়বহুল কিছু বানানো সম্ভব নয়। আর যদি তারা বানিয়ে ফেলেও তাহলে তারা প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা চালাবে কেন?”

“আমি একমত,” বললেন ইংল্যান্ড।

“স্যাটেলাইট ফটো?” প্রশ্ন প্রেসিডেন্টের।

“এনআরও ঘন্টাখানেকের মধ্যে রিপোর্ট পাঠাবে।” কেনেডি চোখে রিডিং গ্লাস চড়িয়ে তার বৃফিং বুকে মনোযোগ দিলেন।

“আমি আমার বোম ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট এক্সপার্টের কাছ থেকে একটা প্রাথমিক রিপোর্ট পেয়েছি,” ইংল্যান্ড ঘোষণা দিলেন। “তাদের মতে বিমান আক্রমণের কোন আলামত পাওয়া যায় নি।”

রুম দশ সেকেন্ডের জন্য নিশুপ হয়ে পড়ল। নীরবতা ভেঙে প্রেসিডেন্ট বললেন, “তো বাকি থাকল কি?”

কেনেডি একটি পেন তুলে নিয়ে তার চামড়ার বৃফিং বুকে কয়েকবার আঘাত করে বললেন নরম স্বরে, “স্যাবোটাজ কিংবা দুর্ঘটনা।”

“দুর্ঘটনা?”

“ইরানিদের বিল্ডিং কোড মেইনটেইনের ব্যাপারে বেশ কুখ্যাতি আছে। তাদের আগেও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম দেখা গেছে, বিশেষ করে ভূমিকম্পের সময়। কয়েক বছর আগে একটা মোটামোটি নতুন অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স ধ্বংসে যায়। পরে জানা যায় ঠিকাদার নিম্নমানের জিনিস ব্যবহার করেছে। সে দুর্ঘটনায় শতাব্দিক লোক মারা পড়ে।”

“আপনার মনে হয় এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থাপনায় নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার হয়েছে?” প্রেসিডেন্টের চিফ অব স্টাফ প্রশ্ন করলেন।

“অনেকে হয়ত তা মনে করবেন না। কিন্তু ইরানিদের বোঝা অত্যন্ত কঠিন।”

প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ। তারপর র‍্যাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনার কি মনে হয়?”

র‍্যাপ প্রথমে ভাবলো রাখঢাক করে কথাগুলো বলবে পরে মনে করল তার আর প্রয়োজন হবে না। “ব্যাপার যে রকমই হোক না কেন আমি বলব ইসরাইল যে এর পেছনে রয়েছে আমি সে ব্যাপারে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ নিশ্চিত। বিল্ডিং ধ্বংসে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে এতে কিছু যায় আসে না।”

“কেন?” প্রশ্ন প্রেসিডেন্টের।

“পার্সীয় অহংবোধ কোনভাবে এমন ব্যর্থতা স্বীকার করবে না। এমন কি

বিল্ডিংটা যদি তাদের ক্রটিতে ধ্বসে পড়ে তবুও তারা ইসরাইলের দোষ দেবে।
উভয়ক্ষেত্রেই তারা প্রতিশোধ নিতে চাবে।”

“আমি একমত।” সেক্রেটারি অব স্টেট উইকা বলে উঠলেন, “আমি
আরেকটু যোগ করছি। তারা আমাদেরকেও দোষারোপ করতে পারে।”

“তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে পেরেছ?” প্রেসিডেন্টের প্রশ্ন।

“আমার তা মনে হয় না। আমি আশা করি আমাতুল্লাহ নিজে কথা
বলবে। আমাদের ব্যাকডোর চ্যানেল ব্যবহারের এটা সঠিক সময়।”

আলেকজান্ডারকে বিস্মিত দেখাল। “আমি জানতাম না।”

কেনেডি গলা পরিষ্কার করল। “৯/১১-এর পর আমরা ইরানের মিনিস্ট্রি
অব ইন্টেলিজেন্সের সাথে একটি লাইন খুলেছি। তারা আল-কায়েদা কিংবা
অন্যান্য সুন্নী উগ্রবাদী সংগঠনের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। তাদের সাথে
তালেবান কিংবা আল কায়েদার সম্পর্ক ভালো না। তারা আমাদের অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছিল যা যুদ্ধের শুরু দিকে আমাদের কাজে
দিয়েছে।”

“আপনি কার সাথে কথা বলেছিলেন?”

“আজাদ আসহানি। আমার কাউন্টার পার্ট।”

“আপনি কি তাকে বিশ্বাস করেন?”

“বিশ্বাস শব্দটা ব্যবহার করাটা বোধহয় ঠিক হবে না। তবে আমি তাকে
বেশ উদার বলেই মনে করি।”

“ঠিক আছে। দেখ কিছু জানা যায় কিনা। ইসরাইলিদের খবর কি? আমি
প্রাইম মিনিস্টারকে ফোন করব?”

“আমার তা মনে হয় না,” বললেন সেক্রেটারি অব স্টেট উইকা। “আমি
চাই না আপনি তাকে এমন অবস্থায় ফেলেন যে তাকে আপনার কাছে মিথ্যা
বলতে হয়। বাকিটুকু আমরা বের করে ফেলব।”

“আমি এক মত,” বললেন টেড বায়ার্ন।

“ঠিক আছে,” প্রেসিডেন্ট ঘড়ি দেখলেন। “আমার একটা ফোন করতে
হবে। এক ঘণ্টা পর আবার দেখা হবে। প্রেসিডেন্ট তার ন্যাশনাল সিকিউরিটি
অ্যাডভাইজারদের তাকিয়ে বললেন, “ল্যান্ড করার পর আমি ওভাল অফিসে
সবাইকে চাই।”

“জি, স্যার।”

আলেকজান্ডার উঠে র‍্যাপের দিকে তাকালেন। “মিচ, আমার সাথে একটু
আসবে? আমি একটা বিষয়ে তোমার সাথে আলাপ করতে চাই।”

তেহেরান, ইরান ।

আজাদ আসহানি যখন সুপ্ৰম লিডার আলী হোসেইনী নামিরির অফিসে আসেন তখন চারপাশ অন্ধকার হয়ে পড়েছে । অত্যন্ত ক্লান্ত তিনি, প্রচণ্ড কাশি আসছে তার । দিনটা অত্যন্ত ব্যস্ত কেটেছে । ভোর ৫ টায় এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দেন । সেখান থেকে ইস্ফাহান । সারাদিন নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিতে কাটাবার পর একটি মিলিটারি ফ্লাইটে ফিরে আসেন ।

মুখতারকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার পর পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে আসে । ধ্বংসস্তুপ থেকে নির্গত ধূলাবালি এলিভেটরের ভেতরে এসে ঢোকে এবং আসহানির শরীর ভরে যায় ধূলায় । তিনি এক কোনায় সরে তার জামা দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন । একাধিকবার তার মনে হয়েছিল তিনি হয়ত আর বাঁচবেন না । চোখে বালু ঢুকে পড়ায় জ্বালাপোড়া করছিল, নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছিল কষ্ট, স্ত্রী ও প্রিয় কন্যাদের কথা মনে পড়লো তার । ভাবলেন এমন অনিশ্চয়তায় ভরা দেশে তাদের কি হবে ।

আসহানি যখন এলিভেটরের কোণা থেকে উঠে দাঁড়ালেন তার মনে হচ্ছিল তার গায়ের ওপর কেউ ভারি চাদর ঢেকে দিয়েছে । ধ্বংসস্তুপের ধূলা তার সারা গা ঢেকে দিয়েছে । তিনি এলিভেটরের কোণায় গিয়ে নিচে ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকালেন । দেখে মনে হচ্ছিল মনে এক আগ্নেয়গিরি থেকে আগ্নেয়াপাত হবার পর চারপাশ ছেয়ে গেছে ছাইছে ।

আসহানি নিচের ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকিয়ে নিজের দেশের জন্য মনটা কেঁদে উঠল । তিনি নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের সমর্থক ছিলেন না, পশ্চিমাবিশ্বকে এভাবে চ্যালেঞ্জ দেয়াটাও তার পছন্দ হচ্ছিল না কিন্তু ব্যাপারটা পার্সীয় অহংবোধে চরমভাবে লাগছিল । যে অহংবোধ সৃষ্টি হয়েছে হাজার বছরের ধারাবাহিকতায় । এমন ধ্বংসযজ্ঞ ছিল তাদের কল্পনার বাইরে ।

বিস্তিংয়ে সামান্য কিছু ছিদ্র থাকা এক কথা আর বাংকার-বাস্টার বোমা ঢুকে পড়া আরেক কথা । তারা ব্যাপারটা নিয়ে আগেও আলোচনা করেছে । ধারণা করা হয়েছিল বোমাগুলো প্রতিরক্ষা ব্যুহের প্রথম স্তরই অতিক্রম করতে পারবে না, চারটা তো দূরের কথা ধারণা করা হয়েছিল ওপরের তলাগুলো

ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ওপরের মহলে এ ব্যাপারটা নিয়ে গোপন একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। যদি ইহুদি কিংবা তাদের প্রভুরা কোনরকমে প্রতিরক্ষাব্যুহ্য ভেদ করে রিঅ্যাক্টরটি ধ্বংস করতে সক্ষমও হয় তারা সারা বিশ্বের কাছে মিথ্যা কথা বলবে। তারা বলবে ফ্যাসিলিটি রক্ষা পেয়েছে। সত্য হোক কিংবা মিথ্যা জনগণের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি হবে যে আমেরিকা এবং তাদের দোসরদের সকল হামলা প্রতিহত করার ক্ষমতা তারা রাখে। কিন্তু, এটা, আসহানি ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। ফ্যাসিলিটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হবার খবর লুকানো অসম্ভব। তাদের অক্ষমতা সমগ্র বিশ্বের সামনে নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়ে যাবে। তিনি আমেরিকানদের প্রযুক্তির কথা ভেবে হতবাক হয়ে গেলেন। ইসরাইলি পাইলট হোক কিংবা অন্য কেউ, বোমাটা আমেরিকানদেরই তৈরি যা ইরানি প্রকৌশলীদের নির্মিত সেরা স্থাপত্যকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা কি করে এত সুনির্দিষ্টভাবে এ ফ্যাসিলিটি টার্গেট করল? কিভাবে তারা নিজেদের পছন্দনীয় সময়ে পুরো ফ্যাসিলিটিটা এভাবে ধ্বংস করে ফেলল। আর কি জন্যই বা তারা ইচ্ছে করে পুরো প্রজেক্টটা এতদূর এগুতে দিল? গুপ্তচরবৃত্তির জগতে দুই দশকে আসহানি খুব ভালো করেই উপলব্ধি করছেন তার শত্রুরা দীর্ঘদিন পরিকল্পনার পরই এ অপারেশন সম্পন্ন করেছে।

উদ্ধারকর্মীরা তাকে তার এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে। দড়ির সাহায্যে তারা মুখতার ও আসহানিকে এলিভেটরের ভেতর থেকে বের করে আনে। হাত মুখ ধোয়ার জন্য তাদের পানি দেয়া হয়। মেডিক্যাল পার্সোনেলরা তাদের চিকিৎসা প্রদান করতে শুরু করে। কিন্তু আসহানির সামনে এখন আরো নতুন সমস্যা। কংক্রিটের ধুলার মধ্যে নিঃশ্বাস নেয়া এক কথা কিন্তু সেখানে যদি তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তাদের বেঁচে থাকাটা এক মাসের বেশি কঠিনই বটে। আসহানি ও মুখতারের পোশাক খুলে ডিস্টামিনেশন টেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের ওপর পানি হোস পাইপ দিয়ে পানি ছিটিয়ে, তিনবার ঘষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নীল রংয়ের ওয়াকার'স ওভালঅল পরতে দেয়া হয়। একজন ডাক্তার এমন এক বিজ্ঞানীর সাথে কাজ করছেন যিনি হামলার পর ফ্যাসিলিটি থেকে জীবিত বের হয়ে আসতে সক্ষম হত। তার মতে তেজস্ক্রিয়তা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছায় নি। আসহানির অবশ্য এ ব্যাপারে তেমন একটা ভরসা নেই।

কাশি শুরু হল প্রায় সাথে সাথে। ডাক্তার তাকে বললেন যে তার গলা ও লাংসের মধ্যে ক্ষুদ্র কংক্রিটের অংশ প্রবেশ করেছে সেগুলো কাশির মাধ্যমে শরীর থেকে সহজে নির্গত হয়ে পড়বে। হাতুড়ে ডাক্তারটা বলল যে তিনি দু'একদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আসহানি ভালো জানেন। তিনি মাইকেল

মূর নির্মিত ডকুমেন্টারি সিসকো দেখেছেন। মার্কিন বিরোধী প্রপাগান্ডার এক চমৎকার হাতিয়ার যাতে দেখানো হয় একদল উদ্ধার কর্মীকে যারা ৯/১১-এর সময় উদ্ধার কার্য চালায়। তারা কয়েক বছর পরও ভয়াবহ রেসপারেটরি প্রবলেমে ভুগেছে, এদের কয়েকজন মৃত্যুবরণও করেছে।

দুপুরের মাঝামাঝি নাগাদ আসহানি উপলব্ধি করলেন তিনি সম্ভবত ব্যাপারটা ভুলভাবে দেখছেন। উদ্ধার কর্মীরা প্রটেক্টিভ গিয়ার পরিধান করে কেউ জীবিত আছে কিনা তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করছিল। ইরানে ভূমিকম্প প্রায়শই ঘটে থাকে সে জন্য তারা ধ্বংসস্তূপ থেকে কুকুর ও অন্যান্য ডিভাইসের সাহায্যে জীবিত ব্যক্তি উদ্ধার করবার ব্যাপারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। একজন সেনা অফিসারের কাছ থেকে আশ্বস্ত হয় যে তেজস্ক্রিয়তা সহনীয় পর্যায়ে আছে, আসহানি ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শনে যান। সেখানে ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন তার প্রথম দিকের ধারণাগুলো একেবারে ভুল ছিল।

দূসর ধুলায় সব আবৃত থাকলেও কংক্রিটের ওপর ফাটল ও এলোমেলো পাথর। কোথাও কোন ধরনের বড় গর্ত নেই যা বোমা ছাদ ও ওপর তলা ভেদ করার ফলে সৃষ্টি হওয়ার কথা। আসহানি পুরো এলাকাটা ঘুরে দেখলেন। ধ্বংসস্তূপে বাংকার বস্টিং বোমের অবশিষ্ট অংশ দেখলেন খুঁজে। পুরো জায়গাটা খুঁজে দেখার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারেন একেবারেই অন্যরকম কিছু ঘটেছে।

ঠিক সে সময়ে উদ্ধারকর্মীদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ধ্বংসস্তূপে কর্মরত কয়েকজনের কাছে গ্রেইজার কাউন্টার ছিল। তাদের একজন ঘোষণা দেয় সে একটি উত্তপ্ত স্থান চিহ্নিত করেছে কয়েক মিনিট আগে। একে একে অন্যান্য গ্রেইজার কাউন্টারগুলোও এক সাথে আওয়াজ করতে লাগল। অ্যাটমিক এনার্জি অর্গানাইজেশনের বিজ্ঞানীদের এই একটি বিষয়ে ভয় ছিল। রিঅ্যাক্টরটা গলে গেছে। অতি তেজস্ক্রিয় ফিশিওন পরিবেশে মিশে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের এ ব্যাপারে আগের থেকেই ইমারজেন্সি প্ল্যান ছিল এবং তা তারা শুরু করে দিলেন। উদ্ধারকর্মীদের গর্ত থেকে সরে যেতে বলা হল।

বিশ মিনিট পর প্রথম সিমেন্ট ট্রাক আসল বিলিয়ন ডলারের ধ্বংসস্তূপের ওপর সিমেন্ট ঢালতে। কিছুক্ষণ পর আরেকটা ট্রাক। এক ঘণ্টার মধ্যে টুইন এক্সেল মিক্সিং ট্রাকগুলো সারিবদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করে দিল। ইরানী জাতির স্বপ্ন ও আশা হয়ে পড়ল কবরস্থ।

একটি সামরিক যান আসহানি ও মুখতারকে ডিনারের আগে নিয়ে আসল। প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহ সুপ্ৰম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল বা

এসএন এসসি'র একটি সাক্ষ্যকালীন বৈঠক ডেকেছেন। আসহানি বাড়িতে পৌঁছে কোন রকমে গোসল সেরে গায়ে স্যুট চড়িয়ে নেন। তারপর স্ত্রী কন্যাদের চুম্বন করে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দেন যেখানে তার ডেপুটি মিনিস্টাররা তাকে বৃফ করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বিশ মিনিট ধরে তিনি তাদের কথা শুনলেন। বৃফিংয়ে আসহানি নিশ্চিত হলেন যে সরকার এ ঘটনার জন্য আমেরিকান কিংবা ইহুদিদের দায়ি করেছে। তারাই সার্জিক্যাল এয়ার স্ট্রাইকের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করেছে।

আসহানি প্রশ্ন করলেন আক্রমণের আগে বা পরে এয়ার ডিফেন্স কি কিছু রাডার কন্ট্রোল ধরতে পেরেছিল কিনা।

তৃতীয় ডেপুটি জানান যে তিনি একজন ইরান এয়ারের পাইলটের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে কিছু ইসরাইলি জেট ঘটনার সময় দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে এ কাহিনী মিডিয়ার পৌঁছে গেছে। আসহানি সে পাইলটকে ডেকে পাঠাতে বললেন এবং নিশ্চিত হয়ে নিতে বললেন লোকটা মনগড়া কাহিনী বলছে কিনা। পার্সিয়ান জনগোষ্ঠীর এ ধরনের জাতীয় সংকটে নিজেকে জড়ানোর মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। আসহানি তার ডেপুটিকে বলে যে তিনি যেন পাইলটকে সাবধান করে দেন তার তথ্য যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে ভয়াবহ অত্যাচার করা হবে।

আসহানি সুপ্ৰম লিডারের অফিসে রাত সোয়া আটটার দিকে রওনা দেন। যখন তিনি পৌঁছান তার মাথা ব্যথা করছিল প্রচণ্ড। তিনি জানতেন এর কারণ এ মিটিংটা। দোষারোপ চলবে পূর্ণোদ্যমে। এ রঙ্গিলা প্রেসিডেন্ট সহ্যের বাইরে। আসহানি সচরাচর এসব মিটিংয়ে চুপচাপ থাকেন, বিশেষ করে যখন সুপ্ৰম লিডার উপস্থিত। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা ভিন্ন। আজকে তার জীবন প্রায় চলে গিয়েছিল ব্যাপারটা উপলব্ধি করাতে সাহসটা একটু বেড়ে গেছে।

কাশতে কাশতে আসহানির মনে হল যদি তার জীবন থেকে সিকি শতাব্দী কেড়ে নেয়া হয়, যদি আগামী এক দুই বার তাকে প্রতিটি নিঃশ্বাসের জন্য কষ্ট পেতে হয়। বড় প্রশ্নই বটে। এটা তার পরিকল্পনা ছিল না। তিনি সবসময় পরমাণু বোমার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি জানতেন আমাতুল্লাহ ও তার অনুসারীরা ইরানের ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক আজ তা প্রকাশ্য দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আসহানি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি আর চুপ করে থাকবেন না।

এয়ারফোর্স ওয়ান

এয়ারফোর্স ওয়ানে প্রেসিডেন্টের অফিস কনফারেন্স রুমের পাশেই কয়েক কদম দূরে। র‍্যাপ কয়েক সেকেন্ড সময় পেল বুঝে উঠতে পারার যে প্রেসিডেন্ট কি জন্য তার ব্যাপারে এত আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ছেচল্লিশ বছর বয়স্ক আলেকজান্ডার মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে তরুণ প্রেসিডেন্টদের একজন। মানুষ হিসেবেও পছন্দ হবার মত কিন্তু মিচ সব রাজনীতিবিদদেরই সন্দেহের চোখে দেখে। প্রায়শই তাদের পার্টি ও নিজস্ব পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার জাতীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িয়ে পড়ে। সিআইএ'র মত এজেন্সিগুলো সাধারণত সমস্যাগুলোর আস্তাকুঁড় হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে যাদের এসব রাজনীতিবিদরা তাদের নিজস্ব খেলা খেলবার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। যদি ভালো কিছু হয় তাহলে সকল কৃতিত্ব রাজনীতিবিদদের কিন্তু খারাপ কিছু হলে দ্রুত গতিতে দোষটা চাপানো হয় ল্যাংলির ঘাড়ে। তবে সবাই এক নন। র‍্যাপ বেশ কয়েকজন সিনেটর কিংবা কংগ্রেসম্যানকে চেনেন যাদের ওপর ভরসা রাখা যায়। এমন লোক যা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

র‍্যাপ তার পেছন পেছন অফিসে ঢুকল। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চতার আলেকজান্ডার র‍্যাপের চেয়ে এক ইঞ্চি বেশি। হালকা পাতলা গড়ন, ওজনে ১৯০ পাউন্ড তার সবুজাভ চোখের মধ্যে সতর্কভাব স্পষ্ট তবে তা মাত্রাতিরিক্ত নয়। আলেকজান্ডার রুমে ঢুকে গেলেন। তিনি কনফারেন্স রুমের মত বড় আকৃতির চামড়ায় মোড়া চেয়ারে এসে বললেন। চেয়ারটা ইচ্ছামত যেমন ঘোরানো যায় তেমনি টেকঅন ও অফের সময় সিটবেন্ট বাধার ব্যবস্থা আছে।

আলেকজান্ডার ডেস্কের ওপর থাকা একটি কাগজের ওপর তাকালেন। কাগজটি তুলে নিয়ে পড়া শেষ করার পর তা ছিঁড়ে ফেললেন। “তুমি হয়ত অবাক হচ্ছ কি জন্য আমি তোমাকে ওয়াশিংটনের রিটার্ন ফ্লাইটে ডেকে পাঠিয়েছি।”

“যখন প্রেসিডেন্টরা আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়।”

আলেকজান্ডার হাসলে গালে টোল পড়ল। “আমি সেটা জানি না। আমার পূর্ববর্তির কাছে তোমার খুব প্রশংসা শুনলাম।”

র‍্যাপ মাথা ঝাঁকালো। দুএকটি ব্যাপার বাদে প্রেসিডেন্ট হায়েসের সাথে

তার সম্পর্ক ভালোই ছিল। “তিনি কি আপনাকে এটাও বলেছেন আমি কি পরিমাণ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারি?”

হাসিটা থেকেই গেল আলেকজান্ডারের মুখে। “সেটা তার বলার প্রয়োজন হয় নি। তোমার সুনাম আমার কানে ঠিকই পৌঁছেছে।” আলেকজান্ডার তার চেয়ারে একটি বোতামে চাপ দিলে তা পেছনে সরে গেল। “তুমি তোমার কাছে অসাধারণ মিচ। প্রেসিডেন্ট হায়েসের কাছ থেকে আমি এটাই শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন তোমাকে ঠিকমত ব্যবহার করতে।”

“ব্যবহার?” আলেকজান্ডার শব্দটি ব্যবহার করায় র‍্যাপ অবাক হলো।

“হয়ত নিয়োজিত করাটা ভালো শোনাত। কিংবা ছেড়ে দেয়া আরো ভালো। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হল আমি এতটা বোকা নই যে মনে করে হিংসাত্মক ঘটনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যায় না। মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন শক্তি প্রয়োগই হয় একমাত্র উপায়।”

র‍্যাপের কথাটা শুনে ভালো লাগল। “আমি এ নিয়ে আর কথা বলতে পারি না।”

“তোমার মধ্যে অনেক প্রতিভা আছে মিচ। তোমার কি মনে হয় তোমার সেরা সম্পদ কি?”

“আমি ভুল লোককে প্রশ্ন করলেন স্যার।”

“তো আমরা বলতে পারি বিনয় তোমার শক্তিশালী অংশগুলোর মধ্যে একটি। দেখ, আমি একজন রাজনীতিবিদ তো আমি ঠিক বলতে পারি না বিনয়ী হওয়াটা আমার কাজের মধ্যে পড়ে। কথাটা বলার পর আমার মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যে একটা মিল রয়েছে।”

র‍্যাপ এমনভাবে তার পুরু কালো ক্রজোড়া কোঁচকালো যাতে বোঝা যাচ্ছিল সে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না। মনে মনে সে ভাবছিল আলেকজান্ডারের মত হিসেবি ও বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে।

“তোমার গত বছরে তৈরি করা রিপোর্টটা পড়লাম, সেখানে তুমি বর্ণনা করেছ যদি আমরা ইরানের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের ওপর হস্তক্ষেপ করি তাহলে তারা কি করতে পারে।”

র‍্যাপ মাথা নাড়ল। রিপোর্টটা সে আলেকজান্ডার অফিসে আসার আগে তৈরি করেছিল। ব্যাপারটার গুরুত্বের কারণে এটি খুব বেশি হাতে যায় নি। র‍্যাপ বেশ অবাক হল যে জিনিসটা প্রেসিডেন্টের হাতে গেছে এবং তিনি তা পড়েছেন।

“বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তোমার কি এখনও মনে হয় তুমি যা

লিখেছ সেরকম কিছু ঘটবে?”

র‍্যাপ কিছুক্ষণ ভেবে নিল রিপোর্টটি সম্পর্কে। “যদিও আমরা তাদের ওপর হামলা চালাই নি তবুও আমার মনে হয় রিপোর্টে আমি যেভাবে বর্ণনা দিয়েছি ব্যাপারটা মোটামোটি সেরকমই ঘটবে।”

“তারা হিজবুল্লাহ ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠীদের দিয়ে সন্ত্রাসী হামলা ও বিদেশের মাটিতে আমেরিকান নাগরিকদের অপহরণ করাবে?”

“তারা প্রথমে ইসরাইলের ওপর হামলা চালাবে তারপর লাগবে আমাদের পেছনে।”

“তুমি নিশ্চিত?”

“শতকরা নিরানব্বই ভাগ। তারা চুপচাপ বসে থাকার মানুষ নয়।”

প্রেসিডেন্ট র‍্যাপের কথাটা নিয়ে ভাবলেন। “তোমার কি মনে হয় ঘটনাটার পেছনে ইসরাইলের হাত আছে?”

“আমি বেন ফ্রেইডম্যানকে দীর্ঘদিন ধরে চিনি, স্যার। মোসাদে আমরা এক সাথে কাজ করেছি। তাদের অবিশ্বাস্য ধরনের অপারেশন করার রেকর্ড রয়েছে। এমন অপারেশন যা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।”

“কারণ?”

“টিকে থাকা। তারা আমাদের তুলনায় ওদের অনেক কাছাকাছি অবস্থান করছে।”

“কিসের?” প্রশ্ন প্রেসিডেন্টের।

“উগ্রবাদী ইসলামের। তাদের এত সুযোগ নেই যে তারা বসে থেকে অপেক্ষা করে যাবে। তারা যখনই সুযোগ পায় এ উন্মাদগুলোকে থামাতে চেষ্টা করে যেমন গত বছর তিনজন ইরানী বিজ্ঞানীকে হত্যা করা।”

“আমার সবচেয়ে বড় আশংকা একটি শহরের ধ্বংসপ্রাপ্তি,” ভারি কঠে বললেন আলেকজান্ডার। “আমি জানি তাদের অস্তিত্ব আছে...এ উগ্রপন্থী জিহাদিদের। ব্যাপারটা আমার ঘুম হারাম করে দেয়। জানি তারা রিক্রুটিং করে যাচ্ছে...ট্রেনিং...প্র্যানিং...আঘাত হানার সুযোগ খুঁজে যাচ্ছে। তারা আনন্দের সাথেই একটা পুরো শহর মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে।”

“আপনি ঠিক বলেছেন, স্যার।”

আলেকজান্ডার চেহারার হতাশার ছাপ। “পার্টিতে এমন অনেক লোক আছে যারা মনে করে শক্তি প্রয়োগ কখনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এটি সভ্য সমাজ যেখানে সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা আছে সেখানে প্রযোজ্য হতে পারে। কিংবা জ্ঞানী ব্যক্তিদের লেকচার হলে, কিন্তু বাস্তব দুনিয়ায়,” আলেকজান্ডার মাথা ঝাঁকালেন, “এটা একেবারেই ফালতু কথা।”

“আপনি আমার কাছ থেকে কোন দ্বিমত পাবেন না, স্যার।”

“আমার ও তা মনে হয় না। যাই হোক, যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম...এটা হল দূরদৃষ্টিতা। ভবিষ্যতে সকল বিষয় কিভাবে সম্পাদিত হবে তা অনুধাবন করতে পারা। তোমার রিপোর্টে আমি সেটা দেখেছি। আমার মনে হয় আমার প্রশাসনের অন্য যে কারো থেকে তুমি ইরানী শাসককূলের মনমানসিকতা বেশি বুঝতে পার।”

“ধন্যবাদ, স্যার।”

আলেকজান্ডার গলা খাদে নামিয়ে বললেন, “প্রেসিডেন্ট হায়েস আমাকে তোমার সসেজ ফ্যাক্টরি অ্যানওজির ব্যাপারে জানিয়েছেন।”

র‍্যাপ মাথা নাড়ল। “লোকজন শুধু খেতে চায়, তারা জানতে চায় না জিনিসটা কি করে বানানো হয়।”

“ঠিক বলেছো। সে জন্যই আমি তোমাকে আমার সাথে কাজ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি।” আলেকজান্ডার তার পা নামিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলেন। কঁনুই রাখলেন ডেস্কের ওপর। “আমি এখানে বসে বসে আঙুল চুষতে পারি না যেখানে ইরানিরা তাদের প্রক্সি যুদ্ধ শুরু করে দেবে।”

র‍্যাপ আরেকটু সোজা হয়ে বসল। “আমি শুনিছি।”

“তুমি কি জানো আমি অ্যালাবামায় ফুটবল খেলতাম?”

“মনে হয় ক্যাম্পেইনের সময় শুনেছিলাম।”

“আমি ব্যাকআপ কোয়ার্টারব্যাক ছিলাম। জুনিয়র ইয়ারে থাকাকালীন বসন্তকালীন প্র্যাকটিসের সময় ইনজুরিতে পড়ি। এরপর আর পুরোপুরি ঠিক হই নি। আমি সেখানে বায়ান্টের লাস্ট ইয়ারে ছিলাম ও সেখান থেকে পারকিন্সে যায়। আমি দুটি বড় শিক্ষা পাই। প্রথমত, যদি তুমি জর্জিয়ার গভর্নর হবার স্বপ্ন দেখ তাহলে তোমাকে হয় ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়া কিংবা জর্জিয়াটেকে পড়তে হবে। অ্যালাবামায় নয়। আমি নির্বাচনে মাত্র ডাবল ডিজিটের লিডে ছিলাম শুধুমাত্র এ কারণে। অল্পের জন্য সে বার জিতি আমি। দ্বিতীয় শিক্ষা, আক্রমণ।”

“মানে?”

“জোরালো আক্রমণ ও নিয়মিত আক্রমণ। এ শিক্ষা আমি পেয়েছি এক সাবেক কোয়ার্টার ব্যাকের কাছ থেকে। তোমার কি অ্যালাবামার ১৯৯২ সালের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ টিমের কথা মনে আছে?”

“না।”

“তাদের আক্রমণ ভাগ সাদামাটা ছিল কিছু তাদের রক্ষণভাগ কলেজ ফুটলের ইতিহাসে সেরা ছিল। তারা প্রায় প্রতিটি খেলায় দশজনকে লাইনে

রাখত । তারা হিংস্রভাবে প্রতিপক্ষের আক্রমণকে রুখে দিত । প্রতিপক্ষ কোন রকমে তাদের থামাতে চেষ্টা করত...কোন রকমে তাদের গতিবেগ ধীরে করে ফেলার চেষ্টা করত । আক্রমণ ভাগ এ কাজে কখনও দক্ষ হয় না ।”

“আমি বোধহয় আপনার কথা বুঝতে পারছি,” বললো র‍্যাপ ।

“আমি তোমার সাথে মিলে একটা গেমপ্ল্যান করতে চাই,” বললেন আলেকজান্ডার, “একটি লিস্ট যাতে হিজবুল্লাহ’র সদস্যদের নামের তালিকা থাকবে এবং অন্যান্যদের যারা আমাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । লিস্টটা শুধু তুমি, আমি আর আইরিন জানবে । আমি এর কোন কপি চাই না । চাই না কোন কাণ্ডজে ব্যাপার ।”

“আমি সেটা পারব ।”

“গুড । যদি আমরা সামান্যতম আভাস পাই যে ইরান হিজবুল্লাহকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে যাচ্ছে তাহলে আমরা তাদের শেষ করে দেব । এ কাজের জন্য আমার দশ জন চৌকস ব্যক্তির প্রয়োজন । আমি কিন্তু টার্গেটেড এয়ারস্ট্রাইকের কথা বলছি না । আমি চাই ব্যাপারটার মধ্যে একটা ক্রিয়েটিভিটি শৈল্পিকতা থাকুক । আমি চাই তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ুক । আমি চাই তাদের মধ্যে মরনভয় ঢুকিয়ে দিতে ।”

র‍্যাপ হেসে মাথা নাড়ল । “কাজটা আমি আনন্দের সাথে করব, স্যার ।”

তেহেরান, ইরান

আসহানি সুপ্ত লিডারের এক বডিগার্ডের পেছন পেছন মিটিং চেম্বারে প্রবেশ করে লম্বা সোফাগুলোর একটিতে গিয়ে বসলেন। গোয়েন্দা মন্ত্রীর কাছে রুমটা বিব্রতকর মনে হল। যে ধর্মগুরুরা নিজেদের বিপ্লবের অভিভাবক বলে দাবি করে তারা শাহের বিলাসী জীবনের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টায় রত। ঘর থেকে সকল পেইন্টিং ও সাজ্জাবার বস্তু সরিয়ে ফেলা হয়েছে। দেয়ালগুলোতে করা হয়েছে সাদা রং এবং সস্তা ধূসর কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। কার্পেটটা বাদামী রঙ্গা, অপেক্ষাকৃত নতুন ও সস্তা। কাঠের ফ্রেমের সোফাগুলো একেবারেই বিব্রতকর। সস্তা ফুলতোলা প্রিন্ট, দেখলেই বোঝা যায় সেকেন্ড হ্যান্ড দোকান থেকে কেনা।

আসহানির কিছুদিন আগে সৌদি বাদশার সফরের কথা মনে পড়ে গেল। রাজধানীর একটা হোটেলও তার স্ট্যান্ডার্ড ম্যাচ করল না। তাই এক সপ্তাহ আগে একদল ডেকরেটর একটি পুরো ৭৪৭ ভর্তি করে ফার্নিচার, কার্পেট, তৈলচিত্র, তৈজসপত্র নিয়ে আসে বাদশার সফরকে 'সহনীয়' করে তোলার জন্য। বাদশা ঠিক এ ঘরটিতেই সুপ্ত লিডারের সাথে দেখা করতে আসেন। পুরো সৌদি ডেলিগেশন এ ব্যাপারটি দেখে অবাক হয়ে যান যে ইরানের মত একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রের নেতার আন্তর্জাতিক কুটনীতির প্রতি কি পরিমাণ অবজ্ঞা থাকতে পারে।

আসহানি জানতেন এটি আসলে ধর্মগুরুদের তাদের আরব ভাইদের সামনে নিজেদের অপেক্ষাকৃত ভালো মুসলিম জাহির করার ফন্দি ছাড়া আর কিছুই নয়। সৌদি সুন্নিরা হয়ত মক্কা ও মদিনার রক্ষাকর্তা কিন্তু শিয়রাই নবীর আদর্শকে আঁকড়ে রেখেছে। তারা নবীর নির্দেশ মেনে চলছে, ত্যাগ করেছে বিলাসী জীবনযাত্রা। আসহানি অবশ্য ভেতরের খবরটা জানতেন। এসব ধর্মগুরুরা প্রকাশ্যে আধুনিকতার বিরোধিতা করে গেলেও ব্যক্তিগত জীবনে তারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। তারা তাদের আলখাল্লার পেছনেই হাজ্জার-হাজ্জার ডলার ব্যয় করে থাকেন অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে এবং তাদেরই একজন এইমাত্র ঘরে প্রবেশ করলেন।

আসহানি আয়াতুল্লাহ আহমাদ নজরের দিকে তাকালেন, গার্ডিয়ান ফাউন্সিলের প্রধান। নানাদিক থেকে তিনি ইরানের দ্বিতীয় শক্তিশালী ব্যক্তি।

তিনি প্রায় এক দশক মিনিস্ট্র অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি চালিয়েছেন। সুপ্ৰম লিডার তাকে কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেন। প্রধান করবার সিদ্ধান্তটা প্রথমে অনেকেই স্বাগত জানান। নজর একজন কন্ট্রিবাদী। ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন মিনিস্টার থাকাকালীন তিনি মিডিয়া তথা সরকার বিরোধীদের ওপর চড়াও হন। আসহানি তার সাথে কয়েক বছর ধরে কাজ করছেন এবং তার এ কন্ট্রি চিন্তাধারা সত্ত্বেও তিনি তাকে কেবল একটি কারণে পছন্দ করেন যে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভতামি নেই। যদি কেউ তার সাথে নিয়মনীতি মেনে চলে তাহলে কোন সমস্যা নেই কিন্তু যদি কোন ধরনের অনিয়ম হয় তাহলে তা তিনি মোটেও বরদাশত করেন না এবং পড়তে হয় তার ক্রোধের কোপনলে। তাদের কাজের আরেকটি অংশ হল মিডিয়াতে ঠিক সে সংবাদটিই রিপোর্ট হচ্ছে কিনা যা রিপোর্ট হবার জন্য ফিট। আসলে মিনিস্ট্র অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন হল বিপ্লবী সরকারের অফিসিয়াল সেন্সর। আসহানির এ ব্যাপারে কয়েক বছর আগে ঘটে যাওয়া এক পত্রিকার সম্পাদকের সাথে ঘটনা মনে পড়ে গেল। পত্রিকাটিতে মুসলিম তরুণ-তরুণীর ডেটিংয়ের ব্যাপারে একটি সিরিজ আর্টিকেল ছাপা হচ্ছিল। একবার আর্টিকেলের সাথে তরুণ-তরুণীর হাত ধরাধরি করা ছবি ছাপা হয়। ব্যাপারটি নজরের ধর্মীয় চেতনার ওপর আঘাত হানে এবং তিনি সম্পাদককে তলব করেন। আসহানি আনন্দের সাথে সেদিন দেখতে পায় পত্রিকার সম্পাদক নজরকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে তারা আর অতীতে পড়ে থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে উদ্ভূত বাক্য বিনিময়ের এক পর্যায়ে নজর তার দিকে একটি টি পট ছুঁড়ে দেন।

আসহানির মনে পড়ে জিনিসটা শুধু টিপ হওয়ায় লোকটা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছিল। নজর সব সময় সাথে একটি পিস্তল রাখেন এবং তিনি রেগে গেলে যে কারো দিকে তাক করতে দ্বিধা করেন না। এক্ষেত্রে বন্দুক বের করার চেয়ে তিনি টিপট ছুঁড়ে মারাকেই শ্রেয় মনে করেন। নজর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সাথে ধবস্তাধবস্তি শুরু করে দেন। তার হাত কামড়ে দেন কুকুরের মত। সম্পাদকে হাসপাতালে নিতে হয়, তাকে দিতে হয় এক ডজনেরও বেশি স্টিচ। ঘটনাটি নজরের শত্রুদের সুযোগ করে দেয় আর এক মাসের মধ্য মন্ত্রীত্ব থেকে অপসারণ করা হয় তাকে।

বয়স্ক লোকদের কাউন্সিলে গিয়ে আচরণ সংযত করার বদলে তিনি হয়ে ওঠেন আরো বেপরোয়া। কয়েক মাসের মধ্যে তিনি কাউন্সিলে সংস্কার সাধন করেন এবং যেকোন কিছু যা মানুষকে বিপ্লবের আদর্শ থেকে সরিয়ে আনে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। যদিও জনসাধারণের কাছে ব্যাপারটা অজানা, ইদানিং প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহের সাথে তার বিরোধ চরম

পর্যায়ের ।

আসহানি বুঝতে পারছেন সুপ্ত লিডার নজরকে এ পদে অধিষ্ঠিত করেছেন মূলত যুদ্ধোদেহী ও জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহকে খামাবার জন্য । ইরানী রাজনীতির একটি অলিখিত নিয়ম হল সুপ্ত লিডার কখনও নিজের হাত নোংরা করবেন না । ইরানের ধর্মীয় নেতা হিসেবে তার দায়িত্ব এসব থেকে ওপরে । নজর আসহানির দিকে এগিয়ে আসলেন । তার পরনে একটি লম্বা কালো কাব্বা ও সাদা পাগড়ি । দাড়ির বেশির ভাগ অংশ সাদাতে হয়ে পড়েছে ।

তিনি আসহানির দিকে তাকালে আসহানি জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেলে তিনি বলেন, “নড়াচড়ার চেষ্টাও করবে না । আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি এখানে এসেছ ।”

“আমি ভালো আছি,” জবাব আসহানির ।

আসহানির ডান হাতটা ধরে বললেন নজর, “তোমার হাসপাতালে থাকা উচিত ।”

“সমস্যা নেই । আমি এখানে বসে থাকতে পারব ।”

“আমি তোমার পক্ষ থেকে কথা বলব । তোমার চিন্তা করতে হবে না ।”

আসহানি হাসলেন । “ধন্যবাদ ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী, সামরিক বাহিনীগুলোর প্রধান ও অ্যাটমিক এনার্জির ভাইস প্রেসিডেন্ট ঘরে প্রবেশ করলেন । তাদের সবাইকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি অ্যাটমিক এনার্জির ভাইস প্রেসিডেন্টকে । কাউন্সিলের মোট সদস্য আঠারোজন তবে আজকের সঙ্ক্যায় শুধুমাত্র এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদেরই এ উচ্চ পর্যায়ের সভা ডাকা হয়েছে । সবাই আসহানির মৃত্যুর মুখোমুখি হবার ঘটনাটি শুনেছেন । কয়েকজন তার বেঁচে যাওয়াতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন । অনেকে নিজের আশঙ্কার কথা বললেন । তবে কতজন সত্য বলছে এটাই বিবেচনার বিষয় ।

প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহ পাঁচ মিনিট পর ঘরে প্রবেশ করলেন, যেমনটি তিনি সবসময় করেন । তার ডানপাশে ইসলামিক রিপাবলিকান গার্ডস কর্পসের মেজর জেনারেল আরিফ আর বামপাশে কুদস ফোর্সের বৃগেডিয়ার জেনারেল সুলেইমানি । আসহানি এ কথাটি ভাবতে পারলে খুব খুশি হতেন যে প্রেসিডেন্টের সাথে দু'জন সামরিক কর্মকর্তার প্রবেশ স্রেফ কাকতালীয় ঘটনামাত্র কিন্তু তিনি ছোটখাট প্রেসিডেন্টকে খুব ভাল করেই চেনেন ।

আমাতুল্লাহ প্রবেশ করেই ঘোষণা দিলেন, “তো জেটেলম্যান, অবশেষে জায়নবাদী কুসান্তুলোকে সমুদ্রে ঠেলে দেবার অজুহাত পেয়ে গেছি আমরা ।”

আসহানি স্বীকৃতি প্রেসিডেন্টের স্যুটের দিকে তাকালেন । প্রেসের সামনে

মিথ্যাচার করা এক জিনিস কিন্তু এমন সব লোকজনের সামনে এ ধরনের কথা বলাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সবাই বসে পড়েছেন শুধু আমাতুল্লাহ, দুই জেনারেল ও গার্ডিয়ান কাউন্সিলের প্রধান বাদে। আসহানি নজরের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তারদিকে তাকালেন। ধর্মগুরু তার চশমার ফাঁক দিয়ে আমাতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন “তো আমরা কি দিয়ে তাদের সমুদ্রে ঠেলে দেব?” আমাতুল্লাহর কোন পরিবর্তন হল না “জেনারেল জারিক আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন রিপাবলিকান গার্ড যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত ও দৃঢ় সংকল্প। পাঁচ লক্ষ সৈন্যেরও অধিক। ইহুদিরা এক লাখও নামাতে পারে কিনা সন্দেহ।”

“তো আমরা সেখানে যাব কি করে?” নজর প্রশ্ন করলেন। “আমরা কি আমেরিকানদের কাছে ইরাকের ওপর দিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করব? নাকি আমরা জাদু দিয়ে তাদের সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করাবো?”

আমাতুল্লাহ নিজেই সামলে বললেন, “আমি এটা বলছি না আগামীকাল কিংবা সামনের সপ্তাহে আমরা মিলিটারি অপারেশন শুরু করতে যাচ্ছি। আমি শুধু এটাই বলছি আমেরিকান ও ইহুদিরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং আমাদের এর জবাব দিতে হবে।”

“আমি আপনার সাথে একমত, কিন্তু দয়া করে আমাদের এ কথা শোনাবেন না আমরা তাদের সমুদ্রে ঠেলে দিতে যাচ্ছি। এসব কথাবার্তা আমাদের ক্ষতিই করেছে।” নজর আগেও নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের বিপক্ষে কথা বলেছেন।

আমাতুল্লাহ বিবর্তবোধ করলেন, “আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?”

“আমি কিছুই বলতে চাচ্ছি না। আমি শুধু বাস্তবতা প্রকাশ করছি। আমি এ কারণেই এ প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে ছিলাম। আমি আগেই বলেছিলাম এর এমন পরিণতি ঘটবে। অগনিত টাকা ও বিজ্ঞানীরা সব গেল!”

“আমাদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে,” চোঁচিয়ে উঠলেন আমাতুল্লাহ।

“আর আমাদের ইরানের জনগণের প্রতিও দায়িত্ব রয়েছে,” পাল্টা জবাব নজরের।

“আপনারা উভয়ই সঠিক,” একটি শান্ত কণ্ঠ ভেসে উঠল দরজার কাছ থেকে।

আসহানি ঘুরে তাকিয়ে দেখলেন সুপ্ৰম লিডার তার সবচেয়ে সুন্দর আলখাল্লা পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার চেহারায় চিন্তার ছাপ, তিনি চিন্তাশীল ব্যক্তি, বৌকের বশে কিছু করেন না, আসহানির মনে হতে লাগল আয়াতুল্লাহ আলী নাসিরি তার প্রেসিডেন্ট ও উপদেষ্টাদের স্রেফ ঝগড়ারত শিশুই মনে করেন।

এয়ারফোর্স ওয়ান

র‍্যাপ কথাগুলি সামনাসামনি সারতে চায় কিন্তু সেটা করবার সুযোগ অত্যন্ত সামান্য। তার বিশ্বাস চীন ও রাশিয়া এয়ারফোর্স ওয়ানকে একটি স্পাই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অনুসরণ করে যাচ্ছে প্লেন থেকে কিংবা এর দিকে নিঃসরিত সিগন্যাল ধরার আশায়। পেন্টাগন ও ন্যাশনাল সিকিউরিটির কলাকুশলীরা অবশ্য আশ্বস্ত করেছে ওয়াশিংটনের সাথে কমিউনিকেশন লাইনটা নিরাপদ কিন্তু তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী পূর্বকার বিজ্ঞানীদের এ ধরনের দাবি একেবারেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। র‍্যাপ এমন এক পর্যায়ে কাজ করে যেখানে পুরোপুরি নিরাপদ বলে কোন কিছু নেই। তা সত্ত্বেও সময় বাঁচাবার জন্য সবসময় সে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করতে পারে না।

প্রেসিডেন্টের কথায় সে চিন্তিত। র‍্যাপ সবসময়ই ইরানিদের প্রোপাগান্ডা ছড়াবার দক্ষতাকে প্রশংসার চোখে দেখে। তাদের শাসকরা বুঝতে পেরেছে দেশের সকল সমস্যার জন্য আমেরিকা তথা পশ্চিমাবিশ্বকে দায়ি করে তারা পার পেয়ে যাবে। সামনের সপ্তাহগুলোতে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করবে। আমেরিকাকে দোষারোপ করা হবে, প্রমাণ থাকুক আর না থাকুক। তারা শুধু অভিযোগটা করলেই যথেষ্ট বাকিটুকু আপনাআপনি ঘটতে থাকবে। ইরানীদের এ তথ্যে কিছুই যায় আসবে না যে এই ঘটনার পেছনে আমেরিকার কোন হাত নেই। তারা অন্ধের মত আমেরিকাকে ঘৃণা করে যাবে, তাদের নেতাদের কাছে কোন প্রমাণ চাইবে না।

পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করবার পর র‍্যাপ সিদ্ধান্ত নিল গোপনীয় অপারেশনের যদি ইরান দ্রুত আঘাত হানতে পারে, তাহলে তারা বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে বেঁচে যেতে পারে। ফ্যাসিলিটি ধ্বংসের সময় ফ্যাসিলিটির ওপর প্লেনের অনুপস্থিতি র‍্যাপকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এর কারণ দুটি হতে পারে। প্রথমটা বাতিল করে দিল র‍্যাপ কেননা সে তার ইসরাইলি কাউন্টারপার্টদের খুব ভালো করেই চেনে। তার বিশ্বাস এমন একটা ফ্যাসিলিটি পুরোপুরি ধ্বংস করবার পরিণতি ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ভয়াবহ ফল নিয়ে আসতে পারে। দ্বিতীয় কারণ যেটা হতে পারে তা হল ঘটনাটা

ইসরাইলিরা করেছে। তাদেরকে র‍্যাপ যদ্বুর জানে তাতে সে নিশ্চিত তারা কোনভাবে ফ্যাসিলিটিটা ধ্বংস করে ফেলেছে।

র‍্যাপ কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাপারটা জেনে যাবে। কেনেডি সব ব্যবস্থা করেছে। এজেন্সির একটি জি-৫ অ্যান্ড্রুজ এয়ারফোর্স বেসে তাকে তেল আবিব নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করেছে। সে তার ইসরাইলি কাউন্টার পার্টকে জানিয়ে দিয়েছে, র‍্যাপ রওনা দিয়েছে এবং যতক্ষণ না সেখানে পৌঁছায় ইরানের বর্তমান সংকট নিয়ে তারা যেন মুখ না খোলে।

প্র্যানটি কার্যকর করবার জন্য ল্যাংলিতে কারো সাহায্যের প্রয়োজন মিচের। সে তার নিজের স্যাটেলাইট ফোন থেকে কল করতে পারে ঠিকই কিন্তু এয়ারফোর্স ক্রু সেটা ডিটেস্ট করবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে আর সেটা করলে সে রেগে আগুন হয়ে যাবে। তাছাড়া সে তাদের লাইনের মাধ্যমে ল্যাংলিতে যোগাযোগ করতে পারে। তাতে কাজ হলেও এতে রাশিয়ান ও চীনারা বুঝে ফেলবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কল। অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নিল আনসিকিউরড লাইনে কথা বলার। এ লাইনে কথা বললে একে সাধারণ ট্রাফিক বলেই মনে করবে আর কেউ সন্দেহও করবে না। প্রেসিডেন্টের অফিস ও কনফারেন্স রুম পার হয়ে র‍্যাপ উপদেষ্টাদের জন্য সংরক্ষিত একটি সিটে গিয়ে বসল।

মধ্য বিশেষ থাকা এক জুনিয়র স্টাফার তার পাশের সিটে বসেছিল। লোকটা তার ল্যাপটপের থেকে নজর সরিয়ে মিচের দিকে তাকালো। তার চাহনিতে লেখা তুই কে, যদিও মুখে বলল, “আমি দুঃখিত, এ সিটটা আরেকজনের।”

র‍্যাপ অনুধাবন করল তার পোশাক হোয়াইট হাউস স্ট্যাভার্ডের চেয়ে নিচে। “ঠিক আছে, আমি শুধু একটা কল করব।”

র‍্যাপ রিসিভারটা তুলে ল্যাংলির নম্বর টিপতে লাগল। সে বুঝতে পারছিল লোকটা এখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে।

“আপনি কি প্রেসের লোক?”

র‍্যাপ তার দিকে তাকালো, “ভাল বলেছ, জুনিয়র।”

“আমি আপনার কাছে কোন ব্যাজ দেখছি না,” লোকটি আরো কড়া কণ্ঠে বলে উঠল “আর তাছাড়া প্রেসকে এখানে অ্যালাউ করা হয় না।”

“বাজ,” বলল র‍্যাপ মেক্সিকান ঢংয়ে “আমাদের এসব ফালতু ব্যাজ লাগে না।”

স্টাফার তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। “ব্রেজিং স্যাডলস। আপনি কি সেটা দেখেন নি?”

র‍্যাপ অপর প্রাণ্ডে রিং হতে শুনল । “না ।”

লোকটা বেশ বিরক্ত । “আপনি আপনার পরিচয়পত্র পান নি কেন?”

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে একটি নারী কণ্ঠ ভেসে উঠলো । “রব রিগলির অফিস থেকে পেনি বলছি ।”

“পেনি, মিচ বলছি । রব আছে?”

“আপনার পরিচয়পত্র কোথায়?” বলে উঠল স্টাফার

“একটু ধরত, পেনি,” র‍্যাপ লোকটার চোখের দিকে প্রথমবারের মত তাকালো । “উমম...ল’স্কুল? আইভি লিগ, ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান, এ ধরনের কিছু চাই না...যেখানে ভদ্রতা, নম্রতা শেখানো হয় ।”

“অসভ্য!”

“ভালো বলেছো । এবার বিদায় হও ।” র‍্যাপ আঙুল তুলে তাকে দিক নির্দেশনা দিল । “আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কল করছি । এবার কিন্তু আমি তোমার মাথায় একটা বারি দেব ।”

“আমি এমন আচরণ...”

র‍্যাপ বাগড়া দিল । “গিয়ে টেড বায়ার্নকে জিজ্ঞাসা কর আমি কে ।”

লোকটা জোরে তার ল্যাপটপ বন্ধ করে চলে গেল । র‍্যাপ ফোন তুলে বলল “রব ।”

“তাহলে মি: বিগফুট । শুনলাম পটাস তোমাকে সাথে নিতে চেয়েছে ।”

“এদিনের কথা সহজে ভুলব না । তবে তোমার অনেক কাজ করতে হবে ।”

পটাস (POTUS) মার্কিন প্রেসিডেন্টের কোড নেম ।

রিডলি ইস্ট ডিভিশনের কাছের ডেপুটি ডিরেক্টর অব অপারেশন । তার ওপর দিয়েই সব ঝড় বয়ে যায় । সাবেক এ মেরিন র‍্যাপের দেখা সবচেয়ে সুদক্ষ ব্যক্তিদের একজন ।

“তুমি আর কল কর না । আমি এভাবেই গোপনীয়তা বজায় রাখব ।”

“তুমি কিছু জানতে পেরেছ?”

“হুমম...সত্যি কথা বলতে আমাদের শহরের প্রতিটি রাজনীতিবিদ খটনাটি সম্পর্কে বৃফিং চান যেন তারা মিডিয়ার সামনে দাবি করতে পারেন তারাই খবরটি সম্পর্কে প্রথম জানতে পেরেছেন । ওদিকে ইসরাইলে আমার কাউন্টারপার্টরা ফোনের কোন জবাব দিচ্ছে না আর বৈরুত ও তেহরানের মধ্যে ফোন লাইনগুলো এত উত্তপ্ত হয়ে আছে যে যেকোন মুহূর্তে গলে যেতে পারে ।”

“মোসাদের কারো সাথে কি যোগাযোগ করতে পেরেছ?”

“না। আমি চেষ্টা করেছিলাম, কয়েকজন পুরাতন বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। কেউ ফোন ধরছে না।”

“তো কিছুই জানো না?”

“হ্যা, তবে একেবারে যে জানি না তা নয়। কিন্তু অকাটা কিছু না। বাতাসে অনেক গুজব উড়ছে।”

“আরেকটা শুরু করা যায় না?”

কিছুক্ষণের নিরবতা। “আমি শুনছি।”

“ঐ লোকটার কথা মনে আছে যার সাথে গত বছরে স্যান্ড বক্সে দেখা হয়েছিল?” র‍্যাপ ইরাকের কথা বলছিল।

“অনেকের সাথেই তো দেখা হয়েছিল। কার কথা বলছ?”

“পিএমওআই’র লোকটা।”

“পিএমওআই?”

র‍্যাপ পিপলস মুজাহিদিন অব ইরানের কথা বলছিল, তবে কথাটা বেশি জোরে বলে নি সে। “মনে আছে, আমরা সেই প্যালেসে ভোর চারটা পর্যন্ত ব্র্যাভি আর সিগার খাচ্ছিলাম। সে তাদের প্রেসিডেন্টের কথা বলছিল আমাদের।”

“ওহ, হ্যা,” রিডলির জবার। “মনে পড়েছে।”

“সে এখন কোথায়?”

“যদুুর জানি সে মসুল আর বাগদাদের মধ্যে যাওয়া আসার মধ্যে রয়েছে। কার পার্টসের ব্যবসা রয়েছে তার, যদি তুমি বিশ্বাস কর। শুনলাম ব্যবসা ঝুলে কেঁপে উঠছে।”

“তাকে খুঁজে বের করে একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করো।”

“কবেকার জন্য?”

“আগামীকাল,” র‍্যাপ বলল। “আর প্রেসিডেন্টকে বৃক্ষ করার জন্য অন্য কাউকে ঠিক কর। তুমি আমার সাথে আসছ।”

“তুমি আমাকে সাথে নিচ্ছ?”

“পেনে সবকিছু বোঝাচ্ছি। দুই ঘণ্টার মধ্যে অ্যান্ড্রুজে আমার সাথে দেখা করব।”

“ঠিক আছে।”

তেহেরান, ইরান

আসহানি উপলব্ধি করলো যদি জোরে নিঃশ্বাস নেয় তাহলে তার কাশি কমে আসবে। সোফার হাতলের সাথে গা ঘেঁষে বসে আছে সে, চিফ অব আর্মড ফোর্সেস তার ডানপাশে আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার পাশে। সুপ্ৰম লিডার আসহানি বরাবর একটা সাদামাটা চেয়ারে বসে আছে। তার মিটিং চেয়ারটা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা থেকে একেবারে দূরে। ক্রমে কোন কম্পিউটার বা প্লাজমা টিভি নেই। নেই কোন প্রজেক্টর কিংবা ড্রপ ডাউন সিন। এমনকি বসার জন্য কোন কনফারেন্স টেবিল পর্যন্ত নেই। ঠিক যেন শত বছরের রাজা ও ধর্মীয় নেতাদের ঐতিহ্যের পুণরাবৃতি। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও উপদেষ্টারা তাদের অভিযোগ নিয়ে আসছেন এবং সম্রাট তা শুনতেন। তার পুরো ব্যাপারটা শোনা কিংবা সম্পন্ন করার ব্যাপারে চিন্তা করতে হয় না। সেটা উপদেষ্টাদের দায়িত্ব। এ নিয়মের বদৌলতে সুপ্ৰম লিডার যেমন সফলতার আনন্দ গ্রহণ করতে পারেন তেমনি ব্যর্থতার দায় থেকেও মুক্ত থাকেন।

দেয়াল ফাঁকা, শুধুমাত্র সুপ্ৰম লিডারের ছবি বাদে। সুপ্ৰম লিডারের চেয়ার এবং নজর ও আমাতুল্লাহর আসনের পেছনে ইরানের পতাকা। প্রেসিডেন্ট ও সুপ্ৰম লিডারের মধ্যে বর্তমানে শীতলতা তুঙ্গে। ঘরে উপস্থিত সকলেই ব্যাপারটা জানে। দু'জনেই শক্ত হয়ে একে অন্যের উল্টো দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছেন। নজর মুখ করে আছেন সুপ্ৰম লিডারের দিকে আর আমাতুল্লাহ আসহানির দিকে।

আসহানি যখন তার ডাক্তারের কাছে জানতে পারে যে তার চেকাপের জন্য সরাসরি হাসপাতালে যাওয়া উচিত তখন সে একটু দ্বিধাশ্রিত ছিল। আসহানি খুব ভালো করেই জানতো মিটিংয়ে তার উপস্থিত থাকাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ; আর কিছু না হলেও এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যেন আমাতুল্লাহ পুরো ঘটনার দায় তার ওপর চাপাবার সুযোগ না পান আর সুপ্ৰম লিডার আবেগের বসে বোকার মত কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে বসেন। তবে আরেকটা ব্যাপার তাকে ভাবাচ্ছে। ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে সে যা দেখতে পেয়েছিলো সেটা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। অবশ্য তার চেয়ে বেশি চিন্তিত যা সেখানে দেখতে পায় নি।

পারস্য অহংবোধ দাবি করে এ ঘটনার প্রতিশোধ। আর আসহানি ও তার মন্ত্রণালয়ের ওপরই সেটোর দায়িত্ব বর্তাতে যাচ্ছে। সরাসরি সামরিক পাল্টা আক্রমণ বোকামিরই নামান্তর কিন্তু তাতে সুপ্ত কাউঙ্গিলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের সরাসরি সামরিক অভিযানের ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। সামনের কয়েক সপ্তাহ অনেক হুমিতিমি চলবে কিন্তু শেষমেষ তারা অন্যকে দিয়ে তাদের নোংরা কাজগুলো করাবে। ব্যাপারটা অবশ্য কঠিন কিছু না। এমন প্রচুর ফিলিস্তিনী আছে যারা বিনা দ্বিধায় শহীদ হবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আসহানি আপাতত নিজেকে ও তার লোকদের নিয়েই বেশি চিন্তিত। কাউকে না কাউকে এ ঘটনা জন্য দায়ি করা যাবে। অনেকের হয়ত মনে করতে পারে, মিনিস্ট্রি অব ইন্টেলিজেন্স এ থেকে নিরাপদ কিন্তু আমাতুল্লাহর কোন ভরসা নেই। ব্যাপারগুলো আরো নোংরা হতে যাচ্ছে।

কাউঙ্গিলে সকলে একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতেই সচেষ্ট থাকবে। কে ইতিহাস নতুন করে লিখতে চাইবে? কে কার পিঠে ছোরা বসাতে চাইবে? অনেক কিছুই ঘটতে পারে সুতরাং আসহানি এমন পরিস্থিতিতে হাসপাতালের বেডে স্রেফ শুয়ে থাকতে পারে না।

সুপ্ত লিডার নামাজের ইমামতি শেষ করে তার বন্ধু নজরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

নজর মেজর জেনারেল দাদ্রেসের দিকে তাকিয়ে বললেন, “জেনারেল, আপনার রিপোর্ট পেশ করুন।”

ঘরে উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ন্যায় দাদ্রেসের মুখেও চাপ দাড়ি। অন্যদের তুলনায় তিনি বেশ ভারিঙ্কি ধাঁচের। চুলে কলপ, চওড়া কপাল, টাক পড়তে শুরু করেছে। পরনে জলপাই রংয়ের ইউনিফর্ম, চেহারায় অশান্তির ভাব সুস্পষ্ট। সামনে ঝুঁকে তিনি বলতে শুরু করলেন, “আমাদের বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছে হামলাটা দুপুরের কিছু পরে ঘটেছে। বোম্বারগুলো রাডারে ধরা পড়ে নি, তাই আমাদের ধারণা তারা বি-২ স্টিলথ বোম্বার ব্যবহার করেছিল। আমাদের বিশ্বাস তারা বি-২’এর অপারেশনাল সিলিংয়ের কাছাকাছি প্লেনটা উড়িয়েছিল, মানে পঞ্চাশ হাজার ফুট উচ্চতায়।”

“আমার যক্ষুর মনে পড়ে রাশিয়ানরা আমাদের বলেছিল, তাদের এ নতুন মিসাইল সিস্টেম আমেরিকান স্টিলথ এয়ারক্রাফটও ডিটেক্ট করতে পারবে,” বললেন নজর অসন্তুষ্টিভরা কণ্ঠে। “তারা দাবি করেছিল বোম্বারগুলো যখন তাদের বোম্বডোর খুলবে তখন তাদেরকে ধরতে পারা সম্ভব।”

“কিন্তু আমাদের বিমানবাহিনী কিছুই ধরতে পারে নি।”

“একদম ঠিক।”

“চমৎকার,” বললেন নজর তিস্তকর্ষে। “সাতাশ মিলিয়ন ডলারের শ্রদ্ধা।”

আসহানির সন্দেহ আরো ঘনীভূত হতে শুরু করল। সে স্টিলথ বোম্বারগুলো সম্পর্কে ভালো করেই জানে। হ্যা, পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের জন্য এসব স্টিলথ বোম্বারকে ডিটেক্ট করা সম্ভব, কিন্তু সেটা তখন যখন তারা বোম্বার্বর্ষণ করে। আসহানির মনে পড়ে না আমেরিকানরা কখনও তাদের বিলিয়ন ডলারের জঙ্গী বিমানগুলোকে দিনের আলোতে অপারেশনে পাঠিয়েছে কি না। উত্তরটা তার জানা। পাঠায় নি।

“একজন পাইলট,” ঘোষণা দিলেন আমাতুল্লাহ, “ঘটনাস্থলে একটি ইসরাইলি জঙ্গি বিমান দেখতে পেয়েছে। আমাদের লোকেরা তাকে এখন ডিব্‌ফিং করছে।”

নজর আস্তে আস্তে তার মাথা ঘুরিয়ে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন। “আমি টিভিতে আপনার মন্তব্য শুনেছি। পাইলটটার ইন্টারভিউ দেখেছি। তার কথা বিশ্বাস করা কঠিন।”

“আপনি তো সব সময়ই সন্দেহপ্রবণ,” আমাতুল্লাহর জবাব। “জেনারেল দাদ্রেসের কথা কি আপনারা শোনে ন? তাদের ধারণা স্টিলথ বোম্বার তাদের অপারেশন সিলিং অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার ফুট উচ্চতায় গমন করে। আপনার এ পাইলটের দৃষ্টিশক্তি তাহলে বেশ প্রবলই বলতে হয়।”

“এটা রাডার অপারেটরদের ধারণা যারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। আপাতত আমি একজন অভিজ্ঞ পাইলটের দেখা সাক্ষাতেই বেশি সম্ভব।”

“তাই নাকি?” নজর দাদ্রেসের দিকে তাকালেন। “জেনারেল, ইসরাইলিদের কাছে ক’টা স্টিলথ বোম্বার আছে?”

“আমার জ্ঞানামতে একটাও না।”

“যদি আমেরিকানরা তাদেরকে কয়েকটা দেয় তাহলে কি তারা সেটার ওপর স্টার অব ডেভিড আঁকতে যাবে?”

“না।”

নজর মাথা ঝাঁকিয়ে আমাতুল্লাহর পরবর্তি বক্তব্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

“আপনার হয়ত সন্দেহ থাকতে পারে ব্যাপারটা কি করে ঘটেছে তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে ঘটনার পেছনে ইহুদি ও আমেরিকানদের হাত আছে।”

“যদি তা হয়েও থাকে তবুও এমন নাজুক পরিস্থিতিতে ক্যামেরার সামনে

গিয়ে বক্তব্য পেশ করবার আগে একবার অন্তত আমাদের সাথে আলোচনা করলে কাউন্সিল খুশি হত।”

নজর ও সুপ্ৰম লিডারের দিকে তাকালেন আমাতুল্লাহ। “আমি দুঃখিত।”

আমাতুল্লাহ নাসিরি হালকা মাথা নাড়িয়ে তা গ্রহণ করলেন। নরম গলায় তিনি নজরকে প্রশ্ন করলেন, “কতজন মারা গেছে?”

নজর গোলাম মোসহেনির দিকে তাকালেন। মোসহেনি দেশের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের দায়িত্বে রয়েছেন। নজর উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, “কতজন?”

মোসহেনি বিশাল বপুর অধিকারী, তিনশ পাউন্ডের কাছাকাছি ওজন। তার কপাল ঘামে চকচক করছে, “সাতষট্টিজন বিজ্ঞানী আর প্রকৌশলী। ভাগ্য ভালো যে আক্রমণটা লাক্স ব্রেকের সময় হয়েছিল। তেইশজন বিজ্ঞানী আর প্রকৌশলী সে সময় বাইরে ছিলো।”

“ভাগ্য ভালো,” আমাতুল্লাহ তীক্ষ্ণকণ্ঠে কথাটির পুণরাবৃত্তি করলেন।

“আমি বুঝতে পারছি এমন একটা ঘটনা বর্ণনায় আপনি এ শব্দগুলো কি করে ব্যবহার করতে পারেন।”

এই তো হয়েছে, ভাবলো আসহানি। আমাতুল্লাহ তার বলীর পাঁঠা পেয়ে গেছেন। তিনি মোসহেনির একজন প্রশংসাকারী, তাকে তিনি ইরানের ভবিষ্যত বলেও অবিহিত করে থাকেন। এখন মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সাহেব তার কাছে নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম তদারকির পাশাপাশি দেশের আকাশসীমায় বিদেশী অনুপ্রবেশ থামাবার কাজও আশা করেন।

“ব্যাপারটা আরো ভয়ংকর হতে পারত,” মোসহেনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে শুরু করলেন। আমাতুল্লাহ তার হাত কোলের ওপর রাখলেন। তার ঝাটো পাগুলো কোন রকমে মেঝে স্পর্শ করছে। “আমাদের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আমাদের দ্বিতীয় বৃহৎ শহরের মাঝামাঝি স্থান তেজস্ক্রিয় পদার্থে দূষিত। পশ্চিমাধিবিশ্ব আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে। দয়া করে বলবেন কি এরচেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে?” তিনি তার হাতজোড়া শূন্যে ছুঁড়লেন। “আমি খুবই খুশি হব যদি আপনি আমাদের বোঝান যে অবস্থা এরচেয়ে খারাপ কি করে হতে পারে।”

মোসহেনির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কোন কথা বললেন না তিনি। তার মুখে অশ্রু ও বিব্রতবোধের ছাপ স্পষ্ট।

“রেডিও অ্যাকটিভ ফল আউট কি জোগার করা গেছে?”

“হ্যাঁ।”

“বাকি ফ্যাসিলিটি?”

“ইকুইপমেন্টগুলো অবশ্য মেরামত করা যাবে তবে সেগুলোকে অন্য

জায়গায় সরাতে হবে।”

“নাটানজ?” প্রশ্ন নজরের।

“আমি সেটারই পরামর্শ দেব।”

নজর মাথা ঘুরিয়ে আমাতুল্লাহর দিকে তাকালেন। “আমার মনে পড়ে আপনি নাটানজকে বাদ দিয়ে ইস্কাহানে আমাদের প্রধান নিউক্লিয়ার সাইট বানাবার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আমেরিকানরা কখনও একটা শহরের মাঝখানে হামলা চালাবে না।”

গার্ডিয়ান কাউন্সিলের প্রধান দেশের দুইটি প্রধান পারমাণবিক কেন্দ্রের কথা বলছিলেন। নাটানজ ইস্কাহান থেকে শত শত মাইল দূরে একটি প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। কয়েক বছর আগে প্রোগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো কোথায় স্থাপন করা হবে এ নিয়ে বিতর্ক চলছিল। আমাতুল্লাহ ইস্কাহানের পক্ষে মত দিয়েছিলেন যার কারণ ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশের বিজ্ঞানীরাও এ স্থানের পক্ষে লবিং শুরু করেন।

তারা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে নাটানজের মত প্রত্যন্ত এলাকায় থাকতে চান না।

আমাতুল্লাহ হালকা মুচকি হাসলেন। “আমি তেমন কিছু করি নি। আমি শুধু অন্যের দেয়া মতামতকে সায় দেই।” প্রেসিডেন্ট অ্যাটমিক এনার্জির ভাইস প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন।

“আমার যদুর মনে পড়ে আপনি আমাদের গ্যারান্টি দিয়েছিলেন আমেরিকানদের সকল হামলা সহ্য করার ক্ষমতা ইস্কাহানের আছে?”

“যদি আমি তেমন গ্যারান্টি দিয়ে থাকি তাহলে সেটা এ বিষয়ে যারা জানেন তাদের কাছ থেকে শুনেই দিয়েছি।”

“গ্যারান্টিটা আপনিই দিয়েছিলেন। আমার বেশ ভালোভাবে মনে আছে।”

আমাতুল্লাহ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। “বিশেষজ্ঞরা, যারা আমার অধীনে কাজ করে না, তারাই বলেছিল এ ফ্যাসিলিটি পারমাণবিক হামলা পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমেরিকানরা নতুন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছে। আমি এক রাজনৈতিক নেতা, বিজ্ঞানী নই, বন্ধু আমার। আমি সেনা বিশেষজ্ঞ নই, না একজন ভবিষ্যৎবক্তা যে ভবিষ্যত দেখতে পায়।”

“হয়ত আপনার ওপর আমাদের একটু কমই বিশ্বাস করতে হবে।”

আমাতুল্লাহকে দেখে তীব্র অপমানিত মনে হল। “যদি আপনারা আজকের ঐ ঘটনার জন্য আমাকে দায়ি করেন তবে আমি তীব্র অপমানবোধ করছি।

আমি এখানে অতীত নিয়ে আলোচনা করতে আসি নি। আমি এসেছি এ বিষয়ে আলোচনা করতে কিভাবে আমেরিকান ও ইহুদিদের এর ফল ভোগ করানো যায়। এ ঘরে কেউ কি এমন আছেন যিনি আমাদের পারমাণবিক কর্মসূচি সমর্থন করেন না, এমন কেউ আছেন?”

“আমরা আমাদের শত্রুর প্রতি পাল্টা আঘাত হানবো,” বললেন নজর মাণা কঠে “কিন্তু এ ব্যাপারে জবাবদিহিতা থাকতে হবে। কাউন্সিলে উপস্থিত সবাই এই নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের পক্ষপাতি ছিলেন না। অনেকেই এমন পরিণতির কথা আশংকা করেছিলেন। এমন এক প্রোগাম যার পেছনে অগনিত অর্থ খরচ হবে যা একদিন শত্রুর হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যদি আমি আগে জানতে পারতাম আপনি প্রেসের সামনে সরাসরি আমাদের পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের অধিকার ও ইসরাইলকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার খায়েশের ব্যাপারে বলবেন তাহলে আমিও এ প্রোগ্রামের পক্ষে মত দিতাম না।”

“আমি...” আমাতুল্লাহ কথা বলতে শুরু করলেন।

“আমাকে থামাবেন না,” তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল নজর। “আমি মনে করি আপনার পদত্যাগ করা...”

ধর্মগুরু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন যেন আমাতুল্লাহ অনুধাবন করতে পারেন তিনি কতটা সিরিয়াস। “কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমরা এখন সেটা করতে পারি না, কেন জানেন?”

আমানুল্লাহ মাথা ঝাঁকালেন।

“আমরা সেটা করতে পারি না কারণ তা করলে ইহুদিরা রাস্তায় নাচতে শুরু করবে। তাদের জন্য এটা আরেকটি আনন্দের সংবাদ হবে। আমার ভালো লাগুক আর না লাগুক আপনিই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যার সাহায্যে আমরা জনগণের মনোবল বজায় রাখতে ও তাদের মনোযোগ এ ঘটনায় প্রতিশোধ নেবার দিকে ঘোরাতে পারব।”

আমাতুল্লাহর চেহারা থেকে চিন্তার ছাপ সরে ফুটে উঠল গর্ব। “জনগণ আমাদের সাথে থাকবে, আমি এ ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি। আমরা আমেরিকান ও ইহুদিদের ওপর এমন হামলা চালাবো যা আগে কখনও চালানো হয় নাই এবং আমি জানি হামলাটা কোথায় করতে হবে। আমরা তাদের তাদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দেব। তাদের ধ্বংস করে দেব।”

অধ্যায় ১৭

এয়ারফোর্স ওয়ান

র‍্যাপ প্রেসিডেন্টের অফিস ডোরে নক করল। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর ভেতরে ঢুকল সে। আলেকজান্ডার ডেক্সের পেছনে ও কেনেডি তার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছেন। র‍্যাপ দরজা বন্ধ করে তার ডানপাশে থাকা কাউচের হাতলে গিয়ে বসল।

কেনেডি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আজাদের সাথে কি কথা বলব তা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।”

র‍্যাপ ইরানি ইন্টেলিজেন্স মিনিস্টার সম্পর্কে চিন্তা করল। “আমি আপনাদের ‘ছোট দুর্ঘটনা’ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আমি এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি, কিন্তু ঘটনা হল আমরাও আশা করি ইসরাইলিরা এ ব্যাপারে মন্তব্য করবে।”

“আমার মনে হয় না এতে কাজ হবে।”

“কিন্তু এটাই সত্যি।”

“কিছু জানতে পারলে?” প্রশ্ন প্রেসিডেন্টের।

“ইসরাইলিরা কারো সাথে কথা বলছে না। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত কেউই ফোন ধরছে না।”

“তোমার কি মনে হয়?”

“ওরাই করেছে,” বলল র‍্যাপ স্বাভাবিক কণ্ঠে।

“তুমি নিশ্চিত?”

“শতকরা একশ ভাগ।”

“মিচ,” কেনেডি বলে উঠলেন, “তুমি এমন গ্যারান্টি দিতে পারো না।”

“আচ্ছা...নিরানব্বই দশমিক নয়-নয়।”

“খুলে বল,” প্রেসিডেন্ট হেলান দিতে পায়ের ওপর পা তুললেন।

“ইসরাইলিরা একেবারেই সংকীর্ণ। তাদের মত আর কোন আউটফিট ৭৭৩টা গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারে না। তারা কাজ করে সোজাসাপ্টা। তারা খোঁজ নিয়ে দেখে কাজটা সম্ভব কিনা তারপর সারা দুনিয়ার কাছে মিথ্যা দাবি করে যে এর সাথে তারা জড়িত নয়।”

“কিন্তু কাজটা করার আগে তারা আমাদের কিছু জানাল না কেন?” প্রশ্ন

আলেকজান্ডারের ।

“ক্ষমা চাওয়া অনুমতি চাওয়ার চেয়ে সহজ,” জবাব কেনেডির ।

“একেবারে ঠিক,” বলল র্যাপ ।

প্রেসিডেন্ট ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে প্রশ্ন করলেন, “যদি এটা কোন দুর্ঘটনা হয়?

“কোন দুর্ঘটনাই ঘটে নি, স্যার । ইসরাইলই এটা করিয়েছে এবং তাদের নীরবতাই এর প্রমাণ । তারা যদি আসলেই কিছু না জানত তাহলে উল্টো তারাই আমাদের কাছে জানতে চাইত আমরা তাদের জানাই নি কেন । আমার যদুর মনে হয় মোসাদের ভেতরে একটা অতি গোপনীয় অপারেশন হয়েছে । যার সম্পর্কে অল্প কয়েকজন জানে । আমি জানি না তারা ব্যাপারটা কিভাবে করেছে তবে এতে কোন সন্দেহ নেই ইরানিরা একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ।”

ল্যাংলিতে আমাদের অ্যানালিস্টরা বিল্ডিংটা ধ্বংসে পড়ার কোন চিহ্নই পায় নি । সাইটের গার্ড ব্যারাকেও কোন নড়াচড়া দেখা যায় নি, লোকজনকেও বিল্ডিং থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না । কোন ধরনের অস্বাভাবিকতা নেই ।”

“তো এতে কি প্রমাণ হয়?”

“কোন গোলাগুলি হয় নি । যদি এটা কমান্ডো রেইড হত তাহলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা লোকজনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা যেত । মূলত এ কারণেই ইরানীরা মনে করছে এটা বিমান হামলা । এক মিনিট আগেও সব স্বাভাবিক, এক মিনিট পর সব তছনছ । তার সেটা মনে করছে তা হল এটা স্টিলথ বোম্বারের কাজ, তবে যদুর আমার জানা আছে আমরা কখনও দিনের বেলায় এ ধরনের হামলা চালায় নি ।”

প্রেসিডেন্ট কেনেডির দিকে তাকালেন । “আমি জানি ব্যাপারটা আগেও জিজ্ঞাসা করেছি এমন কি কোন সম্ভাবনা আছে যে ইসরাইলিরা নিজেরা স্টিলথ প্লেন তৈরি করে ফেলেছে?”

“খুবই কম ।”

“কিন্তু সম্ভাবনা আছে ।”

র্যাপ হাত নেড়ে সে সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিল । “ইসরাইলিদের কাছে এ ধরনের প্লেন তৈরি করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ নেই । আর যদি তারা করেও থাকে তবুও এক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে ব্যাপারটা ভেতরেই ঘটেছে । যখন আপনি ওয়াশিংটনে পৌঁছাবেন তখন সেক্রেটারি ইংল্যান্ড আপনাকে একটি বোম ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট দেবেন । আমি জিনিসটা

দেখি নি তবে আমি আন্দাজ করতে পারছি তিনি কি বলবেন।”

“কিভাবে?”

“কারণ আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমি এসব ফ্লাই বয়দের ফিল্ড মার্কিং টার্গেটের কাছে ছিলাম যেখানে তারা তাদের বাংকার বাস্টারগুলো ড্রপ করে। আমি আক্রান্ত হবার পর সেসব কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টালে হামাগুড়ি দিয়ে যাই। সেখানকার যে অবস্থা দেখি তার সাথে স্যাটেলাইটে তোলা ছবির কোন মিল নেই। গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, ফ্লোর ও সিলিং ধ্বসে পড়েছে; ভেতরের সবকিছু তছনছ হয়ে গেছে কিন্তু দেখে মোটেও মনে হচ্ছে না যে মাটি ফাঁক হয়ে গেছে এবং পুরো বিন্দিংটা তাতে ধ্বসে পড়েছে।”

“তাহলে কি হয়েছে?”

“তারা ভেতরে কাউকে ঢুকিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে সেখানে ছিল। সে কোন না কোনভাবে সেখানে বিস্ফোরক রেখে চলে আসে ও বিস্ফোরণ ঘটায়। এ একটা বিষয়ই আমার কাছে যৌক্তিক মনে হচ্ছে।”

প্রেসিডেন্ট চেয়ারে এলিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। কিছুক্ষণ পর তাকিয়ে তিনি বললেন, “ইসরাইলিরা বিমান হামলাই করুক আর যেভাবেই করুক কথা হচ্ছে কাজটা তারাই করেছে।”

র‍্যাপ হাসল। “সেটা নির্ভর করে, কেননা এতে আমাদের জন্য একটা সুযোগ করে দিয়েছে আরেকটা কাহিনী তৈরির এবং পৃথিবীর সাথে ইরানিদের এমনভাবে উপস্থাপন করা যে তারা মিথ্যা বলছে।”

প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। তিনি কিছুক্ষণ কেনেডির দিকে তাকিয়ে র‍্যাপের দিকে তাকালেন। “আমি তোমার কোন কথা বুঝতে পারছি না।”

“আমিও না,” বললেন কেনেডি।

“আপনারা কি পিপলস মুজাহিদিন অব ইরানের নাম শুনেছেন? পিএমও ১৫? এ গ্রুপটা ইরানের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব রেজিস্ট্রেশনের আওতায় পড়ে। তারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে এসেছে। এদের বেশির ভাগই ইউরোপে গাস করে। এরা বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, শিল্পী...মোটামোটি প্রায় সবাই যারা গর্ভগুরুদের হাতে নিপিড়িত হয়ে দেশত্যাগ করেছে। তারা উনআশির বিপ্লবের গময়েও ছিল কিন্তু তারা উপলব্ধি করে শাহের পতনের পর তাদেরকে টেবিলে ঢাকা হবে না। ১৯৮১ সালে সরকার গ্রুপের শত শত শীর্ষ নেতাকে গ্রেপ্তার করে তাদের জেলে পাঠায় হয় এবং সেখানে তাদের হত্যা করা হয়। পিএমআইএমইকে নামেও পরিচিত। উত্তর ইরাকে এরা আমাদের প্রচুর গাওয়া করেছে। যখনই সুন্নীরা সামনে চলে এসেছে কিংবা ইরানিরা তাদের

বদর ব্রিগেডকে পাঠিয়ে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করেছে আমরা তখন এমইকেকে খবর দেই আর তার সমস্যার সমাধান করে দেয়।”

“তারা কি সন্ত্রাসবাদীদের লিস্টে নেই?” প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করলেন।

“আগের প্রশাসনের ভুল সিদ্ধান্ত। তারা ইরানের সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা চালাচ্ছিল যা ছিল একেবারেই বোকামি। যাই হোক, এখন বিবেচ্য বিষয় হল এমইকেকে এখন একটি শক্তি হিসেবে মর্যাদা প্রদানের সময় এসেছে। তাদের জন্যই এখন মসুল বাগদাদ কিংবা বসরার চেয়ে অনেক বেশি শান্ত। ইরানি সরকার মনেপ্রাণে এদের ঘৃণা করে, তারাও এ উগ্রবাদী ধর্মগুরুদের দুই চোখে দেখতে পারে না।”

“তো বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের ভূমিকা কি?”

“তাদের নেই।” র‍্যাপের মুখে হাসি, “কিন্তু আমরা তা সৃষ্টি করব।”

তেহেরান, ইরান

আসহানির মনে হচ্ছিল সে আলাদা এক জগতে আটকা পড়ে আছে যেখানে সবকিছু উল্টো। মুখে সাহসেভরা বাক্য আওড়ানো আর একটি সুসংঘবদ্ধ পাল্টা আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি তাকে এমন পরিস্থিতিতে নিয়ে এসেছে সে ব্যক্তির ওপরই এ সংঘর্ষে তাদের পক্ষে প্রাণাশ্রয় চালাবার দায়িত্ব পড়েছে। যা এখন তাদের মোটেও প্রয়োজন নয় তা হল আরো উত্তেজিত অগ্নিঝরা বক্তব্য আর প্রতিশোধের আশ্বাস। কাউন্সিলকে বাস্তবে ফিরে আসতে হবে। সাধারণ অবস্থায় আসহানি কোনভাবেই আমাতুল্লাহের সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়বার কথা চিন্তা করতো না, তাও আবার সুপ্ত লিডারের সামনে কিন্তু কিছু একটা তার মধ্যে ঘটেছে যা তার মধ্যে এমন কাজ করবার সাহস দিচ্ছে। তার এমন আচরণের কারণ আর কিছু না সেদিন দুপুরে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া।

আমাতুল্লাহকে সে সরকারের সবচেয়ে উদ্ধত ও লাগামহীন ব্যক্তি হিসেবে চেনে। তার অগ্নিঝরা বক্তব্যের ফলেই আজ তারা এমন জাতীয় সংকটে পড়েছে। এ লোকের মানুষকে প্রভাবিত করবার ক্ষমতা অসাধারণ। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত।

সত্যি কথা বলতে একটা যজ্ঞাংশও মেরামতের উপযোগী নয়। তাদের গোয়েন্দাদের ধারণা ছিল ইসরাইলের কাছে শতশত নিউক্লিয়ার ডিভাইস রয়েছে আর আমেরিকানরা কোটি কোটি ডলার খরচ করে পুরাতনগুলো ডিকমিশন করছে। এ দুই দেশের বুকে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার স্বপ্ন এখন কেবল আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে সাহসী হয়ে ওঠা আসহানি নেতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলো, “তো আমরা তাদের কি করে ধ্বংস করতে যাচ্ছি?”

“কি?” আমাতুল্লাহ প্রশ্নটা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

“আমি জিজ্ঞাসা করছি আমরা তাদের কি করে ধ্বংস করব,” তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে আসহানি।

“আমরা তাদের ওপর একের পর এক আত্মঘাতী হামলা চালাব। আমরা তাদের অবকাঠামোর ওপর আঘাত হানব। আমরা তাদের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত

করে ফেলব।” আমাতুল্লাহ তার ইন্টেলিজেন্স মিনিস্টারকে কড়া ভাষায় জবাব দিলেন।

আসহানি এতে মোটেও টললো না।

“৯/১১ হামলা মার্কিন অর্থনীতির ওপর চব্বিশ ঘণ্টার প্রভাব ফেলেছিল। তারা তা কাটিয়ে আগের চেয়ে আরো শক্তিশালীভাবে ফিরে আসে।”

“আমরা ৯/১১ কে ভুলিয়ে দেব।”

আসহানি আমানুল্লাহের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়।

“তো আমেরিকা কি সেসব বসে বসে হজম করবে?”

“হ্যাঁ। তারা আমাদের সাথে যুদ্ধে জড়াতে পারে না। ইরাকে তারা কঠিন শিক্ষা পেয়েছে।”

“যদি আপনার ধারণা ভুল হয়। ধরা যাক তারা আমাদের সাথে যুদ্ধে জড়াতে চায়। আপনার ধারণা অনুযায়ী এ হামলার পেছনে তাদেরই হাত আছে। তাহলে তো ধরে নেয়া যেতে পারে তারা আমাদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়াবার জন্য প্রস্তুত।”

“কক্ষনো না।” আমাতুল্লাহ জোরে মাথা ঝাঁকান। “সে কারণেই তারা ইসরাইলকে হামলাটা চালিয়েছে। তাদের সাহস নেই আমাদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়াবার।”

আমেরিকার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করার ব্যাপারে লোকটার আত্মবিশ্বাস আসলেই প্রশংসনীয়। আসহানি সুপ্ত লিডারের দিকে তাকালো। “আমার কথাটা মনে রাখুন। আমরা যদি আমেরিকানদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করি তাহলে তারা পাল্টা আঘাত হানবেই।”

“তারা আক্রমণ চালাবে না,” অগ্রাহ্য করার ভঙ্গিতে বলে উঠেছিলেন আমাতুল্লাহ।

“আমি এটা বলছি না তারা আক্রমণ করবে। তারা বোমা হামলা চালাবে, প্রচুর।”

আমানুল্লাহ এ হুমকিতে কিছুটা বিচলিত হলেন। “আর আমরা তাদের ওপর পাল্টা হামলা চালাব। শুধু আমেরিকায় না, সারা বিশ্বে। আমরা তাদের বিমান ব্যবসায় ধস নামিয়ে দেব। আমরা তেল প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করব। তাদের অর্থনীতিতে ধস নামিয়ে দেব।”

আসহানি দুঃখের সাথে মাথা ঘুরিয়েছিলো, “আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হবে। তারা আমাদের ওপর এমন বোমা বর্ষণ করবে যা আমরা আগে কখনও দেখি নি। তারা প্রথম দিনেই আমাদের বিমানবাহিনী শেষ করে দেবে। তারপর তারা আমাদের দিকে মনোযোগ দেবে।” আসহানি

ঘরের আশেপাশে তাকাবার জন্য কিছুক্ষণ থামে। “আমাদের আত্মঘাতি বোমাবাজদের আঘাত হানতে সময় লাগবে এবং তারা কতখানি সফল হবে সেটারও কোন নিশ্চয়তা নেই। আর আমেরিকানরা আমাদের ঘিরে রেখেছে। ইরাক ও আফগানিস্তানে তাদের ঘাঁটি আছে। গালফে আছে দুটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। যদি যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে হয়ত তারা আরো দুই তিনটা ক্যারিয়ার এখানে নিয়ে আসবে।”

“ভালো।” আমাতুল্লাহ দাবি করেন। “তারা তাদের ক্যারিয়ারগুলো গালফে পাঠাক আর আমরা অনায়াসে সেগুলো ডুবাতে পারব।” তিনি সামনে ঝুঁকে নিজের দিকে ইঙ্গিত করেন। “আমরা হরমুজ প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করি, তারা নয়।”

“আপনি যদি মনে করেন আমেরিকানরা এতটা বোকা তাহলে আপনি ভুল করছেন। তারা পাঁচটা ক্যারিয়ার গালফে মোতায়েন করবে না। তারা তাদের মেরিন ও নেভি ইউনিটগুলোকে কাতার, আরব আমিরাতে কিংবা বাহরাইনে মুড করাবে। তারা আমাদের তিনদিক দিয়ে ঘিরে ফেলবে।”

“কক্ষনো না!” আমানুল্লাহ জোরে তার মাথা ঝাঁকান। “আমাদের আরব ভাইয়েরা কখনও এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।”

“আমাদের আরব ভাইয়েরা ইরাকে আমাদের প্রভাব নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নয়। তাদের ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত হবেন না। আর যদি তা হয়েও থাকে তবুও আমেরিকানরা আরব সাগর থেকে লড়াই চালাতে পারবে। তারা আমাদের সম্পূর্ণ অবকাঠামো এক সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। প্রতিটি শোধনাগার, প্রতিটি পাইপ লাইন, রেল লাইন শেষ হয়ে যাবে। সকল টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও পাওয়ার প্লান্টগুলো শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য শুধু উত্তর বাদে, সেখানে তারা কুর্দিদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবে। এমন অবস্থা থেকে উত্তরণে আমাদের অনেক সময় লেগে যাবে আর উত্তরে সৃষ্টি হবে নতুন ঝামেলা।”

“আপনি আমাদের ক্ষমতাকে খাটো করে দেখছেন।” আমাতুল্লাহ বললেন। “আমাদের লোকেরা আমেরিকানদের মত অলস নয়। তারা জানে কি করে নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়।”

“আর আপনি,” আসহানি জবাব দিলো, “নিজের জনপ্রিয়তাকে উঁচু করে দেখছেন। আপনি মনে করবেন না বিদ্যুৎ না থাকলে কিংবা খাবার না পেলেও তারা আপনার সাথে থাকবে।”

“বেঈমান!” আমাতুল্লাহ চিৎকার করে উঠলেন। “এত বড় সাহস!”

আমাতুল্লাহ নজর তখন সামনে এগিয়ে আমাতুল্লাহর হাত ধরে টানেন।

“আপনাদের দু’জনের,” বলে উঠেন তিনি, “মনে রাখা উচিত কার উপস্থিতিতে আপনারা এসব করছেন।”

আসহানি ও আমাতুল্লাহ উভয়ই সুপ্ৰম লিডারের দিকে তাকিয়ে সমস্তম্বে চোখ নামিয়ে নেয়।

সুপ্ৰম লিডার তার চেয়ারে বসে আছেন, দুই হাত দু’পাশে নিয়ে লম্বা আঙুলগুলো হাঁটুর ওপর রেখে। তার সম্ভ্রান্ত চেহারা ও পরিচ্ছদ পুরো ঘরটিতে একটি শান্তির আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাপা ও দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলেন, “আমরা আক্রান্ত হয়েছি।”

তিনি সময় নিয়ে প্রতিটি ব্যক্তির চোখের দিকে তাকাবার পর আবার বলতে শুরু করেন। “আমাদের জানমালের যে ক্ষতি হয়েছে তাতে প্রতিরোধের দাবি ন্যায়সঙ্গত।” তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে তাকালেন। “আমরা ব্যাপারটা জাতিসংঘে নিয়ে যাব। যারা এর জন্য দায়ি তাদের ফল ভোগ করতে হবে।” আসহানি ও আমাতুল্লাহর দিকে তাকালেন এবার। “আমাদের সাবধানে পা ফেলতে হবে। ব্যাপারটা এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবারও ইসরাইলকে দিয়ে এ অশুভ কাজটি করিয়েছে।” ঘরে উপস্থিত সকলে প্রস্তাবে সম্মত হল।

“এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে,” আসহানি বলতে শুরু করলো, “আমেরিকানরা হয়তো ঘটনা সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই জানত না।”

“আপনার কি মনে হয় তারা আমাদের ক্ষতিতে শোকাহত?”

“না, কিন্তু আমাদের সবাইকে এটাও মনে রাখতে হবে, আমেরিকানরাই সাদ্দাম ও তালিবানদের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। তাদের সরকারের সাথে আমাদের একটি ব্যাক-চ্যানেল আছে। কোন পদক্ষেপ নেবার আগে আমি সূত্র থেকে খোঁজ খবর নিতে চাই।”

“মিথ্যা,” আমাতুল্লাহ বলে উঠলেন।

“আমরা সেটাই খুঁজে বের করব,” আসহানি আমাতুল্লাহকে অগ্রাহ্য করে বললো। “আমি তাদের বক্তব্য শোনার ব্যাপারে কোন ক্ষতি দেখি না।”

আমাতুল্লাহ মুখ খুলতে গেলে সুপ্ৰম লিডারের কড়া নজরে নিজেকে নিবৃত্ত করেন। তিনি তার আলখাল্লা সোজা করে বললেন, “ডান হাতের সবসময় জানার প্রয়োজন নেই বা হাত কি করছে।”

আসহানি এ ধরনের বক্তব্য সুপ্ৰম লিডারের কাছে আগেও শুনেছে। এতে কেবল তিনি তার নিজের হাতটাই পরিস্কার রাখতে পারেন।

“আমেরিকানরা কি বলে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়ায় কোন ক্ষতি নেই, তবে তাদের বিশ্বাস করার দরকার নেই। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি পরিস্কার

থাকতে চাই । এ আক্রমণ ছেড়ে দেয়া যাবে না ।”

কাউন্সিলের সদস্যরা উদ্দীপনার সাথে মাথা ঝাঁকালেন, অনেকে হাততালি দিলেন । আসহানির মনে হয় তারা জাতীয় গৌরব ও আত্মসম্মান রক্ষা করতে গিয়ে আগুন নিয়ে খেলছে । ঠিক সে সময় কাশতে শুরু করে সে, যন্ত্রনা বেড়ে দ্বিগুন হয় । কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরা এগিয়ে আসলে অবশেষে তা থামে ।

“দুঃখিত,” বলে আসহানি । চিবুকের ওপর ভেজা ভেজা কিছু একটা অনুভব করে সে । হাতের উল্টোদিক দিয়ে মুছতে গিয়ে লক্ষ্য করলো সেটা রক্ত ।

সুপ্তম লিডার তার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলেন, “বাবা আমার, তোমার তো হাসপাতালে থাকা উচিত ।”

“আমি দুঃখিত । আমি এখনই যাচ্ছি ।” আসহানি মাথা ঝাঁকালো, ঠিক তখন দম বন্ধ হয়ে এলো তার । দুই কদম দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই লুটিয়ে পড়লো মাটিতে ।

হোয়াইট হাউস

একটি সাধারণ দিনে ওয়াশিংটন ডি.সি একটি ব্যস্ত নগরী। সারা পৃথিবী থেকে লোকজন ব্যবসা, গুপ্তচর্যসূত্র ও বৈধ অবৈধ অনেক কাজ করতে এখানে ভিড় জমায়। এ শহরে প্রচুর অলাভজনক সংঘ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউট অবস্থিত। এছাড়া নিউইয়র্কের পর এ শহরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবাদিক রয়েছে। এখানে রয়েছে ছয়টি প্রো স্পোর্টস টিম ও একডজন কলেজ চিয়ার টিম তাদের উৎসাহ দেবার জন্য। অবশ্য সবকিছু এখন রাজনীতির মধ্যেই নিবদ্ধ। ইরানের সাথে বর্তমান সময়ের এ উত্তেজনা রাজনৈতিক আসনকে করে তুলেছে উত্তপ্ত। শহরের প্রতিটি সংবাদপত্রে ক্ষুব্ধ ইরানি প্রেসিডেন্ট এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটির ছবি। প্রতিটি টিভি ও নিউজ চ্যানেলে এক খবর। ইরান পুরো ঘটনার জন্য ইসরাইল ও আমেরিকাকে দায়ী করেছে। এখন পর্যন্ত ইসরাইল এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না কিন্তু প্রশাসন ওয়াশিংটনের প্রেস সেক্রেটারি সু গুসম্যানের মাধ্যমে একটি প্রেস রিলিজ বের করেছে যাতে বলা হয়ে ঘটনার পেছনে তাদের কোন হাত নেই। কেনেডি গুসম্যান ও প্রেসিডেন্টকে ব্যাপারটিকে একটি দুর্ঘটনা হিসেবেই চিহ্নিত করতে বলেছেন যতক্ষণ না ইরানিরা প্রমাণ দেখাতে না পারে। কেনেডি আপাতত কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘুমাচ্ছেন।

অ্যান্ড্রুজ এয়ারফোর্স বেসে ল্যান্ড করার পর তিনি ল্যান্ডলিতে একটি হেলিকপ্টারে পৌঁছান যেখানে ১১:০০ টা পর্যন্ত কাজ করেন। তার ড্রাইভার তাকে বাসায় নিয়ে আসে। তিনি তার মাকে তার সন্তানকে দেখাশোনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে। তার সন্তান টমিকে ঘুমন্ত অবস্থায় কপালে চুমু দিয়ে ঘুমাতে যান। চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে ঘুম থেকে উঠে ঘুমন্ত সন্তানকে আবারও কপালে চুমু দিয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বলা বাহুল্য তখনও সূর্য ওঠে নি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটিই তার দৈনন্দিন জীবন। সিআইএ'র ডিরেক্টরের কাজ করতে সমস্যা নেই, সমস্যা সন্তানের কাজ থেকে দূরে থাকবে।

কেনেডির আর্মর পেটেড সাব আরবান দক্ষিণ-পশ্চিম গেট দিয়ে সিক্রেট সার্ভিস চেকপয়েন্ট হয়ে নিচতলার প্রবেশপথে উপস্থিত হল। প্রেসিডেন্টের অনুরোধ অনুযায়ী তিনি আগেই রওনা দিয়েছেন। সকাল আটটায় ন্যাশনাল

সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিং শিডিউলড এবং আলেকজান্ডার চান কেনেডি যেন আগেই তাকে সর্বশেষ তথ্য সম্পর্কে অবগত করেন। সিআইএ'র ডিরেক্টর সিক্রেট সার্ভিসের ইউনিফর্মধারী অফিসারদের উদ্দেশ্যে গুডমর্নিং বললেন যারা দরজার ওপাশে বসে ছিল। তিনি হল দিয়ে হেটে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলেন। প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট ডাইনিং রুমে প্রবেশ করে সেখানে সেক্রেটারি অব স্টেট উইকা ও সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ইংল্যান্ডকে দেখে রীতিমত চমকে উঠলেন।

রূপালী চুলো সেক্রেটারি অব ডিফেন্স চামচে করে ওটমিল মুখে নিতে যাচ্ছিলেন যখন তিনি কেনেডিকে দেখলেন। তিনি তার স্বভাব সুলভ চাঁছাছোলা ভঙ্গিতে বললেন “র‍্যাপের আইডিয়া আমার পছন্দ হয়েছে। প্রেসিডেন্টেরও একই মত। এ লোকগুলো কখনও তাদের বক্তব্যে সত্য কথা বলে না। আমার মনে হয় এবার তাদের অস্ত্র তাদের ওপরই ব্যবহার করা উচিত।”

কেনেডি অস্বস্তির সাথে হাসলেন ইংল্যান্ডও হেসে ফেললেন। তিনি প্রেসিডেন্টের দিকে ঘুরে বললেন, “আমি বলেছিলাম আপনার প্রস্তাব তার পছন্দ হবে না।”

সেক্রেটারি অব স্টেট উইকা কেনেডির সরাসরি উল্টোদিকে বসেছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের দিকে ঝুঁকে বললেন, “এর কারণ এ শহরের অল্প কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে সে একজন যে কথা গোপন রাখতে পারে।”

“চিন্তা কোর না, আইরিন,” ইংল্যান্ড বললেন। “তুমি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিংয়ে গিয়ে মুখ সেলাই করে বসে থাকলে বেশিদিন টিকতে পারবে না।”

ইংল্যান্ড মেরিল লিন্‌চ ও পাইপার জাফরিতে তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। প্রেসিডেন্ট তাকে বোর্ডে এনেছেন কেননা তিনি একজন অ্যানালিটিক্যাল বিজনেসম্যান যাচ্ছিলেন যে পেন্টাগনকে নতুন সহস্রাব্দীতে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

আলেকজান্ডার অবশিষ্ট চেয়ারটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন। “দয়া করে বসুন।” কেনেডি তার বৃফকেসটা চেয়ারের পাশে রেখে তার কোটটা একজন নেভি স্টুয়ার্ডেসের হাতে দিলেন।

“আজকের সকালের জন্য কি আনব, ড. কেনেডি?”

“যা প্রতিদিন আনো, হোসে। ধন্যবাদ।”

প্রেসিডেন্ট তার প্লেটটা পাশে সরিয়ে সাদা ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছলেন। প্লেটে তখনও আধ খাওয়া ডিম ও সসেজ ছিল।

“বোম অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট সম্পর্কে মিচের ধারণা কি সঠিক?”

“সবাই একমত,” বললেন ইংল্যান্ড, “শুধু একজন বাদে।”

কেনেডি বসে প্রশ্ন করলেন, “সেটা কি?”

“একজন অ্যানালিস্টের ধারণা ইসরাইলিরা সেখানে একটি লো ইয়েন্ড ট্যাক্টিক্যাল নিউক ড্রপ করেছিল।”

“ইন্টারেস্টিং। গত রাতে আমার একজন লোক একই কথা বলল। অ্যানালিস্টের কেন মনে হল যে নিউক ব্যবহার হয়েছে?”

“খুব বেশি প্রমাণ নেই। সে বলল অন্য কিছু হবার সম্ভাবনা খুব কম।”

কেনেডি ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, “তো সেটা কি করে ওখানে ফেলা হল বলে তার ধারণা?”

“এই একটা বিষয় ব্যাপারটাকে দুর্বল করে ফেলেছে। সম্ভবত একটি ক্রুজ মিসাইল।”

“আমাদের স্যাটেলাইট তাহলে ঠিকই টের পেত।”

“তাছাড়া সে এটাও মনে করে যে ইসরাইলিরা সম্ভবত স্টিলথ বোম্বার তৈরি করে ফেলেছে।”

কেনেডি প্রথমে প্রেসিডেন্ট ও পরে ইংল্যান্ডের দিকে তাকালেন। “তোমার লোকজনের হয়ত এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে বেশি ধারণা রয়েছে। আপনার কি মনে হয় ইসরাইল স্টিলথ বোম্বার তৈরি করে ফেলেছে?”

“না,” বললেন ইংল্যান্ড। “আমি গতরাতে এ প্রশ্নটা করেছিলাম এবং আমার বিশেষজ্ঞরা সে সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে। তারা এ ব্যাপারে একমত যে তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা নেই।

“তাদের হয়ত সে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন নেই যতটা আপনি ভাবছেন,” বললেন উইকা।

“কেন?” প্রশ্ন প্রেসিডেন্টের।

“তাদের চুরি করবার ইতিহাস আছে। এভাবেই তারা তাদের প্রথম পারমানবিক অস্ত্র নির্মাণ প্রোগ্রাম শুরু করে। আমরা সব রিসার্চ ও ডেভলপমেন্ট করি আর তারা সবকিছু চুরি করে নিয়ে যায়। এমন কি তারা প্রথম বোমা বানাবার জন্য আমাদের কাছ থেকে নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়ালও চুরি করে।”

প্রেসিডেন্ট কেনেডির দিকে তাকালেন। “ঘটনা কি সত্যি?”

“জি, হ্যাঁ। এটা ষাটের দশকের ঘটনা। তারা প্রায় দুইশ পাউন্ড হাইলি এনরিচড ইউরেনিয়াম চুরি করে।”

“আমি স্বীকার করছি এটা সম্ভব,” বললেন ইংল্যান্ড, “কিন্তু এটা ঘটার সম্ভাবনা আসলেই কম কেননা আক্রমণটা প্রকাশ্য বা দিনের আলোতে ঘটে। আমার ইমেজিংয়ের লোকজন সে দেশটির প্রতিটি এয়ারফিল্ডের ছবি পুনরায়

দেখে বিশেষ করে নেগেভের বেসগুলোতে, তারা কিছুই পায় নি। প্রতিটি টেকঅফ অন্যান্য ট্র্যাকিং ডিভাইস দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। সত্যি কথা বলতে ইসরাইল নিজেরা গোপনে এমন একটি বিমান তৈরি করে ফেলেছে এবং তা দিনের বেলায় ওড়াচ্ছে ব্যাপারটা বিশ্বাস করাটা কঠিনই বটে।”

“তো আপনি মিচের থিওরিকে বিশ্বাস করেন?” বললেন কেনেডি।

“হ্যাঁ।”

প্রেসিডেন্ট কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, “আর আমরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে মিচের প্ল্যান কাজ করবে?”

একে একে প্রেসিডেন্টের সকল উপদেষ্টা এর পক্ষে মত দিলেন।

প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি অব স্টেট উইকার দিকে তাকালেন। “জাতিসংঘের সামনে মিথ্যা বলতে তোমার কোন সমস্যা আছে?”

উইকা মুচকি হেসে জোরে বললো, “আমি যদি ঐ মিথ্যেকের আখড়ায় গিয়ে সত্য বলবার চিন্তাও করতাম তাহলে কখনওই ভালো সেক্রেটারি অব স্টেট হতে পারতাম না। মিচ কি যেন নাম দিয়েছে? বিকল্প সত্যের সৃষ্টি।”

“হ্যাঁ।”

“আমারও পছন্দ। জাতিসংঘ বিকল্প সত্যের ওপরই চলে। অবশ্য সবগুলোই নিজ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট।”

“চমৎকার।” প্রেসিডেন্ট কেনেডির দিকে তাকালেন। “ইরানী ইন্টেলিজেন্স প্রধানের সাথে মিটিংয়ের কি হল?”

“তারা মিটিংয়ের ব্যাপারে রাজি হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরে জানা যাবে।”

“কোথায় হবে?”

“মসুল। সেখানে আগেও আমরা দেখা করেছি।” প্রেসিডেন্ট উইকার দিকে তাকালেন। “আপনার কি কোন সমস্যা আছে এতে?”

“স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাথে তাদের কোন অফিসিয়াল সম্পর্ক নেই, কেবল কিছু অঘোষিত যোগাযোগ বাদে। আমার মতে এটি সঠিক পদক্ষেপ।”

কেনেডির দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “মিচের কাছ থেকে কিছু জানতে পেরেছ?”

কেনেডি ঘড়ির দিকে তাকালেন। “সে কিছুক্ষণের মধ্যে তেল আবিবে ল্যান্ড করবে।”

“তোমার কি মনে হয় ওরা ওকে সরাসরি জবাব দিয়ে দেবে?” প্রশ্ন উইকার।

কেনেডি এক সেকেন্ড ভাবলেন। “আমার মনে হয় না এতে কিছু যায়

আসবে, তারা শুধু মিচের আইডিয়াটা এজন্য পছন্দ করবে যে এতে পুরো ব্যাপারটা ওপর একটি কুটনৈতিক রং চড়ানো যাবে। ব্যাপারটায় পানি এত ঘোলা হবে যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইরানের দাবির বিরুদ্ধে দেশগুলো ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ হবে।”

“আপনি কি একেবারেই নিশ্চিত তারা তাকে কিছুই বলবে না।”
আলেকজান্ডার বিস্ময় ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

“মি: প্রেসিডেন্ট এরা একেবারে ঘাঘু মাল। যদি কেউ তাদের মুখ খোলাতে পারে তবে সেটা মিচ।”

তেল আবিব, ইসরাইল

গালফ স্ট্রিম ৫ বেন গুরিয়ন ইন্টারন্যাশনাল এয়াপোর্টে ল্যান্ড করে একটি রিফুয়েলিং ট্যাংকের সাথে যুক্ত হলো। ট্যাংক পরিপূর্ণ হয়ে পড়লে পাইলটদের কমান্ডারিয়ার টার্মিনাল থেকে দূরে একটি ডিল্যাপিটেডে হ্যাংগারে প্লেনটি নিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। সিআইএ পাইলটেরা সাবধানে প্লেনের তিরানব্বই ফুট লম্বা উইং স্প্যান একশ ফুট চওড়া হ্যান্ডারের মধ্যে দক্ষতার সাথে ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করলো। পোর্টসাইড উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাকে স্বাগত জানাতে আসা লোকদের দেখলো মিচ র্যাপ।

বেস্ট খুলে উঠে দাঁড়িয়ে রব রিডলির দিকে তাকাল র্যাপ। লোকটা তখন কেবল উঠতে যাচ্ছে। “বসে থাকো।”

“আচ্ছা,” সিআইএ’র নিয়ার ইস্ট ডিভিশনের প্রধান উঠে দাঁড়াতে শুরু করল।

র্যাপ তার বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে তাকে জোর করে বসিয়ে দিল। “আমি সিরিয়াস।”

“আমরা বারো ঘন্টার জার্নি শেষ করে আসলাম,” অভিযোগ রিডলির।

“তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমার হাত পা খেলানো দরকার।”

“তাহলে...যদি তুমি এরোপ্লেন থেকে নামো তাহলে আমাকে তোমার পাগুলো ভাঙতে হবে। তো যতক্ষণ না বলছি চুপ করে বসে থাকো।”

“আমি জানি সারা জীবন হিংস্র লোকজনের সাথে তোমার ওঠাবসা, সব সময় হিংসাত্মক বিষয় নিয়ে তুমি হুমকি দাও কেন?”

“চুপ করে বসো। তুমি তো জানোই বেন কতটা গোপনীয়তা পছন্দ করে।” র্যাপ রিডলির কাছ থেকে সরে মার্কাস ডুমন্ডের পাশে দাঁড়াল, ল্যাংলির রেসিডেন্ট কম্পিউটার জিনিয়াস ও অসাধারণ হ্যাকার।

ডুমন্ড র্যাপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “কি খবর?”

“যতোকক্ষণ না বেনের সাথে কথা বলছি ততক্ষণ চুপ করে বসে থাক। বেন অপরিচিত মুখ পছন্দ করে না।” র্যাপ সামনে এগিয়ে সিঁড়িটা নামাল। ডানদিকে মাথাটা ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলো সে। তার পরনে

কালো ড্রেস প্যান্ট ও বুগাতচি শর্ট শ্রিভ শার্ট। তার কালো ইতালিয়ান লোফার মসৃণ কংক্রিটের ওপর পড়ল। মোসাদের ডিরেক্টরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে। তার কালো কোঁকড়ানো চুলে তাকে স্থানীয় লোকদেরই মতই দেখাচ্ছিল, যাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তাদের চেয়েও বেশি। এটা তার স্বাভাবিক পোশাক না তবে তাকে এতে ফিট হতে হয়েছে। এ এলাকায় প্রচুর সিকিউরিটি কন্ট্রোল এসেছে ৫.১১ ট্যান, ট্যাক্টিক্যাল ক্লোদিং ও সোয়াট বুকেগায়ে চড়িয়ে। তারা স্থানীয় লোকজনের মাঝে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে একটা ড্যাম কেয়ার ভাব। আমার হাতে বন্দুক আছে, আছে গুলি চালাবার অনুমতি, তো আমার সাথে লাগতে এস না। অবশ্য এ অবস্থার আরেকটা দিক আছে, তা হল এদের সহজে চিহ্নিত করা যায়। সেটা মোটেও চায় না। সে যেখানে যাচ্ছে, সেখানে তাকে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে থাকতে হবে।

র্যাপ ফ্রেইডম্যানের দিকে এগুতে লাগল। ফ্রেইডম্যানের পাশে দু'জন বিশাল বপুর অধিকারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ফ্রেইডম্যানের অনুমতি পেলেই তারা র্যাপকে দুই টুকরো করে ফেলবে। ফ্রেইডম্যানও কম যায় না। লম্বায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি ও ওজনে কমপক্ষে আড়াইশ পাউন্ড। ষাঁড়ের মত চওড়া কাঁধ, মাথায় চকচেক টাক। যৌবনকালে অনেক ভারি জিনিস তোলার অভিজ্ঞতা আছে তার। বয়স ষাটের কোঠায়, এ বয়সে সেসব কাজ তার পাশে দাঁড়ানো দু'জনের ওপর ন্যস্ত করেছে সে।

র্যাপ তার কাছে পৌঁছে বলল, “বেন, তুমি এখানে আমার সাথে দেখা করার জন্য এসেছ বলে ভালো লাগছে।”

ফ্রেইডম্যানের মনোভাব বদলায় নি। “প্রতিদিন সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় তোমার কথা আমার মনে পড়ে।”

এত বছর পর এখনও আমার কথা মনে পড়ে পড়ে?” প্রশ্ন র্যাপের, “ভালো ভালো, বুড়ো খাটাশ কোথাকার।”

ফ্রেইডম্যানের ডানপাশে থাকা দানবটা আধ কদম এগিয়ে আসল।

“আস্তু আস্তু,” বলল র্যাপ। “আমি চাই না তোমার বস ও যমজ ভাইয়ের সামনে আমার হাতে তুমি অপমানিত হও।”

“আমি আমার পায়ের গুলির ছিদ্রটার কথা বলছিলাম যা তুমি করেছ,” বলতে লাগল ফ্রেইডম্যান।

“তো বেন,” বলল র্যাপ, “আমি ভাবতেও চাই না তুমি আমাকে কি করতে যদি আমি একজন ইসরাইলি নাগরিককে হত্যা করতাম কিংবা তোমার দেশের রাজনীতিতে নাক গলাতে গিয়ে ধরা যেতাম।”

ফ্রেইডম্যান তার চিবুক ঊঁচু করে তার দুই বডিগার্ডকে অগ্রাহ্য করল।

“কি...তুমি মজো ও লয়েডকে কথাটা বল নি?” র‍্যাপ কৃত্রিম বিস্ময়ের সাথে কথাটি বলল। “আমি খুবই আনন্দিত তোমাদের এ ছোট অপারেশনে যা তোমরা তোমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুদের বিরুদ্ধে করছ। তো ব্যাপারটা হল এরকম...”

“যথেষ্ট হয়েছে!” চেষ্টা করে উঠল ফ্রেইডম্যান। “তোমরা দু’জন বাইরে অপেক্ষা কর।” সে বডিগার্ডদের দিকে ইশারা করল। একান্ত বাধ্যগতের মত নির্দেশ পালন করল তারা। সবাই সরে যাবার পর ইসরাইলের চিফ স্পাই কর্কশ কণ্ঠে বলল, “তুমি চাও কি?”

“তোমাকে কেমন যেন লাগছে বেন। কাল রাতে ঠিকমত ঘুম আসে নি।

“আমি এখানে এসেছি শুধুমাত্র তোমাদের প্রেসিডেন্ট আমাকে অনুরোধ করেছেন বলে। এখন বল কি চাও তুমি?”

“আমি কিছুই চাই না, বেন।”

ফ্রেইডম্যানের চেহারার বিরক্তির ছাপ। “তাহলে বোধহয় তুমি আমার সুন্দর চেহারাটা মিস করছিল।”

ইসরাইলি স্পাই চিফ ক্রু কোঁচকালো। “কী জন্য?”

“ইরানের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম ধ্বংস করে আমাদের উপকার করবার জন্য।”

ফ্রেইডম্যান সরাসরি র‍্যাপের চোখে তাকাল, “আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছ।”

মিচ এক পায়ের ওপর আরেক পা রাখল। ভাঁজ করল হাত। “আমার দেখা সেরা মিথ্যুক হলে তুমি, বেন।”

“তাহলে তো বেশ সম্মান। তোমার মত লোকের মুখ থেকে যখন আসছে।”

“ধন্যবাদ। এবার সিরিয়াস হওয়া যাক। আমি জানি ফ্যাসিলিটিটা তোমরা ধ্বংস করেছ, তুমি জানো ফ্যাসিলিটিটা তোমরা ধ্বংস করেছ। আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডারকে বলেছি তোমারা আমাদের অনেক বড় উপকার করেছ।”

“আমরা সেই ফ্যাসিলিটিতে বোমা ফেলি নি। এই বাটকু লোকটা যাই বলুক না কেন...ঘটনার সময় কোন ইসরাইলি প্লেন তার দেশের ধারে কাছেও ছিল না। তো এতে বাকি থাকে কেবল একটা সম্ভাবনা।”

হাসল র‍্যাপ। “তো শোনাও,” বলল সে।

“আমার মনে হয় ঘটনার সময় ইস্কাহানের ওপর আমেরিকান প্লেন দেখা গিয়েছিল।”

“ও আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক। আমাদের একজন পাইলট সিদ্ধান্ত নিল অনেক সহ্য করেছি আর না, সে পেন্টাগন কিংবা প্রেসিডেন্টের নির্দেশ ছাড়াই জায়গাটার ওপর বোমাবর্ষণ করে আসল।”

“আমি শুধু এটা বলছি যে ইস্তাহানের ওপর যে প্লেনটা দেখা গেছে বলে শোনা যাচ্ছে সেটা আমাদের নয়, তার মানে সেটা তোমাদেরই হবার কথা।”

“উফফ, অসহ্য। আমি সাড়ে ছয়শ মাইল উড়ে এসেছি তোমাকে বাঁচাতে আর তুমি আমার সামনে এ আঘাতে গল্প ফাঁদছ।”

“আমার তো মনে পড়ে না, আমি তোমার কাছে সাহায্য চেয়েছি।”

“তুমি চাও নি কিন্তু আমি করতে যাচ্ছি।”

“তোমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই আমার।”

“তাতো দরকারই নেই,” র‍্যাপ বিরক্তির সাথে বলে উঠল। সে এক কদম পিছিয়ে বলল, “সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ভুল লোককে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। যাই হোক শোন, আমি মনের গভীর থেকে তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে তোমরা কাজটা করার সাহস দেখিয়েছে। প্রেসিডেন্টও, যদিও তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলবেন না একই রকম মনে করেন। তিনি আমাকে এমন একটা অপারেশন চালাবার অনুমতি দিয়েছেন যার মাধ্যমে তোমাদের ওপর থেকে যেমন হামলা চালাবার দোষটা সরবে তেমনি ইরানী শাসকদের মিথ্যাচারও প্রমাণ হয়ে পড়বে।”

“আমি ঠিক...”

র‍্যাপ কথা শেষ করতে দিল না তাকে। “বেন, প্লিজ আমাকে কথাটা শেষ করতে দাও। আমি জানি তোমরা এটা করেছ এবং আমি জানি তোমরা এটা কিভাবে করেছ। কোন প্লেন না, কোন মিসাইল না। তোমরা তোমাদের লোককে ভেতরে ঢুকিয়েছ। সেই লোক পুরো ফ্যাসিলিটিটা ধ্বংস করে আসে। আমি তোমাদের প্রশংসা করি। আর তুমি যদি আমার জন্য যন্ত্রণার কারণ না হতে তাহলে তোমাকে এখন জড়িয়ে ধরতাম।”

ফ্রেইডম্যানের তিক্ত মুখ আরো বিকৃত হয়ে উঠল। “এ ব্যাপারটা নিয়ে কতজনের সাথে তুমি আলোচনা করেছ?”

“শুধু আইরিন ও প্রেসিডেন্ট।”

ফ্রেইডম্যান জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে হ্যান্ডারের চারপাশ তাকাল। তার চেহারা অস্বস্তিভাব বলে দিচ্ছিল ঘটনাটা কি। সে ব্যাপারটা জানতে পেরে অত্যন্ত বিব্রতবোধ করছে যে তার সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোর মধ্যে একটি র‍্যাপ জানে।

“তোমার কোর্স কি?”

র‍্যাপ হাসল ফ্রেইডম্যানের এমন প্রশ্ন মূলত স্বীকারোক্তিকে ইঙ্গিত করে ।
“তোমাদের ওখানে আমার লোক আছে ।” র‍্যাপ জানে এ মিথ্যাটা তার মাথা
খারাপ করে দেবে । সে প্রশংসা পা‍ল্টে বলল, “আমি চাই তোমাদের সরকারও
সেরকম থাকুক । তোমরা চুপচাপ থাকো । অস্বীকার করতে আমার কিছুই যায়
আসে না, ইরানিরা কি প্রমাণ উপস্থাপন করে তোমরা শুধু অস্বীকার করতে
থাকো । তারা সামনে জাতিসংঘে এটা নিয়ে আলোচনা করবে এবং
বলাইবাহুল্য পুরো দোষ তোমাদের ঘাড়ে চাপাবে । অভিযোগ দাখিলের পর
আমরা এমন প্রমাণ পেশ করব যাতে তারা একেবারে বোকা বনে যায় ও সারা
বিশ্বের সামনে মিথ্যুক বলে প্রমাণিত হয় ।”

ফ্রেইডম্যান দ্বিধাশ্রিত হয়ে পড়ল । “তোমরা কি পরিকল্পনা করেছ?”

“চিন্তা কোরো না । অতি শীঘ্রই জানতে পারবে । আবারও প্রেসিডেন্টের
পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । আমি তোমাকে পছন্দ করি না বেন
কিন্তু তোমার দক্ষতাকে শ্রদ্ধা করি ।”

র‍্যাপ ঘুরে হাটতে শুরু করল ।

“তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?” চৌঁচিয়ে উঠল ফ্রেইডম্যান ।

“উত্তর ইরাকে,” র‍্যাপ জবাব দিলো । “তোমাদের উদ্ধার করতে ।”

অধ্যায় ২১

তেহেরান, ইরান

আসহানি রাতটা হাসপাতালে কাটালো। সকালে তার ঘুম ভাঙে ভয়াবহ মাথাব্যথা ও গত সন্ধ্যার মিটিংয়ের ঘটনাবলীর কথা মনে করে। তার স্ত্রী ও কন্যারা তার কাছে উপস্থিত। তারা একথা বলে হাসাহাসি করছিল যে ডাক্তার তাকে সব ধরনের কার্যকলাপ থেকে দুই দিনের ছুটি নিতে বলেছে। তার লাংস শতকরা দশ শতাংশ কাজ করছিল মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ ধুলোবালি গ্রহণ করবার জন্য। ডাক্তার পজিটিভ থাকার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন পূর্ণাঙ্গ বিশ্রাম, অ্যান্টিবায়োটিক ঠিকমত নিলে এক সপ্তাহের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবেন। তবে আসহানির ধারণা তাকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হচ্ছে।

তার ডেপুটি সকালের দিকে আসলো বৃষ্টিং প্রদানের জন্য। প্রথম দিকে সাধারণ রিপোর্ট। যদিও সেখানে ইস্কাহানের ঘটনাটাই বেশি প্রাধান্য পায়। তার স্ত্রী দু'বার লোকজনকে ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। যদিও আসহানি তাকে এজন্য বাহবা দিলো কিন্তু সে জানতো এটা মোটেও ঠিক নয়। কি ঘটছে তা তার জানা দরকার।

দুপুরের কিছু পরে আসহানি উপলব্ধি করলো ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে। আমাতুল্লাহ দেশকে যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তেমন ছোটখাট আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। একটা পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক ছিল। এতে আমেরিকান ও ইসরাইলীরা বাধ্য হবে পদক্ষেপ নিতে। ঘাঁটিগুলোকে হাই অ্যালার্ট এবং প্রতিবাদ মিছিল করা এক জিনিস আর সমগ্র ইরানি সাবমেরিন ফ্লিটকে নির্দেশ দেয়াটা একেবারে আলাদা ব্যাপার। আমেরিকানরা তাদের রাশিয়া থেকে কেনা কিলো ক্লাস সাবমেরিনগুলোকে বেশ সমীহের চোখেই দেখে। আর সকল সাবমেরিন ও মিনি সাব ও ইরানে নির্মিত সাবমেরিনগুলো আমেরিকাদের আরো নার্ভাস করে তুলবে।

আসহানি স্ট্রয়ের মাধ্যমে তার লাঞ্চ 'পান' করছিলো যখন ঠিক সে সময় তার নম্বর দুই হাতে চকোলেটের বাস্ক নিয়ে চিন্তিত মুখে ক্রমে প্রবেশ করে ফিসফিসিয়ে বললো, “আমরা বড্ড ঝামেলায় আছি।”

আসহানি ফিরুজ মেহরাব জালালিকে গত ষোল বছর ধরে চেনে। বানিয়ে কথা বলার লোক না সে। তার চিন্তিত মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সমস্যাটা

ভেতরের। আসহানি তার স্ত্রীকে ইশারায় ঘর থেকে বাইরে যেতে বললে মহিলা বিরক্তির সাথে ঘর ত্যাগ করলো।

জালালি চেয়ার টেনে এনে বিছানার কোনায় গিয়ে বসলো। “তোমার ঘরে কি পরিদর্শন করা হয়েছে?”

আসহানি মাথা ঝাঁকালো। সমস্যা হল সে সরকারি কার্যকলাপের চেয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতেই বেশি ব্যস্ত থেকেছে।

“ঐ গুডাটা,” জালালি বিতৃষ্ণার সাথে বললো, “এদিক ওদিক খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে আর হকুম করছে এটা গুটা। তার আচরণে মনে হচ্ছে সে-ই সবকিছু চালাচ্ছে।

আসহানি মাথা ঝাঁকালেন। তার বন্ধু ইমাদ মুখতারের কথা বলছে। যার অ-পারস্যিয় পরিচয় অনেকের কাছেই বিরক্তিকর।

“আমাতুল্লাহ আমাদের বলেছে, তাকে সব ধরনের সাহায্য করতে। লোকটা এমন পরিমাণে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে যেন আমেরিকান ও ইসরাইলিরা পাল্টা আঘাত হানতে বাধ্য হয়। এখানেই শেষ না। আমাদের অকুতোভয় প্রেসিডেন্ট আরেকটি নতুন আইডিয়া নিয়ে এসেছেন,” জালালি তার তর্জনী কপালের ডানপাশে জোরে জোরে বোলাতে লাগলো, চিন্তায় পাগল হবার উপসর্গ। “তিনি হরমুজ প্রণালীতে আমাদের একটা ট্যাংকার ডুবিয়ে দিতে চান।”

আসহানির চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠলো।

“আমি জানি,” জালালি মাথা ঝাঁকালো। “তিনি আমেরিকানদের ঝামেলায় ফেলতে চান। তার মতে আমাদের কথা সবাই বিশ্বাস করবে এবং আমেরিকানরা আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।”

আসহানি দরজার দিকে তাকিয়ে গলা ঝাদে নামিয়ে বললো, “তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নও?”

“আমি সিরিয়াস। তার মতে এতে তেলের দাম আকাশ ছোঁবে। ফলে আমাদের প্রয়োজনীয় রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। আমেরিকানরা যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে সেটাকেই যৌক্তিক করে তুলবে।”

আসহানি লক্ষ্য করলো তার রক্ত টগবগ করছে। তার মনে পড়ল গত বসন্তে বৃটিশ নাবিক ও মেরিনদের অপহরণ করার ফালতু পরিকল্পনাটা। ব্যাপারটা একটা নাটক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল, বিশেষ করে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইরানি কর্মকর্তা স্বপক্ষ ত্যাগ করে পশ্চিমা রাষ্ট্রে চলে যাবার পরও আমাতুল্লাহ ভেবেছিলেন পুরো ব্যাপারটা চমৎকারভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু তার কোন ধারণা ছিল না যে আন্তর্জাতিকভাবে তাদের কি ক্ষতি

হয়ে গেল । তারা বিশ্বের সামনে মিথ্যাবাদী গুন্ডা হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করেছে । বৃটিশরা আমেরিকানদের সাহায্যে স্যাটেলাইট ইমেজ প্রদান করে যাতে পরিষ্কার দেখা যায় ইরানি নয়, সৈন্যদের ইরাকি জলসীমা থেকে তুলে আনা হচ্ছে । আমাতুল্লাহ বলেন প্রমানগুলো সব ভুয়া আর তিনি নিজেদের ভাগ্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের হাতে ছেড়ে দেন । কিন্তু আয়াতুল্লাহ নজর শেষ মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করে আমাতুল্লাহকে জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারে রাজি করান । তারা এরপর এক নাটকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাদের মুক্তি প্রদান করে বৃটিশ জনগণকে উপহার স্বরূপ ।

আসহানি জানতো তাকে যেভাবে হোক নজরের সাথে আলোচনায় বসতে হবে ।

জালালিকে ফিসফিস করে বললো সে, “আমাকে এখন থেকে বের করার ব্যবস্থা কর ।”

ওয়াশিংটন, ডিসি

সিআইএ ডিরেক্টর কেনেডি তার আর্মরড শেভি সাব আরবানের হেভিলি টিন্টেড সাইড উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। বিল্ডিং, পথচারী, গাছপালা সবকিছু যেন ফাস্ট ফরোয়ার্ডে এগিয়ে যাচ্ছে। বিকাল চারটা বাজে। সেক্রেটারি অব স্টেট উইকা তাকে একটি ইনফর্মাল মিটিংয়ের জন্য অনুরোধ করেছেন জাতিসংঘের সামনে বক্তব্য প্রদানে তাকে সাহায্য করবার জন্য।

এসবই কেনেডির জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। আগেকার সিআইএ'র প্রতি খুব একটা সম্বন্ধ ছিলেন না। অবশ্য ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু না। সিআইএ'র সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বেশিরভাগ লোকই নার্ভাস হয়ে পড়ে। যেন ছোঁয়াচে রোগের সাথে সহ অবস্থান, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গুপ্তচর সংস্থার সাথে লেবেলের মধ্যে ঐটে রয়েছে। এমনকি কেউ কেউ তো এমনই দাবি করেছেন, প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে তার সকল কর্মীদের জেলে ঢোকাতে হবে। কেনেডি অবশ্য এসব দাবি স্রেফ উড়িয়ে দেয় যা মূলত কিছু উগ্র বামপন্থীদের দাবি, তারা এমন অলীক ধারণা করে আমেরিকা ঠিকমত চললেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সেক্রেটারি অব স্টেট উইকা সৌভাগ্যবশত তেমন চিন্তা করেন না। রাজনীতিতে মধ্যপন্থী এ মহিলা সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। তিনি বুঝতে পারেন মানব স্বভাব ও বিভিন্ন সংস্কৃতির জটিলতাকে। পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ের মা এ বিধবা মহিলা প্রেসিডেন্টকে লিঙ্গবাদ নিয়ে তার অফিসে ঢোকার শুরু থেকে কথা শুনিয়ে আসছেন। অবশ্য এ লিঙ্গবাদ প্রশাসনে নয়, নয় এদেশে। উইকা বিশ্বাস করেন 'ওয়ার অন টেরর' বিজয়ে দীর্ঘমেয়াদি পন্থা হল নারীদের এক্ষেত্রে সংযুক্ত করা। যতদিন উগ্রবাদী মুসলিম সংস্কৃতি মধ্যযুগীয় চিন্তা। চেননার পুরুষরা নিয়ন্ত্রণ করবে ততদিন শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কম। কেনেডি এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে জোর দেবার ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছেন।

গাড়ীটা ফগি বটম থেকে এক মাইল দূরে অপ্রত্যাশিতভাবে থেমে গেলো। তিনি তার ড্রাইভারকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে যাবেন ঠিক তখনই দেখতে পেলেন রাস্তায় আরো এসইউভি দ্বারা ব্লক হয়ে পড়েছে। ইরান যখন থেকে প্রতিশোধের ব্যাপারে হুমিতি শুরু করেছে তখন থেকেই ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি পরামর্শ দিয়েছে প্রত্যেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নিরাপত্তা

বৃদ্ধির। কেনেডির নিরাপত্তা প্রধান ইতিমধ্যে সব ঠিকঠাক করেছেন যদিও তার কাছে ব্যাপারটি অতিরিক্ত বলে মনে হয়েছে। ডিসির ট্রাফিক আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য এবং এ বিশাল মোটরকেড ব্যাপারটাকে আরো রিস্কি করে তুলছে।

ইন্টারসেকশন ক্রিয়ার হবার পরই কেনেডির মোবাইল সিকিউর ইউনিট আওয়াজ করতে লাগল। তিনি রিড আউটের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কলটা এসেছে অফিস থেকে। তিনি কালো হ্যান্ডসেটটা তুলে নিলেন।

“হ্যালো?”

“মিচ লাইনে আছে।” কেনেডির তিন সহকারীর একজনের কণ্ঠস্বর।

“লাইনে দাও।” ক্লিক করার আওয়াজ আসল অপরপ্রান্ত থেকে, তারপর র‍্যাপ লাইনে আসল।

“আইরিন?”

“হ্যা।”

“অপারেশনের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে।”

“তুমি কি প্লেনে?”

“মাটিতে থাকলে আমি তোমার সাথে কথা বলতাম না।”

“কাজ কেমন হল?”

“এ লোক পারেও বটে। সে পুরো ব্যাপারটা আমাদের ঘাড়ের চাপাতে চাচ্ছিল।”

কেনেডি দীর্ঘশ্বাস নিলেন। তিনি সন্দ্বিহান হলেন এ ভেবে আসলেই ফ্রেইডম্যান তাদের বন্ধু কিনা। “সে কি বলল?”

“সে বোঝাতে চাচ্ছিল আমাদের প্লেন নাকি ঘটনাস্থলে দেখা গেছে।”

“তো তুমি কি বললে?”

“আমি বললাম ঘটনাস্থলে কোন প্লেন দেখা যায় নি। আমাদেরও না তোমাদেরও না। সে নার্ভাস হতে শুরু করে। বিশেষ করে তাকে যখন আমি বলি ঠিক কিভাবে জায়গাটা ধ্বংস হয়।”

“সে তখন কি বলে?”

“চিন্তায় পড়ে যায়...সে জানতে চায় ব্যাপারটা অন্য কাউকে বলেছি কিনা।”

“আর?”

“আমি তাকে বললাম তার সরকারের ভেতরে আমার সোর্স আছে।”

কেনেডি হেসে বলল, “তুমি এটা বল নি।”

“হ্যা বলেছি। বদমাশ একটা। সেই লোক এক আমেরিকার বুকে যে

পরিমাণ স্পাই বসিয়ে রেখেছে সারা দুনিয়ার বাকি দেশগুলোতে তার অর্ধেকও বসায় নি। অথচ আমরা তাদের কি দিচ্ছি? পাঁচ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য।”

“প্রায়,” মোটরকেড প্রথম চেক পয়েন্ট পার হয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে এক ব্লক দূরে। সিআইএ’র নিরাপত্তাকর্মীরা আগের থেকে জানি দেয়ায় ক্র্যাশগেটটা নামানো হলে তারা ভেতরে ঢোকে।

“তুমি তো নিশ্চয়ই জানো, সে একটা তদন্ত শুরু করবে কে তোমার সোর্স তা বের করার জন্য।”

“ভালো। এতে কিছু সময়ের জন্য তার থেকে দূরে থাকা যাবে। আমি তাকে বলেছি চুপচাপ থাকতে ও তার সরকার যেন এর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে।”

“তুমি নিশ্চই তোমার প্ল্যানের ব্যাপারে কিছু বল নি?”

“না”

“গুড।” মোটরকেড চেকপয়েন্ট অতিক্রম করে মূল ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। “আর কিছু?”

“না। মামুলে আমাদের লোক সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেলবে। মিটিং শেষ হবার পর আমি তোমাকে সব কিছু জানাব।”

“ধন্যবাদ।” কেনেডি ফোনটা রেখে দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে কিন্তু এটিই সরকারের পলিসি। কেনেডি গাড়ি থেকে নামার আগে পুরো এলাকা নিরাপদ কিনা তা চেক করে নিতে চায় তারা। পাঁচ সেকেন্ড পর দরজাটা খোলা হল। কেনেডি গাড়ি থেকে নেমে দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হবে বিল্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে হাটতে শুরু করলেন। সেখানে স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক অফিসিয়াল তাকে স্বাগত জানান। উইকা তার ব্যয়বহুল অফিসের কেনেডির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হ্যারি এস ট্রুম্যান বিল্ডিংটি মার্কিন স্থাপত্য শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন না হলেও সেক্রেটারি অফিসটি ছিল আসলেই আকর্ষণীয়। দেখলে মনে হবে অষ্টাদশ শতকের কোন ফরাসি ভিলাকে যেন তুলে ধরে আনা হয়েছে। আসবাবপত্র, কার্পেট, গিল্ডেড সিলিং এবং ফায়ারপ্লেস সবকিছুই সম্পদ ও অভিজাত্যের প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে।

সেক্রেটারি অব স্টেট তার নাকের ওপর রাখা হর্ন রিমড চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালেন। তার ছোট কোঁকড়ানো চুলগুলো থাক থাক করে কাটা। তিনি চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন।

“আসার জন্য ধন্যবাদ, আইরিন।”

“মাই প্রেজার, সানি।”

“পানীয় জাতীয় কিছু খাবে?”

“না, ধন্যবাদ। আমি ঠিক আছি।”

উইকা একটি ছোট ওয়েটবারে গিয়ে দুই কফি মগ তুলে নিলেন। মগগুলো নামিয়ে কাপবোর্ড থেকে হেন্যাসি ব্রান্ডির একটি বোতল বের করলেন। দুটো মগে একটু একটু করে ব্রান্ডি ঢেলে তা আইরিনের কাছে নিয়ে গেলেন।

“মনে হয় এটা নিয়ে কাজ চালাতে পারবে।” কেনেডির হাতে মগটা তুলে দিলেন উইকা।

হাসল কেনেডি। “নাইস চয়েস।”

“তারপরও পুরোনো দিনগুলোর মত অবস্থা নেই, এটা আমি হালপ করে বলতে পারি।”

কেনেডি মগ উঁচু করলেন। “পুরোনো দিনের উদ্দেশ্যে।”

উইকা তার মগটি তুলে কেনেডির মগের সাথে লাগালেন। “অবশ্য, পুরোনো দিনগুলোতে আমরা আমাদের এ সেক্রেটারি পুল থেকে বের হতে দিত না।”

“তা ঠিক।”

“তো জাহান্নামে যাক পুরোনো দিন।”

উইকা ফায়ারপ্লেস ও দু’টি খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন। “আজ খবরের কাগজে দেখলাম স্টু গ্যারেট মধ্য আমেরিকায় ছুটি কাটাতে পানিতে ডুবে মারা গেছে।”

“কোস্টারিকা,” বললেন কেনেডি।

উইকা ডানপাশে চেয়ার সরিয়ে কেনেডির দিকে তাকালেন কিছুক্ষণ। অবশেষে মুখ খুললেন তিনি। “লোকটা আসলেই অসভ্য ছিল।”

কেনেডি মুখ বুজে সঠিক জবাব দেবার ব্যাপারে ভাবতে লাগলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন উইকা ব্যাপারটা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে। “অন্যের ঘাড়ে বসে স্বার্থ উদ্ধারের স্বভাব ছিল তার।

“তাতো ছিলোই।” উইকা এক চুমুক দিয়ে বললেন, “শুনলাম কাল সকালে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছ?”

“হ্যাঁ।”

“সাবধানে থেকে।”

“সব সময়ই থাকি।”

“মানে অতিরিক্ত সাবধানী। আমি ইরানিদের বিশ্বাস করি না।” কেনেডি মগটা ঠোঁটের কাছে নিলেও পান করলেন না।

“আমি আসহানিকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান লোক হিসেবেই চিনি।”

“আমি তাকে চিনি না, কিন্তু তাকে নিয়ে আমি চিন্তিত নই। আমার ভয় ঐ ক্ষুদ্রে আমাতুল্লাহকে নিয়ে।” উইকা ব্রাভি পান করতে করতে বললেন, “আচ্ছা, সৈয়রাশাসকেরা সবসময় খাটো হয় কেন?”

“কাকতালীয় ব্যাপার।” কেনেডি একটা চুমুক নিলেন। “সাদ্দাম ছ’ফুটের ওপরে ছিলো।”

“হিটলার? পাঁচ ফুট দশের বেশি হবে না।

“হ্যাঁ, সম্ভবত তুমি ঠিকই বলছ।”

“পলপট, কিম জংইল, চেয়ারম্যান মাও।”

“স্ট্যালিন? আমার মনে হয় না সে খাটো ছিল।”

“উমম...যাইহোক, আমি আমাতুল্লাহকে বিশ্বাস করি না। ওখানে গিয়ে সাবধানে থাকবে। বিশেষ করে জাতিসংঘে গতকাল আমি যে পারফরমেন্স দেখালাম তারপর তো অবশ্যই। তারা এমন অপমান সহজে হজম করবে না।”

“না, তা করবে না কিন্তু আমি তো সেজন্যই ওখানে যাচ্ছি তাদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য।”

“এটা ভুলে যেও না আমাতুল্লাহর মত লোকেরা শান্তি চায় না। ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য আমাদের মত শত্রুর প্রয়োজন তাদের।”

“তা ঠিক এবং সে জন্যই আমি যাচ্ছি তুমি নও। ব্যাপারটা মোটেও অফিসিয়াল নয়। অন্তত যতক্ষণ তারা হিজবুল্লাহর লাগাম না ধরবার আশ্বাস দিচ্ছে।”

“আমি শুধু সাবধান থাকতে বলছি।”

হাসলেন কেনেডি। “আমি সাবধানেই থাকব।”

মসুল, ইরাক

জি-৫ যখন মেঘের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে ডুবছে। তার ঠিক নিচে বিস্তৃত মসুল নগরী যা দজলা অর্থাৎ টাইগ্রিস নদী দ্বারা দু'ভাগে বিভক্ত। পাঁচটা প্রধান সেতুর মাধ্যমে পুরাতন শহরের সাথে সংযোগ ঘটানো হয়েছে ঘনবসতিপূর্ণ শহরতলির। এ শহরের উত্থানের মূল কারণ বানিজ্য। শতশত বছর ধরে এ শহরে নানা জাতির, নানা ধর্মের লোকের বাস। আশির দশকের শেষভাগে সাদ্দাম হোসেন ব্যাপারটির সমাপ্তি ঘটান। তিনি ইহুদি, খৃস্টান ও সবচেয়ে দুঃখজনকভাবে কুর্দিদের সেবান থেকে বিতাড়িত করেন। তাদের স্থানে পাইকারী হারে সুন্নী জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আসেন সেখানে। কুর্দীরা শহর থেকে বিতাড়িত হবার পর বাধ্য হয় তুর্কি সীমান্তবর্তী পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় নেয়। সেখানে অবস্থান করে তারা সাদ্দামের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। সিআইএ'র সাথে কুর্দিদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যখনই মসুলে কোন ঝামেলা সৃষ্টি হয় তখন সিআইএ তাদের কুর্দী বন্ধুদের খবর দেয় যারা উত্তরের পাহাড়ি এলাকায় অবস্থান করে। তারা শহরে ছুটে এসে গোষ্ঠি সমস্যা সৃষ্টি করছে তাদের নিবৃত্ত করে। উত্তরের শিয়া জনগোষ্ঠী দক্ষিণের মত অভট্টা বৈরি না হলেও ইরানীরা ঠিকই তাদের বদর বৃগেডের সদস্যদের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। এছাড়া রয়েছে আল-কায়েদা, যারা কুর্দি ও সুন্নীদের মধ্যে বিভাজন করবার চেষ্টা করে।

র‍্যাপ পোর্ট সাইড উইংয়ের দিকে তাকিয়ে বৃজগুলো গোনার চেষ্টা করলো। সে বুঝে উঠতে পারে না দেশটাকে কেন তিনভাগে বিভক্ত করা হল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত এ দেশের অস্তিত্বই ছিল না। পাঁচ শতক ধরে তুর্কি, কুর্দী, পার্সিয়ান ও সাফাভিদরা দজলা-ফোরাতে তীরের এ উর্বর ভূমির অধিকারের জন্য লড়াই করে গেছে। তারপর বৃটিশ ও ফরাসিরা এসে মধ্যপ্রাচ্যের নকশা নতুন করে আঁকার চেষ্টা করে এবং পরিস্থিতি হয়ে পড়ে ভয়াবহ। মসুল কুর্দিদের কল্যাণে অন্যান্য শহরে তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল রয়েছে। এতটাই স্থিতিশীল যে পাইলটেরা নিশ্চিন্তে সরাসরি শহরের মাঝে প্রবেশ করতে পারছে। যদি বাগদাদ কিংবা বসরা হত তাহলে স্ট্রপে নামতে হত ক্র্যাশ ল্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে এবং বলাবাহুল্য তা মোটেও সুখকর নয়।

প্ৰেনটি ল্যান্ড করে ধীৰে ধীৰে সিআইএ'র সেণ্টেৰেৰ দিকে এগিয়ে যেতে লাগল যেখনে একটি শক্ত হ্যাংগাৰেৰ নিচে ষাট মিলিয়ন ডলার মূল্যেৰ গালফ স্ট্ৰম-৫ রাখা আছে। একে একে তারা প্ৰেন থেকে নেমে কাৰ্গো হোল্ডটা খুলে ফেললো। ৰ্যাপ তার টাউস আকৃতিৰ ব্যাকপ্যাক ও কালো বৰ্গাকৃতি কেস দুটি সিডান। একটি ফোর্ড ক্ৰাউন ভিক্টোৰিয়া ও অপৰটি শেভি ক্যাপৰিশ ক্লাসিক। গাড়িগুলোর ধুলোয় মাখা ও দেবে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। যে গতিতে গাড়িগুলো তার দিকে ছুটে আসছিল তাতে মিচ কিছুটা নাৰ্ভাস হয়ে পড়লো।

প্ৰথম গাড়িৰ ড্ৰাইভাৰ খালি জানালা দিয়ে হাত নাড়তে শুরু করে। ৰ্যাপ টিন্টেড উইন্ডস্ক্ৰিনেৰ কাৰণে অপৰগ্ৰাণে বসে থাকে লোকটাকে ঠিকমত চিনতে পাৰল না। লোকটা স্ট্যান স্টিলওয়েল, মসুলে সিআইএ প্ৰধান। গাড়িটা হঠাৎ করে থেমে গেল; খুলে গেল গাড়িৰ দরজা। টি.ই লৰেন্সেৰ ঐতিহ্য অনুযায়ী স্টিলওয়েল স্থানীয় বেশ ধাৱন করেছে। তার পৰনে ঢিলাঢালা কালো ড্ৰেস প্যান্ট ও ধূসৰ কালো চেক প্যাটাৰ্নেৰ ড্ৰেসশাৰ্ট। চেহাৱা ৰোদে পুড়ে তামাটে, ঘন মৌচ দেখে মনে হচ্ছে আজ পৰ্যন্ত একবাৰও কাটা হয় নি।

“ভাই মিচ,” ডান হাত থেকে বা হাতে সিগাৰেট নিতে নিতে বলে উঠল সে। “তোমাকে দেখতে পেয়ে ভালো লাগছে।”

ৰ্যাপ স্টিলওয়েলেৰে হাত নিজ হাতে দিয়ে তার সাথে অৰ্থেক কোলাকুলি কৰল, “তো কেমন চলছে?” ৰ্যাপ স্টিলওয়েলকে এক দশকেৰও বেশি সময় ধৰে চেনে। কয়েক বছৰেৰ সিনিয়ৰ ৰ্যাপকে স্টিলওয়েল নিজ আদৰ্শ বলেই মনে করে।

“চমৎকাৰ। কুৰ্দিষ্টানে দিনকাল ভালোই যাচ্ছে।”

“তাতো বটেই। কয়টা গাৰ্লফ্ৰেন্ড জুটালে?”

“এই কয়েকটা।” হাসল স্টিলওয়েল, সামনেৰ দাঁতের মধ্যে ফাঁকটা বের হয়ে আসল।

“শোন, একদিন কোন এক ৱাগী মেয়েৰ বাপেৰ হাতে পড়বে আৰ সে তোমাকে খোজা করে ছাড়বে।”

“এখন পৰ্যন্ত কেউ ধরতে পাৰে নি।”

ৰ্যাপেৰ মনে হল তাকে মনে কৰিয়ে দিতে যে তাকে কেনেডিৰ সাথে তার এমন ব্যাপাৰে কথা বলবাৰ কিন্তু ব্যাপাৰটা সে ৱিডলিৰ সামনে আনতে চাইল না।

“বিখ্যাত শেষ বাক্য।”

“বোল না।”

“আমি শুধু এটুকুই বলব আজ হোক কিংবা কাল ধৰা তুমি পড়বেই।”

স্টিলওয়েল সিগাৰেটে একটা টান দিল। “হয়ত ঠিকই বলছ।”

“রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত?”

“হ্যাঁ। সে আমার ওখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ব্যাগগুলো আমাকে দাও।”

স্টিলওয়েল র্যাপের পাশে তাকানোতে তার নজরে পড়ল রিডলিকে।

“হেই বস কেমন চলছে?”

“চমৎকার বললে রিডলি।”

“তোমার সাথেও দেখা হয়ে ভাল লাগছে।” স্টিলওয়েল র্যাপের কেস দুটি তুলে নিয়ে সিড়ানের বড় ট্র্যাংকে তুলে নিল। “বস,” রিডলির উদ্দেশ্যে বলে উঠল সে। “মাইকের সাথে আপনি দ্বিতীয় গাড়িতে চড়ছেন না কেন? যদিও কোন ঝামেলা নেই তবুও তাদের সুযোগ করে দেবার কোন মানে হয় না।”

“স্ট্যান,” র্যাপ ডুমন্ডের দিকে উদ্দেশ্যে করে বলল, “এ হল মার্কাস।”

“হেই মার্কাস, ব্যাগগুলো আমার হাতে দাও।” স্টিলওয়েল প্রথম কালো কেসটা তুলে ধরে প্রায় ফেলে দিচ্ছিল। “ওহ, এর মধ্যে কি ভরে এনেছ?”

“ইকুইপমেন্ট।”

“আচ্ছা।”

র্যাপ গাড়ির পেছনে গেল যেখানে সবাই জড়ো হয়ে আছে। স্টিলওয়েলের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, “রব কি তোমাকে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে বৃফ করেছে?”

“বিস্তারিত কিছু বলে নি কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তোমরা কোন দিকে এগুচ্ছ।”

“আর?”

“আমার পছন্দ হয়েছে।”

“মাসুদের কি মতামত?”

মাসুদ মাহাবাদ মসুলে এমইকে’র প্রধান।

“তার ব্যাপারটা খুব পছন্দ হয়েছে।”

“তার ওপর কি ভরসা করা যায়?”

স্টিলওয়েল তার সিগারেটটা মাটিতে ফেলে আরেকটা প্যাকেট থেকে বের করল। “এখানে আসার পর থেকে মাসুদ আমার দেখা সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি।”

“গুড। আমাদের কি সাথে অতিরিক্ত জার্ডওয়ার নেয়ার দরবার হবে?” র্যাপ বন্দুকের কথা বলছিল।

“না। আমরা কোথাও থামব না।”

“তুমি নিশ্চিত?” র্যাপের কণ্ঠে অনিশ্চয়তার ছাপ।

“যদি তোমার ইচ্ছা থাকে নিতে পার।” স্টিলওয়েল তার ড্রেস শার্টের ডান পাশে তুলে একটি পিস্তল ও দুটি অতিরিক্ত ম্যাগাজিন দেখাল। “গাড়ির ছাদের সাথে একটা টুয়েলভ তাজ ও ড্যাশের নিচে একটা পি-৯০ রয়েছে।”

“ভালো। তো চল।”

“রিডলি ও মন্ড দ্বিতীয় গাড়িতে আর র্যাপ ও স্টিলওয়েল প্রথম গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়িতে উঠে র্যাপ ড্যাশের নিচ থেকে পি-৯০ টা বের করে আনল। ছোট বুল সাবমেশিনগানটার অ্যাকুরেসি অসাধারণ, যুদ্ধের জন্য চমৎকার। র্যাপ বৃচটা পেছনে টেনে দেখল চেম্বারে গুলি আছে কিনা। তারপর অস্ত্রটা রেখে দিল। মেইন গেটের দিকে এগুতে এগুতে র্যাপ জিজ্ঞাসা করল, “এখানে আসার পর কখনও আক্রান্ত হয়েছে।”

“কয়েকবার; যখন আমরা শহরতলিতে যাওয়া আসা করতাম।” স্টিলওয়েল মাথা ঝাঁকাল। “ব্যাপারটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানে আমরা সহজ টার্গেটে পরিণত হই।” সে র্যাপের দিকে তাকাল। “এবার আর তা হচ্ছে না।”

“স্মার্ট মুভ। দরজাটা বেশ ভারি মনে হচ্ছে। আর্মর প্লেটিং লাগিয়েছে?”

“হ্যাঁ। আসলে কাজী মাসুদই করিয়ে দিয়েছে। অটো পার্টসের ব্যবসার সাথে সাথে পুরোনো গাড়িতে আর্মরের কাজ করে সে।”

তারা মূল গেট অতিক্রম করে বিশাল কংক্রিটের নিউজার্সি ব্যারিয়ারের আঁকা বাকা পথের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে মেইন রোডে পৌঁছে গেল। স্টিলওয়েল উত্তর দিকে ঘুরে সিগারেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে ফেলল। সে ড্যাশবোর্ড থেকে একটা প্রাসিডের মাউথগার্ড বের করে র্যাপের সামনে তুলে ধরল। জিনিসটা নিজ মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে এক্সেলেরেটরে চাপ দিলে ডেট্রয়েট ভিবি ইঞ্জিনটা জেগে উঠল গর্জন করে। “জার্নির একটা সবচেয়ে খারাপ অংশ। জিনিসটা ইন্ডি ৫০০-এর মত কিন্তু সাথে বোমা।”

র্যাপ তাড়াতাড়ি সিটবেল্ট পরে নিল। “মাউথ গার্ডটা কি জন্য?”

“এদেশের ড্রাইভারেরা পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য। কয়েক মাস আগে আমাদের একজন একটা মুখোমুখি সংঘর্ষে পড়ে। সে এত জোরে আঘাত পায় যে কাপড়ে জিব কেটে ফেলে।

র্যাপ স্টিলওয়েলের দিকে তাকিয়ে দেখল সে মশকরা করছে নাকি সিরিয়াস। সে ডোর হ্যান্ডেলটা জোরে চেপে ধরে নিজেকে শাপশাপান্ত করতে লাগল।

তেহেরান, ইরান

ইমাদ মুখতারের মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। সে বর্গাকৃতির টেবিলটার দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। কর্মে বিশ্বাসী এ ব্যক্তির কাছে কথাবার্তা একেবারেই মূল্যহীন। সে এক কথা ভেবে যাচ্ছে। আমরা ইসরাইলকে সমুদ্রে ঠেলে দেব। আমরা তাদের পুরো দেশকে হাওয়ায় মিশিয়ে দেব। আমরা তাদের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব। আমরা আমেরিকাকে ক্ষমা চাইতে বলব। আমরা করবই আমরা করবই...এভাবে চলতেই থামে কিম্বা করা হয় না কিছুই।

মুখতার ইসরাইলের গন্ডি ভেঙে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে আগ্রহী। এ ছোট দেশটা তাকে আর আকর্ষণ করে না। তারা দুর্বলতা দেখাতে শুরু করেছে। তাদের পুরাতন লোকেরা হারাতে শুরু করেছে গ্রহণযোগ্যতা। যারা ঈশ্বরের দোয়া ঠুনকো নিশ্চয়তায় বিশ্বাসী। তাদের জায়গা দখল করছে তরুণ ইহুদিরা যারা এ ধ্বংসযজ্ঞে অতিষ্ঠ; অতিষ্ঠ এ হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলায়। এতটা অতিষ্ঠ শান্তির জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। মুখতারের এদের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই। যদিও সে তাদের পিতা কিংবা দাদাদের ঘৃণা করে তবুও মনের এক কোণে এসব একগুঁয়ে, রুক্ষ লোকগুলোর প্রতি সম্মান রয়েছে। এ তরুণেরা তা বৈরতেই হোক কিংবা হোক তেল আবিবে মোবাইল ফোন আর আইপডের কল্যাণে নিজেদের পরিচয় ভুলতে চলেছে। মুখতার সময় ও প্রযুক্তির বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। আমাতুল্লাহর কনফারেন্স রুমে বসে থাকা আর কেউই সীমান্তের ওপারে ঘটতে থাকা এসব পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত নয়। তারা তাদের ইসলামী বিপ্লবে এতটাই মশগুল যে নিজেদের মিথ্যাচার এখন নিজেরাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তাদের বিশ্বাস পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যুদ্ধের জন্য তারা প্রযুক্তি গ্রহণ করছে কিন্তু মুখতার জানে ঘটনা ভিন্ন। মার্কিন সৈন্যদের মৃতের সংখ্যা তাদের পূর্বতন যুদ্ধের তুলনায় হাস্যকর রকম কম। ইরাক-ইরান যুদ্ধে প্রায় দশ লক্ষ লোক নিজের জীবন হারায়। এছাড়াও ইরাক থেকে আমেরিকাদের যত দ্রুত সম্ভব বের হতে বাধ্য করতে হবে তাদের। আমেরিকানদের এ দখলদারির প্রভাব অনেক দূর বিস্তার লাভ করেছে।

ইন্টারনেট, টিভি, রেডিও, মোবাইলফোন, যাতায়াত জাতি-বর্ণের দূরত্বকে দূর করেছে। আর আমেরিকান যুদ্ধ যন্ত্র এখানে অবস্থান করেছে তত তরুণ

সমাজ পুঁজিবাদ ও বাণিজ্যতন্ত্রের মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছড়াচ্ছে, লেবানন ও ফিলিস্তিন থেকে প্রচুর লোক ইউরোপ আমেরিকা ও কানাডায় পাড়ি জমাচ্ছে। এ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তাদের সরিয়ে নিচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। এ তরুণেরা আর নিজেকে আত্মঘাতি বোমাবাজে পরিণত করতে প্রস্তুত নয়। সৌভাগ্যবশত ইরাকে সৌদি ও পাকিস্তানীরা তরুণদের পাঠাতে সক্ষম হচ্ছে সৌদি অর্থায়িত মাদ্রাসাগুলোতে মগজ ধোলাইয়ের কল্যাণে। এ আত্মঘাতি বোমাবাজরাই আমেরিকানদের শান্তি ও স্থিতিশীলতার সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের একটা নতুন ফ্রন্ট খোলা প্রয়োজন। তাদের প্রয়োজন আমেরিকার নাকে আঘাত করা যেন তারা পিছু হাটতে বাধ্য হয়। যদি তা করা সম্ভব না হয় তাহলে হয়ত এ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছড়াতেই থাকবে। আর তা যদি হয় তাহলে লোকজন যুদ্ধ করতে আর আগ্রহী থাকবে না।

বক্তব্য চলতে থাকল, আমাতুল্লাহর উপদেষ্টারা যেন কে কার চেয়ে বেশি কড়া কথা বলতে পারে তার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। মুখতারের দৈর্ঘ্য অসাধারণ আল্লাহ নিঃসন্দেহে তার জন্য আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা করে রয়েছেন। নয়ত কি কারণে তিনি নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটির ভয়াবহ হামলা থেকে তাকে বাঁচাবেন। প্রথম দিন হাসপাতালে কাটাতে হয় তাকে। কাশতে কাশতে তার লাংসে যন্ত্রনা হচ্ছিল। যখন আমাতুল্লাহ তাকে ডেকে পাঠান তখন সে অতিআগ্রহী হয়ে ছুটে আসেন হাসপাতালের বিছানা থেকে। সে যদি জানত এ মিটিং এমন হবে তাহলে সে হাসপাতালেই থেকে যেত।

মেজর জেনারেল দাদ্রেস তার পূর্বে করা বক্তব্য থেকে কিছু হাটতে শুরু করেছেন যে নির্দেশ পেলে তাদের কিনারে মোতায়েন ব্যাটারিগুলো উপসাগরে অবস্থানরত প্রতিটি মার্কিন জাহাজ ডুবাতে সক্ষম। এখন তিনি বলছেন এমন পদক্ষেপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা সম্ভব কিন্তু এ ধরনের আগ্রাসী পদক্ষেপ যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি করবে, ফলশ্রুতিতে সম্মুখীন হতে হবে ব্যাপক পাল্টা আক্রমণের।

“তো তারা যা করেছে সে নিয়ে কি বলবেন?” আমাতুল্লাহ তার বিখ্যাত হাসি মুখে রেখে বলে উঠলেন, “এটা কি যুদ্ধাবস্থা নয়? আমরা কি শ্রেফ বসে থাকব?”

“আমি স্বীকার করছি,” বললেন জেনারেল দাদ্রেস, চেষ্টা করছেন কণ্ঠস্বর শান্ত রাখতে, “কিন্তু আমাদের এ সম্পর্কেও ভাবতে হবে এর ফলাফল।”

মুখতার তার মাথা পেছনে নিয়ে মুখ দিকে একটি আওয়াজ করলে সবার

নজর হিজবুল্লাহ অবিসাংবাদিত নেতার দিকে সরে গেল ।

“কি ব্যাপার?” আমাতুল্লাহর কণ্ঠে কৌতূকের আভাস ।

“নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস করতে পারছি না !,” মুখতার বলে উঠল তার বিরক্তি না লুকাবার চেষ্টা করে । “যুদ্ধ কখনও সমান সমান দেখে হয় না । আপনারা কোন রকম উষ্কানি ছাড়া আমেরিকা ও ইসরাইল দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন । আপনারা ঠিক সে কাজই করছেন যা তিরিশ বছর আগে ইসরাইল করেছিল যখন তারা জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আণবিক সংস্থাকে বৃদ্ধান্তুলি প্রদর্শন করে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করে । তাদের কোন অধিকার নেই আমাদের সাথে এমন আচরণ করবার ।”

এমন সময়ে দরজায় একটা নক হল, খোলা হলে দেখা গেল আজাদ আসহানিকে । গোয়েন্দা মন্ত্রী টেবিলের অপর প্রান্তে আমাতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে বললেন “দেরি হবার জন্য দুঃখিত ।”

“আমি শুনেছিলাম আপনি হাসপাতালে রয়েছেন ।”

আসহানি অবশিষ্ট চেয়ালগুলোর একটিতে বসে পড়লেন, “ডাক্তাররা এসব বলেই থাকে ।”

আমাতুল্লাহ আসহানির দিকে সন্দেহের চোখে তাকাবার পর জেনারেল দাদ্রেসের দিকে তাকালেন । “তো আমরা কোথায় ছিলাম?”

“আমাদের লেবানিজ বন্ধু বলতে চাচ্ছিলেন আমাদের কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত ।”

মুখতার লক্ষ্য করল জেনারেল তার দেশের নামটা বলতে গিয়ে বিশেষ ভঙ্গি করলো । তার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছিল কত জন মানুষ আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে সে হারিয়েছে, কিন্তু সে ইচ্ছা সংবরণ করল । “আপনি আঘাত হানুন,” আমাতুল্লাহ বললেন । “আপনাদের নিজস্ব ট্যাংকার ডুবিয়ে তার দোষ আমেরিকার ঘাড়ে চাপাবার আপনার আইডিয়াটা আমার পছন্দ হয়েছে, তবে আমার ধারণা ব্যাপারটা আরেক ধাপ এগিয়ে নেয়া যেতে পারে । আপনি আপনাদের ট্যাংকার ডুবিয়ে আপনাদের নতুন কেনা রাশিয়ান সাবমেরিনের সাহায্যে তাদের জাহাজগুলো ঢুকিয়ে দেন ।”

“যদি আমরা তাদের একটা ক্যারিয়ারকে স্পর্শও করি,” দাদ্রেস কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, “তারা আমাদের পুরো নৌবাহিনিকে পানির তলে পাঠিয়ে দেবে ।”

“তাহলে করুক । খুব বড় নৌবাহিনী নয় আপনাদের ।”

দাদ্রেস মুখতারের দিক থেকে মুখ সরিয়ে আমাতুল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন “আমি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেবার কথা বলছিলাম কিন্তু আমেরিকার পাণ্টা

আক্রমণের ব্যাপারটা মাথায় না রাখাটা বোকামিই হবে।”

একজন জেনারেলের মুখে বোকা বনে চিহ্নিত হয়ে চুপ করে বসে থাকবার পাত্র নয় মুখতার। “আপনি কি জানেন আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার কতজন লোক শহীদ হয়েছে, জেনারেল?”

দাদ্রেসের চেহারা রাগে লাল হয়ে আসল। সে মুষ্টিবদ্ধ হাতে টেবিলের ওপর আঘাত করে হুংকার দিয়ে উঠল, “আমি আমার লোকেদের অপমান সহ্য করব না।”

“ভাল!” মুখতার উঠে দাঁড়াল। “তাহলে ঠিক হল। আপনি আপনার লোকেদের যুদ্ধে পাঠাতে শুরু করুন যেমনটা গত তিন দশক ধরে পাঠাচ্ছি।”

“এত বড় সাহস!” জেনারেল উঠে দাঁড়ালেন।

“সারাটা জীবন আমি সাহসই দেখিয়ে গিছি। সাহস দেখিয়েই ছুটে গেছি যুদ্ধের ময়দানে। সাহস দেখিয়ে আমার লোকদের পাঠিয়েছি যুদ্ধের ময়দানে। সাহস দেখিয়েছি ইসরাইলের বিরুদ্ধে, সাহস দেখিয়েছি ফরাসদের বিরুদ্ধে, আমেরিকানদের বিরুদ্ধে। এ তালিকা আরো বৃদ্ধি পাবে। তারা বোমা ফেলুক, আপনাদের নৌবাহিনী ডুবিয়ে দিক। তারা কখনও আপনার দেশে হামলা চালাবে না।”

“যদি আমরা তাদের ক্যারিয়ার ডুবিয়ে দেই তবুও?”

“বিশেষ করে আমরা যদি তাদের একটা ক্যারিয়ার ডুবিয়ে দেই। আমেরিকানরা যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত। তারা ক্লান্ত এ ইহুদি অপরাধীদের বাঁচাতে বাঁচাতে। এখন সময় এসেছে সাহসি হবার।” মুখতার দরজার উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

“কোথায় যাচ্ছ তুমি?” আমাতুল্লাহর প্রশ্ন।

“লেবাননে ফিরে যাচ্ছি, সেখান থেকে আমেরিকা। যেখানে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে হামলা চালাবার প্রতিশোধ নেব।” মুখতার দরজা খুলে বের হয়ে জোরে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

আসহানি দরজা থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। একে একে উপস্থিত সকলের দিকে তাকালেন তিনি। প্রত্যেকে লজ্জায় তাদের চোখ নামিয়ে নিলেন। একজন বাদে। আমাতুল্লাহর মুখে এক শয় অপরাধমূলক হাসি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চাহনি ফুটে উঠেছে।

আসহানিও মুখে সন্তুষ্টির হাসি ফুটিয়ে তুললেন। তিনি ইতিমধ্যে যা শুনেছেন তাতেই মানসিকভাবে বিগত কিস্তি এখন রীতিমত অসুস্থবোধ করছেন। তার মনে হতে লাগল আমাতুল্লাহ মুখতারকে কিছু লাগামহীন কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করতে যাচ্ছেন।

আসহানির মনে কোন সন্দেহ নেই আমেরিকানরা তাদের ক্যারিয়ারের ওপর হামলা হলে কি পদক্ষেপ নেবে। বিশেষ করে যদি তারা দাবি করতে পারে ইস্কাহানের ঘটনায় তাদের কোন হাত নেই। আসহানি তার সহকর্মীদেরও খুব বালো করে চেনেন। যদি মুখতারের মত দোঁআশলা তাদেরকে তাদের সম্মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে তাহলে তারা কার্যক্রমে যাবেনই। তার উচিত হবে তাদেরকে ঠাণ্ডা হবার সময় দেয়া।

আসহানি জোরে গলা পরিস্কার করে বলে উঠলেন, “মন্ত্রী সালেহি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কিছুক্ষণের মধ্যে ভাষণ দিতে যাচ্ছেন। আমি জানতে পেরেছি মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেটকে নিরাপত্তাপরিষদে ভাষণ দেবার জন্য উড়িয়ে আনা হয়েছে নিউইয়র্কে। তাদের সিআইএ’র ডিরেক্টর আমাদের সাথে বসে আলোচনা করবার ব্যাপারে আগ্রহী।”

“তো আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?” প্রশ্ন আমাতুল্লাহর।

“জনগণ ও সরকারকে বিপদে ফেলতে পারে এমন কিছু করবার আগে আমাদের উচিত হবে আমেরিকানদের সাথে আলোচনা করা, তারা কি বলতে চায় সেটি শোনা।”

একে একে উপদেষ্টাগণ সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে শুরু করলেন।

আমাতুল্লাহ তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি এক কি দুই দিন অপেক্ষা করতে পারি কোন পদক্ষেপ নেবার আগে কিন্তু তার আগে একটা পরিকল্পনা করতে চাই। যখন আমি নির্দেশ প্রদান করব তা যেন সাথে সাথে পালন হয়। আমি কি আমার কথা বোঝাতে পেরেছি?”

একে একে উপস্থিত সকলে প্রেসিডেন্টকে আশ্বস্ত করলেন যে তারা বুঝতে পেরেছে। এমনকি আসহানিও। তার শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সকালে মুসলের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। কেনেডির সাথে অতি শীঘ্র কথা না বললে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

অধ্যায় ২৫

মসুল, ইরাক

বাগদাদের চিফ অব স্টেশন বসরার চিফ অব বেসের তুলনায় স্টিলওয়েল অপেক্ষাকৃত সহজে ঘোরাফেরা করতে পারেন। তার বসরার কাউন্টার পাঁচ দিনের বেশির ভাগ সময় হত্যা কিংবা অপহরণ হবার ভয়ে এয়ারপোর্টে গড়া বেসেই অবস্থান করেন। বাগদাদের চিফ অব স্টেশন কদাচিৎ মার্কিনীদের গড়া গ্রিনজোনের বাইরে পা মাড়ান আর কোথাও গেলেও যান হেলিকপ্টারে চড়ে।

স্টিলওয়েল এক সাথে তিনটি সেফ হাউস রাখতে পছন্দ করেন। প্রতি দুই মাসে একবার তিনি পুরাতন বাড়ি বদলে ভাড়া নেন নতুন বাড়ি। বাড়িগুলো একেবারে সাদামাটা, দোতলা ইট কিংবা মাটির তৈরি ইমারত, উঁচু দেয়াল ও একটি শক্ত দরজা দ্বারা সুরক্ষিত। বাড়িগুলো প্রাইভেট কন্ট্রোলার দ্বারা পরিপূর্ণ এবং কোন বাড়িতেই একটানা দুদিনের বেশি থাকেন না। তিনি নিয়মিতভাবে তার দৈনন্দিন রুটিন বদলাতে থাকেন তার সম্ভাব্য অপহরণকারীদের ধন্দে ফেলার জন্য। ডজনখানেক কন্ট্রোলার ও সাধারণ নাগরিককে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে। এদের মধ্যে অর্ধেক বেঁচে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। বাকিদের পাওয়া গেছে নদীতে ভাসমান অবস্থায়। মাসুদ স্টিলওয়েলের পেছনে ছায়ার মত লেগে থাকে কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা দেখবার জন্য। মাসুদের লোকজন কয়েক মাস আগে স্টিলওয়েলের বেশি কাছে চলে আসবার ‘অপরাধ’-এ একজন স্থানীয় গুন্ডার চোয়াল ও দুটি পা ভেঙে হাসপাতালে পাঠায়।

তারা দজলা অতিক্রম করবার সময় স্টিলওয়েল র‍্যাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। “সে গত তিন বছর ধরে বাড়িটা দখলের চেষ্টা করছে?”

“এই বাড়িটাই কেন?” প্রশ্ন র‍্যাপের।

“এটা নদীর পূর্ব পাশে। জায়গা প্রচুর ও অপেক্ষাকৃত কম গোলোযোগময়। এতে সে ইরানি সীমান্তের আরো কাছাকাছি অবস্থান করতে পারে যা তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ।”

তারা নদী অতিক্রম করবার সময় স্টিলওয়েল উত্তর দিকে নির্দেশ করলেন, “বুজের ঐ পাশে একখণ্ড জমি দেখছ না গাছপালায় ভরা, পার্কের মত?”

“হ্যাঁ।”

“ওটা ওর নতুন জমি। ওটার মালিক ছিল সান্দ্রামের এক দূরসম্পর্কের ভাই। উত্তর ইরাকের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে ছিল তার একচ্ছত্র প্রভাব। সান্দ্রামের সাহায্যে জোরপূর্বক শ্রমিকদের কাজ করাতো সে। আমার তো মনে হয় লোকটাকে শেষ করে দেয়া উচিত।”

“আমরা কি তার মাথার ওপর বোমা ফেলতে সক্ষম হয়েছি?”

“না। যুদ্ধ শুরু হবার সপ্তাহখানেক আগে সে পাড়ি জমায় জর্দানে। লোকটা এ আশায় ছিল সে কোন একদিন ফিরে আসতে পারবে। কয়েকমাস আগে সে একটা সুযোগ দেখতে পেয়ে জমিটা মাসুদের কাছে বিক্রি করে দেয়।”

তারা বৃজ পার হয়ে উত্তরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এক মাইল এগুবার পর তারা একটা শান্ত রাস্তা ধরে কয়েকশ গজ এগিয়ে যাওয়ার পর একটি বিশাল স্টিলের গেটের সামনে এসে উপস্থিত হল, যা গার্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত। গার্ডরা স্টিলওয়েলকে দেখে চিনতে পেরে তার দিকে হাত নাড়লো। সিগনাল দিয়ে দেয়া হলে বারো ফুট লম্বা স্টিলের গেটটা খুলে যায়।

“তারা আমাদের সার্চ করবে না?” প্রশ্ন র‍্যাপের।

“মাসুদ ও আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তারা আমাকে বিশ্বাস করে।”

তারা গাছপালার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলে র‍্যাপের বাড়িটার প্রথম ফলক চোখে পড়ল। বাড়িটা বিশাল। “আমার মনে পড়ে না গত বছর যখন এসেছিলাম তখন সে এতটা সমৃদ্ধশালী ছিল। কার পার্টসের পাশাপাশি অন্য ব্যবসাও করে নাকি সে?”

“হয়ত অন্য কিছুতেও সে হাত বাড়িয়েছে।”

“যেমন?”

“বন্দুক।”

“সে একজন অস্ত্র ব্যবসায়ী।”

“লগ্নিকারী। সে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে সাহায্য করে।”

“তার সম্পর্কে আর কিছু জানার আছে?”

“সান্দ্রামের দূরসম্পর্কের ভাই...যার কাছ থেকে জায়গাটা কেনা হয়েছে?”

“তো?”

“সে তার পুরো ব্যবসাও কিনে নিয়েছে।”

“আমি নিশ্চিত একেবারে নামমাত্র মূল্যে।”

স্টিলওয়েল একটি বিশাল পোর্টিকোর সামনে এসে থামল। “এ সুন্দরীরা বহুদিন ধরে মানুষকে জ্বালাতন করেছে। এদের জন্য আমার কোন সহানুভূতি

নেই।”

র‍্যাপ দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল। পুরো বাড়িটাকে এক নজর দেখে নিল সে। মাসুদ মাহাবাদ বাড়িটা চমৎকার বানিয়েছে।

“মিচ।”

র‍্যাপ মাসুদের দিকে তাকালে দেখল সে একটি পাথরে ভরা পথের মধ্যে দিয়ে আসছে যা একটি বাগানের দিকে চলে গেছে।

লোকটা লম্বায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, র‍্যাপ হিসাব করে দেখল ওজনে দুশ’ পাউন্ডের কাছাকাছি। বেশিরভাগ চুলই সাদা এবং ষাটের কোঠায় বয়স। পরনে ছোট হাতার টমি বাহামা শার্ট। র‍্যাপ লোকটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

“এত দূর থেকে আমার সাথে দেখা করতে আসার জন্য ধন্যবাদ।” পরিস্কার ইংরেজিতে বলে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

“যদি আগে জানতাম এত সুন্দর বাড়িতে শিফট করেছ তাহলে আরো সময় থাকার পরিকল্পনা নিয়ে আসতাম।”

“তুমি যতদিন খুশি থাকতে পার।” মাসুদ তার দুটো হাত নিজ হাতে নিয়ে হাসল। “তোমার দেশ কুর্দি জনগণের জন্য যা করেছে সেজন্য ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।”

“আর তোমার বিশ্বস্ততা ও সাহায্যের জন্যও ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।”

“তোমাকে স্বাগত।” মাসুদ র‍্যাপের কাঁধের দিকে তাকিয়ে বলল, “হ্যালো, রব। কেমন আছ?”

“আমি ভালো আছি। তো তোমার পরিবার কেমন আছে?”

“ভালো। জিজ্ঞাসা করার জন্য ধন্যবাদ। যদিও যতবার আসি আমার মেয়েদের ঘরে আটকে রাখতে হয়।”

মাসুদ স্টিলওয়েলের দিকে তাকাল। “তারা সবাই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।”

রিডলি মাসুদের সাথে করমর্দন করলেন। “যদি বলেন ওকে খোঁজা করে দেই।”

“হ্যা, খোজা,” মাসুদ জোরে হেসে উঠল। “ব্যাপারটা চমৎকার হবে।”

হাসাহাসি শেষ হবার পর র‍্যাপ ডুমন্ডের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। মাসুদ তাদেরকে ভেতরে নিয়ে আসে। তারা বেশ কয়েকবার থেমে ঘরে রাখা বিভিন্ন শিল্পকর্ম নিয়ে আলোচনা করছিল। বাড়িটাকে বাড়ি না বলে প্রাসাদ বললে অত্যুক্তি হবে না। ভেতরের দেয়ালগুলো চূনাপাথরে তৈরি। মূল স্টেয়ার

কেসটা কালো আয়রন বানিস্টারে নির্মিত । দেয়াল ভর্তি অ্যান্টিক ট্যাপেস্ট্রি ও তৈলচিত্র । তারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমাকাশে সূর্যাস্ত দেখল । সমগ্র মসুল নগরী সন্ধ্যার চাদরে ঢাকা ।

ঘরের আসবাবপত্র ও কার্পেট বাইরে নিয়ে আসা হল । সেখানে দুইজন বাটলার তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল । প্রথমে ড্রিংকস সার্ভ করা হয়, এরপর অ্যাপিটাইজার । প্রত্যেক অতিথিকে সিগার অফার করল মাসুদ । সূর্য ডোবার পর হিট ল্যাম্পগুলো জ্বলে উঠল । সব ঠিকঠাক হবার পর মাসুদ তার ওভারসাইজ চেয়ারে বসে র্যাপের দিকে তাকিয়ে এক শয়তানি হাসি হাসল । “তুমি তো জানোই ঐ ছোট্ট ময়ুর আমাতুল্লাহকে আমি কি পরিমাণ ঘৃণা করি ।”

“হ্যা, জানি,” জবাব র্যাপের ।

“আর তাকে বিব্রত করতে পারলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব ।”

“আমরা দু’জনেই ।”

“তাহলে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য সবকিছু করতে পারি । তোমার প্ল্যান সম্পর্কে বল ।”

র্যাপ তার স্কচটা নামিয়ে মন্টিক্রিস্টো সিগারে একটা লম্বা টান দিল । “ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখ । এর ফলাফল কিন্তু ভয়াবহ হতে পারে ।”

মাসুদ মাথা ঝাঁকাল । “আমি ইরানি সরকার কিংবা তাদের কাপুরুষ বদর বৃগেডকে ডরাই না ।”

“তুমি তাদের ইতিহাস ভাল করে জানো । তারা তাদের শত্রুদের দুনিয়া থেকে সরাতে ভয় পায় না ।”

“আমি পাল্টা আঘাত করতে ভয় পাই না ।” মাসুদ স্টিলওয়েলের দিকে তাকাল । “যদি তুমি সত্যিই ঐ বেজন্মাটাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে পার তাহলে আমি তোমাদের সাথে আছি ।”

“এমইকে ও পিএমওআই’র খবর কি? তাদের সাথে কি একবার যোগাযোগ করা উচিত ছিল না?”

“আমি পিএমও আই’র পক্ষে কথা বলতে পারতাম কিন্তু বলব না । এমইকে’র পক্ষে পারব এবং তাদের পক্ষেই বলব । ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করতে এমইকেই বেশি বিশ্বাসযোগ্য ।”

“আমি একমত ।”

“আমাতুল্লাহর প্রশাসনে যেকোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে আমরা তোমাদের সাহায্য করব ।”

“বিনিময়ে?” র্যাপ বলে উঠল ।

মাসুদ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেল। “তোমরা আমাদের সাথে সবসময় ভাল ছিলে।”

“আর তোমরাও,” জবাব র্যাপের।

“কিছু ব্যাপারে তোমরা হয়ত সাহায্য করতে পারতে কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না। আমরা বন্ধু। আমরা উভয়েই এ থেকে সুবিধা পাব।”

“সত্যি।”

“তো তোমার প্ল্যানের ব্যাপারে বল। আমি তোমার প্ল্যান শোনার ব্যাপারে আগ্রহী।”

র্যাপ মাসুদের সাথে টোস্ট করল। “তো আমরা এসব করতে যাচ্ছি।”

তেহেরান, ইরান

আসহানি নিজের ঘড়ি চেক করলো। যদি ড্রাইভার ঠিকমত আসে তাহলে সময়মত পৌছাতে পারবে। মিনিস্টার অব ইন্টেলিজেন্স ডাক্তারের দেয়া ছোট সিডেটিভের কন্টেনারটি খুলে কয়েকটি মুখে পুরলো। মিটিংয়ের মাঝখানে অফিসে গিয়ে তার ডেপুটির সাথে আলোচনা করে সে। কেনেডির সাথে আগামীকাল বিকালে মসুল নগরীতে সে বসবে যেখানে তারা শেষবারের মত মিলিত হয়েছিল। আসহানির নিরাপত্তা প্রধানের অবশ্য মিটিংটার ব্যাপার পছন্দ হচ্ছিল না। সে আরো সময় চাচ্ছিলো স্থানটির পূর্বতন পরীক্ষা করবার জন্য। আসহানির কাছে অবশ্য ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু নয় কেননা নিরাপত্তায় নিয়োজিত লোকেরা সন্দেহপ্রবন হয়ে থাকে। তাদেরকে আশ্বস্ত হতে বললো সে কেননা এতে আমেরিকানদের সাথে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে। আসহানির নিরাপত্তা প্রধান রাহাদ তেহেরানি তাকে বলে যে সে আমেরিকানদের নিয়ে চিন্তিত নয়, চিন্তিত মুজাহিদিন-এ-খালককে নিয়ে। তেহেরানি তাকে জানায়, মিটিংয়ের শুধু একদিন আগে এমইকের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেছে আর ওদিকে উত্তরাঞ্চলে দেখা গেছে অস্থিতিশীলতা। যদিও আসহানি তাকে চিন্তিত না হতে পরামর্শ দিলো কিন্তু সে নিজে মোটেও চিন্তামুক্ত ছিলো না। দিনদিন উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো অত্যন্ত সাহসী হয়ে উঠছে।

তারা প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসের কাছাকাছি পৌছাবার পর রাস্তা বাস ও লোকজনে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাতুল্লাহ তার প্রপাগান্ডাবিশারদদের শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন মার্কিনবিরোধী মিছিল আয়োজনের জন্য। ইউনিভার্সিটির ক্লাস ক্যানসেল হয়ে গেছে, বিনামূল্যে বাস প্রদান করা হয়েছে। তারা সবাই পুরাতন আমেরিকান দূতাবাসের দিকে রওনা দিয়েছে। যদিও আমেরিকানরা সিকি শতক আগে এদেশ ত্যাগ করেছে আমাতুল্লাহ এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা এখনও ‘মহাশয়তান’-এর বিপক্ষে বক্তৃতা প্রদানে ঐ কম্পাউন্ড ব্যবহার করে থাকেন। তারা প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসের গেটে অতিক্রম করে বিশাল মাঠে উপস্থিত হয়। আসহানির কোন শখ ছিল না আমাতুল্লাহকে একই দিনে দ্বিতীয়বারের মত দেখবার কিন্তু তিনি জানতেন আমাতুল্লাহর অনুরোধ আসলে নির্দেশেরই নামান্তর।

আসহানি আমাতুল্লাহর অফিসের পাশে একটি আরামদায়ক কক্ষে গিয়ে বসলো জাতিসংঘ নিরাপত্তাপরিষদে সালেহির বক্তৃতা শোনার জন্য। কুদস ফোর্সের বৃগেডিয়ার জেনারেল সুলেইমানি ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত। এছাড়া উপস্থিত অ্যাটমিক এনার্জির ভাইস প্রেসিডেন্ট গোলাম মোহসেনি ও রিপাবলিকান গার্ড প্রধান মেজর জেনারেল আরিফ। উপস্থিত অতিথিদের চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হল। আসহানি সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সুলেমানির পাশে একটি চামড়ার সোফায় গিয়ে বসলো। বড় স্ক্রিনের টিভিতে তখন সিএনএন চলছিল। একজন নারী ও পুরুষ ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেটের মধ্যে চেম্বারে ঘটে যাওয়া উত্তেজনাঙ্কর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

আমাতুল্লাহ পানি ভর্তি গ্রাস হাতে রুমে প্রবেশ করলেন। মুখে তার চওড়া হাসি। “আমি এইমাত্র সালেহির সাথে কথা বললাম। ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন প্রত্যেকে আমাদের রেজুলুশনকে সমর্থন জানাতে রাজি হয়েছে। সে বলেছে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যদি আমরা আমাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেই তাহলে হয়ত বৃটিশরাও আমাদের সমর্থন জানাবে।

“অন্যান্য সদস্যদের অবস্থা কি?” বললো আসহানি।

“দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইতালি কোন মন্তব্য করে নি। সাবই আমাদের সাথে রয়েছে। সে জানাল ইসরাইলি রাষ্ট্রদূত বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়।”

“তারা তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠায় নি?” বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন মোসহেনি।

“না,” জবাব দিলেন আমাতুল্লাহ। “তারা নিশ্চই তাকে অপদস্ত করতে চায় না।”

আমাতুল্লাহ বসবার কয়েক সেকেন্ড আগে সালেহি বক্তব্য শুরু করেন। ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বিশাল অর্ধ গোলাকৃতি ডেস্কের সামনে বসে ছিলেন।

আসহানি তার বক্তৃতার একটি কপি আগেই পেয়েছিলো এবং তা এক দফা মনে মনে পড়ে নেয়। পুরো বক্তৃতাটা পাঁচ মিনিটেরও কম। এর প্রথমার্শে সার্বভৌম রাষ্ট্রের শক্তি উৎপাদনের স্বাধীনতা ও অন্য রাষ্ট্রের আগ্রাসন হতে রক্ষা পাবার অধিকার নিয়ে কথা বলা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের সবাই খুব ভালো করেই জানে যে ইস্কাহানের ফ্যাসিলিটির সাথে শক্তি উৎপাদনের স্বাধীনতার নূন্যতম সম্পর্ক না থাকলেও পারমাণবিক অস্ত্রের সাথে সকল প্রকার সম্পর্কই ছিল। অবশ্য তাতে মিনিস্টার সালেহির কিছু যায় আসে বলে মনে হল না। বক্তৃতার মাঝের অংশে হামলার ফলে ঘটা ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দেয়া হয়।

সালেহি মুষ্টিবদ্ধ হাতে ডেস্কের ওপর আঘাত করে মৃত ৩২৮বিজ্ঞানী, টেকনিশান ও কর্মীর সংখ্যা প্রদান করেন। আসহানি ভাল করেই জানতো আসল সংখ্যা এর এক তৃতীয়াংশ কিন্তু আমাতুল্লাহ পুরো ব্যাপারটাকে তিনগুণ বেশি বলবার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

পেছনে ফ্রিনে সালেহি ইরানের সবচেয়ে সেরা বিজ্ঞানীদের ছবি প্রদর্শন করলেন যারা এ হামলায় নিহত হয়েছেন। সালেহি পুরো হামলার ক্ষয়-ক্ষতি দাঁড় করালেন তিন বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ, বলা বাহুল্য এটিও তিন গুণ বেশি। অবশ্য সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি ঘটেছে তা প্রাকৃতিক। ইস্ফাহান শহরটি এখন পারমাণবিক বিপর্যয়ের শিকার যা শুধু চেরেনোবিলের সাথে তুলনীয়। আর জনগণের ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করা সম্ভব নয়। বক্তৃতার শেষ অংশে ইরানের দাবিগুলো তুলে ধরেন তিনি। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে হামলাটা কে চালিয়েছে। কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে কোন দুবৃত্ত রাষ্ট্র এমন বর্বরোচিত হামলা চালাতে পারে। এবারই সালেহী প্রথম ইসরাইলের নাম বললেন। তিনি অতীতে ইসরাইল কর্তৃক সংঘটিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর হামলার বিবরণ প্রদান করেন। তিনি বলেন ইরান এমন কোন আচরণ করে নি যার ফলে ইসরাইল এমন আক্রমণ চালাতে পারে। শেষে তিনি তার দেশের দাবি দাওয়া তুলে ধরেন। টাকার অংক ছিল বিশাল। ক্ষতিপূরণস্বরূপ দশ বিলিয়ন ডলার ও ইস্ফাহান সাইট পরিষ্কার করবার খরচ।

আসহানি এ পয়েন্টগুলো সম্পর্কে জানতো, এটা তৈরি করতে সে-ই সাহায্য করেছিলো। ফ্যাসিলিটির ধ্বংসযজ্ঞের জন্য এমন দাবি করাটা তার কাছে যুক্তি সংগতই মনে হয় এমনকি সে ভেবেছিলো আমেরিকানরা ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। দ্বিতীয় দাবিটা ছিল ইসরাইলকে হেনস্তা করবার জন্য। সালেহি দাবি করেন ইসরাইল স্বীকার করুক তাদের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে এবং জাতিসংঘ পরিদর্শকদের জন্য তাদের ফ্যাসিলিটিগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হোক। ইসরাইলি অ্যাডমিরেলের কথাটি বলবার সময় আক্ষরিকভাবেই হাত মোচড়াচ্ছিলেন।

আসহানি ভেবেছিলো সালেহির বক্তব্য শেষ হয়েছে কিন্তু লোকটা এক গ্রাস পানি খেয়ে ঘোষণা দেন তার আরো একটি পয়েন্ট বলবার রয়েছে। তিনি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ ভিনকেনেস কর্তৃক ইরান এয়ার ফ্লাইট ৬৫৫-এর ওপর হামলার কথা স্মরণ করেন যাতে ২৯০ জন ব্যক্তি প্রাণ হারায়, যার মধ্যে ৬৬ জন শিশু ছিল। তাছাড়াও তিনি আরো আধ ডজন ইরানি ব্যবসায়ী ও নৌবাহিনীর জাহাজের নাম উল্লেখ করেন যা আমেরিকা কর্তৃক ডোবানো হয়। তিনি আমেরিকায় ইসরাইলের প্রতি অন্ধ সমর্থন ও ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর প্রতি

নির্যাতনের নিন্দা জানান। তিনি ঘোষণা দেন তার দেশ আর কোনভাবেই বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ারের দুর্বৃত্তপনা মেনে নেবে না।

আসহানি উপলব্ধি করলো সালেহি নাটকীয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

“এ প্রতিষ্ঠান,” বললেন সালেহি, “অতীতে আমাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুই দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি এবং আমরা বিনা বিচারে এ অপরাধ মেনে নিতে পারি না। সামনের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা হরমুজ প্রণালীর মাঝ দিয়ে সকল মার্কিন ও ইসরাইলি জাহাজ প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি। যদি মার্কিন বা ইসরাইলি পতাকাধারী কোন জাহাজ এ সমুদ্রপথে প্রবেশের চেষ্টা করে তবে তা যুদ্ধ ঘোষণার সমতুল্য বলে বিবেচনা করা হবে আর এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করব।” পুরো চেম্বার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ল। সালেহি কিছুক্ষণ থেমে আবার বলতে শুরু করলেন। “যখন আমেরিকা ও ইসরাইল এ ঘটনার দায় স্বীকার করবে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে তখন আমরা এ প্রণালী পুণরায় খুলে দেব।”

কথাগুলো ধাতস্থ হতে কয়েক মুহূর্ত লাগল। আমাতুল্লাহ ইচ্ছা করেই শেষ দাবিটা নিজের জন্য আলাদা করে রেখেছিলেন। নিরাপত্তা পরিষদ নিঃসন্দেহে প্রতিটি দাবির ক্ষেত্রে ভোটভোটি করার আগে প্রতিটি দাবির ব্যাপারে যাচাই বাছাই ও তদন্ত করবে যাতে কয়েক মাস লেগে যাবে কিন্তু প্রণালী বন্ধ করে রাখলে তার প্রভাব খুব দ্রুত পড়বে এবং এটি রূপ নেবে দ্রুত ফলাফলে। কিংবা এতে তার দেশের ওপর শুরু করে ভয়াবহ প্রতিশোধমূলক হামলা যার আশংকা আসহানি করেছিলেন।

আসহানি তার প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে দেখলো তিনি মোটেও অবাক নন এবং আনন্দের সাথেই মাথা ঝাঁকচ্ছেন। আসহানির সন্দেহ হল আমাতুল্লাহ আসলে উপসাগরীয় এলাকায় একটা গোলোযোগ বাধাতে চান।

অধ্যায় ২৭

মসুল, ইরাক

র‍্যাপ মাসুদের থিয়েটার রুমে বসে আছে, সাথে রিডলি, স্টিলওয়ে মাসুদ ও মাসুদের এক ভতিজা। তারাও জাতিসংঘের অধিবেশন দেখছে, অবশ্য চা ও পানি পান করবার বদলে তারা বিয়ার ও চুরুট পান করছে। র‍্যাপ এখন ইরানীদের এমন অদ্ভুদ আচরণ সম্পর্কে ধাতস্থ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে তাদের প্রেসিডেন্টের। তাদের সাথে শীতল যুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত কূটনৈতিক ও ভেনেজুয়েলার গুভা হুগো শ্যাভেজের মিল রয়েছে। কখনও ভীত নয়, তারা সবসময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিধিনিষেধের কথা বলে অথচ নিজেদের জনগণকে এসব থেকে বঞ্চিত রাখে। হরমুজ প্রণালীকে মার্কিন জাহাজের জন্য নিষিদ্ধ করা র‍্যাপের মনে হচ্ছে না আপাতত সেটা সম্ভব। প্রেসের জন্য এ ধরনের মিথ্যাচার প্রমাণ করা কঠিন যেখানে জনগণ মানবাধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা করে ফেলা হয়েছে। বিশ মাইল প্রস্থ একটি প্রণালীর মাঝ দিয়ে অতিক্রম করা একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার মিস করা কঠিনই বটে।

আন্তর্জাতিক জলসীমা সে রকমই—যে কেউ সেখানে অবস্থান করতে পারে। ইরান তার উপকূল থেকে বারো মাইলের সামুদ্রিক এলাকা নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার রাখে এর বাইরে এক ইঞ্চিও নয়। অন্তত একজন যুক্তিবাদী ব্যক্তি সেটাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু র‍্যাপ ভাল করেই জানে ইরান নিজেই আইন নিজেই লিখতে পছন্দ করে। তারা এমন বাস্তব তথ্যাবলিকে তাদের প্রোপাগান্ডার পথে বাধা হতে দেবে না।

সেক্রেটারি অব স্টেট উইকার ছবি স্ক্রিনে ভেসে উঠল। র‍্যাপ খেয়াল করল শান্ত স্বভাবের উইকাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে অত্যন্ত রাগান্বিত। পরনে তার রিজি গ্রাস। তিনি তার পাশে ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন যখন তার সহকারী বসে পড়ল। তিনি নিজে লেদার বৃফিং বুক খুলে তার নোটগুলো পড়ে দেখলেন। পনেরটি দেশের অ্যাট্টাচেসের দিকে তাকিয়ে অসম্ভব মায়ের মত মাথা নাড়লেন।

“আমি প্রথমেই ব্যাপারটি পরিস্কার করে ফেলতে চাই এ সপ্তাহে ঘটে যাওয়া ইস্ফাহান নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি দুর্ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন হাত

ছিল না। আপনারা যা দেখেছেন তা ইরানি সরকারের বহু পুরাতন কল্পপচা পদ্ধতি, নিজেদের যে কোন সমস্যায় তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ি করে। দায়ি করে ইসরাইলকে। সবই শয়তানের দোষ।” উইকা সালেহির দিকে তাকালেন। “যখনই ইরানে কোন দুর্ঘটনা ঘটবে ইরানি সরকার স্টার অব স্ট্রাইপ ও স্টার অব ডেভিডের ওপর দোষ চাপাবার চেষ্টা শুরু করে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য। আমাদের এ ক্রন্দনরত বালকের এমন আচরণ বহুদিনের পুরাতন।”

উইকা ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ফার্স্ট শ্লাইড, প্রিজ।”

বিশাল ড্রপ ডাউন ক্রিনে ইস্ফাহান ফ্যাসিলিটির ছবি ভেসে উঠলো। “এ ছবিগুলো ইরানের নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি ধ্বংসের কয়েক মুহূর্ত আগে তোলা। যে ফ্যাসিলিটি নির্মান করে তারা নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলুশন ১৬৯৬ ও ১৭৪৭ ভঙ্গ করেছে।” উইকা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষন। “পরবর্তী সিরিজের ছবিগুলো। ফ্যাসিলিটি ধ্বংস প্রাপ্ত হবার আসল কারণ তুলে ধরবে।”

হাই রেজ্যুলুশন ফটোগ্রাফ ক্রিনে ভেসে উঠতে শুরু করল। উইকা বলতে লাগলেন। “লক্ষ্য করুন এতে কোন আলোকচ্ছটা, বিস্ফোরন কিংবা ধোঁয়ার অস্তিত্ব নেই।” উইকা আবার পেছনে তাকালেন। “পরবর্তী শ্লাইড প্রিজ।”

একটি বিন্দিংয়ের অনেকখানি জুম করা ছবি সামনে আসল। ছবিটা চারটি সেকশনে বিভক্ত। এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিটগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এমনকি ছাদের ওপর করা কারুকাজকেও। শ্লাইডগুলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছাদ প্রায় অক্ষত, হালকা কিছু ফাটল বাদে। লাল দাগ দিয়ে ফাটলগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সাইড বাই সাইড পূর্বাবস্থা ও পরবর্তী অবস্থায় রাখা হয়েছে ছবিগুলো। পরের শ্লাইডে দেখা যাচ্ছে ছাদের মাঝখান থেকে ফাটল সৃষ্টি হয়ে তা মাকড়শার জালের মত ছড়িয়ে গেছে। ফাটলগুলো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হচ্ছে না।

“খেয়াল করে দেখুন,” বললেন উইকা, “কোথাও কি দেখা যাচ্ছে বোমা ছাদের ওপর আছড়ে পড়ছে? আমাদের বিশেষজ্ঞরা মনোযোগ দিয়ে পুরো ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখেছে এবং আমি অন্যান্য স্থায়ী সদস্যদের অনুরোধ জানাব তারা যেন তাদের নিজস্ব স্যাটেলাইটে তোলা ছবিগুলো পরীক্ষা করে দেখেন।”

পরবর্তী সিরিজের ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে ছাদ ধ্বংসে পড়ে যাচ্ছে। অন্যান্য অংশও একই ভাবে ধ্বংসে পড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে পুরো বিন্দিংটা যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছে। শেষ ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি বর্গাকৃতি ছিদ্র থেকে ধূলাবালির ধোঁয়া সৃষ্টি হয়ে বেরিয়ে আসছে।

“এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বোমার আঘাতে ছাদটি ধ্বসে পড়ে নি ফলে এরিয়াল বোমার্টমেন্টের কোন সুযোগ এখানে থাকছে না। আমরা ডজনখানেক সামরিক ও বেসামরিক বিশেষজ্ঞ দিয়ে ছবিগুলো পরীক্ষ করিয়েছি, তারা সকলে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন আভ্যন্তরীণ কাঠামোগত ত্রুটির কারনেই এ দুর্ঘটনা হয়েছে। বাইরে থেকে কোন হামলা হয় নি। ইরানি সরকারের দাবি অনুযায়ী কোন প্লেন থেকে বোমা ফেলা হয়নি।” উইকা সরাসরি ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “প্রথমে আমরা ধারণা করেছিলাম এভাবে বিন্টিংটা ধ্বসে যাবার কারণ সম্ভবত নির্মাণগত ত্রুটি কিন্তু গতকাল আমরা যে তথ্য পাই তারপর এ সম্ভবনাকে উড়িয়ে দিতে বাধ্য হই।

উইকা ডানপাশে তাকিয়ে তার ডেপুটিকে ইশারা করেন। “ইরানি সরকার পৃথিবীর সামনে এটিই জাহির করতে পছন্দ করে যে তারা তাদের জনগণের পূর্ণ সমর্থন পেয়ে আসছে কিন্তু বাস্তবতা হল এটাই যে তাদের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে পিপলস মুজাহিদিন অব ইরান, মুজাহিদিন-এ-খালক ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অব রেজিমেন্ট তাদের স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।” গ্রুপগুলোর নাম ক্রিনে ফুটে উঠল। “পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কটরবাদী ধর্মীয় নেতারা এসব সংগঠনের নেতা কর্মীদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে সরকারের নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করবার অপরাধে। সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা সারা বিশ্বের কাছ থেকে এসব বিদ্রোহী সংগঠনের খবর লুকিয়ে রাখছে। সে কারণে ইন্টারনেট তেহেরানে অবস্থিত স্বৈরাচারী সরকারের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।”

“এ বক্তব্যটি মুজাহিদিন-এ-খালক বা এমইকে ইন্টারনেটে প্রকাশ করেছে যা যে কেউ দেখতে পারেন। আল-জাজিরার কাছ থেকে আমি খবর পেয়েছি তারা সেটা প্রচারও শুরু করে দিয়েছে।”

র‍্যাপ মাসুদের বাড়িতে ধারণকৃত ভিডিওচিত্রটা ক্রিনে ভেসে উঠতে দেখলো। একজন মানুষ পা মুড়িয়ে মাটিতে বসে আছে। পরনে সবুজ সামরিক পোশাক ও মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে। একটি রাশিয়ান এস-৭৪ কোলের ওপর রাখা। পেছনে নীল রংয়ের একটি ব্যানার যাতে ফার্সি ও ইংরেজিতে লেখা ‘ক্ষি ইরান’ ও ‘মুজাহিদিন-ই-খালক।’ মুখোশের আড়ালে থাকা লোকটা মাসুদের ভাতিজা, অনর্গল ফার্সি ও ইংরেজিতে কথা বলে যাচ্ছে।

“ইরানের জনগণ দীর্ঘদিন অনেক দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে গেছে যখন তাদের নেতারা মরহুম শাহ মুহাম্মদ রেজা পাহলভির সম্পদ লুটেপুটে খেয়েছে। ইরানের বীর জনগণ শাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাকে নামালেও তাদের সে বিপ্লব ছিনতাই হয়ে যায় কিছু স্বার্থপর লোকের কাছে যারা শুধু

নিজেদের পকেটই পরিপূর্ণ করে গেছে অথচ সাধারণ মানুষ সংসার চালাতে হিমশিম খেয়েছে। তারা সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টিকে থেকেকে ক্ষমতায়। তারা মানুষের চিন্তা করবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে কথা বলবার অধিকার, এমনকি ইসলামের ওপর বিশ্বাস রাখার অধিকারও ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। শাহের প্রাসাদে বসে তার মদ গিলেছে আর স্যাটেলাইটে দেখেছে পর্নোগ্রাফিক ভিডিও।”

র‍্যাপ নিজের লেখা শব্দগুলো শুনে হাসতে লাগল। সে প্রথমে পর্নোগ্রাফি শব্দটা ব্যবহার করতে দ্বিধাম্বিত ছিল কেননা ব্যাপারটা নাজুক ও বিব্রতকর। যারা পশ্চিমে বসবাস করে তাদের কাছে এ অভিযোগটা গুরুত্বপূর্ণ মনে নাও হতে পারে কিন্তু যারা কড়া ইসলামী আইনের মধ্যে বসবাস করেছে তাদের মধ্যে এ অভিযোগ ব্যাপক সন্দেহের সৃষ্টি করবে যে যারা আইন করেছে তারাই তা ভঙ্গ করেছে। এমন অভিযোগ দাঙ্গা পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে।

“তারা গোয়েন্দা পুলিশ দ্বারা সুরক্ষিত,” মুখোশধারী বলতে থাকল, “যারা শাহের কুখ্যাত সাতাকের চেয়েও নিকৃষ্ট। যারা সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে তাদের ওপর চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন এমনকি হত্যাযজ্ঞ। তারা কোটি কোটি ডলার পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের পেছনে ব্যয় করেছে অথচ সাধারণ মানুষ কোন রকমে করছে কলাতিপাত। আমাদের মত সাধারণ মানুষের পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে কি লাভ? আর পৃথিবীও চায় না আমরা তা নির্মাণ করি। এর কোন জবাব নেই। তারা আমাদের এ মহান জাতিকে সারা বিশ্বের কাছে একঘরে করে ফেলেছে। আমি আমার ইরানী ভাইদের কাছে জানতে চাই জীবনযাত্রার মান কি শাহের শাসনামলের চেয়ে ভালো হয়েছে? সত্য হল তা হয় নি। সে কারণেই আমরা ইস্কাহানের পারমাণবিক কেন্দ্রটি ধ্বংস করেছি। ইস্কাহান পারমাণবিক কেন্দ্র আমাদের শাসকদের অপকর্মের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। তারা কি আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে? না তাদের চিন্তা চেতনায় শুধুই ক্ষমতা। আমরা এই স্বার্থপর বুড়োদের আমাদের বিপ্লব চুরি করতে দিয়েছি, এর জন্য মূল্যও দিয়েছি চড়া। আমাদের অনেক ভাই ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন কারণ আমরা সময়মত পদক্ষেপ নেই নি। এবার সময় এসেছে দ্বিতীয় বিপ্লবের। সময় এসেছে এসব উগ্রবাদি ধর্মগুরু ও তাদের পুতুল শাসকদের ছুঁড়ে ফেলার। ইস্কাহান পরমাণু কেন্দ্র ধ্বংসের মাধ্যমে আমরা শৈবরাচারের পতনের সূচনা করেছি। সময় এসেছে সত্যিকারের ইসলামী ও গণতান্ত্রিক ইরান প্রতিষ্ঠার।

তেহেরান, ইরান

সেক্রেটারি অব স্টেট উইকার মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া হল। এমনকি আসহানি যিনি নিজেকে অন্যান্যদের চেয়ে বাস্তববাদী মনে করেন তিনি বাকিদের সাথে আমাতুল্লাহর অফিসে উপস্থিত থেকে এ বিশ্বাসে বক্তব্য শোনেন যে জাতিসংঘে কদাচিৎ সত্য ভাষণ হয়ে থাকে। উইকার প্রথম পয়েন্ট অবশ্য একেবারেই সঠিক। যখনই আমাতুল্লাহ সুপ্ৰম লিডার কিংবা জনগণের সাথে কোন সমস্যার সম্মুখীন হন তখনই তিনি তার হাতের কাছে থাকা মাইক্রোফোনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তি উদ্ধার শুরু করেন। তারপর ইসরাইলের ধ্বংসপ্রাপ্তি নিয়ে শুরু করেন আলোচনা।

স্যাটেলাইটে তোলা ছবিগুলো দেখে সবাই নাক সিটকালেও আসহানি ব্যাপারটা আগ্রহের সাথেই নেন। ছবি প্রকাশের পর তিনি মহিলার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন যা তথ্যবহ। তথ্য যা তার নিজের সন্দেহের সাথে মিলে যায়। ব্যাপারটা আরো ঘনীভূত হয় যখন তিনি ইরানি বিদ্রোহী সংগঠনগুলোর নাম বলতে শুরু করেন। তিনি আমাতুল্লাহকে কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে একটি ফোনকল পুরো সম্প্রচারটা বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট কিস্তি আক্রমণের পর থেকে আসহানির মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। পূর্বের মত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেবার মনোভাব আর নেই তার। তিনি চান আমাতুল্লাহ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ুক।

যখন উইকা মুজাহিদিন এ খালকের ভিডিওটি দেখালেন পুরো অফিসের পরিস্থিতি বদলে গেল। হাসিমুখগুলো হঠাৎ করে কালো হয়ে গেল। আসহানি লক্ষ্য করলেন আমাতুল্লাহ সামনে ঝুঁকলেন।

ইরানি প্রেসিডেন্ট বললেন, “বিষয়টা কি?”

আসহানি এমইকে মুখপাত্রের বলা প্রথম শব্দগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলো। সে খুব ভালো করেই জানে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো কিভাবে অন্যের কৃতকর্মের দায় নিজ ঘাড়ে নিতে পছন্দ করে থাকে। হিজবুল্লাহর বহু অপারেশন একটু বেশি সন্দেহজনক হওয়ায় তারা অজ্ঞাত গ্রুপের বরাত দিয়ে তার কৃতিত্ব গ্রহণ করত। এমইকে কোন অজ্ঞাত গ্রুপ নয়। তারা দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে দিন দিন প্রভাবশালী হয়ে উঠছে। এতটাই প্রভাবশালী যে

সরকারী কর্মকর্তারা কার্যাদি পরিচালনা করতে তাদের ভয়ে তটস্থ থাকে না ।

টিভি পর্দায় যা ভেসে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে ১৯৭৯ সাল পরবর্তি ইরান সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক উক্তি । আসহানি মনে মনে কামনা করছে কথাগুলো যেন সাধারণ মানুষের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় । তার মাথায় তখন ঘুরছিল বিপ্লব সবসময়ই রক্তাক্ত হয় যাতে অনেক নিরীহ মানুষ ফেঁসে যায় । তার আশা হল তার মেয়েরা যদি এমন একটি ইরানে বসবাস করতে পারে যা হবে এসব কট্টরবাদীদের প্রভাব থেকে মুক্ত । আরেকটা ব্যাপার তার মাথায় খেলছিল তা হল আনন্দ । আমাতুল্লাহর অবস্থা দেখে আনন্দ ।

লোকটা বক্তৃতার পঞ্চম লাইন বলতে শুরু করায় আমাতুল্লাহ উঠে দাঁড়িয়ে তার ডেস্কের দিকে ছুটে গেলেন । তিনি ফোন তুলে একটিমাত্র বোতামে চাপ দিলেন । আসহানি বুঝতে পারলো না নাম্বারটা কত, অবশ্য তার প্রয়োজনও ছিল না । সে জানে আমাতুল্লাহ কাকে ফোন করছেন—যোগাযোগ মন্ত্রণালয় । রাষ্ট্রচালিত টেলিভিশনকে নির্দেশ প্রদান করা হয় জাতিসংঘে মন্ত্রী সালেহির ভাষণ সম্প্রচার করতে । তারা সারাদিন এ ব্যাপারে বিজ্ঞাপন করে যান এবং আমেরিকান সেক্রেটারি অব স্টেটের ‘মিথ্যায় ভরা’ জবাব প্রচার করবার পরিকল্পনা করে । প্রচুর লোক অনুষ্ঠানটি দেখবে এবং আমাতুল্লাহ ও অন্যান্য নেতারা পর্নোগ্রাফি দেখে তথ্যটা কেউ ভালোভাবে নেবে না । আসহানির মনে হল কাজটা কোন ঝানু ব্যক্তির করা । সত্য কি না সে ব্যাপার নয় । ইরানের মত সমাজে যেখানে যৌনতা একটি নিষিদ্ধ বিষয় সেখানে এ ধরনের অভিযোগ অসম্ভব সৃষ্টি করবে তাতে সন্দেহ নেই এবং ইতিমধ্যেই যা ক্ষতি হবার তা ঘটে গেছে ।

আমাতুল্লাহ ফোন তুলে চিৎকার করতে লাগলেন, তার চোখ আঠার মত লেগে থাকল বড় স্ক্রিনের দিকে । একেকটা সেকেন্ড অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে তিনি আরো উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন । শেষমেষ একটি পেপারওয়াইট তুলে টিভি স্ক্রিনের দিকে ছুঁড়ে মারলেন তিনি । পেপারওয়াইটটি স্ক্রিনের প্রটেকটিভ গ্লাসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসলো, সামান্য দাগ ছাড়া তেমন কিছু করতে পারল না । আশাতিত ‘সফল্য’ না পেয়ে ফোন তুলে শাপ শাপান্ত করতে লাগলেন তিনি ।

আসহানি একবার তাকালো আমাতুল্লাহর দিকে আরেকবার স্ক্রিনের দিকে যেন কোন টেনিসম্যাচ দেখছে সে । মনে মনে আশায় বুক বাধছিলো কবে আসবে এ মাহেন্দ্রক্ষণ । প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরাকে যুদ্ধ চলায় এমইকে’র শক্তি ও ঔদ্ধত্য দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে । বহু বছর ধরে তার মন্ত্রণালয় এসব বিপ্লবীদের

চিহ্নিত করে গুপ্তহত্যা চালিয়ে গেছে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে তারাই বিপ্লবীদের ভয়ে আতংকিত। ঘটনাগুলো প্রথমদিকে উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকলেও তা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। তিনি আমাতুল্লাহ ও কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যদের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন বারবার। কিন্তু আমাতুল্লাহ ও তার উপদেষ্টারা প্রতিবেশী ইরাক ও আফগানিস্তানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকায় তারা এ সতর্কবাণী আমলে নেন নি।

আমাতুল্লাহর অফিস তখন হৈ হট্টগোলে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ল যখন মুখোশধারী এমইকের মুখপাত্র বলে ওঠে, “ইস্ফাহান পরমাণু কেন্দ্র ধ্বংসের মাধ্যমে আমরা স্বৈরাচারের পতনের সূচনা করেছি। সময় এসেছে সত্যিকারের ইসলামী ও গণতান্ত্রিক ইরান প্রতিষ্ঠার।”

মসুল, ইরাক

প্রায় ফাঁকা রাস্তায় বিট আপ কাটলাসটা এগিয়ে যাচ্ছে। আর্মর প্রেটিংয়ের অতিরিক্ত ওজন গাড়িটাকে আরো ভারিষ্কি করে তুলেছে। সূর্য তখনও ঠিকমত ওঠে নি। পুরো শহর যেন এক ধূসর চাদরে আচ্ছন্ন। র‍্যাপ মসুলে মাত্র দুদিন হল এসেছে এরই মধ্যে স্টিলওয়েল চার-চারবার গাড়ি বদল করেছে। গাড়িটা সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ আর দুগন্ধে পরিপূর্ণ, বলাবাহুল্য ব্যাপারটা র‍্যাপের মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। দোমড়ানো পপ ক্যান, প্লাস্টিকের কাপ আর স্ট্যান্ডউইচ র‍্যাপার মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো এমন ছদ্ধবেশ র‍্যাপ এর আগেই নিয়েছে। স্কারলেট সিম্পারনেলের নাটক। এমন অবস্থা সৃষ্টি কর যে তুমি একজন অর্থব মানুষ আর লোকজন তোমার দিকে মনোযোগ দেবে না।

মসুলের সিআইএ'র হয়ে কাজ করতে গেলে অত্যন্ত সাবধানী হতে হয়। সে ব্যক্তিকে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় তবে অত্যন্ত সাবধানে, নিজের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে। আরেকটা উপায় হল নিকটবর্তি মার্কিন ঘাঁটিতে বসে স্থানীয় লোকজনের জন্য অপেক্ষা করা। তবে আসল খবর জানার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মেশা ছাড়া কোন পস্থা নেই। স্টিলওয়েল উপলব্ধি করেছে যে তার নিজেকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে যেখানে তার কপালে জুটবে এমন সৌভাগ্যময় ঘটনা যা বহু বিদেশী ইন্টেলিজেন্স অফিসারের ক্ষেত্রে ঘটেছে। স্বতঃপ্রোনোদিত হয়ে তথ্য প্রদানকারী। এ ধরনের লোকজন তিন প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম ধরনের লোক তারা যারা স্রেফ শাসন ব্যবস্থায় অতিষ্ঠ। ইরাকের মাটিতে এমন লোক তারা যারা দুর্নীতি ও সহিংসতায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এ ধরনের লোক সবচেয়ে ভাল হয়। এরা সে ধরনের লোক যারা এ দৃশ্য দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারে না যে তাদের পাড়া-মহল্লা সন্ত্রাসী, অপরাধী, গুন্ডাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দ্বিতীয় ধরনের লোক তারা যারা অর্থ কিংবা আমেরিকার মাটিতে উন্নত জীবনের আশায় তথ্য প্রদান করে। এরা বেশ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় কেন না প্রায়শই তারা সে কথাই বলবে যে কথা একজন সিআইএ সদস্য শুনতে চায়। তৃতীয় ধরনের ব্যক্তির সবচেয়ে ধূর্ত। এরা আসে প্রতিশোধ নিতে। ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব, প্রতিবেশীর সাথে ঝামেলা এসব ক্ষেত্রে সিআইএ'কে মনগড়া

তথ্য প্রদান করে শত্রুকে শায়েস্তা করতে চায় তারা। বলাবাহুল্য যে ব্যক্তি এসব অভিযোগ নিয়ে আসছে তারা নিজেরাও ধোয়া তুলসি পাতা নয়। স্টিলওয়েল এ ধরনের লোকের সাথে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে।

স্টিলওয়েলের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার হল, তাকে এমন একটা অবস্থায় থাকতে হয় যেন সবাই তার সাথে এসে দেখা করতে পারে। বলাবাহুল্য মসুলের মত শহরে একজন সিআইএ অফিসার তো বটেও একজন আমেরিকান নিঃসন্দেহে একটি রসালো টার্গেট। অবশ্য স্টিলওয়েলও অত্যন্ত সাবধানী। সে কখনও একই স্থানে দু'রাতের বেশি কাটায় না। নিয়মিত গাড়ি বদলায়। সে একজন নিম্নস্তরের সিআইএ অফিসারের বেশ নিয়ে চলাচল করে যার বলতে গেলে কোন ক্ষমতাই নেই। সে লেডিডি নামে নিজের একজন কল্পিত বসের নামও তৈরি করে ফেলেছে যে সকল নির্দেশ প্রদান করে ও যার কাছে কুক্ষিগত রয়েছে সকল ক্ষমতা। এসব মিটিং সচরাচর শহরের সাইবার ক্যাফে কিংবা খোলা বাজারে হয়ে থাকে। তার সাথে আধ ডজন কুর্দি বডিগার্ড থাকে যারা যোদ্ধা হিসেবে যেমন দক্ষ তেমন সিআইএ'র প্রতি অনুগত।

গাড়িটা লাল বাতি দেখে থেমে গেল। তারা দক্ষিণে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিল কেনেডি ও তার সহকারীদের সাথে দেখা করবার জন্য। সকালের ব্যস্ততা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স্টিলওয়েল দুদিকে তাকাল। গাড়িটা ছাড়তে গিয়ে একজন কালো নেকাবধারী মহিলাকে দেখে থেমে গেল সে। মহিলার দুই হাতে দুটি শিশুকে ধরা। ছেলেটির পরনে জিন্স ও সোয়েটার ও মেয়েটার পরনে হিজাব। মহিলা নেকাবের আড়াল থেকে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। ছেলেটার বয়স পাঁচের মত আর মেয়েটা বয়সে কিছুটা বড়। মেয়েটা র্যাপের দিকে তাকিয়ে হাসল। জবাবে র্যাপ হেসে তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল আর মনে মনে প্রার্থনা করল তারা যেন নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারে। বিদ্রোহীদের মানুষের জীবনের প্রতি এমন অববেচকের মত মনোভাব আসলেই দুঃখজনক।

ল্যাংলির এক সেশনে র্যাপকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে হত্যা করা কি তার জন্য সহজ কিনা। সে প্রশ্নের উত্তর র্যাপের ফাইলে মতামত বা তথ্য হিসেবে লিখে রাখা হয়। র্যাপ যদিও কাউকে বলে নি কিন্তু সত্য হল সে এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে আনন্দবোধ করে যার হাত নিরপরাধ মানুষের রক্তে রাঙানো। যদি সেটা আধ মাইল দূর থেকে মাথায় গুলি হয় তাহলে সেটাই সহি। যদি সেটা লেজার দিয়ে টার্গেট 'পেইন্ট' করা হয় যেন একটি আমেরিকান জেট একটি ৫০০ পাউন্ডের বোমা বেকুবটার মাথার ওপর ফেলে তাতেও সমস্যা নেই কিন্তু সে কাছ থেকে কাজ করতে পছন্দ করে। র্যাপ

সেসব ব্যক্তির চোখের দিকে তাকাতে চায় যখন তাদের কুৎসিত জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তার শিকারেরা সব সস্ত্রাসী ও গুণ্ডা যারা নিজেদের সাহসী মনে করে কারণ তারা গাড়িতে বিস্ফোরক ভরে কোন এক বিভ্রান্ত কিশোরকে দিয়ে তা চালিয়ে কোন বিল্ডিং কিংবা বাজারে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। তাদের লক্ষ্য কি? কিভাবে একজন সাধারণ মানুষ এমন আচরণকে সমর্থন জানাতে পারে?

জবাবটা অপেক্ষাকৃত কম জটিল যতখানি অনেকে মনে করেন। তারা মানুষ এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই, এরা কট্টরবাদী, এক বিকৃত ইসলামের অনুসারী। এরা তাদের যৌবনে সহিংসতা দেখেছে এবং বের হয়ে আসতে পারে নি তার থেকে। এরা নিজেদের জীবনকে ভরিয়ে তুলেছে ঘৃণায়, নিজেদের দুর্দশার জন্য তারা দোষারোপ করে গেছে অন্যদের। তারা এখন পেছনে ফিরে নিজেদের কৃতকর্মের দিকে ফিরে তাকাতে চায় না। তারা পুরো কুরআন পড়তে ভয় পায় কারণ তাতে তারা এমন সব শব্দের মুখোমুখি হবে যা তাদের কার্যকলাপকে সমর্থন করে না।

র‍্যাপ মনে করে সে জন্তু শিকার করে। সেসবক জন্তু যাদের মানব জীবনের প্রতি নূন্যতম মায়াদয়া নেই। অত্যন্ত অল্প সংখ্যক লোকই র‍্যাপের এ মনোভাব বুঝতে পারে। এসব লোকজনকে খুঁজে বের করবার তৃপ্তিবোধ যা করতে অনেক সময় মাসের পর মাস লেগে যায়। নির্ধারন করা কখন আঘাত হানতে হবে, কখন চুপ করে থাকতে হবে। সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় থাকা, তার মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে ছোঁরা বিঁধিয়ে দিয়ে তারা ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়তে দেখা। জানতে পারা যে সে সেসব ব্যক্তির জন্য ন্যায় বিচার স্থাপন করেছে যারা এ উন্মাদগুলো হাতে তাদের জীবন হারিয়েছে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যে পশুগুলো আর কারো প্রাণ হরণ করতে পারবে না। বিগত বছরগুলিতে র‍্যাপ তার মিশনের কারণে অনেক নিষিদ্ধ এলাকায় গিয়েছে। সে ফিলিপাইনের আদ্র জঙ্গলে মাশার কামড় খেয়েছে যা সাইজে হামিংবার্ডের সমান। সে পায়ে হেঁটে সাহারা মরুভূমির উত্তরাঞ্চল পার হতে বাধ্য হয়েছে লিবিয়ান সৈন্যদের ফাঁকি দেবার জন্য। সে সুইস আল্পসে শীতে জমে প্রায় মরতে বসেছিল, আফগানিস্তানে আক্রান্ত হয়ে এক সপ্তাহে সতের পাউন্ড ওজন হারায় সে।

ধুলোয় ভরা প্রাচীন মসুল নগরীর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে র‍্যাপ ভেবে দেখল অন্যান্য শহরগুলোতে সে একটা সুযোগ নিয়ে দেখতে পারত। বিশ লক্ষ জনবসতির এ শহর দেখে র‍্যাপের মনে হতে লাগল পৃথিবীর এ অঞ্চলটা কি পরিমাণ বিভক্ত। গভীর রাতে রিডলি বেসে ফিরে যায় ল্যাংলির সাথে

যোগাযোগ স্থাপন ও কেনেডির আসার জন্য প্রস্তুতি নেবার জন্য আর র‍্যাপ ও স্টিলওয়েল সেফ হাউস পরীক্ষা করতে গেল যেখানে কেনেডি তার কাউন্টারপার্টের সাথে মিটিং করবেন। সে ও স্টিলওয়েল নিনাওয়া স্ট্রট থেকে দজলার দিকে ও সেখান থেকে দক্ষিণে আমির যায়া স্ট্রটে সেফ হাউসে গেলো। চারজন বডিগার্ড তাদের সাথে রয়েছে। দু'জন সামনে ও দুটো তাদের আশেপাশে। রেকি করতে এক ঘণ্টা লাগল তাদের। যদিও র‍্যাপ সহিংসতা নিজের চোখে দেখতে না পেলেও তার চিহ্ন বেশ ভাল করেই দেখতে পেল। বিন্ডিংগুলোতে গুলি ও শার্পনেলের দাগ। কিছু বিন্ডিংয়ে আগুনের ছাপ আর কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত। কোর্ট হাউসের আশেপাশে পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতি। মূল সড়ক কমলা সাদা রংয়ের ট্যাক্সি আর পুরাতন জাপানি গাড়িতে পরিপূর্ণ।

এক জায়গায় মার্কিন সেনাবাহিনীর স্ট্রাইকার ভেহিকেলের একটি কলাম ট্রাফিকে আটকা পড়ে রয়েছে। র‍্যাপ দেখতে পেল কিছু লোক দাঁড়িয়ে এসব দেখছে বাকিরা গলি কিংবা দোকানের মধ্যে লুকিয়ে পড়ছে। উদ্বেজনা বিদ্যমান, সন্দেহ নেই। অর্ধেক মানুষ চায় দখলদারী সেনাবাহিনী বিদায় হোক আর বাকি অর্ধেক প্রবলভাবে চায় যেন তারা থেকে যায় দেশকে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করতে। এ বিষয়টাই র‍্যাপকে আতংকিত করে তুলছে। ঠিক যেন এক বিশাল ঝড় অত্যাশন্ন এবং সেটা থামানোর জন্য সে কিছুই করতে পারছে না। কে শত্রু আর কে শত্রু নয় চিহ্নিত না করতে পারার ব্যর্থতা পরিস্থিতিকে কঠিন করে তুলছিল। প্রত্যেকটা বিষয় ঠিক রাখাটা এক প্রকার অসম্ভবই তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নেই যে তাদের কেউ কেউ দলবদল করবে না।

স্টিলওয়েল অবশ্য তার কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছে। সেফ হাউসটা রাস্তার ওপাশে যেখানে মিটিংটা অনুষ্ঠিত হবে। এটি স্টিলওয়েলের একটি সাইবার ক্যাফে যেখানে বসে সে তার কন্ট্রোলারদের সাথে দেখা করে। ক্যাফের মালিক স্টিলওয়েলের একজন দেহরক্ষী। জায়গাটা ব্যবহারের জন্য স্টিলওয়েল তাকে অতিরিক্ত এক হাজার প্রদান করে। রাস্তার অপর পাশে দোতলা অ্যাপার্টমেন্টটাতে জরুরি পরিস্থিতির জন্য জিনিসপত্র জমা করে রাখা হয়েছে। সেখানে সামরিক খাট, সামরিক রেশন ও প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র লুকানো রয়েছে। সেখানে একটি গ্রেনেড লক্ষ্যার, আধ ডজন এম-৪ রাইফেল ও গ্রন ৪৫ ক্যালিবার পিস্তল, দুটি এম ২৪৯ এসএ ডার্লিউ ও এককেস এম ৬৭ ফ্রাগমেন্টেশন হ্যান্ড গ্রেনেড। এছাড়া বডি আর্মার টঙ্ক কন্ট, একটি কমিউনিকেশন। সার্ভেলেস প্যাকেজ ও একগাদা পুরাতন ম্যাগাজিন ও পেপারব্যাক। সবকিছু একটি রিইনফোর্সড স্টিল ডোর যার সাথে তিনটি হেভি

ডিউটি ডেডবোল্ট সংযুক্ত দ্বারা সুরক্ষিত। জানালাগুলো লোহার শিক দ্বারা সুরক্ষিত আর রাস্তা, সিঁড়ি ও অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর ছোট ছোট ক্যামেরা ফিট করা। স্টিলওয়েলের প্রতিটি সেফ হাউস এভাবেই সুরক্ষিত আর সে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্যামেরা দিয়ে প্রতিটি সেফ হাউসে নজর রাখতে পারে।

পয়েন্ট ৪৫ ক্যালিবারের গুলি নিয়ে র্যাপ রাত এগারোটা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়লে রাত দুটোর সময় বন্দুকের গুলিতে ঘুম ভেঙে যায় তার। এক ঘন্টা জেগে থাকার পর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। গুলির আওয়াজ কাছে থেকে আসছে। স্টিলওয়েল মাতালের মত নাক ডাকছে আর র্যাপ শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছে পরদিন সকালে তার কি কি বিষয় চেক করতে হবে। অবশেষে সকালে বিকট এক বিস্ফোরণের আওয়াজে ঘুম ভাঙল তার। র্যাপ বাতি জ্বালিয়ে স্টিলওয়েলের দিকে তাকাল, সেও ঘুম থেকে উঠে গেছে।

“কাছাকাছি,” বলল র্যাপ।

“চিন্তা কোর না,” বিড়বিড় করে বলল স্টিলওয়েল। “ওটা আমাদের।” তারপর সে ঘুরে এক মিনিটের কম সময়ের মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করল।

র্যাপ আশেপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিল। সে বারবার নিজেকে অন্তত দশবার প্রশ্ন করল কেনেডিকে এ পরিবেশে আনাটা ঠিক হচ্ছে কি না। ইরানিরা এয়ারপোর্টে দেখা করতে মানা করে দেয় ফলে একটা নিরপেক্ষ স্থানে দেখা করবার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছে। তারা বোমার আঘাতে বিদ্ধস্ত একটি গাড়ি অতিক্রম করল।

স্টিলওয়েল র্যাপের দিকে দাঁত বের করে হেসে বলল, “কি ব্যাপার? রাতে ঘুম হয় নি?”

র্যাপ তার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, “জানি না কোনটা খারাপ ছিল? তোমার নাক ডাকা না গুলির আওয়াজ।”

“আমার নাক ডাকা। তুমি তো এখানে বহু রাত কাটিয়েছ। গুলির আওয়াজে তো সমস্যা হবার কথা না।”

“আমারও তাই মনে হয়।” র্যাপ মাথা ঝাঁকাল চিন্তা করে, মনে মনে ঠিক করল কেনেডির কাছে স্টিলওয়েলের ব্যাপারে তদ্বির করবে, চেষ্টা করবে বেতন বাড়াবার। ফিল্ড লেবেলে কাজ করা এসব লোকেরা কখনও যথেষ্ট অর্থ পায় না।

রাশিয়া নির্মিত হাউন্ড এম-আই ২৪ হেলিকপ্টারটা দ্রুতগতিতে এসে প্রাচীন নিনেভার নগরীর ওপর ঘুরতে লাগল। আসহানি নিচে অ্যাসিরিয়ান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে ইতিহাসের পাতায় নিজ দেশের অবস্থান সম্পর্কে ভাবলো। সে যদিও সবকিছু জানে না তবে এটুকু জানে মহানবী (সাঃ) জন্মের হাজার হাজার বছর আগে অ্যাসিরিয় রাজধানীর পতন ঘটে। মিদিয়ান ও ব্যাবিলনীয়রা শহরটা ধ্বংস করে ফেলে এবং পরবর্তীকালে সাইরাস দ্য গ্রেট এটি জয় করেন। সে সময় পার্সিরা ভূ মধ্য সাগর থেকে শুরু করে আধুনিক ভারত পর্যন্ত শাসন করত। সে সব আজ কেবলই ইতিহাস। ইতিহাসের পুণরাবৃত্তির আশা নেই বললেই চলে আর বর্তমান পরিস্থিতিতে যেটুকু রয়েছে সেটুকু টিকিয়ে রাখতে পারলেই যথেষ্ট।

আসহানির মাঝে মাঝে মনে হয় তার সরকার যতখানি মনে হয় তার চেয়েও বেশি খারাপ অবস্থায় আছে। সুপ্ৰম কাউন্সিলের সদস্যরা হয় বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে সরে আছে না হয় তাদের আশেপাশে রয়েছে একদল চাটুকার যারা শুধু সে তথ্যই দেয় যে তথ্য তাদের মনঃপূত। অস্তুত আমাতুল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকমই। তিনি তার নিজের মিথ্যাচারে নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন আর আশা করছেন অন্য সবাই তা বিশ্বাস করবে।

জাতিসংঘের ঘটনাটা পরিস্থিতি ঘোলাটে করে ফেলেছে। নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকার এ মর্মে অভিযোগ যে ইরান তাদের নিজ দেশে সৃষ্ট বিদ্রোহ লুকানোর চেষ্টা করছে, পুরো ব্যাপারটাকে অন্য রকম করে ফেলেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী সালেহির দুর্বল পাল্টা আক্রমণ, আমেরিকা মিথ্যা অভিযোগ করছে পরিস্থিতিকে আরো প্রতিকূলে নিয়ে গেছে। সেক্রেটারি অব স্টেট উইকার সামনে সালেহির প্রতিবাদ আসহানির কাছে একেবারেই দুর্বল মনে হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র বিপ্লবের পর এই প্রথম তেহেরানের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেছে, তেহেরানে তার লোকজন তাকে জানাচ্ছে রাস্তায় জনগনের মনোভাব একেবারে বিরূপ।

সুপ্ৰম লিডার পুরো ব্যাপার থেকে দূরে সরে আছেন। তিনি রাষ্ট্রের ধর্মীয় এ ডুবন্ত জাহাজ থেকে সরে দাঁড়াবার পায়তারা করেছেন, যেন পুরো দায়িত্বটা আমাতুল্লাহর ঘাড়ে চাপে। বেশ কিছু ব্যাংকে আগুন দেয়া হয়েছে।

আমাতুল্লাহ নিরাপত্তাবাহিনীকে পূর্ণ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেকোন ব্যক্তি ঝামেলা সৃষ্টি করলে তাকে গ্রেপ্তার করবার নির্দেশ প্রদান করেছেন তিনি।

হেলিকপ্টারটা নদীর কাছে একটা পার্কিংলটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আসহানি ডানদিকে তাকিয়ে ইমাদ মুখতারকে দেখলো, সে তখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলছে। অবস্থা এখন এতই খারাপ যে আমাতুল্লাহ মুখতারের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করছেন। হিজবুল্লাহর প্যারামিলিটারি প্রধান বেশ কিছু বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকরী হলেও তার মানে এই নয় যে সে ইরানের রাষ্ট্রপতিকে এমন নাজুক পরিস্থিতিতে পরামর্শ দেবে। এমনকি নিরাপত্তা পরিষদে এমন বিব্রতকর পরিস্থিতির পরও মুখতার আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে হামলা চালাবার কথা বলে যাচ্ছে। যখন আসহানি প্রশ্ন করেন কেন তখন জবাবে সে বলে দোষি হোক আর না হোক এ দুই দেশ হামলা থেকে লাভবান হয়েছে সেজন্য তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। আসহানির সাথে তর্কে না পেরে মুখতার সরাসরি আমাতুল্লাহর সাথে কথা বলে। তাকে সে বলে যে ইহুদি ও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের মাধ্যমে ইরানের জনগনের সাথে এটাই দেখানো যাবে যে তারাই দোষি।

“আর যদি তারা পাল্টা আঘাত করে?” আসহানি আবারও প্রশ্ন করে।

মুখতার তার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকায়। “তারা আমাদের সাথে লড়তে চায় না। বিশ্বাস কর।”

আসহানি গরতরাতে মটিং নিয়ে ভাবছিলো, সে কোনভাবেই বোঝাতে পারছিলো না, আমেরিকা পাল্টা হামলা চালাবে। সুপ্ৰম কাউন্সিলের একজন সদস্য ও বুঝতে পারছিলো না তাদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আসহানি বিপদের সব ধরনের লক্ষণই দেখতে পাচ্ছিলো। আইন অমান্যের প্রবণতা তুঙ্গে। প্রচুর মহিলা মেকাপ করা শুরু করেছে আর ধর্মগুরুদের বেঁধে দেয়া সীমা ভেঙে তারা অতিরিক্ত অঙ্গ প্রদর্শন করে যাচ্ছে। ক্র্যাকডাউন হবার পথে এবং এবার আসহানির মনে হচ্ছে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ জনগনকে বাধ্য করবে ব্যাপক বিক্ষোভে। আমাতুল্লাহ তার প্রিয় বিপ্লব বাঁচাবার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করবেন। তার কাছে শুধু এটাই আছে। তিনি শুধু এটিই জানেন। তিনি প্রচুর সময় শ্রম ব্যয় করেছেন এটিকে রক্ষা করার জন্য। এমনকি তা যদি রক্ষা করার অবস্থায় না থাকে তবুও।

এমন একটা নাজুক মিশনে মুখতারকে পাঠাবার নির্দেশে একটি বিষয়ই পরিস্কার হয় যে, আমাতুল্লাহ বেপরোয়া। এ দু'জন কিছু একটা পরিকল্পনা করছে। আসহানি নিশ্চিত সেটা যাইহোক না কেন, এতে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করবে। আসহানিকে সকালেই প্রতিনিধিদলে এ অদ্ভুত সংযোজনের ব্যাপারে জানানো হয়। সাথে সাথে সে প্রেসিডেন্সি প্যালেসে ফোন করে এর কারণ জানতে চায়। যখন আমাতুল্লাহ লাইনে আসেন তখন তিনি আসহানিকে বলেন যে, মসুলে হিজবুল্লাহর কমান্ডারের সাথে মুখতারের কথা বলতে হবে। তার কাছে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে যে আমেরিকানরা ইস্কাহানে হামলার জন্য এমকে'কে পূর্ণ সাহায্য প্রদান করেছে। আসহানি বুঝে উঠতে পারলো না মাঝরাতে প্যালেস ছেড়ে যাবার পরে সকালের মধ্যে এমন কি পরিবর্তন ঘটল। সারা রাত আমাতুল্লাহ এই বিশ্বাসের অনড় ছিলেন যে আমেরিকানরা বানোয়াট তথ্য প্রদান করেছে এবং তারাই তাদের স্টিলথ বোম্বার দিয়ে ইস্কাহানে হামলা চালায়। এখন তিনি হঠাৎ করে ভোল পাশ্টে বলছেন যে ফ্যাসিলিটিটা স্যাবোটজের মাধ্যমে ধ্বংস হয়েছে। ব্যাপারটা কোন যুক্তির মধ্যেই পড়ে না।

হেলিকপ্টারটি একটি প্রায় খালি পার্কিংলটে এসে নামল। মুখতার আসহানির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, “মনে রেখ, আল্লাহ সবসময় সাহসীদের সাথে থাকেন। আমাদের নিয়ে তার অনেক বড় পরিকল্পনা আছে। সে জন্যই আমরা ইস্কাহানের হামলা থেকে বেঁচে যাই।”

“আল্লাহ মহান।” আসহানি হেলিকপ্টার থেকে বের হয়ে তার নিরাপত্তা প্রধানের দিকে এগিয়ে গেলো, যে একরাত আগে ডিপার্টমেন্ট ৯০০০-যা ইরাকে শিয়া বিদ্রোহীদের অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে-এর সাহায্যে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। স্থানীয় শিয়া মিলিশিয়ার সদস্যরা এ মিটিংয়ের জন্য যানবাহন ও নিরাপত্তা প্রদান করছে। তাদের প্রত্যেকের পরনে কালো মুখোশ। আসহানি তার নিরাপত্তা প্রধানের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর একজন আমেরিকানের দিকে ঘুরলো যার সাথে তার পূর্বে দু'বার দেখা হয়েছে।

সিআইএ'র সদস্য সামনে এগিয়ে তার দিকে হাত বাড়ান। “মিনিস্টার আসহানি কষ্ট করে এতদূর আসার জন্য ধন্যবাদ।”

“মি: রিডলি,” স্পষ্ট ইংরেজিতে বলে উঠলো আজাদ আসহানি। “আমার চেয়ে আপনি লম্বা পথ অতিক্রম করে এসেছেন।” তারা দু'জনে করমর্দন করলো।

“তা সত্য,” জবাব রিডলির, “তবুও আমরা আপনাকে এ উদ্যোগ নেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই।”

“আমি ডিরেক্টর কেনেডিকে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কথাবার্তা না হলে আসলে ভুল বোঝাবোঝি আরো বৃদ্ধি পায়।” আসহানি লক্ষ্য করলো রিডলি তার কাঁধের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে পেছনে ঘুরে তাকিয়ে দেখলো মুখতারকে। সন্ত্রাসবাদী হাতে একটি বড় বৃক্ষকেস নিয়ে পার্কিংলটের অন্য প্রান্তে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মুখতার একটি নীল-সাদা পুলিশ এসইউভি’তে উঠল যা হেভি মেশিনগানে সজ্জিত পুলিশ পিকাপ ট্রাক দ্বারা পরিষ্টিত। পুলিশেরা কালো মুখোশ পরে ট্রাকের পেছনের অংশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

“উনি কে?” প্রশ্ন রিডলি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আসহানির মনে হল এই মার্কিন গুপ্তচরকে আসল ঘটনাটা বলে দিতে। মুখতার এফবিআই’র মোস্ট ওয়ান্টেডে রয়েছে। সিআইএ’র লোকটার সম্ভবত এ ক্ষমতা আছে যে, অল্প নোটিশে সে একটি এয়ারস্ট্রাইকের ব্যবস্থা করতে পারবে। ব্যাপারটা ঘটলে তার জন্য সুবিধাই হত কিন্তু শেষমেষ কাজটা করলো না সে। আসহানি তার পরিবর্তে পাল্টা একটি প্রশ্ন করলো।

“আমার যদুুর মনে হয় ডিরেক্টর কেনেডি অপেক্ষা করছেন?”

রিডলি অপর ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে রইল যতক্ষণ না গাড়িটা চলতে শুরু করে। সে মনে মনে আশা করল যে স্টিলওয়েল যাদেরকেই নিয়োগ দিক না কেন তারা যেন ঠিকমত কাজ করে। “হ্যাঁ। আমি যখন তাকে জানাব আমরা রওনা দিচ্ছি তখন তিনি রওনা দেবেন।”

“ভাল। আমি ওনার সাথে কথা বলার ব্যাপারে আগ্রহী।”

ডিরেক্টর কেনেডির প্লেন সূর্যোদয়ের সামান্য আগে ল্যান্ড করে। রিডলি ও বেস কমান্ডার টম গৃফোর্ড তার সাথে দেখা করতে আসেন। তাকে গৃফোর্ড অফিসার্স কোয়ার্টারে নিয়ে আসেন যেখানে তার জন্য একটি কামরা বরাদ্দ ছিল। শাওয়ার নিয়ে জামাকাপড় পাণ্টে তিনি নাশতা করে নিলেন। নাশতা করে বেসের মধ্যে অবস্থিত সিআইএর স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। স্টেশনটা মোট চারটি ট্রেইলারের সমষ্টি যা কোর্টইয়ার্ডের মাঝে একটি বর্গাকৃতি সৃষ্টি করেছে। কোর্টইয়ার্ড স্যাটেলাইট ডিশ ও এরেইড অ্যান্টেনায় পরিপূর্ণ। ট্রেইলারের দরজা দুই স্তরের বালির বস্তা দ্বারা বেষ্টিত এবং ছাদও যেখানে ব্যাপরগুলো রিইনফোর্সড প্লাইউড প্ল্যাংকের ওপর বসানো। এলোমেলো মর্টার আক্রমণ এ ঘাঁটিতে মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। একটি ট্রেইলারে শুধুমাত্র নাজুক কমিউনিকেশন ইকুপমেন্ট রাখা। অন্য ট্রেইলারটি চারটি অফিস ও রিসিপশন এরিয়া, তৃতীয় ট্রেইলারটি লাউঞ্জ ও কনফারেন্স রুম ও চতুর্থ ট্রেইলারটি ব্যাংক হাউস ও স্টোরেজ এরিয়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কম্পাউন্ডের এক পাশে চারটি খালি কন্টেইনার পড়ে আছে যা অস্থায়ী জেল ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে।

পুরো এলাকাটা ভারি ফেন্স ও র‍্যাজর ওয়্যার দিকে ঘেরা।

স্টিলওয়েল ব্যাপকে সিকিউরিটি চেকপয়েন্টের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেলো। সেখানে তারা কেনেডিকে কমিউনিকেশন শ্যাকে দেখতে পায়। তিনি সেখানে ল্যাংলি'র সিআইএ'র গ্লোবাল অপস সেন্টারের ডিরেক্টরের কাছ থেকে বৃফিং নিচ্ছিলেন। কেনেডি যখন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে ব্যস্ত র‍্যাপ তখন তার নিরাপত্তা প্রধানের সাথে বসে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছে। র‍্যাপ টম ম্যাকডোনাল্ডকে পাঁচ বছর ধরে চেনে। এ কাজের জন্য যে ধরনের মানসিক গুণাবলি প্রয়োজন সবই তার মধ্যে আছে। সে ধীরস্থির, সাবধানী ও সাধারণত টলানো সম্ভব নয়। র‍্যাপ লক্ষ্য করল ম্যাকডোনাল্ডকে কিছুটা অস্থির দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে বুঝতে পারল তার কারণটা কি।

ম্যাকডোনাল্ডকে কেনেডির সাথে কয়েক ঘণ্টা আগে উড়িয়ে আনা হয়। তবে সে একদিন আগে একটি অ্যাডভান্স টিম পাঠায়। ছয়জন ব্যক্তি তিনটি

আর্মরড সাব আরবান নিয়ে একটি সি-১৭ স্টার লিফটারে চেপে রওনা দেয়। তারা জিনিসপত্র আনলোড করে দুটি সাব আরবান নিয়ে মিটিংয়ের জায়গাটা দেখে আসার জন্য রওনা দেয়। পথ হারিয়ে ভুল জায়গায় চলে যায় তারা ফলে তাদের গাড়িতে আক্রমণ হয়। যদিও গাড়ি দুটো বেসে ফিরে এসেছে কিন্তু এদের মধ্যে একটা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ম্যাকডোনাল্ড র‍্যাপ আসার আগে গাড়িগুলো দেখতে যায়। সে শুনে দেখে চল্লিশটা গুলির দাগ। আর্মর তার কাজ ঠিকমত করেছে তবে গাড়িটা এখন আউট অব কমিশন। ম্যাকডোনাল্ড কেনেডিকে ঘটনাটা সম্পর্কে জানাতে চাচ্ছিল না, র‍্যাপ তাতে সায় দেয়।

ম্যাকডোনাল্ড জেনারেল গৃফোর্ড এবং তার স্ট্রাইকার বৃগেডের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল কিন্তু তা ইরানিদের শর্তের কারণে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ইরানিরা শর্ত প্রদান করে যদি তারা কোন মার্কিন সেনা সদস্যকে সাইটে দেখতে পায় তাহলে তারা স্রেফ চলে যাবে। হাতে কেবলমাত্র একটি গাড়ি থাকায় ম্যাকডোনাল্ডকে এখন একজন প্রাইভেট সিকিউরিটি কন্ট্রাস্টরের কাছ থেকে একটি আনআর্মরড এসইউভি ধার করতে হবে।

র‍্যাপ পুরো প্ল্যানটাকে বদলাতে চাচ্ছিল। তার ইচ্ছা কেনেডিকে স্টিলওয়েলের দোমড়ানো সিগনে চাড়ানো কিন্তু এটা তার দায়িত্ব নয়। সে ম্যাকডোনাল্ডকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বলল যে সে এবং স্টিলওয়েল মিটিং চলাকালীন রাস্তার উল্টোদিকে অবস্থান করবে। অস্ত্রশস্ত্র দেখতে গেলে স্টিলওয়েল তাকে আশ্বস্ত করল যদি কোন ঝামেলা হয় তাহলে এ অস্ত্র দিয়ে দীর্ঘসময় প্রতিরোধ করা যাবে।”

“ম্যাক, তোমার শুধু তাকে মিটিংয়ে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে বেসে ফেরত আনতে হবে। আমি ও স্টিলওয়েল মিলে পুরো এলাকা পরীক্ষা করে দেখেছি। সে সবকিছু ওয়ার্ড করে ফেলেছে। সকাল সাতটায় লকআউট পোস্ট করে রেখেছে সে। চারটা দুই ব্লক পরে, চারদিকে। সে ক্যাফের মালিককে ভালো করে চেনে আর স্ট্যান্ডবাই হিসেবে আধ ডজন কুর্দি রয়েছে। এরা এ মহল্লা ভালো করে চেনে। কাদের এখানে থাকা উচিত, কাদের উচিত না তা এদের নখদর্পনে। যদি উল্টাপাল্টা কিছু হয় তাহলে তারা আমাদের জানাবে।”

“যাত্রাপথটার কি অবস্থা?” ম্যাকডোনাল্ড জিজ্ঞাসা করল র‍্যাপের ওপর লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করে। র‍্যাপ পথটা মনোযোগ দিয়ে দেখল। ভালো দিক হল এয়ারপোর্ট থেকে এর দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল কিন্তু সমস্যা হল পথটা সরাসরি। “আমার মনে হয় তুমি ঠিক পথই ধরেছ। তুমি তাকে উত্তর দিক দিয়ে নিয়ে যেতে পার কিন্তু তাতে দ্বিগুণ এমনকি তিন গুণ

সময় লেগে যাবে আর তোমাকে মূল রাস্তা দিয়ে যেতেই হবে যা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ।”

“আমি জানি। বেস কমান্ডার এ ব্যাপারে আমাকে বৃফ করেছেন। তিনি গতরাতে স্লাইপার টিম পাঠিয়েছেন আর একটি বোম ইউনিট স্ট্যান্ডবাই আছে।”

র‍্যাপ পুণরায় ম‍্যাপটা দেখল। “আমার মনে হয় তুমি ঠিকই ধরেছ। তাকে পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি’তে যত দ্রুত সম্ভব নিয়ে আসো।”

“ঠিক আছে।” ম‍্যাকডোনাল্ড ম‍্যাপটা পড়ল। “এটা ওয়াশিংটনের মত না।”

“না,” বলল র‍্যাপ, “অবশ্যই ওটার মত না।”

কম্যুনিকেশন ট্রেইলারের দরজা খুলে গেল। রুমে প্রবেশ করলেন কেনেডি। “মিশেল,” র‍্যাপের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন।

“গুড মর্নিং বস,” র‍্যাপ তার পরিধেয় পোশাকের দিকে নজর বুলালো। তার পরনে কালো হাইকিং বুট জিন্স এবং একটা কালো জ্যাকেট যার নাম ম‍্যান্টেউ। মাথার সাথে কালো হিজাব জড়ানো। কেনেডি দীর্ঘদিন মধ্যপ্রাচ্যে কাটিয়েছেন। র‍্যাপ দেখে খুশি হল এখনও তার মনে আছে কিভাবে স্থানীয় মানুষের সাথে মিশে যেতে হয়।

কেনেডি র‍্যাপের সামনে গাল এগিয়ে দিলে র‍্যাপ সামনে এগিয়ে চুমু দিল।

“কেমন আছ?” প্রশ্ন করল সে।

“ভালো।”

“তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।” ড্র কুঁচকে তাকে পরীক্ষা করল সে। র‍্যাপ তার দিকে ইঙ্গিত করে ম‍্যাকডোনাল্ডের দিকে তাকাল।

“সে আমার বড় বোনের মত। সে কি বলেছে যে আমাকে জঘন্য দেখাচ্ছে?”

হাসল ম‍্যাকডোনাল্ড। “না।”

“আমি জঘন্য বলি নি। বলেছি ক্লান্ত।”

“তুমি জঘন্যই বলতে চেয়েছিলে... আসলে ভদ্রতা দেখালে।”

“হুমম...তোমাকে আসলেই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে আর তুমি...” কেনেডি সামনে ঝুঁকে জোরে নাক টানল। “তুমি সিগারেট খাচ্ছ।” বিরক্তির সাথে বললেন তিনি।

“হ্যা, সিগারেট খাচ্ছি। এখানে সবাই খায়। এভাবে আমাকে জনগণের সাথে মিশতে হবে। না হলে আমি একজন বিশুদ্ধ আমেরিকান হিসেবে চিহ্নিত

হয়ে পড়ব আর হয় তারা আমাকে গুলি করে মারবে না হয় কিডন্যাপ করবে ।
এত বড় ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য শরীরের সামান্য ক্ষতি করাটা দোষের কিছু
না ।”

“গুড পয়েন্ট,” বললেন কেনেডি ।

“গতরাতের পর থেকে কি ঘটেছে?”

“রেজ্যুলুশন ইরানিদের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে । তারা হুমকি
দিয়েছে হরমুজ প্রণালীর প্রবেশপথ বন্ধ করে দেবে ।”

“হ্যা...দেখা যাক কি করে তারা ।”

“আমার ধারণা তারা করবে ।”

“আশা করি তুমি সিরিয়াসলি বলছো না । এতে ইতিহাসের সবচেয়ে বড়
নৌযুদ্ধের সূচনা হবে ।

“আমিও তাই বলছি । তারা এমন কিছু করার চেষ্টা করবে যাতে মনে হবে
তারাই নির্যাতিত । তারা বেপরোয়া হয়ে পড়েছে, মিচ । তোমার এ অপারেশন
বেশ কাজে দিয়েছে । বৃটিশদের কাছ থেকে খবর পেলাম তেহরানে গতরাতে
দুটি ব্যাংক ও বেশ কয়েকটা পেট্রোল পাম্প জনগণ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ।
শহরের বিভিন্ন দেয়ালে আয়াতুল্লাহ বিরোধী দেয়াল লিখনে ভরে গেছে ।”

“ভালো । হয়তো তারা প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে ঢুকে পড়বে ।”

“যদি আমাদের ভাগ্য ভালো থাকে ।”

স্টিলওয়েল ঘরে প্রবেশ করল, “গুড মর্নিং ডিরেক্টর ।”

“মর্নিং, স্ট্যান ।”

“রবের কাছ থেকে ফোন পেলাম । সে জানাল আসহানি ল্যান্ড করে রওনা
দিয়েছে । এবার আমাদের ওনা দিতে হবে ।”

রব ম্যাকডোনাল্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, “পাঁচ মিনিট আগে রওনা দাও
আর কোন কিছুর জন্য থেমো না ।”

“থামবো না ।”

“সে কেনেডির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, “গুড লাক । আমি কাছাকাছিই
থাকবো!”

রাস্তার উভয় প্রান্ত পুলিশের গাড়িতে পরিপূর্ণ। একটি নীল ও সাদা রঙের। গাড়ি সরে গেল আসহানির গাড়ি বহরের যাওয়ার পথ তৈরি করে দেবার জন্য। তিনটি গাড়ির গাড়ি বহরটা সরাসরি ক্যাফের সামনে থামল। আসহানি গাড়ির দরজা খুলে বের হয়ে আসলেন আর মুখোশধারী দেহরক্ষীরা ছড়িয়ে গেল চার দিকে। আসহানির কাছে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি মনে হলে। তিনি তার নিরাপত্তা প্রধান ও সিআইএ সদস্যকে সাথে নিয়ে ক্যাফেতে প্রবেশ করলেন, জায়গাটা বেশ ছোট। পনের ফুট চওড়া ও চল্লিশ ফুট প্রস্থ। মেঝে বর্গাকৃতির টাইলস বসানো। ট্রাফিকের কল্যাণে মেঝের ধূসর রং কালোতে রূপান্তরিত হয়েছে। আসহানি আশেপাশে তাকালেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় সাদা দেয়াল হলদেটে হয়ে গেছে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে নিজের লাংসের কথা মনে পড়ে গেল তার যা সেদিনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে। আশা করা যাক ডাক্তারের ধারণা সঠিক হবে যে এর কোন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব থেকে যাবে না।

“মন্ত্রী সাহেব,” বলল রিডলি, “আপনার জন্য কিছু আনতে বলব? ডিরেক্টর কেনেডি কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন।”

“চা দিতে বলুন।”

রিডলি আসহানির নিরাপত্তা প্রধানের দিকে তাকালে সে মাথা ঝাঁকায়। আসহানি টেবিলগুলোর দিকে এগিয়ে একটি নীল ফাইবার গ্রাস চেয়ারে গিয়ে বসলো। সে লিসনিং ডিভাইস খোঁজার চিন্তা করলেও পরে সে পরিকল্পনা বাতিল করে। আমেরিকানদের প্রযুক্তি এতই উন্নত যে তা খোঁজা শ্রেফ সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। তারা রেকর্ডের জন্য লেজার কিংবা ডিরেকশনাল মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে পারে।

রিডলি এক হাতে চা ও আরেক হাতে মধুতে ভরা পাত্র নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আসহানি বেশ অবাক হলো এই ভেবে যে সিআইএ’র লোক জানে তার চায়ের সাথে মধু পছন্দ তবে সে তার বিস্ময় প্রকাশ করলো না। সে ধন্যবাদ দিয়ে চায়ের সাথে মধু মিশাতে মিশাতে দেখতে পেলো তার কাউন্টারপার্টের প্রতিনিধি উপস্থিত।

আসহানি মদ রেখে উঠে দাঁড়ালো। দেখতে পেলো এক বিশালদেহী কেনেডির প্রবেশের আগে রুমে প্রবেশ করল। পুরো ঘরটা চেক করে ঘর থেকে বের হয়ে সিআইএ প্রধানকে ভেতরে আসতে বলল সে। কেনেডি ঘরে প্রবেশ করে তার বেসাইজ কালো সানগ্লাসটা খুলে ফেললেন।

আসহানি এর আগেও সিআইএ ডিরেক্টরের সাথে দু'বার দেখা করেছে। ডসিয়ার অনুযায়ী তার বয়স ছেচল্লিশ। সিআইরে কনিষ্ঠতম এবং প্রথম মহিলা ডিরেক্টর। অ্যারাবিক স্টাডিজের ওপর পিএইচডি ডিগ্রিধারী এ তালুকপ্রাপ্ত মহিলার দশ বছরের একটি ছেলে আছে। ব্যাপারটা মুখতারের বিশেষভাবে মনে আছে কারণ কয়েক বছর আগে মুখতার ও তার হিজবুল্লাহর জানোয়ারেরা ছেলেটাকে কিডন্যাপ করার প্রস্তাব দিয়েছিল। আসহানি এর জবাবে হিজবুল্লাহ প্যারামিলিটারি প্রধানের প্রতি কিছু একটা বাক্যবর্ষণ করেন এমন চিন্তা করার জন্য।

“ডিরেক্টর কেনেডি,” আসহানি তার ডান হাত এগিয়ে দিয়ে বললো, “আপনার সাথে আবারও দেখা হয়ে ভাল লাগল।”

হাসলেন কেনেডি। “পরিস্থিতিটা আরো ভালো হলে খুশি হতাম, মি: আসহানি।”

“প্লিজ, আমাকে আজাদ বলে ডাকুন।”

“যদি আপনি আমাকে আইরিন ডাকেন।”

“অবশ্যই। বসুন।”

চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলো আসহানি। “আপনার জন্য কিছু আনতে বলব?”

“চা হলে ভালো হয়।”

কেনেডি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। আসহানি তার নিরাপত্তা প্রধানের দিকে তাকিয়ে কাউন্টারের পেছনে ব্যারিকেডের দিকে ইঙ্গিত করলো। তারপর কেনেডির সামনে গিয়ে বসলো সে। মনোযোগ দিয়ে তার চেহারা পর্যবেক্ষণ করলো সে। হয় এ মহিলা খুব ভালোভাবে মানসিক চাপ সহ্য করতে পারে আর না হয় মহিলা খুব ভালো অভিনেত্রী। তার চোখে চিন্তামুক্ত ভাব থাকায় আসহানি আন্দাজ করলো এ মহিলার মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে।

তার চেহারার দিকে তাকিয়ে আসহানি বললো, “আমার সামনে আপনার হিজাব না পরলেও চলবে।”

কেনেডি কালো স্কার্ফটা তার মাথা ও কাঁধের সাথে জড়িয়ে নিলেন। “আমার সমস্যা নেই। একজন নারী হিসেবেই এটা আমি পরেছি।”

“আপনি দেশের বাইরে কাটিয়েছেন?” না জানার ভান করলো আসহানি ।

“জি । কায়রো, দামেস্ক এবং বৈরুত ।”

আসহানি বিস্মিত হবার ভান করে মাথা নাড়লো ।

“তবে যাই হোক...আমি নিশ্চিত আপনি বৈরুত সম্পর্ক জানেন ।”

“বৈরুত সম্পর্কে কি?” সোজা মুখে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো আসহানি ।

“আমি পুরোনো ক্ষতকে জাগরুক করবার জন্য আসি নি । তবে আমার মনে হয় আমরা যদি একে অপরের প্রতি সৎ থাকি তাহলে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার পস্থা বের করতে পারি ।”

আসহানি দ্বিধাস্থিত হয়ে বললো, “আমি রাজি ।”

“তাহলে এ ব্যাপারটা আমার জন্য বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন যে ইরানের গোয়েন্দা মন্ত্রী হিসেবে এ বিষয়ে আপনি অবগত নন যে আমার বাবা ১৯৮৩ সালে বৈরুতে আমেরিকান অ্যাম্বেসিতে সংঘটিত বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন ।”

কেনেডি সাথে আরো যোগ করতে চেয়েছিলেন ঐ হামলাটি হিজবুল্লাহ করে যাদের অর্থায়ন করে ইরান কিন্তু সেটা বলার প্রয়োজন হয় না । আসহানি খুব ভালো করেই জানে সে ঘটনার জন্য দায়ি কারা এবং ভালো করেই জানে কেনেডিও এ ব্যাপারে অবগত আছে ।

আসহানি চায়ে এক চুমুক দিয়ে বললো, “আপনার বাবার জন্য আমি দুঃখিত । আমার এসব সহিংসতা ভালো লাগে না । অনেক নিরীহ লোক প্রাণ হারায় ।”

আসহানির লোক কেনেডির সামনে একটি ধূমায়িত চায়ের কাপ রেখে সরে এলো । কেনেডি দুই হাতে কাপটি ধরে বলেন, “অনেক, অনেক লোক ।”

“আমার দেশেরও অনেকে,” আসহানি তার হাত দুটো টেবিলের সামনে এনে বলে উঠলো, “প্রশ্ন করতে শুরু করেছে আসলেই কি আমেরিকা খারাপ । আপনারা আমাদের সাদ্দাম ও তালেবান উভয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন । আপনি ভালো করেই জানেন আমরা শিয়া ও সুন্নিরা একে অপরকে পছন্দ করি না । আমরা তখনই শান্ত থাকি যখন আপনাদের মত কেউ আমাদের মাঝে আসে ।”

“দুঃখজনক হলেও সত্য ।”

কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তিকর নিরবতার পর আসহানি বলতে শুরু করলো, “আমাদের এখনকার যে পরিস্থিতি তাতে আমার আশংকা তা যে কোন মুহূর্তে নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যেতে পারে । আমাদের সরকারে প্রচুর লোক আছেন যারা ইস্ফাহান ফ্যাসিলিটি ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে চান । এটি আমাদের

পার্সীয় গৌরবের দাবি।”

“গৌরব মাঝেমধ্যে ধ্বংসের কারণ হয়।”

আসহানি নাক টানল। “জি। আপনি ঠিক বলেছেন কিন্তু আমাদের সরকারে অল্প সংখ্যক লোক আছেন যারা ব্যাপরটাকে এভাবে দেখেন। তারা চান এ ঘটনার জন্য কেউ শাস্তি পাক।”

“তাহলে তাদের উচিত হবে কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদের দমন করা এবং ইসরাইলি ও আমাদেরকে এসব থেকে দূরে রাখা। নাকি তারা এটা স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছেন তাদের নিজস্ব সমস্যা রয়েছে?”

“আমি আমার সরকারের আভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করবার জন্য এখানে আসি নি।” আসহানির কণ্ঠ সিরিয়াস হয়ে উঠলো। “আমাকে আপনার সাথে কথা বলে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের একটি পথ বের করবার জন্য পাঠানো হয়েছিল।”

কেনেডি চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, “প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার কিন্তু সীমিতভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু করবার কথা চিন্তা করছেন।”

“ইন্টারেস্টিং। তো আমার সরকারকে কি করতে হবে?”

“আপনাদের মুদ্রাস্ফীতির হার বিশ থেকে তিরিশ শতাংশে চলে গেছে, আপনারা শতকরা চল্লিশ শতাংশ তেল বিদেশ থেকে আমদানি করেন অথচ সৌদি আরবের পর আপনার দেশেই রয়েছে বৃহত্তম তেল ভাণ্ডার। আপনাদের অর্থনীতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বেশ ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা তা কঠোর হস্তে দমন করার চেষ্টা করবে। তবে এবার তাদের সফল হবার সম্ভাবনা কম।”

কেনেডি থামলেন আসহানি তার কোন বক্তব্যের প্রতিবাদ করে কিনা শোনা জন্য। সে করলো না। তিনি আবার বলতে লাগলেন। “যদি আপনি আমাদের দুই দেশের মধ্যে পুরাতন ক্ষত ভুলে চিরস্থায়ী শান্তিতে একমত থাকেন তাহলে আমরা সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ও আমেরিকানদের আপনাদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে রাজি আছি।”

“আমার দেশে অনেকে আছেন,” বললো আসহানি। “যারা বিশ্বাস করে ইস্রাহানে আক্রমণের পেছনে আপনাদের হাত আছে।”

কেনেডি সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি এ হামলার সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না।”

“হয়ত আপনি ঠিক বলেছেন। আমি শুধু বলছি চরমপন্থীদের বিশ্বাস করাতে আরো কিছু সময় লাগবে, আমেরিকান ব্যাংকগুলোর আমাদের দেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে।”

“আমেরিকান বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো মার্কিন সরকারকে অনুসরণ করে। সে জন্য প্রেসিডেন্ট আপনাদের বিলিয়ন ডলার নিশ্চিত লোন দিতে রাজি আছেন।”

আসহানি অবাক হয়ে গেলো। “তো কি করতে হবে আমাদের?”

“টাকাগুলো নতুন শোধানাগার নির্মাণে ব্যবহার করতে হবে। ঋণ প্রথম তিন বছরের জন্য সুদমুক্ত হবে এবং পরবর্তী সময়ের জন্য পাঁচ শতাংশ হারে।”

“টাকাগুলো শোধানাগার নির্মাণে ব্যয় করতে হবে?”

“প্রেসিডেন্ট মনে করেন এর একটি উপায় আছে যদি কংগ্রেসে এ প্রস্তাবনায় সমর্থন করে।”

“আপনারা চান আমরা পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করি?”

না। মাথা নাড়লেন তিনি। “প্রকাশ্যে নয়।”

“গোপনে?”

“হুম।”

আসহানি শ্বাস নিলো। “আমার দেশে এমন অনেকে আছে যারা পারমাণবিক শক্তি হবার স্বপ্নে মশগুল।

কেনেডি সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলেন, “আপনাদের অর্থনীতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। আরেক বিপ্লব ঘটার পথে, যেকোন সময়ে ক্ষমতা হারাতে পারেন আপনারা। এ বিপর্যয় থেকে উত্তরণের এই আপনাদের শেষ সুযোগ।”

আসহানি দাড়ি চুলকাতে লাগলো, তাকালো কেনেডি ও সামনের দরজার দিকে। দরজা দিয়ে সামান্য যেটুকু দেখা যায় তাতে তিনি পাঁচজন লোককে অস্ত্র-সস্ত্রে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। যদি সামনের দুই এক বছরে মধ্যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা না আসে তাহলে এমন দৃশ্য তেহেরানের রাস্তা-ঘাটে দেখা যাবে। আসহানি কেনেডির চোখের দিকে সাবধানে তাকিয়ে বললো, “কেন?”

“কি কেন?”

“আপনারা আমাদের সাহায্য করতে চাচ্ছেন কেন?”

কেনেডি মাথা ঝাঁকালেন। অপেক্ষাকৃত খোলামনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আসহানি এমন এক দেশে তার জীবন অতিবাহিত করেছে যেখানে আমেরিকাকে সর্বক্ষণ দোষারোপ করা হয়। “কারণ আমরা মনে করি,” কেনেডি বলতে শুরু করলেন, “এখানে অনেক ব্যক্তি আছেন আপনার মত যারা এ ঘৃণা ও সহিংসতার পরিসমাণ্ডি চান। কে জানে বিপ্লবের পর কোন ধরনের সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে? কে জানে সে সরকার বর্তমান সরকারের

চেয়ে আরো মৌলবাদি, আরো পশ্চিমা বিশ্ব বিরোধী হয়?” কেনেডি তার মাথা ঝাঁকালেন। “আমরা উপলব্ধি করেছি মধ্যপ্রাচ্যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম। সুযোগ সুবিধার অভাবই ধর্মীয় নেতাদের সুযোগ করে দেয় ঘৃণা ছড়ানোর। আমরা পার্সীয় গৌরবের পুনরুত্থান দেখতে চাই। আমরা চাই আপনারা নিজের ভাগ্য নিজে গড়ুন। আমরা চাই বিজ্ঞান ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে আপনারা উন্নতি করেন। আমরা আপনাদের সফল দেখতে চাই, এভাবেই আমরা আপনাদের নিজেদের ব্যর্থতার জন্য দোষারোপ থেকে মুক্তি পাব।”

আসহানি তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রইলো। তিনি যা বললেন তা সবই সত্য কিন্তু তেহেরানে বসে থাকা সেসব লোককে যাদের ক্ষমতার উৎসই হল মার্কিন বিরোধিতা এসব বোঝানো অত্যন্ত কঠিন।

কেনেডি জানতেন যে আসহানি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছে। “আমি জানি ব্যাপারটা ঝুঁকিপূর্ণ। সেজন্যই আমি এসেছি, সেক্রেটারি অব স্টেট উইকানন। আমার প্রেসিডেন্ট আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন কারণ তিনি আপনার সম্পর্কে জানেন। আমি তাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি, আমরা দুই দেশ একসাথে কাজ করতে পারি।”

“একথা সত্যি কিন্তু এটা অনেক বড় পদক্ষেপ।”

“আপনাদের আর কোন উপায় বাকি আছে, আজাদ?” কেনেডি হাত উঁচু করে আশেপাশে ঘোরালেন। “আপনারা কি এটাই চান? গাড়িবোমা, জাতিগত দাঙ্গা, অপহরণ আর রক্তক্ষয়? আমরা দু’জনেই এটা জানি, আপনার দেশ এ অবস্থার খুব কাছাকাছি।”

চোখ নামিয়ে আসহানি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মত হলো।

“তাহলে আপনার জবাব কি?”

আসহানি খুব ভাল করেই জানে যা বলা হয়েছে তা সবই সত্য কিন্তু সুপ্ৰম কাউন্সিলকে ব্যাপারটা গেলানোই সবচেয়ে কঠিন। তার আমাতুল্লাহর কথা মনে পড়ে গেল। এ রঞ্জিলা প্রেসিডেন্ট কোনভাবেই এ প্রস্তাব মানবে না। তবে এ সম্ভবনা আছে যে সুপ্ৰম লিডার এ প্রস্তাবকে তার দেশের লোকজনের জন্য একটি সম্ভবনা হিসেবে বিবেচনা করে প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন। অবশেষে আসহানি মুখ খুললেন। “আমি আশা করি আজকের এই বৈঠক আমাদের দু’দেশের মধ্যে নতুন ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সূচনা করবে। তবে আমি আপনাকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছি ব্যাপারটা সুপ্ৰম কাউন্সিলকে বোঝানো অত্যন্ত কঠিন হবে।”

“সেটা আমিও জানি কিন্তু আমি আশা করি আপনি সফল হবেন।”

অধ্যায় ৩৩

ইউ এস এস ভার্জিনিয়া, ওমান উপসাগর

ক্যাপ্টেন সিটি হলবার্গের আলসার হবার যথেষ্ট কারন রয়েছে। পয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক অ্যানাপলিসের এই গ্র্যাজুয়েট কখনও কারো ওপর মেজাজ খারাপ করেন নি। নিজ স্ত্রীর সাথে নয়। ছয় সন্তানের সাথেও নয় এবং তার ক্রুদের সাথেও নয়। সকল মানসিক চাপ তিনি কালো কফি পান করেই দুর্বল করবার চেষ্টা করেন। দিনে দশ কাপেরও বেশি শেষ করে ফেলেন তিনি। তবে বোতল বোতল অ্যান্টিসিড ট্যাবলেটও খতম করে ফেলেন। আজকের এ সকালে সমস্যাটা একটু বেশিই নাড়া দিয়ে উঠেছে।

সাবমেরিন কমান্ড করা এমনিতেই অত্যন্ত ক্লান্তিকর কাজ তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিকতম অ্যাটাক সাবমেরিনের কমান্ডে থাকাটা নিঃসন্দেহে গৌরবোজ্জ্বল ব্যাপার। ইউনাইটেড সেন্টার নেভি হলবার্গের ওপর এ দুই বিলিয়ন ডলারের টেকনলজিক্যাল মার্ভেল ও ১৩৪ জন সাবমেরিনারের জীবনের দায়িত্ব প্রদান করেছে। ক্রুজ তার রুটিন গতিতেই চলছিল তবে সাবমেরিন টাস্কফোর্স কমান্ডার বা সিটিএফ ৫২ থেকে নির্দেশ আসার পর সব বদলে যায়।

তাদের নির্দেশ দেয়া হয় ডুয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ যা পারস্য উপসাগরে টহল দিচ্ছিল তা ছেড়ে ওমান উপসাগরের দিকে রওনা দেয়া, সেখানে হলবার্গ ও তার ক্রুদের ইরানের তিনটি কিলো ক্লাস সাবের মধ্যে একটিকে চিহ্নিত করতে হবে যা তাড়াহুড়ো করে বন্দর ত্যাগ করেছে।

মধ্যরাতের কিছু পরে তারা একটি অপরিশোধিত তেলে ভরা লাইব্রেরিয়ান সুপার ট্যাংকারকে অনুসরণ করে হরমুজ প্রণালীর মধ্যে দিয়ে ওমান উপসাগরের গভীর জলে প্রবেশ করে। ৩৭৭ ফুটে ইউএসএস ভার্জিনিয়া মূল শিপিং চ্যানেলের তুলনায় সতের ফুট লম্বা, নিজের সিস্টার শিপ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন সাবমেরিন এর ধারে কাছেও নেই তবে তারও কিছু অক্ষমতা রয়েছে। ভার্জিনিয়ার সুবিধা হল এর গোপনীয়তা, আক্রমণের ক্ষমতা ও গতি। এ সুবিধাগুলো কাজে লাগাতে হলে তার নড়াচড়ার জায়গা লাগবে। যদি পারস্য উপসাগরে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের ছয় লেনে বিভক্ত হাইওয়ে হয়ে থাকে তাহলে হরমুজ প্রণালী হল সৃষ্টিময় ঘন অন্ধকার রাতের সরু গলি। এর

সবচেয়ে সরু পথটা সাতাশ মাইলের এবং এ পথ ছোট ছোট দ্বীপ আর শিপিং ট্রাফিকে পরিপূর্ণ। এ পথে আসা বেশির ভাগ সুপার ট্যাংকারই লম্বায় এক হাজার ফুট। এর স্রোত অত্যন্ত গতিময় এবং মূল শিপিং চ্যানেলের বাইরে প্রচুর জাহাজের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

সিটিএফ ৫৪-এর দেখা তথ্য অনুযায়ী হলবার্গ ও আর তার এক্সিকিউটিভ অফিসার ডেনিস স্টিরলুক কিলোর অবস্থানের ব্যাপারে একমত হল। একটি প্যাট্রল গুড স্থাপন করে হলবার্গ কমান্ড ডিউটি অফিসারকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘুমাতে গেলেন। চার ঘণ্টা পর ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে আবার আসলেন তিনি। পাঁচ নট গতিতে পূর্বদিকে এগিয়ে যাওয়া সাবমেরিনটা বিপরীত পাশে কিলোর খোঁজ পেল, প্রায় একই গতিতে ইরানী উপকূলের কিনার ঘেষে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইরানীদের এমন আচরণ এর আগেও আধ ডজন বার দেখেছে হলবার্গ। তারা বন্দর আব্বাস থেকে দিনের আলোয় সাবমেরিনগুলো সারা পৃথিবীকে দেখাবার জন্য বের করে। এরপর শিপিং চ্যানেলের ক্লিয়ারেন্স পাবার পর পানিতে নিমজ্জিত হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। সাধারণত ওমানের মাঙ্কাটের উত্তরে গিয়ে তারা তাদের গতি পাঁচ নটে নামিয়ে আনে ও আশেপাশে নজর রাখে কোন আমেরিকান সাবমেরিন তাদের পিছু নিয়েছে কিনা। তারপর ধীরগতি উত্তরের দিকে ইরানী উপকূল ঘেষে নিজেদের জলসীমার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে, নজর রাখে কোন আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ তাদের পিছু নিয়েছে কিনা।

হলবার্গ কন্ট্রোলে পৌছাবার পর স্টিরলুক তাতে পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে শুরু করে। “প্রায় আধ ঘণ্টা আগে তারা আন্তর্জাতিক জলসীমার মধ্যে প্রবেশ করে ঠিক এখানে চলতে শুরু করে।” স্টিরলুক চাটে একটি অবস্থান দেখায় যেখানে ওমান উপসাগরের গভীরতা ১০০ মিটার থেকে ১০০০ মিটারে পরিণত হয়। এর অবস্থান হরমুজ প্রণালীর ঠিক মুখে।”

“ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না,” হলবার্গ কফিতে চুমুক দিয়ে বলল।

“আমিও না। প্রথমে লুকাবার চেষ্টা তারপর সামনে এসে চ্যালেঞ্জ দেয়া?”

“যদি না সে দেখা দিতে চায়।” বলল হলবার্গ।

“আমিও তাই ভাবছি।” স্টিরলুক সিটিএফ ৫৪ থেকে আসা মেসেজের প্রিন্ট করা কপি তার ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিল। “এটা এক ঘণ্টা আগে আসে।”

হলবার্গ চশমা না পরে ম্যাসেজটার ওপর এক দফা চোখ বুলিয়ে নিল।

ফ্ল্যাট কম্পিউটার স্ক্রিন স্থান দখল করে নিয়েছে পুরাতন পেপার চার্টের যা প্রদান করছে রিয়েল টাইম ট্যাকটিক্যাল ইনফর্মেশন। জটিল নেভিগেশন সিস্টেমের কল্যাণে ডিসপুতে ভার্জিনিয়া, ইরানী কিলো সাব যাকে তারা ফলো করেছে এবং ওমান উপসাগরে অবস্থানরত প্রতিটি জাহাজের একেবারে সঠিক অবস্থান ফুটে ওঠে। হালবার্গ একটি বোতাম টিপলো স্ক্রিন বদলে পারস্য উপসাগরের কৌশলগত পরিস্থিতি ভেসে ওঠে। ইরানের ছয়টি সাবমেরিনের দুটি একেবারে লাপাত্তা অন্য চারটি উত্তর পশ্চিমে আইজেনহাওয়ার স্ট্রাইক গ্রুপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হালবার্গ ধারণা করল বাকি সাবমেরিন দুটোও হয়ত সেদিকেই এগুচ্ছে। গত বিশ বছর ধরে সে এ জলসীমায় টহল দিচ্ছে কিন্তু কখনও ইরানীদের এতটা আক্রমণাত্মক হতে দেখে নি।

হালবার্গ তার পুটিং স্ক্রিন বদল তার সাবমেরিনের অবস্থানে নিয়ে এসে একটা ইরানী সাবমেরিনের অবস্থানের দিকে তাকাল। নাম ইউনুস, তাদের সবচেয়ে আধুনিক সাবমেরিন। সাবমেরিনটার অবস্থান দেখে মনে হচ্ছিল তা হরমুজ প্রণালীর প্রবেশপথ পাহারা দিচ্ছে।

“তুমি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নাও না?” হালবার্গ স্ট্রিরলুককে বলল, “আমি তোমাকে আগে ডেকে দেব।”

“অবশ্যই।” হালবার্গ কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে তার চেয়ারে বসে কফি পাঠাতে বলল। সিএসিসি’র স্ক্রিনে ব্যাটলফিল্ড লেআউট স্টাডি করতে গিয়ে সে উপলব্ধি করল আজকের দিনটা সমুদ্রে কাটানো আর দশটা দিনের মত হবে না।”

মসুল, ইরাক

র‍্যাপ একটা টিলাঢালা কালো প্যান্ট ও ধূসর রঙের শার্ট পরেছে। সে স্টিলওয়েলের পেছনে দাঁড়িয়ে একটি ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটরের দিকে তাকালো। স্ক্রিনটি দু'ভাগে বিভক্ত। বামপাশে কেনেডি'র ছবি আর ডানপাশে আসহানির। তাদের কথোপকথন এক জোড়া ডেস্কটপ স্পিকারের মাধ্যমে রিলে হচ্ছে। যেমনটি কেনেডি আশা করেছিলেন তাদের আলোচনা কোন রকম কথা কাটাকাটি ছাড়া এগুচ্ছে। এতে র‍্যাপের স্বস্তি পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে পাচ্ছে না।

কোথাও না কোথাও কোন সমস্যা আছে। সে তার কালো ঘন চুলের মধ্যে হাত বুলালো চুল কালো দাঁড়ির মধ্যে। তার চোখ জোড়া দ্বিতীয় মনিটরের দিকে ঘুরল যেখানে রাস্তার চারটি আলাদা শট রয়েছে। উত্তর ব্যারিকেডে অবস্থানরত পুলিশদের বেশ চিত্তিত ও অস্থির দেখাচ্ছে। আগে থেকে নির্ধারণ করা হয়েছিল যে মিটিংয়ের বিষয়ে কোন কিছু পূর্বে থেকে বলা হবে না। বিশেষ করে সিআইএ ডিরেক্টরের উপস্থিতি।

ইরানিদের নিরাপত্তার শর্তে কোন আমেরিকান সেনা সদস্য না রাখতে দেয়ার ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে পড়ে। স্থানীয় পুলিশ জনগণের ভিড় নিয়ন্ত্রণে হয়ে পড়ে পরবর্তি পছন্দ। অন্তত রিডলি সে রকমই মনে করেছে। পুলিশকে দেখে মনে হচ্ছে নিরাপত্তা বেষ্টনির বাইরে থেকে ভেতরে কি ঘটছে তা নিয়েই তাদের আগ্রহ বেশি। তাদের কাজ হল পথচারীদের এলাকায় প্রবেশ থেকে বিরত রাখা এবং কোন যানবাহন ঢুকতে না দেয়া।

সৌভাগ্যবশত রাস্তায় লোকজনের সমাগম কম। স্থানীয় লোকজন পুলিশ চেক পয়েন্ট থেকে নিজেদের দূরেই রাখে কেননা মৌলবাদি আত্মঘাতী বোমাবাজদের জন্য এগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় টার্গেট। র‍্যাপ পুরো পরিস্থিতি বুঝে উঠবার চেষ্টা করে যাচ্ছে যখন আরো দুটি পুলিশের গাড়ি এসে উপস্থিত হল। গাড়িগুলো পিকাপ ট্রাক, প্রত্যেকটার সাথে ৫০ ক্যালিবার মেশিনগান সংযুক্ত। দুই দুইটা পয়েন্ট ৫০ ক্যালিবারের ক্ষমতা। গানারদের পরনে ফ্ল্যাক জ্যাকেট ও মুখে কালো মুখোশ তবে তারা পিকাপের পেছনের অংশে একেবারে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে

আছে। একজন তরুণ রিক্রুটের জন্য

কাজটা একেবারে পারফেক্ট যে নিজেকে মেশিনগানের পেছনে দাঁড়িয়ে অজেয় মনে করে। কিন্তু বাস্তবে সে একজন সহজ টার্গেট। বন্দুকযুদ্ধে এভাবে খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয় কোনভাবেই। যেকোন সাধারণ বন্দুকবাজ অনায়াসে শেষ করে ফেলতে পারবে তাকে। র‍্যাপ লক্ষ্য করল মেশিনগানের পেছনে থাকা লোকগুলোও নিরাপত্তা বেষ্টনির ভেতরে কি ঘটছে সে ব্যাপারে আগ্রহ বেশি।

র‍্যাপ সেই লোক দুটোর ছবির দিকে তাকালো যারা মন্ত্রী আসহানির জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করেছে। গাড়িগুলো রাস্তার অপর প্রান্তে ক্যাফে ও তাদের আমেরিকান কাউন্টার পার্টদের থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তাদের পরনে সাধারণ পোশাক ও মুখে কালো মুখোশ। র‍্যাপ ধারণা করল হয় তারা কুদস ফোর্স কিংবা স্থানীয় শিয়া মিলিশিয়া সদস্য। তারা সবাই একে-৭৪ ধরে রয়েছে। র‍্যাপ জানে জঙ্গীরা কি জন্য নিজেদের চেহারা লুকিয়ে রাখে কিন্তু যখন পুলিশও চেহারা লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয় তখন বোঝা যায় শহরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কি দূরাবস্থা।

র‍্যাপ স্টিলওয়েলের কাঁধে হাত রেখে বলল, “আমি এটা স্রেফ কল্পনা করছি নাকি বাস্তবে এ পুলিশ সাব মুখোশধারী লোকগুলো একে অপরের সাথে লড়াই করবার জন্য লুকিয়ে আছে?”

“না,” স্টিলওয়েল জ্রিন থেকে চোখ সরাল না, “তোমার ধারণা সঠিক। সেই পুরাতন বাহিনী। এখানকার বেশির ভাগ পুলিশ সুন্নি আর মুখোশধারীরা শিয়া। এরা অনেকটা রেড স্কস আর ইয়াংকিদের ফ্যানের, পার্থক্য হল তারা একে অপরকে দীর্ঘসময় ধরে ঘৃণা করে আসছে।”

“ইয়াকিং আর রেড স্কস ফ্যানরা একে অপরকে খুন করে না।”

“এক শহরে থাকলে...তারা হয়ত তাই করত।”

র‍্যাপের এসবের কোন কিছুতেই ভালো লাগছিল না। শেষমেষ কেনেডি এই হ্যাটফিল্ডস আর ম্যাকয়দের মধ্যে ক্রসফায়ারে না পড়ে যায়। “এ মিলিশিয়ার লোকদের কি বিশ্বাস করা যায়?”

“মানে?”

“মানে তারা যদি নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে দেয়?”

“করতে পারে।”

“চমৎকার।”

“মিচ, এই শহরে আমি শুধু আমার কুর্দি বডিগার্ডদের বিশ্বাস করি।”

র‍্যাপ পুলিশগুলোর দিকে তাকাল। “এমনকি পুলিশকেও না?”

“পুলিশদের তো সবচেয়ে কম।”

“আশা করি তুমি সিরিয়াস বলছো না।”

“অবশ্যই আমি সিরিয়াস। এরা এ শহরের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ। যদি কোন আক্রমণ হয় তাহলে এমন ঘটনার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে তারা স্রেফ পালিয়ে যাবে।”

“তাহলে তাদের আনার দরকার কি ছিলো?”

“আমাদের এর চেয়ে বেশি কিছু করার নেই।”

“শিট।”

“মিচ, যতটা খারাপ মনে করছ ব্যাপারটা অতটা খারাপও না। এদের কোন ধারণাই নেই তারা কাকে পাহারা দিচ্ছে। তারা শুধু এটুকু জানে যদি এখানে সব ঠিক ঠাক চলে তাহলে তারা মোটা অংকের বোনাস পেতে যাচ্ছে।”

র‍্যাপ সিকিউরিটি মনিটরের দিকে তাকাল। সে স্ক্রিনের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, “এই বেকুর দুটাকে দেখ। এরা ফিফটিগুলোকে ভুল দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে।”

স্টিলওয়েল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। “এখানে মাজল ডিসিপ্লিনের কোন বালাই নেই। এমন কোন দিন নেই যখন আমি এ বেকুবগুলোকে মেশিনগান নামিয়ে রাখতে বলি নি। আর এরা সেফটি ক্যাচ অন করে ট্গারে আঙ্গুল দিয়ে নির্বিকারে ঘুরে বেড়ায়। অ্যাক্সিডেন্টাল ডিসচার্জ এখানে গাড়ি দুর্ঘটনার মতই স্বাভাবিক...আর তারা মোটেও ভালো ড্রাইভার না।”

“র‍্যাপ প্রমাদ গুনল। এমন পরিস্থিতিতে অ্যাক্সিডেন্টাল ডিসচার্জ হাজার হাজার বুলেট ছুটে আসার কারণ হতে পারে। সে জানালার কাছে গিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে রাস্তার দিকে তাকাল। র‍্যাপের বেল্টের সাথে একটি সিকিউর রেডি ও বাম কানে একটি ওয়্যারলেস এয়ারপিস লাগানো। সে ট্রান্সমিট বাটনে চাপ দিয়ে বলল, “ম্যাক, কেমন আছ?” র‍্যাপ সরাসরি কেনেডির নিরাপত্তা প্রধানের দিকে তাকাল যে ক্যাফের প্রবেশপথ আগলে রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

“চমৎকার,” কণ্ঠে ব্যঙ্গাত্মক ভাব। “আমার আশেপাশে এক দঙ্গল লোক দাঁড়িয়ে আছে যাদের হাতে আমার চেয়ে বড় বন্দুক এবং তারা আমার বসকে খুন করতে পারলে অত্যন্ত আনন্দিত হবে। এছাড়া বাকি সবকিছু চমৎকার। সকালে সূর্য আকাশে। তাপমাত্রা ষাটের মাঝামাঝি। মনে হচ্ছে ছুটি কাটাচ্ছি।

“আমি জানি। মনে হচ্ছে তাদের কাজ কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আইরিন আসল পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছে। বেশিক্ষণ

লাগবে না ও তারপর তোমরা তাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌছে দিয়ে আসতে পারো ।”

“আমি সেকেন্ড হিসাব করছি ।”

“একটু দাঁড়াও ।” র‍্যাপ তার সিকিউর রেডিওটা টু-ওয়ে মোডে নিয়ে রাস্তার একেবারে অপরপ্রান্তে তাকাল । বেশ কয়েকজন পুলিশ সাথে রুশ নির্মিত রকেট প্রপেলড গ্রেনেড লঞ্চার নিয়ে ঘুরছে ।

“এই জায়গাটা একেবারে ভয়ংকর,” বিড়বিড় করে বলল র‍্যাপ । আশেপাশে অনেক বেশি অস্ত্রধারীর ঘোরাফেরা । অবচেতন মনে সে তার বাম নিতম্বে রাখা পয়েন্ট ৪৫ ক্যালিবারের ওপর হাত রাখল । তার বড় সাইজের শার্টের নিচে লেভেল থ্রুডি আর্মার আর হৃদপিণ্ডের ওপরে আরে বেল্টে দুটি অতিরিক্ত ম্যাগাজিন । র‍্যাপ রাস্তা থেকে নজর সরিয়ে ঘরের আরেক পাশে গড়ে তোলা অস্ত্র গুদামের দিকে নজর দিল । মেঝের ওপর দুটি কালো কোম্পোজিট কেস রয়েছে ।

র‍্যাপ সেগুলো কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে দুটির ঢাকনা খুলল । ঢাকনা সরিয়ে নিজের ব্যবহার্য অস্ত্রগুলির দিকে তাকাল সে । একটি ৫.৫৬ মিলিমিটার রাইফেল, অতিরিক্ত পয়েন্ট ৪৫ ও সাপ্রেসরসহ একটি পিস্তল, সবগুলো ফোম কাটআউটে বসানো । এম-৪টা স্যাবর ডিফেন্সের তৈরি । র‍্যাপ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অস্ত্রটা অ্যাসেম্বল করে ঝু দিয়ে সাইলেন্সার লাগিয়ে তিরিশ রাউন্ডের ম্যাগাজিনে লোড করল । তারপর সেফটি ক্যাচ অন নিশ্চিত করে পয়েন্ট ২৩৩ রাউন্ড চেম্বারে ঢুকিয়ে দুটি অতিরিক্ত ম্যাগাজিন নিয়ে জানালার কাছে এলো ।

“বেসকে জানাও, “স্টিলওয়েলকে বলল সে, “আর দেখ কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্স যেন প্রস্তুত থাকে ।”

র‍্যাপ এম-৪ আঁকড়ে ধরে ঘড়ির দিকে তাকাল । ১১:১৭ বাজে । সে রাস্তায় সব অস্ত্রধারীদের দিকে তাকিয়ে প্রমাদ গুনল । দু’গ্রুপের মধ্যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি কেনেডি ও তার দলকে ক্রসফায়ারে ফেলতে পারে । র‍্যাপ তার পেছন থেকে স্পিকারে কেনিডির গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিল । আরেকটা পুলিশ পিকাপ ট্রাককে রাস্তার অপর পাশে আসতে দেখে র‍্যাপ ব্রু কৌচকোল । পিকাপে মোট আট জন লোক । সবার পরনে ইউনিফর্ম ও কালো মুখোশ । তারা ট্রাক থেকে নেমে জোড়ায় জোড়ায় বিল্ডিংগুলোর কোনায় কোনায় চলে গেল । র‍্যাপ সিদ্ধান্ত নিল যথেষ্ট হয়েছে ।

“ম্যাক,” বলল র‍্যাপ তার রেডিও ট্রান্সমিট বাটনে চাপ দিয়ে । “আমার মনে হয় এবার আমাদের বেসে রওনা দেয়া উচিত ।”

“আমারও ।”

“ঠিক আছে, তোমাদের লোকদের প্রস্তুত হতো বলো । মন্ত্রী আসহানি প্রথমে যাবেন, যখন তিনি চলে যাবেন তখন তাকে ওখান থেকে নিয়ে দ্রুত রওনা দাও ।”

“তুমি কি আমাকে তাকে সেটা বোঝাচ্ছে, যাওয়ার সময় হয়েছে?”

“ঠিক তাই । তার কানে কানে বল যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার চলে এসেছে । তারা মূলতবী করবে । এর পরেরবার তারা জেনেভায় দেখা করতে পারে যেখানে আমাদের এসব উন্মাদদের সাথে লড়াই করতে হবে না ।”

“রজার ।”

র‍্যাপ ক্যামেরার দরজা থেকে মিলিশিয়া ও তারপর পুলিশদের তাকাল । স্লাইডিং গ্রাসের দরজাটা ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে । সে এক কদম পিছিয়ে আসল যেন মাজলটা পর্দার ফাঁক থেকে বের না হয়ে আসে, তার রাইফেলটা তুলল । সে তার এল-৩টি টেক সাইটের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে লাল ডটটা পয়েন্ট ৫০ ক্যালিবার গার্নারের মাথায় ওপর তাক করল । আন্দাজ করল দূরত্ব ১৪০ ফুট । সোজা শট । র‍্যাপ এক গানারের থেকে আরেক গানারের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, “মাথা ঠাণ্ডা রাখো, ছোকরা । কয়েক মিনিটের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে ।”

কেউ একজন, সম্ভবত অফিসার, পয়েন্ট ৫০ ক্যালিবারের পেছনে থাকা দু'জনের দিকে এগিয়ে এসে তাদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে ও বিভিন্ন দিকে নির্দেশ করতে লাগল । কিছুক্ষণ পর তারা উল্টোদিকে বন্দুকগুলো সরালে নিজের বন্দুকটা নামিয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল র‍্যাপ ।

আইরিন কেনেডি ক্যাফের ভেতর থেকে রিডলি ও মন্ত্রী আসহানিকে রাস্তা পার হতে দেখলেন। গাড়িতে চড়ার আগে তারা দুজনেই পেছনে তাকালেন। মিটিংয়ের পর ইরানি গোয়েন্দামন্ত্রীর প্রতি আইরিনের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল। তিনি উপলব্ধি করছেন এ লোকের সাথে কাজ করা সম্ভব, সম্ভব তার ওপর আস্থা রাখা। তিনি তার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা চালিয়ে যেতে পারতেন। তারা এক সঙ্গে অনেক কিছু নিয়েই কাজ করতে পারেন। অপেক্ষাকৃত ছোট এ মিটিংয়ের পর তার মনে হচ্ছে ইরানের সাথে শত্রুতার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। বিশেষ করে যদি আসহানির মত লোক ক্ষমতায় থাকে।

বাকি লোকজন অপর দুই সিডানে চেপে বসার পর গাড়ি বহর চলতে শুরু করলো। কেনেডি চোখে সানগ্লাশে চাপাতে চাপাতে ভাবতে লাগলেন মিচকে নিয়ে তিনি কি করবেন। মিচকে তিনি সেই তখন থেকে চেনেন যখন সে একুশ বছর বয়স্ক সিরাকুস ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল। রিফ্রুট করেন, তিনি তাকে ট্রেনিং প্রদান করেন এবং তার ক্যারিয়ারের সিংহভাগ সময়ে তিনিই ছিলেন তার নিয়ন্ত্রক। প্রথম দিন থেকেই সে ছিল অসাধারণ। বিজাতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও অভ্যাস দক্ষতার সাথে গ্রহণ করার অসামান্য ক্ষমতা রয়েছে তার। এজেন্সির সাথে যোগাযোগ বজায় না রেখে বিদেশের মাটিতে দীর্ঘদিন অপারেশন চালিয়ে যাবার ব্যাপারে তার ক্ষমতা আসলেই অদ্বিতীয়। বেশ কয়েক দফা মাসের পর মাস কোন খোঁজখবর না আসায় কেনেডি পর্যন্ত সন্দেহ করে বসেন মিচ আদৌ বেঁচে আছে।

অবশ্য প্রতিবারই কোন না কোনভাবে সে ফিরে আসে। প্রতিটি সফল মিশনের পরই সে তার নিয়ন্ত্রকের প্রতি ধৈর্য হারাতে শুরু করে। সিআইএ'র সুট অ্যান্ড টাই সংস্কৃতি তার জন্য হয়ে উঠতে থাকে অস্বস্তিকর। বিগত বছরগুলোতে ব্যাপারটা খারাপের দিকেই এগুচ্ছে। কেনেডির গুরু টমাস স্ট্যান্সফিল্ড অবশ্য তাকে বলেছেন যে ভালোরা একটু বিদ্রোহী হয়েই থাকে। তারা ল্যাংলির আমলাতান্ত্রিক গঠনে ঠিক খাপ খায় না। তাদের মিশনগুলো আসলে কোন স্ট্রীকচারে আবদ্ধ রাখা যায় না। তাছাড়া বাস্তবতা হল, তাদেরকে এমন সব লোক নির্বাচন করে যাদের নিজেদেই বিদেশের মাটিতে

কোন মিশনে যাবার অভিজ্ঞতা নেই।

বিয়েটা তাকে কিছুটা হলেও সাহায্য করে। অন্তত তাকে জীবনের অন্য অংশ সম্পর্কে দেখাতে সক্ষম হয়। মৃত্যুর পর সে নিজে একেবারে গুটিয়ে ফেলে। ধৈর্যের ছিটেফোটাও তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। আসহানির সাথে বসাটা ছিল আসলেই আচরণবিরূপ। আলোচনা অল্পতেই মূলতুবি করা হল কেননা র্যাপের মনে হচ্ছিল তা খামোখা টেনে লম্বা করা হচ্ছে।

কেনেডি ম্যাকডোনাল্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, “মিচের কি জন্য মনে হচ্ছে মিটিংটা শেষ করা উচিত?”

“মস্ত্রীর লোকজন আর স্থানীয় পুলিশের মধ্যে ঝামেলা চলছে। যেকোন মুহূর্তে বন্ধুকযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।”

“তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নও।”

“বস, এসব ব্যাপারে আমি মস্করা করি না। তো আমরা কি এবার বেসের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারি?”

কেনেডি হাত ভাঁজ করে রাস্তার অপর প্রান্তে দোতলা বিল্ডিংটার দিকে তাকালেন। তিনি র্যাপকে দেখতে পেলেন না, কিন্তু তিনি নিশ্চিত সে ওখানেই অবস্থান করছে। কেনেডি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, “ঠিক আছে, যাওয়া যাক।”

ম্যাকডোনাল্ড ইশারায় তার তিজন লোককে ডাকলে সাবআরবানের পেছনের প্যাসেঞ্জার ডোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল তারা। চারজন গাড়িতে গিয়ে বসল, কেনেডি সবার মাঝে। ডিরেক্টর ব্যাকসিটে গিয়ে বসলেন। তাদের একজন দরজাটা বন্ধ করে দিল। আরেকজন দেহরক্ষী অপর প্রান্ত থেকে এসে বসলে কেনেডি তাদের মাঝে রীতিমত স্যান্ডউইচ হয়ে পড়লেন। ম্যাকডোনাল্ড সামনের প্যাসেঞ্জার ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে বাকি সবাইকে গাড়িতে উঠে পড়তে ইশারা করলেন। পাঁচটা গাড়ি ব্লক থেকে বের হয়ে কিছুক্ষণ থেমে থাকলে পুলিশের গাড়িগুলো সরে তাদের জন্য রাস্তা করে দিল।

কেনেডি সামনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন আর ওদিকে অন্য সাবআরবানটি দুটি পুলিশ ক্রুজার অতিক্রম করে বাম দিকে ঘুরল। তিনি লক্ষ্য করলেন রাস্তার দু'ধারে ডজনখানেক মুখোশধারী পুলিশ হাতে আরপিজি কিংবা মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে। কেনেডি তার ব্র্যাকবেরিটা বের করলেন। কয়েকটা বোতামে চাপ দিয়ে জিনিসটাকে সাইলেন্ট মোড থেকে বের করে যখন একটি ই-মেইল খুলতে যাবেন ঠিক তখনই ঘটল এক বিকট বিস্ফোরণ। থেমে গেল সাবআরবানটা। কেনেডি ফ্রন্ট উইন্ডো দিয়ে বিস্ফারিত চোখে সামনের গাড়িটিকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হতে দেখলেন।

অধ্যায় ৩৬

আসহানির সঙ্গীদের দ্রুত চলে যেতে দেখল র‍্যাপ। এ মিলিশিয়ার লোকেরা ঝামেলায় জড়ায় না। সে আরো ভালো করে দেখার জন্য আরেকটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওদিকে তারা পুলিশ চেকপোস্টের দিকে এগুচ্ছে। সে এটারই আশঙ্কা করছিল। এমন পরিস্থিতিতে পুলিশ মেশিনগানের গুলিতে গাড়ি ঝাঁঝরা করে ফেলে ঠিক বনি অ্যান্ড ক্রাইড ছবির দৃশ্যের মত। অবশ্য এক্ষেত্রে পুলিশেরা গাড়িগুলোর জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিলেং সিডান তিনটি ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের গতিতে দজলা নদীর তীরে অপেক্ষারত হেলিকপ্টারের দিকে ছুটে গেল।

র‍্যাপ আরেক জানালায় ফিরে গেল।

“ঝামেলাপূর্ণ অংশ শেষ হয়ে যাবার কথা কেননা হ্যাটফিল্ডরা বিদায় হয়েছে।” “আমারও তাই মনে হয়।” স্টিলওয়েল কি’র ওপর কয়েকটা বোতাম চাপ দিয়ে মূল মনিটরে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল পরিবর্তন করল। “তোমার আইডিয়াটা আসলেই দারুন ছিল, মিচ। হয়ত ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে।”

“তুমি মন্তব্যটি আগে করে ফেলছ, ডন জুয়ান। তেহেরানে বহু কাঠমোল্লা রয়েছে যারা এ প্রস্তাব ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলবে।”

“তারা যদি সাহায্য প্রস্তাবটা নাও গ্রহণ করে, এক্ষেত্রে অন্তত তাদের মনোযোগ ইসরাইল ও আমাদের থেকে সরানো গেছে।”

“দেখা যাক।” কেনেডিকে আর্মরড সাবআরবানে চড়তে দেখল র‍্যাপ। নিরাপত্তা রক্ষীরা সবাই যার যার গাড়িতে গিয়ে চেপে বসল। সামনের টয়োটা ৪ রানারটা চলতে শুরু করল। আসহানির গাড়ি বহরের চেয়ে ধীরে চলছিল ওটা। একে একে বাকি গাড়িগুলোও তার পেছন পেছন এগুতে লাগল। দুটো পুলিশ ফ্রুজার সরে গিয়ে গাড়িগুলোর জন্য রাস্তা করে দিলে প্রথম গাড়িটা এসে বামদিকে ঘুরল। র‍্যাপ কেনেডিকে দ্বিতীয় সবআর বানে চড়তে দেখল। অন্য তিনটা গাড়ি বহর সবগুলো সাদা টয়োটা দেখে মনে হচ্ছিল জাতিসংঘের গাড়িবহর থেকে ধার নেয়া। কেনেডির সাবআরবান চলতে শুরু করলে র‍্যাপ একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করল। বামপাশে থাকা পুলিশেরা ছুটে আসতে

লাগল র্যাপের দিকে । সে স্লাইডিং গ্রাসডোরটা খুলে বারান্দায় নামল । নিচের দিকে ঝুঁকে ফুটপাথের দিকে তাকাল কি ঘটছে তা দেখার জন্য । কিছুই নেই সেখানে । কোন পথচারিও না । কোন গাড়ি না । কিছুই না । সে দৌড়াতে থাকা পুলিশদের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল তারা ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে । তারা কোন কিছুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না বরং তারা কোন কিছুর থেকে ‘পালিয়ে’ যাচ্ছে । র্যাপ অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখল শেষের গাড়িটা ঘুরতে যাচ্ছে ।

সাদা এসইউভির পেছনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর দিকে চোখ পড়ল তার । র্যাপ দেখতে পেল পয়েন্ট ৫০ ক্যালিবার মেশিনগানের সাথে থাকা দুই পুলিশ অফিসার গানগুলো ঘোরাল । অন্যান্য অফিসারেরা গাড়ি থেকে নেমে পজিশন নিল বিল্ডিংয়ের পেছনে । র্যাপের শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল, চোখ কুঁচকে গেল তার, ডান হাতটা আপনা আপনি চলে গেল তার এম-৮ রাইফেলের দিকে । তার দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয় যেন চিৎকার করে বলছে কোথাও একটা সমস্যা আছে । সে বারান্দায় ঝুঁকে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কোন লুকানো ‘হুমকি’ রয়ে গেছে কিনা যা পূর্বে তার চোখে পড়ে নি । তাকানোর সময় সে শার্টের নিচে হাত ঢুকিয়ে সিকিউর রেডিওতে চাপ দিল যেন কেনেডির সিকিউরিটি ডিটেইল শুনতে পায় ।

পয়েন্ট ৫০ ক্যালিবার মেশিনগুলোর একটা হঠাৎ করে গর্জে ওঠায় চমকে উঠল র্যাপ । কংক্রিটে গড়া শহরে পরিবেশে মেশিনগানের আওয়াজ কামানের গর্জনের মতই শোনাচ্ছে । র্যাপ আতঙ্কিত চোখে দেখতে পেল দুটি মেশিনগান হতে গুলিবৃষ্টি দেখতে পেল । শেষ সাদা এসইউভিটা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল ।

একটা বিকট বিস্ফোরণ ঘটলে র্যাপ শুনতে পেল ম্যাকডোনাল্ডের গলা । “শিট! আমরা আক্রান্ত হয়েছি ।”

“খেমো না । মুভ, মুভ ।”

প্রথম বিস্ফোরনের পর আরো দুটো বিস্ফোরণ ঘটল । র্যাপ তার অস্ত্রকে ফ্যারিং পজিশনে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢেঁচিয়ে উঠলো, “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বি অ্যাকশন ফোর্সকে পাঠাতে বল ।” র্যাপ দেখতে পেল শেষ মাথায় থাকা এসইউভিটার ড্রাইভারের দরজা খোলা । একজন গুরুতর আহত সিকিউরিটি কন্ট্রোলার গাড়ি থেকে পড়ে গেল, পেছনের চাকার কাছে এগুতে লাগল কাভারের জন্য । জুজারের পেছনের ট্রাংক লুকিয়ে থাকা একজন পুলিশ তার ওপর গুলি চালিয়ে তাকে একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলল । র্যাপ একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সিদ্ধান্ত দিল আপাতত পুলিশ হত্যা করা যাবে না । অপেক্ষা

করতে হবে ।

বন্দুকের মাথায় কালো সাপ্রেসরটা তার অ্যাকুরেসি আরো বৃদ্ধি করে । এল-৩ ইওটেক সাইটের সাথে একটি ভিউফান্ডার সংযুক্ত যার মাঝে একটি লাল ডট রয়েছে । যুদ্ধক্ষেত্রে এ এক অসামান্য অগ্রগতি যা দ্বারা ব্যক্তি দু'চোখ খোলা রেখেই গুলি চালাতে পারে । র‍্যাপ মেশিনগানের ওপর লাল ডটটা রেখে ট্গারে চাপ দিল । এম-৮ রাইফেলের সামান্য ধাক্কা মাজলটিকে ওপরের দিকে সামান্য একটু নড়িয়ে দিল । র‍্যাপের দীর্ঘদিনের ট্রেনিং কাজে দিল । সে মাজলটা লাইনে নিয়ে খুঁজতে লাগল তার পরবর্তি টার্গেট । সে ডটটা গানারের হা করে রাখা মুখের ওপর তাক করল যে অন্য গাড়ি থেকে ভারি অস্ত্র সস্ত্র নামাচ্ছিল । ট্গারে চাপ দিল র‍্যাপ, সামান্য কেঁপে উঠল সাইটটা তারপর দেখা গেল লোকটার কালো মুখোশ থেকে একদল রক্ত ছিটকে পড়ল । পড়লো ২৩৩ রাউন্ডের গুলিটা তার খুলির একটা বড় অংশ উড়িয়ে দিয়েছে । মুখোশধারী কয়েক সেকেন্ডের জন্য পয়েন্ট ৫০ ক্যালিবারের মেশিনগানটা আঁকড়ে ধরে লুটিয়ে পড়ল ট্রাকের ওপর ।

“একটা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে আসো ।”

স্টিলওয়েলের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে উঠল র‍্যাপ । সে পয়েন্ট ৫০ ক্যালিবার মেশিনগানারদের খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেল এক পুলিশ তার দিকে আরপিজি তাক করে রেখেছে । র‍্যাপ লোকটার মাথার ওপর লাল ডটটা প্রেস করে গুলি চালালো । লক্ষ্য করার ঠিক আগ মুহূর্তে বুলেটটা তার ওপর আঘাত হানলে রকেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অপর একটি বিল্ডিংয়ে গিয়ে পড়লে তিজন পুলিশ নিহত হয় । র‍্যাপ তৃতীয় .৫০ ক্যালিবার মেশিনগানারকে পেয়ে গুলি চালালে প্রথম বার মিস করলেও পরের বার ঠিকই সফল হলো । র‍্যাপ এক টার্গেট থেকে আরেক টার্গেট ধীরস্থির গতিতে এগুতে লাগল, হিসাব করতে লাগল প্রতিটি কার্টিজের ।

“ম্যাক,” কণ্ঠ যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল সে । “আমাকে একটা স্ট্যাটাস রিপোর্ট দাও ।” সে গুলি চালাতে লাগল হিসাব করে । অপেক্ষা করছিল কেনেডির নিরাপত্তা প্রধানের কণ্ঠ শোনার । সে ত্রয়োদশ বারের মত ট্গারে চাপ দিয়ে ডান হাটু ভাঁজ করে ম্যাগাজিন বের করে নতুন ম্যাগাজিন ঢোকাল । পেছনে তাকিয়ে দেখল স্টিলওয়েল স্কোয়ার্ড অটোমেটিক উইপন লোড করছে । র‍্যাপ নতুন ম্যাগাজিন ঢোকাতে ঢোকাতে পুরো যুদ্ধক্ষেত্রে একবার নজর বুলিয়ে নিল, দেখল কেনেডির গাড়িবহরের কি অবস্থা । র‍্যাপের এ মুহূর্তে শুধু রিইনফোর্সে আসার আগপর্যন্ত টিকে থাকতে হবে ।

সে আরেক রাউন্ড চেম্বারে ভরে দেখতে গেল আরেক ‘হবু শহীদ’ ৫০

ক্যালিবার মেশিনগান চালাবার চেষ্টা করছে। তার মাথার কোনায় গুলি চালিয়ে দিল সে। র‍্যাপ ইয়ারপিসে তার আত্ননাদ শুনতে পেল।

“ম‍্যাক, তুমি নাকি? তুমি ঠিক আছ?” র‍্যাপ নতুন টার্গেটের খোঁজ করতে লাগল। কাজটা মোটেও সহজ নয়। পুলিশেরা বুঝে ফেলেছে মেশিনগানের আশেপাশে থাকা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। “ম‍্যাক,” র‍্যাপ আবাও বলে উঠল। সে দেখতে পেল দু’জন পুলিশ রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করে বাকি পুলিশদের সাথে মিশে গেল। কয়েক মুহূর্তে র‍্যাপ নিজেকে সামলে নিলো। সে ভাবতে পারে নি স্ট্রাইকার কলাম এত তাড়াতাড়ি পৌছে যাবে, অবশ্য এ কারণেই পুলিশেরা দৌড়াচ্ছে।

সমিৎ ফিরে পাবার পর সে লক্ষ্য করল পুলিশেরা একেবারে মিইয়ে গেছে যখন তারা দেখতে পেল একটা দোমড়ানো সিডানকে কেনেডির গাড়িবহরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। গাড়িটার পেছনে আরো দুটো গাড়ি তারপর দুটি ভ্যান ও একটি ট্রাক। কয়েকজন পুলিশ জায়গা ছেড়ে পালাতে শুরু করে আর বাকিরা খুলে ফেলতে থাকে তাদের ইউনিফর্ম। র‍্যাপ কিছুক্ষণের জন্য গুলি চালানো বন্ধ করলো। সে বুঝে উঠতে পারছে না কাকে সে টার্গেট করবে।

স্টিলওয়েল ব্যালকনিতে র‍্যাপের কাছে এসে বলল, “একটা খারাপ খবর আছে। কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্স সমস্যায় পড়েছে।”

সমস্যা কি তা র‍্যাপ জিজ্ঞাসা করার আগেই ক্রমে কুর্দিরা প্রবেশ করল। র‍্যাপ লক্ষ্য করল তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের মুখ কালো মুখোশে ঢাকা। সে ঘরের কোনায় রাখা অস্ত্রশস্ত্রের দিকে একবার তাকিয়ে আবার রাস্তার দিকে তাকাল যেখানে মুখোশধারী মিলিশিয়ারা অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছে।

র‍্যাপ সবাইকে চুপ করতে বলে স্টিলওয়েলকে প্রশ্ন করল, “সমস্যা কি?”

“আমি তাদের কাছ থেকে কিছু জানতে পারি নি। শুধু এটুকু জানতে পেরেছি বেস লকডাউনের মধ্যে রয়েছে।”

র‍্যাপ এক মুখোশধারী কুর্দির দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বলল, “তোমার মুখোশটা দাও।”

লোকটা তেমন দ্রুত কাজটা না করায় ডল সার্জেন্টের মত চোঁচিয়ে উঠল র‍্যাপ।

“করছ কি তুমি?” স্টিলওয়েলের প্রশ্ন।

“আমি নিচে যাচ্ছি।” র‍্যাপ কুর্দিটার কাছ থেকে মুখোশটা নিতে নিতে বলল।

“তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?”

“আমি এ নিয়ে কোন কথা বলতে চাই না। ফ্রেটগুলো খোল,” র‍্যাপ অস্ত্র

ভাঙারের দিকে ইঙ্গিত করল। “এদের অর্ধেককে ছাদের ওপর আর বাকি অর্ধেককে ব্যালকনিতে মোতায়ন কর আর আমাকে বাদে আর যেকোন মিলিশিয়ার ওপর গুলি চালাতে।”

র‍্যাপ মুখোশটা পরে কুর্দিদের দিকে তাকাল। “আমাকে গুলি কোর না। কালো প্যান্ট, ধূসর শার্ট, কালো মুখোশ।” বলার সাথে সাথে প্রতিটি পোশাকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখাল সে। “আর আমি বাদে সবাইকে।”

ইমাদ মুখতার ধুলায় ভরা স্টোর ফ্রন্ট উইন্ডো দিয়ে পুরো ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করছিল। দেড় ব্লক দূরে তার নির্দেশমত পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। মুখতার এ ব্যাপারে আলী আব্বাসের ওপর নির্ভরশীল। সে দুই বছর আগে আলী আব্বাসকে মসুলে হিজবুল্লাহর কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করে। এ সময়ের মধ্যে আব্বাস বেশ শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। অবশ্য বাগদাদ কিংবা বসরায় অবস্থানরত তার কাউন্টার পার্টদের মত অতটা সফল সে হতে পারে নি, মূলত কুর্দি জনগোষ্ঠীর আধিক্যের কারণে। তাকে এখানে মূলত তথ্য সংগ্রহ ও মার্কিনদের বিরুদ্ধে ছোটখাট হামলা চালাবার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। তার এখানে অবস্থানকালীন একটা বিষয় লক্ষ্য করেছে তা হল শিয়া অধ্যুষিত পুলিশবাহিনীতে দুর্নীতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। পুলিশ বাহিনীর প্রায় প্রতিটি সদস্য সাদ্দামের আমলে উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে, যা ছিল তৎকালীন প্রসাশনের এ অঞ্চলে শিয়া ও কুর্দি প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করবার পরিকল্পনার একটি অংশ।

সাদ্দামের পতনের পর তারা টিকে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তাই করেছে। পুলিশ বাহিনীর মাঝে তাদের অবস্থান সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের মতো। যদি কারো নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে সে জন্য খরচ করতে হবে। এমনকি যারা নির্বিঘ্নে থাকতে চায় তাদেরও টাকা খরচ করতে হয়। পুলিশের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য আব্বাসকে নিতে হয়েছে মিথ্যার আশ্রয় আর খরচ করতে হয়েছে আমাতুল্লাহর দেয়া আড়াই লাখ ডলার। আব্বাস মুখতারকে জানায় যে পুলিশ যদি জানতে পারে টার্গেট সিআইএ'র ডিরেক্টরের মত একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাহলে তারা এ পরিকল্পনায় অংশ না নেবার সম্ভাবনাই বেশি। ইরানী কুদস ফোর্সের সাথে মিলে একই ধরনের অপারেশন চালানো ও তাদের জন্য বিব্রতকর। তাই তাদের নিতে হয়েছে মিথ্যার আশ্রয়।

সে পুলিশ কমান্ডারকে বলে তারা সুইজারল্যান্ডের একজন ইহুদি ব্যাংকারকে টার্গেট করেছে। মুখতার জানত দুইপক্ষ ট্রাফিক ও এলাকার নিয়ন্ত্রনের বেলায় পুলিশ মোতায়েনের ক্ষেত্রে একমত হবেন। এটা আগে থেকে নির্ধারিত ছিল মিটিংয়ে কারা আসবে এ ব্যাপারে কোন কিছু জানানো হবে না। মুখতার কমান্ডারকে আরো টাকা সাধলে কমান্ডার রাজি হয় এবং সে

মুক্তিপনের টাকার হিস্যাও দাবি করে। মুখতার তার সাথে দশ মিনিট দর কষাকষি করে। কমান্ডার আরো দর কষাকষি করতে চেয়েছিল কিন্তু মুখতার আগ্রহী ছিল না। সে লোকটাকে জানাল খুব বেশি কিছু করতে হবে না। মুখতারের কাছে লোকজন ও পুলিশের গাড়ি রয়েছে। কমান্ডারের শুধু তার লোকদের সরিয়ে রাখতে হবে আমেরিকান সেনা আসার আগ পর্যন্ত। তারা আসার পর সে এসে এমন আচরণ করবে যেন সে কিছুই জানে না।

মুখতার আব্বাসের ওপর চোখ রাখল। সে একটি পুলিশ ইউনিফর্ম পরে রাস্তার কোনায় দাঁড়িয়ে আছে গাড়িবহরের অপেক্ষায়। মুখতার ইতিমধ্যে তাকে ডেকে জানিয়েছে যে পিকাআপটাকে বসে থাকা মিলিশিয়া সদস্যরা যেন তাদের বন্দুক আক্রমণের নির্দেশ পাওয়া পূর্ব পর্যন্ত উল্টোদিকে ঘুরিয়ে রাখে। আমেরিকানরা বোকা হলেও এত বোকা নয়।

আমাতুল্লাহ একটা বিষয় পরিস্কার করে দিয়েছেন যে মন্ত্রী আসহানি যেন জীবিত ফিরে আসেন। তার সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সিআইএ'র ডিরেক্টরের সাথে মিটিং করতে গিয়ে ধরা পড়লে ব্যাপারটা অত্যন্ত বিব্রতকর হবে সন্দেহ নেই। বেশিরভাগ সময়ে মুখতার মানুষের জীবনের পরোয়া না করলেও এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। আসহানি তার জীবন বাঁচিয়েছে বলে সে তার কাছে ঋণী। সেদিন সে তার হাত না ধরনে ঐ বেকুব আলী ফারহানির মত সেও তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের স্তূপে পড়ে যেত। এমন মৃত্যুর কথা ভাবতেও কেঁপে ওঠে তার হাত। কয়েক বছর আগে জয়নবাদীদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে এক ইসরাইলি বোমা সেই বিল্ডিংয়ে গিয়ে আঘাত হানে যেখানে মুখতার অবস্থান করছিল। দুই দিন ধরে বিল্ডিংয়ের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে কাটায়। হামলায় তিজন সহযোদ্ধাকে হারায় সে। তাদের ধুলোয় মাখা ক্ষত-বিক্ষত দেহ তার স্মৃতিকে নাড়া দেয়। সেটি এবং ইম্পাহানে মৃত্যুকে কাছে থেকে দেখার পর সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর কখনও বাংকারে পা দেবে না। মাটির ওপরেই থাকবে।

আব্বাস পেছনের পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করলো। রুমালটা জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল, দুই হাত উঁচু করল সে। মুখতারকে জানালো কেনেডি দ্বিতীয় সাবআরবানে আছেন। এ সিগন্যালের অপেক্ষায়ই ছিল সে। মুখতার তার সাথে থাকা চৌদ্ধ জনের দিকে তাকালো।

“ওরা আসছে। তোমরা মুখোশ পরে নাও।” লেবানিজ সন্ত্রাসীটা তার মোবাইল ফোনটা নিয়ে সেভ বাটনে চাপ দিল। তিনবার রিং বাজার পর জবাব আসল। মুখতার বলল, “সময় হয়েছে।” জবাবের অপেক্ষা করল না ইমাদ। সে মেঝেতে ফোনটা রেখে তার মারকভ পিস্তলটা বের করল। পিস্তলটা বের করা এ জন্য যে কেউ যেন ময়দান ছেড়ে না পালায়।

কমলা ও সাদা রঙের ট্যাক্সিটা পুরাতন শহরের দক্ষিণাঞ্চল ধরে ঘণ্টাখানেকের মত ঘুরছিল। একজন পেছনে বসা আর অন্যজন ড্রাইভিং সিটে। তারা একবার কফি খাওয়ার জন্য ও অন্যবার খবরের কাগজ বিক্রির জায়গায় মোট দু'বার থামে। পঞ্চাশ মিনিটের এ টহলে তারা আরো দক্ষিণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গত সন্ধ্যায়ই তারা তাদের স্পট নির্বাচন করে ফেলে। লোকেশনগুলো আসলেই সেরা। দুটো লোকেশনই বেসের মূল গেটের দুই মাইলের মধ্যে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহর ও জিবা দু'জনই ইরানি রেভলুশনারি গার্ডসের সদস্য এবং বর্তমানে কুদস ফোর্সের সাথে যুক্ত। তারা ছোট দলের সদস্য যারা মর্টার চালনায় সুদক্ষ। মাত্র পাঁচ মাস ধরে ইরাকে থাকলেও তারা আশপাশ সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই জেনে গেছে। যখন তারা তাদের চূড়ান্ত নির্দেশ পেল তখন প্রথম লকিংপয়েন্ট থেকে মাত্র তিন ব্লক দূরে। নির্দেশ মতো ছোট গাড়িটা ময়লা ভর্তি রাস্তা ধরে এগিয়ে একটি ভাঙাচোরা ওয়্যারহাউসের সামনে গিয়ে থামল। দু'জন গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলে ট্রাংক খুলে সাহর একটি এম ২২৪ ৬০ মিলিমিটার মর্টার বের করল।

পুরোপুরি অ্যাসেম্বল থাকা অবস্থায় এর ওজন থাকে পঞ্চাশ পাউন্ডের মত। সে বেস প্লেটটা আগের রাতে চক দিয়ে ঐকে রাখা গোল দাগের ওপর রাখল। তারপর সে বাইপডের দুই পা টেনে দুই মার্কের ওপর প্রেস করল।

এলিভেশন ও ট্রাংগভার্সিঙ্ক ইতিমধ্যেই ডায়াল ও লক করা। সাহর মর্টার থেকে সরে এসে জিবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, সে দু'হাতে দুই রাউন্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সাহর দু'হাতে এক জোড়া মোটা চামড়ার দস্তানা পরে নিজের জন্য দুই রাউন্ড তুলে নিলো। তারা এ কাজ এর আগেও বহুবার করেছে কিন্তু মূল ঘাঁটির ওপর একবারই আক্রমণ চালিয়েছে তারা। তাও মাসখানেক আগে। তারা উপলব্ধি করেছে প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমেরিকানরা অনেক উন্নত। তাদের আছে ফায়ার ফাইভিং আর্টিলারি রাডার। তাদের প্রথম দিককার মিশনগুলোর মধ্যে একটা ছিল প্রধান রানওয়ের ওপর গোলা বর্ষণ করা যখন একটি কার্গো বিমান ল্যান্ড করছিল। তারা মর্টার সেটআপ করে, শেল বের করে টিউবে ড্রপ

করে। হুশ করে আওয়াজে উড়ে যায় মর্টার। তারা দাঁড়িয়ে থেকে বিস্ফোরনের আওয়াজ শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কয়েক সেকেন্ড পর শেনা যায় বিস্ফোরনের আওয়াজ, আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে তারা। সাহর যখন দ্বিতীয় রাউন্ডটা টিউবে ভরতে যাবে ঠিক তখনই একটি আর্টিলারি শেল আসার আওয়াজ শুনতে পায় তারা। কাছে থাকা একটা নর্দমার ফাঁকে গিয়ে আশ্রয় নেয়ায় সে যাত্রায় বেঁচে যায় তারা। তাদের গাড়ি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয় সাহর।

আজকের এ বিশেষ দিনে সাহর ও জিবা তাদের কাজের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী নয়। হিজবুল্লাহ'র লোকটা তাদের যে নির্দেশ দিয়েছে তা করাটা বেশ কঠিন। একটা টিউব থেকে ছয়টা মর্টার রাউন্ড মারতে প্রায় বিশ সেকেন্ডের মত সময় লাগবে।

এটুকু সময়ের মধ্যে আমেরিকনরা তার ছোঁড়া শেলের চেয়ে বড় শেল দিয়ে আঘাত হানতে পারবে। তারা যখন পরিকল্পনাটা বাস্তবসম্মত নয় বলে মন্তব্য করল তখন তার আত্মবিশ্বাসের ওপর প্রশ্ন তোলা হয়। প্রশ্ন তোলা হয় তাদের পৌরুষত্বের ওপরও। বলাবাহুল্য এতে উভয়েরই আঁতে যা লাগে এবং তারা কাজটা করতে রাজি হয়ে যায়। দু'জনেরই কেউ গতরাতে ঘুমায় নি, মাঝরাতে তারা একমত হয় যে চারটা শেল ছোঁড়াই যথেষ্ট হবে। তারপর তারা আরেকটা পজিশনে গিয়ে বাকি দুটো শেল ছুঁড়বে।

সাহর মর্টার টিউবের কাছে গিয়ে তার বন্ধুর দিকে তাকালে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ায়। সাহর টিউবের মধ্যে শেল ঢুকিয়ে আধকদম পেছনে সরে দাঁড়াল। হুশ শব্দের শেলটা আকাশে উড়ে গেল। মধ্যাকর্ষণ শক্তি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এটিকে মাটিতে টেনে নেবে, তবে আশা ঘাঁটির সদর দরজায় যেন সেটা গিয়ে পড়ে। জিবা দ্বিতীয় রাউন্ডটা টিউবে পুরে চালিয়ে দিল। শেষ দুটি লঞ্চ হবার পর সাহর এক হাতে গরম টিউব ও অন্য হাতে বাইপডটা ধরল। পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের লোহা লক্কড়কে ট্রাংকে তুলে গাড়ির দরজার দিকে ছুটলো। যখন গাড়ি স্টার্ট করতে যাবে ঠিক তখন রক্ত হিম করা আর্টিলারি রাউন্ড আসার শব্দ শুনতে পেল তারা। সাহর সর্বশক্তি প্রয়োগে এক্সিলিটরে চাপ দিয়ে টয়োটা ছুটতে শুরু করল। এক সেকেন্ড পরে প্রথম রাউন্ড মাটিতে আঘাত হানলে আশেপাশের সব কিছু কেঁপে উঠে। একটি শার্পনেলের আঘাতে পেছনের জানালার কাঁচ ভেঙে গেলেও গাড়ি ঠিকই চলতে থাকে।

জিবা সাহরের সাথে সামনের সিটে বসে আছে। দু'জন একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসল অস্বস্তিতে। চব্বিশ ও পঁচিশ বছর বয়স্ক এই দুই যুবক

এসব ব্যাপারে এখনও হাস্যরস খুঁজে পায়। আট ব্লক পর তারা তাদের দ্বিতীয় পজিশনে গিয়ে পৌঁছায়। আবারও সাহর মর্টার বের করে এবং জিবা দুই রাউন্ড। সাহর মার্ক অনুযায়ী সব বসিয়ে জিবার কাছ থেকে শেল নিয়ে টিউবে ঢুকায়। ষাট মিলিমিটার শেল টিউব থেকে গর্জে ওঠে।

রাস্তাটা ধুলোবালি ও অন্যান্য ময়লায় পরিপূর্ণ। লঞ্চ হওয়ায় টিউবের আশপাশ ধূলায় ভরে গেলে সাহর কয়েক সেকেন্ডের জন্য কিছু দেখতে পায় না। ধুলো সরে যাওয়ার পর সে লোড করার জন্য এগিয়ে গেল। ধুলোবালির জন্য ঠিকভাবে শেল লোড করতে পারছিল না। অন্য সময় হলে কোন সমস্যা ছাড়াই শেল লোড করতে পারলেও একাধিক শেলের আওয়াজ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ায় টিউবে শেল ঢোকাতে একেবারে ব্যর্থ হলো সে।

শেলটা মাটির ওপর উড়ে এসে পড়লে সাহরের মনে হল জিনিসটা যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে। দু'জন কয়েক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থেকে তাদের গাড়ির দিকে ছুটে লাগলো। ছোট্টার সময়ে প্রতিটি পদক্ষেপে সে নিজেকে শাপশাপান্ত করতে থাকলো, হিজবুল্লাহ সদস্যের এ নির্দেশ পালন করতে কেন রাজি হল। যখন তারা গাড়ির দরজায় গিয়ে পৌঁছাল তখন ১৫৫ মিলিমিটার হোয়েইনজার রাউন্ড মাত্র সত্তর ফুট দূরে এসে পড়ে। রেজরশার্প শার্পনেল ১৬০০০ ফুট প্রতি সেকেন্ড গতিতে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরনের আঘাতে এক মুহূর্তে দু'জনকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে।

মুখতার রাস্তার ওপর চোখ রেখে কুদস ফোর্সের কমান্ডার রশিদ দাদ্রিসিকে বলল, “প্রথম ‘ওয়েভ’ পাঠাও।”

মুখতার আরপিজি দলের কথা বলছিল যাদের কাজ কনভয়ের প্রথম দু’টি গাড়ি উঠিয়ে দেয়া। মুখতার ও দাদ্রিসি এ বিষয়ে একমত যে তাদের কাছে যথেষ্ট শক্তি আছে পাঁচ গাড়ির এ কনভয়কে ধ্বংস করবার।

অবশ্য দাদ্রিসির ধারণা তারা কম সময়ের একটা সুবিধা পাবে। সম্ভবত কয়েক মিনিটের। সে মুখতারকে আমেরিকানদের রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাবার বেশ কয়েকটি কাহিনী শোনাল যুদ্ধ শুরু হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে। মুখতার শুরু থেকেই আমেরিকান সময় শক্তিকে অকার্যকর করবার কাজে নিয়োজিত। সে প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহকে এ মর্মে অনুরোধ করে যেন তিনি গোয়েন্দা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যাপারটি নিশ্চিত করেন, যদি মিটিং চলাকালীন আশেপাশের দুই মাইল এলাকার মধ্যে কোন আমেরিকান ইউনিট থাকে তাহলে মিটিং বাতিল হয়ে যাবে। আমেরিকানরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। দাদ্রিসির গোয়েন্দারা পুরো শহর ঘুরে দেখেছে, আশেপাশে কোন আমেরিকান নেই।

মুখতার আমেরিকান মিলিটারি ডকট্রিন ভালো করেই জানে। দীর্ঘদিন এ বিষয়ে পড়াশোনা করেছে। সে জানে একটি কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্স স্ট্যান্ডবাই অবস্থায় রয়েছে। সেজন্যই মর্টার আক্রমণের ব্যবস্থা করেছে সে। যদি মর্টার হামলায় তাদের কিছু যান বিদ্ধস্ত হয় তাহলে খুবই ভালো কিন্তু মুখতারের মূল লক্ষ্য ভুল বোঝাবুঝি আর আতংক সৃষ্টি করে পুরো ঘাঁটিকে লকডাউন মোড়ে নিয়ে আসা। তার প্ল্যান সফল করবার জন্য প্রতিটি সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে সফল হলে তারা পুরো একটা মিনিট পাবে।

মুখতার ধরে নিয়েছে ঘাঁটির খুব অল্পসংখ্যক লোকই জানে যে কেনেডি এখন মসূলে। আমেরিকানরা যে বিষয় নিয়েই কথা বলতে চাক না কেন সন্দেহ নেই তারা অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজটা করছে। সে কারনে তারা কূটনৈতিকের বদলে গুপ্তচরদের সাথে গোপন মিটিংয়ে বসেছে। তারা এ ঘটনা প্রকাশ করতে চায় না। ব্যাপারটা যেমন তাদের জন্য সুবিধাজনক তেমন

সুবিধাজনক মুখতারের জন্য। আমেরিকানরা সারা পৃথিবীর কাছে এটাই প্রচার করতে চায় ইরানী বিদ্রোহীরাই পরমাণবিক কেন্দ্র ধ্বংস করেছে। কিন্তু মুখতার খুব ভালো করেই জানে আমেরিকানরাই এ হামলার পেছনে রয়েছে। তার কাছে কোন প্রমাণ নেই কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস তারাই এ অপকর্ম করেছে। সে তাদের এ মিথ্যাচারের জন্য শাস্তি দিতে চায়।

মুখতার দেখতে পেল রাস্তা ব্লক করে রাখা পুলিশের গাড়িগুলো সরতে শুরু করেছে। সে রাস্তার কোনায় চোখ রেখে বলল, “ওদের পাঠাও আর দ্বিতীয় গ্রুপকে এগিয়ে যেতে বল।”

কুদস কমান্ডার প্রথম চারজনকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। তারা দোকানের সামনের দরজা থেকে বের হয়ে বাম দিকে ঘুরল। জোড়ায় জোড়ায় কাজ করছিল তারা। চারজনের প্রত্যেকে সাদা পোশাকে ছিল আর সাথে ব্যাকপ্যাক। কারো মুখেই মুখোশ ছিল না। মুখতার তাদের ফুটপাথের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল। প্রথম টয়োটা এসইউভিকে দেখতে পেলে তার ডিজিটাল ঘড়ির স্টপওয়াচে চাপ দিল সে।

“আস্তে,” বলে উঠল মুখতার, যেন দ্বিতীয় ‘চেউ’-এর সদস্যদের কানে পৌঁছায়। “আমি বলব কখন মুভ করতে হবে।”

দ্বিতীয় গ্রুপে মোট ছয়জন সদস্য। তাদের চার জনের সাথে আরপিজি ও বাকি দু’জনের হাতে বাইপড সংযুক্ত রাশিয়ান পিকেএম ৭.৬২ মিলিটার লাইট মেশিনগান আছে। তাদের সবার মুখে মুখোশ।

প্রথম সাব আরবান নজরে পড়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় সাব আরবানও নজরে পড়ল যাতে কেনেডি বসে আছেন। সামনের গাড়িটা গতিবৃদ্ধি শুধু করলে বাকি গাড়িগুলোও গতি বাড়াতে থাকে। শেষ এসইউভিটা তাদের দৃষ্টিগোচরে আসে। মুখতার যখন তার ডান হাত তুলে তার যোদ্ধাদের হামলা শুরু করার নির্দেশ দিতে যাবে ঠিক তখন রাস্তার ওপর পাশ থেকে প্রথম গুলির চলার আওয়াজ শোনা গেল।

“যাও!” চিৎকার করে উঠল মুখতার। “যাও! যাও!” সে এগিয়ে গিয়ে তার যোদ্ধাদের ঠেলতে লাগল। বেকুব পুলিশগুলোর অপেক্ষা করার কথা ছিল। কনভয়ের সামনের অংশে হামলা চালাবার কথা ছিল প্রথমে, পেছনের অংশে নয়।

প্রথম যোদ্ধা দরজা থেকে বের হয়ে ছুটে রাস্তার অপর অংশে গিয়ে দু’টি পার্ক করা গাড়ির মাঝে গিয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণে সে নিজ পজিশনে গিয়ে দাঁড়ায় ততক্ষণে দ্বিতীয় যোদ্ধা রাস্তার অপর পাশে তার পজিশন পৌঁছে গেছে। সে তার ডান কাঁধে আরপিজি তুলে সামনের এসইউভির দিকে তাক করে ফায়ার

করল। ৮৫ মিলি মিটারের রকেট-অ্যাসিস্টেড গ্রেনেডটা টিউব থেকে ছুটে গেল রাস্তার ওপর দিয়ে। আঘাত হানল টয়োটার ইঞ্জিন ব্লকের ওপর, সৃষ্টি করল অগ্নিকুণ্ডের। গাড়িটা বাম দিক ঘুরে আছড়ে পড়ে আগে থেকে পার্ক করে রাখা দু'টি গাড়ির ওপর, দ্বিতীয় রকেট আঘাত হানল এসইউভিটা ওপর। প্রথমে 'চেউ'এ যে চারজনকে পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত হয়ে পড়েছে। আরপিজির বিস্ফোরনে মাটিতে ছিটকে পড়েছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। বাকি তিনজন তাদের ব্যাকপ্যাক খুলে পার্ক করা গাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে টার্গেটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রতিটা ব্যাকপ্যাকে একটি করে স্যাশেল চার্জ ছিল যা সাজোয়াযানের নিচের অংশে বিস্ফোরনের মাধ্যমে ছিদ্র সৃষ্টি করতে সক্ষম। তারা চার্জের সাথে ফিউজকর্ড সংযুক্ত করে ব্যাকপ্যাকগুলো ফেলে দেয়। দু'টি ব্যাকপ্যাক প্রথম সাবআরবানের নিচে এবং তৃতীয় ব্যাকপ্যাকটা দ্বিতীয় সাবআরবানের ফ্রন্ট বাম্পারের সামনে গিয়ে পড়ে। তিনজনই কভারের জন্য ছুটে পালিয়ে যায়।

মুখতার দেখতে পেল প্রথম সাবআরবানের নিচে পেতে রাখা দু'টি স্যাশেল চার্জ একসাথে বিস্ফোরিত হলে গাড়িটা উড়ে যায়। গাড়ির বুলেটপ্রুফ গ্রাসের প্রতিটি অংশ টুকরো টুকরো হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। গাড়িটা আছড়ে পড়ে রাস্তার কোনায়। বিস্ফোরনের ফলে মুখতার দ্বিতীয় গাড়িটার কি পরিণতি হল তা দেখতে পারছিল না। বাইরে গিয়ে দেখার ইচ্ছা থাকলেও সে ইচ্ছা দমন করল মুখতার। এখনও কাজ শেষ হয় নি। মুখতার দেখতে পেল শেষ বিস্ফোরকটা প্রথম গাড়ির নিচে ছোঁড়া হয়েছে যা ইতিমধ্যে দুটি আরপিজি দ্বারা আক্রান্ত। গাড়ি ও গাড়ির আরোহী উভয়েরই কার্যসমাপ্ত হয়েছে বলে মনে হলেও তার নির্দেশ ঠিকই পালন করল যোদ্ধা। বিস্ফোরণে টয়োটার অবশিষ্ট অংশও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ল।

একটু থেমে ও প্রথমদিকের যানগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় মুখতারের মনে হল এবার যাওয়া যেতে পারে। সে কুদস কমান্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, “চল, দেখি কি কি অবস্থা।”

তখনও প্রচুর গুলি চলছিল। দাদ্রিসি নার্সাস ভঙ্গিতে বলল, “আরেকটু পরে গেলে হত না?”

মুখতার মুখে কালো মুখোশ পরতে পরতে বলল, “কেন, ভয় পাচ্ছ নাকি?”

দাদ্রিসি মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বলল, “আমাকে নির্দেশে দেয়া হয়েছে যেন আপনার কিছু না হয়।”

মুখতারের ভাবের কোন পরিবর্তন হল না। “কিছু হবে না। আমাকে নিয়ে

আল্লাহর পরিকল্পনা রয়েছে।” সে বিল্ডিং থেকে বের হয়ে ধীরে সুস্থে ফুটপাথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। তার আশেপাশে থাকা পাঁচজন ব্যক্তি হাঁটু গেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আশেপাশে গৌলাগুলি চললেও তা কানের পাশ দিয়ে যাচ্ছে না।

ধুলোবালির মধ্যে মুখতার জন্য ট্রাকটা দেখতে পেল। ট্রাকের হুডটা উড়ে গেলেও প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টটা মোটামোটি অক্ষতই রয়েছে। মুখতার পুরো অপারেশনটা সফল হতে যাচ্ছে উপলব্ধি করে মুচকি হাসল।

তাদের সামনে থাকা গাড়িটা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, কিছু বুঝে উঠবার আগেই মুখতার মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেল কালো মুশোশের ফাঁক থেকে দাদ্রিসির কালো চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে। “আমার ওপর থেকে ওঠা।” নির্দেশ মুখতারের।

“এক্ষুণি উঠছি।” হাসল দাদ্রিসি। “আল্লাহ চান যতক্ষণ না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে যতক্ষণ আমি আপনাকে নিরাপদে রাখি। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে মুখতার জোরে হেসে ফেলল। এমন লোক সে তার জীবনে খুব কমই দেখেছে যে তার নির্দেশ অমান্য করেছে।

কুদস কমান্ডার তার লোকেদের সামনের রাস্তা পরিষ্কার করবার নির্দেশ দিলেন। মুখতার তার ঘড়ির দিকে তাকালো। এক মিনিট ও এক চল্লিশ সেকেন্ড পার হয়েছে মাত্র। তারা ভালভাবেই এগুচ্ছে কিন্তু তারা কোনভাবেই থেমে যেতে পারে না। অবশেষে বিশ সেকেন্ড অতিক্রম হলে তারা শুরু করল এগুতে। মুখতার আরো আনন্দিত হল দ্বিতীয় সাবআরবানটাকে পরিষ্কার দেখতে পেয়ে। গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু ধ্বংস হয় নি। ড্রাইভার সিঁড়িয়ারিং হুইলের ওপর উঁচু হয়ে পড়ে আছে কিন্তু সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে থাকা আরোহি নড়াচড়া করছে। মুখতার ভালভাবে দেখার জন্য গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। ব্যাকসিটে সিআই’এর ডিরেক্টরকে দেখতে পেয়ে চোখ স্থির হয়ে গেল তার।

“সে বেঁচে আছে,” চেষ্টা করে উঠল, ড্রাইভারের সাইড প্যাসেঞ্জার উইন্ডোর দিকে নির্দেশ করে। “শেষ কর ওকে।”

দাদ্রিসির এক যোদ্ধা একটি পয়েন্ট ৫০ ক্যালিবার রাইফেল কাঁধে নিয়ে কয়েক কদম পেছনে গেল। মুখতার সহ সকলে কানে হাত দিল। প্রথম গুলিতে কাঁচ ভেঙে সৃষ্টি হয় একটা ছোট গর্তের। দ্বিতীয় গুলিতে গর্তটা বিশালাকৃতি ধারণ করে। মুখতার হাত উঁচু করে গুলি বন্ধ করার নির্দেশ দিলো। সে এক হাতে একটি স্মোক গ্রেনেড ও অপর হাতে তার মারকভ নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। আরেকজন যোদ্ধা একটি ইলেকট্রনিক করাত হাতে

প্রস্তুত ছিল যদি গাড়িটা কাটবার প্রয়োজন হয়। মুখতারের অবশ্য বিশ্বাস ছিল সেটা করবার প্রয়োজন হবে না। এ লোকগুলো বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে, কিছু সেকেন্ড বেশি হলেও।

ধোঁয়া আরো বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে করতে দুইটি গাড়ি সাব-আরবানের কাছে এসে থামল। গাড়িগুলো মুখতার ও কেনেডিকে নিয়ে যাবার জন্য আনা হয়েছে।

“মনে রেখো,” বলে উঠল মুখতার, “মহিলার যেন কিছু না হয়।” সে ট্রাকের কাছে সরে আসল পাছে গাড়ির ভেতর থেকে বডিগার্ডদের কেউ গুলি চালিয়ে না বসে। “বের হয়ে আসুন, কাউকে কিছু করা হবে না!” সে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে ঘড়ির দিকে তাকালো। নার্ভাস হতে শুরু করেছে সে। মুখতার যখন করাত চালাবার নির্দেশ দিতে যাবে ঠিক তখন পেছনের প্যাসেঞ্জার ডোরটা খুলে গেল।

একজন নিরাপত্তারক্ষী মাথায় হাত রেখে গাড়ি থেকে বের হয়ে আসল। আসার সাথে সাথে তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলা হল। এরপর বের হয়ে আসলেন সিআইএ’র ডিরেক্টর। মুখতার তাকে এক হ্যাচকা টানে গাড়ি কাছ থেকে সরিয়ে নিল। আরো দু’জন লোক কাশতে কাশতে গাড়ি থেকে বের হয়ে আসল। তাদেরকেও প্রথম জনের পাশে মাটিতে শুইয়ে ফেলা হল।

মুখতার কেনেডির মাথা থেকে হিজাব টেনে সরিয়ে মুখের ওপর কষে চড় মারল। তার সানগ্রাস গেল উড়ে। সে কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে আস্তে আস্তে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

হিজবুল্লাহ সদস্য তার চোখের দিকে তাকালো এ আশায় যে তার দৃষ্টিভরা থাকবে আতংক। কিন্তু সে দেখতে পেল ভাবলেশহীন একজোড়া চোখ। সত্যি কথা বলতে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে মান্দকাসক্ত। মুখতার আবারও তাকে চড় মারে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে আবারও মাথা তুলে দাঁড়ায় সে। তাকিয়ে থাকে সেই ভাবলেশহীন চেহারায়।

মুখতার তার চুল টেনে তাকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে নিয়ে গেল। তার মারকত পিস্তল বের করে প্রথম রক্ষীর দিকে তাক করে টুগারে দিল চাপ। মেশিনগান ও অন্যান্য বন্দুকের আওয়াজে পিস্তলের গুলির আওয়াজ চাপা পড়ে গেলেও কাজ ঠিকই করে ফেলে। লোকটার মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বের হতে লাগল। মুখতার কেনেডিকে বাধ্য করল মৃতব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে। তারপর বাকি দুই রক্ষীরও হল একই পরিণত।

“তুমি,” মুখতার আরবীতে বলে উঠল, “আমার কথা মত চলবে নয়ত তোমারও ঠিক একই পরিণতি হবে।”

মুখতার যখন তার মাথা টেনে তুলতে যাবে ঠিক তখন তাদের ঠিক উত্তর পাশে দু'টি বিস্ফোরণ ঘটল। মুখতার দেখতে পেল দু'টি পুলিশের গাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কুদস ফোর্স কমান্ডার মুখতারকে টেনে দেহরক্ষীদের মৃতদেহের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। “আমাদের যেতে হবে।” গোলাগুলির মাঝে চেষ্টা করে উঠলেন তিনি।

মুখতারও অমত করল না। সে কেনেডিকে টানতে টানতে গাড়িতে নিয়ে গেল।

র‍্যাপ বাম হাতে লোডেড গ্লুক পয়েন্ট ৪৫ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। প্রথমে অবশ্য সে আমেরিকান এম-৪ রাইফেল নিতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা রেখেই আসল। র‍্যাপ লাফ দিয়ে নিচে নামল। তার মাথা থেকে জ্বলন্ত টয়োটা এসইউভির দৃশ্যটা সরছিল না। জিনিসটা এক মুহূর্তে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে। কেনেডির সাজোয়া সাবআরবান অবশ্য এর চেয়ে শক্তিশালী কিন্তু এতটা হামলা সেটাও সহ্য করতে পারবে না। তাকে যেকোন মূল্যে সেখানে তাদের সাহায্য করতে হবে। র‍্যাপ সামনের দরজায় পৌঁছে ছোট জানালার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, “স্ট্যান, তোমরা প্রস্তুত?” সে এয়ারপিসে স্টিলওয়েল কণ্ঠ শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

“মিচ, আমার মনে হয় না কাজটা ঠিক হচ্ছে,” বলল স্টিলওয়েল চিন্তিত কণ্ঠে। “বেস থেকে বলা হয়েছে তারা আকাশপথে সাহায্য পাঠাচ্ছে আর কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্সও রওনা দিয়ে দিয়েছে। এখন চুপচাপ বসে অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।”

র‍্যাপ মাথা নিচু করল। সে জানে কাজটা খুব একটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু যিখানে কেনেডি ও তার সহকারীরা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে সেখানে স্রেফ চুপ করে বসে থাকতে পারে না সে। “স্ট্যান,” বলল র‍্যাপ, “এ নিয়ে আর কোন কথা না। আমি তিন গোনার সাথে সাথে দরজা দিয়ে বের হচ্ছি। তুমি আমার কথা শুনছ?”

“হ্যাঁ,” বলল স্টিলওয়েল।

“এক,” র‍্যাপ তার কালো মুখোশটা একটু সরিয়ে নিলো যেন স্পষ্ট দেখা যায়। “দুই,” সে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে এ পাগলামির জন্য গালমন্দ করল। “তিন,” দরজার নকের ওপর হাত রেখে স্টিলওয়েল ও তার বাহিনীর গুলি করার আওয়াজ শোনার অপেক্ষা করতে লাগল সে। প্রায় সাথে সাথে গুরু হল গুলির আওয়াজ। দরজা বরাবর ঘাড় নিচু করে দৌড়াতে লাগল র‍্যাপ।

প্রথম ব্যাপার যা র‍্যাপের চোখে পড়ল তা হল চারজন লোক একটি পুরাতন নীল শেভি ইমপালা ফুটপাথের ওপর আড়াআড়ি রাখা হয়েছে

ব্যারিকেড বানাবার উদ্দেশ্যে । গাড়ির পেছনে চারজন অস্ত্রধারী তারই দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছে । তাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া র‍্যাপের কোন উপায় ছিল না । সে যদি থেমে পিছু হটত তাহলে নিশ্চিতভাবে তারা তার ওপর গুলি চালাতো । কিন্তু তাদের দিকে এগিয়ে গেলে তারা তাকে তাদের একজন মনে করবে যেমনটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল, উল্টোপাশে দু'টি বিস্ফোরণ ঘটল । র‍্যাপের দিকে পাথর কনা উড়ে আসায় সে হাত উঁচু করে নিজেকে আড়াল করল । গাড়ির পেছনে থাকা লোকগুলো স্টিলওয়েল ও তার লোকদের উদ্দেশ্যে গুলি চালাতে লাগল । গাড়ির ট্রাইংকের কোনায় গিয়ে লুকাল র‍্যাপ ।

র‍্যাপ কোনরকমে কনভয়ের দিকে একটু তাকাল কিন্তু পুরোটা রাস্তা ধোঁয়ায় ভরা । চার কোনার মাঝামাঝি জায়গাটা আপাতত সবচেয়ে নিরাপদ । সামনের দুই কোনা স্টিলওয়েল ও তার সঙ্গীরা গুলি চালিয়ে যাচ্ছে, র‍্যাপের ঠিক পেছনে একটি রকেট বিস্ফোরিত হল । বিস্ফোরণে ছিটকে পড়ল অনেকের দেহ, সৃষ্টি হল ভুল বোঝাবোঝির ।

র‍্যাপ পয়েন্ট ৪৫ ক্যালিবার গ্রুক বাম হাতে উঁচু করে ধরল যেন সবার নজরে পড়ে । সে তার ডানহাতে আস্তে আস্তে শার্টের নিচে নিয়ে সেখান থেকে তার সাইলেন্সড ৯ এমএম গ্রুকটা বের করল । র‍্যাপ প্রথম লোকটার পেছনে দাঁড়িয়ে সাইলেন্সারটা কাঁধের ওপর চেপে ধরে । ঠিক সেই মুহূর্তে সে তার পয়েন্ট ৪৫টা রাস্তার দিকে তাক করে । র‍্যাপ ৯ এমএম থেকে গুলি চালায় এবং লোকটার নিতম্বের নিচে তার ডান পাটা রাখে যেন লোকটা পড়ে না যায় । সে তার বাম হাত তুলে ৯ এমএমটা বাম দিকে ঘোরায় । গুলি চালায় দ্বিতীয় লোকটার মাথা বরাবর । লোকটা সাথে সাথে লুটিয়ে পড়ে । তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ লোকটারও মাথায় গুলি চালিয়ে দেয় ।

র‍্যাপ হাঁটু গেড়ে বসে যেন সে কভার খুঁজছে । সে ইম্পালার সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পুরো পরিস্থিতি এক নজর দেখে নেয় । ধোঁয়া আর আগুনের মাঝে সে গাড়িগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায় । চতুর্থ গাড়িটা একেবারে যা-তা । সাদা গাড়িটা .৫০ ক্যালিবারের বুলেটে একেবারে ক্ষত বিক্ষত । দ্বিতীয় সাবআরবানটা থেকে সাদা ধোঁয়া বের হচ্ছে, বিস্ফোরকের ফলে সৃষ্ট কালো ধোঁয়ায় । চারটা গাড়ির মধ্যে কেনেডির গাড়িটা অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো ।

সাবআরবানের পেছনে র‍্যাপ কিছু একটা নড়াচড়া লক্ষ্য করল । কালো মুখোশধারী কয়েকজন লোক ঘোরাফেরা করছে । র‍্যাপ অপর প্রান্তের রাস্তাটার দিকে তাকালো । স্টিলওয়েল ও তার কুর্দি সঙ্গীরা মিলিশিয়া ও অবশিষ্ট পুলিশদের গুলির তোড়ে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে । র‍্যাপ সামনে

এণ্ডবার সিদ্ধান্ত নিলো ।

“স্ট্যান, আমি শেষ টয়োটাটার পেছনে কভার নিচ্ছি । তোমার লোকদের বল আমার ওপর যেন গুলি না চালায় ।” র‍্যাপ শুনতে পেল স্টিলওয়েল তার কুর্দি সঙ্গীদের সাথে কথা বলছে । কিছুক্ষণ পর গোলাগুলি কিছুটা কমে আসল । র‍্যাপ নিচু হয়ে ধীরে ধীরে টয়োটাটার কাছে এগিয়ে গেল । এক সিকিউরিটি কনট্রাক্টরের মৃতদেহ কয়েক ফুট দূরে পড়ে আছে । র‍্যাপ এই নতুন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে পেল একদল মিলিশিয়া সদস্য দুটি বড় লেট মডেল আমেরিকান সিডনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । গাড়ির দরজা কিছু সময়ের জন্য খোলা হলে র‍্যাপ কেনেডিকে দেখতে পেল এক ঝলক । তাকে এক লোক ধরে সিডনের ব্যাকসিটে বসাচ্ছে ।

র‍্যাপ এক হাঁটুতে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা একবার পর্যবেক্ষণ করল । বাম থেকে ডানে গুনে দেখল সে, মোট এগার জন, গাড়িতে যারা বসে আছে তারা বাদে । সবার হাতে মেশিনগান । অর্ধেকের বেশি লোক সতর্কবস্থায় কভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । খুব বেশি হলে দুই কি তিন জনকে শেষ করতে পারবে সে । প্রথম সিডনের পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেলও জোরে ঘুরতে শুরু করল চাকা । পেছনের জানালা দিয়ে সে দেখতে পেল লোকটা তার বসের চুল ধরে মাথা নিচে ঠেসে ধরে রয়েছে ।

“স্ট্যান,” র‍্যাপের কণ্ঠে আশংকা । “আইরিন বেঁচে আছে । আমি আবারও বলছি আইরিন বেঁচে আছে । তারা তাকে একটা ধূসর ফোর্ড এলটিভির পেছনে তুলেছে । আরেকটা মিলিশিয়ায় ভরা গাড়ি তার পেছন পেছন যাচ্ছে । গাড়িটা সাদা চার দরজার । সম্ভবত শেভি । ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ।” র‍্যাপ গাড়িগুলোকে ডানদিকে ঘুরতে দেখল । সে তথ্যটা স্টিলওয়েলকে দিয়ে বলল, “বেস কমান্ডারকে বল কেনেডিকে অপহরণ করা হয়েছে । যতদ্রুত সম্ভব রোড ব্লক করতে বল, তার যত প্রিডেটর আর হেলিকপ্টার আকাশে আছে তার সবগুলো আমার এক্ষুণি লাগবে । আর গ্লোবাল অপসকে বল তাদের প্রস্তুত থাকতে ।

র‍্যাপ বুঝতে পারল তার এখন সরাসরি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলা উচিত যেন অর্ডারটা সরাসরি প্রদান করা হয় কোন রকম প্রশ্ন ছাড়া । সে স্টিলওয়েলকে সরাসরি হোয়াইট হাউসের সাথে লাইন দিতে বলতে যাবে এমন সময় দেখতে পেল মুখোশধারী এক পুলিশ অফিসার কেনেডির বিদ্রোহ সাবআরবানেরর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে এগিয়ে আসছে । পুলিশ অফিসারটা একদিকে আস্তুল তাক করল তারপর অন্যদিকে । তারপর গাড়ির

কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা আশেপাশের লোকদের নির্দেশ প্রদান করতে লাগল ।

“স্ট্যান, আমার তিনজন কুর্দিকে এখানে প্রয়োজন এক্ষুণি ।” র‍্যাপ তার পিস্তলটা হোলস্টারে পুরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকল মাটিতে । সে টয়োটাটার ফ্রন্ট হুইলের একে বারে পেছনে অবস্থান করেছে । এসইউভিটার নিচে তাকিয়ে দেখতে পেল লোক দুটোকে । র‍্যাপ তার ৯ এমএমটা বামহাতে নিয়ে গুলি করার জন্য তাক করল । লোকগুলো তার থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে ।

“তাদের তাড়াতাড়ি আসতে বল,” র‍্যাপ ফিসফিস করে বলে চাপ দিল ট্গারে । বুলেটটা সার্কুলার সাপ্রেসর থেকে বের হওয়ার কয়েক সেকেন্ড পর বাম পাশে থাকা লোকটা লুটিয়ে পড়ল । র‍্যাপ তাক করল আরেকজনের ওপর । আবারও গুলি চালাল সে, ফলাফল একই । র‍্যাপ চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগল পরবর্তি ঘটনার জন্য । প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু’জন লোক এসে হাজির হল । তারা দু’জন নিচু হয়ে একজনকে তুলতে গেল । র‍্যাপ আন্দাজ করল সে তাদের নেতা । লোকগুলো নিঃসন্দেহে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত । স্পটে ফাস্টএইড দেবার বদলে তারা তাকে নিরাপদ জায়গায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে । র‍্যাপ লোক দু’টোর মাথায় তাক করে গুলি চালাল । একজন বামপাশে পড়ে থাকল স্থির হয়ে আর আরেকজন ডানপাশে লুটিয়ে পড়ে কাতরাতে লাগল ।

“স্ট্যান, কুর্দিরা কোথায়?” ফিসফিস করে বলে উঠল সে, খুঁজতে লাগল নতুন কোন টার্গেট ।

“তারা রওনা দিয়েছে । স্ট্রাইকার কলাম তিন মিনিটে পৌছে যাবে ।”

“তোমার লোকদের বল আমাকে যেন গুলি না করে ।”

আরেকজন এগিয়ে আসল কমান্ডারকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার জন্য । মিচ তার মাথায় চালিয়ে দিয়ে দিল গুলি । ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও টয়োটার পেছনে দ্রুতগতিতে সরে গেল সে । ট্রাকের সাথে হেলান দিয়ে তার ম্যাগাজিন ফেলে নতুন ম্যাগাজিন ভরল । উত্তর পাশে থাকা পুলিশ ও মিলিশিয়া সদস্যরা পেছাতে শুরু করেছে । এক ব্লক দূরে সে দেখতে পেল কিছু লোক তাদের অস্ত্র ও ইউনিফর্ম ফেলে দিচ্ছে । র‍্যাপ টয়োটার পেছনে ঘুরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল দু’জন আহত ব্যক্তি পড়ে আছে । তাদের পেছনে দু’জন মিলিশিয়া যোদ্ধা কেনেডির সাবআরবান ও তিনটা পার্ক করা গাড়ির আড়ালে পজিশন নিয়ে আছে । ব্লকের অপর প্রান্তে আরো কয়েকজন লোক দৌড়ে পালাচ্ছে । র‍্যাপ আন্দাজ করল লোকগুলো হয়ত মনে করছে তাদের উপর রাস্তার অপর প্রান্তের কোন বিল্ডিং থেকে স্লাইপার ফায়ার করা হচ্ছে । র‍্যাপ মাথা

ঘুরিয়ে দেখতে পেল স্টিলওয়েলের চারজন কুর্দি যোদ্ধা ইম্পালাটার দিকে । এগিয়ে আসল যেখানে র‍্যাপ এতক্ষন অবস্থান করছিল । র‍্যাপ হাত নেড়ে গাড়ির অপর পাশে অবস্থান নিতে বলল । সে টয়োটার ওপর দিকে আশেপাশে শেষবারের মত তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিল দ্রুত কাজ করার । র‍্যাপ তার পিস্তলটা তুলে নিলো ডান হাতে । দুই হাতে পিস্তল নিয়ে মাথা নিচু করে সে ছুটে গেল ফুটপাতে । পার্ক হওয়া প্রথম গাড়িটার কাছে আসার সাথে সাথে এগুতে লাগল গাড়ির পেছনে লুকিয়ে থাকা তিনজনের দিকে । ব্যাপারটা টের পেল না তারা ।

র‍্যাপ দুই সেকেন্ডের পৌছে গেলো তাদের কাছে । লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল সম্ভবত তাদের কমান্ডারকে আনবে কি আনবে না তা নিয়ে । র‍্যাপ তার সাইলেন্স পিস্তল বের করে এদের একজনের কপালে পয়েন্ট ব্র্যাংক রেঞ্জে গুলি ছুড়ল । বাকি দু'জন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের দু'জনের মুখের ওপর চালাল সে গুলি । তারপর কিছুটা এগিয়ে পার্ক করে রাখা দুই গাড়ির মাঝে চালাল হামলা । সে তার সাইলেন্স ও ৯ এমএম পিস্তলকে নিচু করে হাতে তুলে নিলো পয়েন্ট ৪৫ ক্যালিবার পিস্তলটি । সামনের দু'জনই বসে আছে হাঁটু গেড়ে । ডানদিকের লোকটা তার রাইফেল হাতে চারপাশে ঘোরাচ্ছিল । র‍্যাপ দশ ফুট দূরত্ব থেকে তার ওপর গুলি চালাল । ভারি রাউন্ডের আঘাতে লোকটার মাথা আঁছড়ে পড়ল সাবআরবানের ওপর । বামদিকে তাকানো লোকটা গুলির আওয়াজে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল । র‍্যাপ সিদ্ধান্ত নিল লোকটাকে জীবিত ধরবে । সে তার মাথার ওপর আঘাত করলে জ্ঞান হারালো সে । র‍্যাপ লোকটার রাইফেল নিয়ে লাথি দিয়ে সরিয়ে কুর্দিদের ইশারা করলো কাছে আসার ।

“স্ট্যান,” বলে উঠল র‍্যাপ, তাকাল সে । ঘড়ি দেখল, দুপুর হয় নি । তার মানে সম্ভবত প্রেসিডেন্ট এখনও বিছানায় । “স্যাটেলাইট ফোন দিয়ে একজন কুর্দিকে পাঠাও ।”

পুরো পরিস্থিতি এক মিনিটেরও কম সময়ে বদলে যায় । পুলিশ ও বিদ্রোহীরা সব উধাও । গোলাগুলি বন্ধ । পড়ে আছে শুধু লাশ আর ধ্বংসপ্রাপ্ত গাড়ি । র‍্যাপ সেই লোক দুটোকে দেখল যাদের পায়ে সে গুলি করে । পুলিশটা উপুড় হয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চেষ্টা করল নিরাপদ স্থানে পৌছাবার । র‍্যাপ কেনেডির সিকিউরিটি ডিটেইলের চার সদস্যের দিকে তাকাল । সবাই উপুড় হয়ে পড়ে আছে । প্রত্যেকের মাথায় বুলেটের ক্ষত । লাশগুলোর মধ্যে ম্যাকডোনাল্ড নেই । র‍্যাপ সাবআরবানটর ফ্রন্টসিট চেক করে দেখল । ফ্রন্টসিটে একটা লাশ পড়ে আছে, চেহারা বোঝা যাচ্ছে না । জ্যাক বুঝতে

পারল লাশটা ম্যাকডোনাল্ডেরই ।

রাগে গা রি-রি করতে লাগল তার । র্যাপ কিছুই করতে পারল না । সে ঘুরে তাকাল পুলিশ ইউনিফর্মধারীটার দিকে যে তখনও উপুড় হয়ে ছিল । র্যাপ তার পয়েন্ট ৪৫ ক্যালিবার গুলকটা তুলে গুলি চালাল । গুলির আঘাতে তার নিতম্বের মাংস গেল উড়ে । আতর্জনাদ করে উঠল সে ।

র্যাপ ৯ এমএমটা পকেটে ভরলেও হাতে রাখলো পয়েন্ট ৪৫টা । খুলে ফেলল তার মুখোশ, কুর্দীদেরও তা করবার নির্দেশ দিল সে । র্যাপ সেই লোকটার কাছে এগিয়ে গেল যে পুলিশ অফিসারটার সাথে কথা বলছিল ।

র্যাপ লোকটার মুখোশ খোলার জন্য নিচু হলে লোকটা ডান হাত দিয়ে ছুরি চালাল । সাথে সাথে সরে দাঁড়াল র্যাপ, অস্ত্রের জন্য বেঁচে গেল সে । লোকটা আরেকবার ছুরি চালাবার আগেই তার হাঁটুর ওপর জোরে লাথি মারল র্যাপ । লোকটা ব্যাখায় কাকিয়ে উঠলে আরেক পা দিয়ে লাথি মারল তার হাতের ওপর, ছিটকে পড়ল ছুরি । র্যাপ ছুরিটা দূরে সরিয়ে দিয়ে লোকটার মুখোশ টেনে খুলে ফেলল ।

লোকটার বাদামী চোখ দেখে মোটেও অবাক হল না সে । লোকটা আর যাই হোক আরব হতে পারে না । গায়ের রং বেশ ফর্সা, জুগুলো সুন্দর । সে ইরাকি হতে পারে কিন্তু উঁচু চোয়াল আর সুগঠিত ভ্রু দেখে তাকে ইরানী কিংবা কাজাখ মনে হচ্ছিল ।

“তারা ওকে কোথায় নিয়ে গেছে?” প্রশ্ন র্যাপের ।

লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে থাকল, বলল না কিছুই । র্যাপ আবারও লোকটার হাঁটুর ওপর লাথি দিল । কিছুক্ষণ পর আবারও সেই একই প্রশ্ন, এবার আরবিতে ।

“জাহান্নামে যা,” চোঁচিয়ে উঠল লোকটা ইংরেজিতে ।

র্যাপের মনে হল লোকটার কথায় ইরানি টান আছে । লোকটাকে সে ফার্সিতে জবাব দিল । তার কাছে ঝুঁকে গলা খাদে নামিয়ে বলল, “তুমি কি চাও তোমার পৌরুষত্ব বজায় রাখতে?”

জবাবে হিংস্র চোখে তাকিয়ে থাকল সে র্যাপের দিকে ।

“আমরা দু’জন,” র্যাপ মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল । “এখন ব্যাপারটা জটিলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি ।” র্যাপ শাটের নিচ থেকে তার কালো জেডটি নাইফটা বের করে ধরল লোকটার মুখের সামনে । “যে মহিলাকে তোমরা এইমাত্র কিডন্যাপ করলে সে আমার কাছে অনেক কিছু ।” র্যাপের চোখে উন্মত্ততা । “বিশ্বাস কর, আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা

করব তোমাকে কথা বলতেই হবে।”

লোকটা র্যাপের মুখের ওপর থুতু মারল।

র্যাপ চোখ ঝাপ্টাল পর্যন্ত না। সে লোকটার বাম কাঁধের জয়েন্টের মধ্যে ছোরাটা ঢুকিয়ে দিয়ে একটা মোচড় দিলো।

আর্তনাদ করে উঠল লোকটা, বিলাপ করতে লাগল ফার্সি ভাষায়। র্যাপ আরো জোরে ঠেসে ধরল ছোরাটা, আরো আর্তনাদ করতে লাগল সে। লোকটার মুখের মধ্যে পয়েন্ট ৪৫-এর ব্যারেলটা ঢুকিয়ে দিল এবার। তারপর লোকটার নাকের সাথে নিজের নাক লাগিয়ে ফার্সিতে বলল, “তুই নিজেকে যতটা শক্তই মনে করিস না কেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না, বেজন্মা ফার্সি কোথাকার। দোয়া কর যেন সে ঠিকমত ফেরত আসে তা না হলে ডিনারে তোর বিচি আমি তোকেই খাইয়ে দেব।”

হরমুজ প্রণালী

তারা ইরানি কিলোটাকে আর খুঁজে পাচ্ছে না। হলবার্গ তার সাবমেরিনের কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টারে দাঁড়িয়ে আছে, দরদর করে ঘাসছে সে। পানি খেতে খেতে নিজের লোকদের কাজ করতে দেখল। তারা আগেও বহুবার এরকম কন্ট্রাস্ট হারিয়েছে কিন্তু পরিস্থিতি কখনও এতটা বোসামাল হয় নি। তার নীলজোড়া এক স্ক্রিন থেকে যাচ্ছে আরেক স্ক্রিনে। একটা ডিজিটাল রিডআউটে ফুটে উঠেছে ১৪:৩২, কিলোর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে ঠিক এতটা সময় আগে; সময় বেড়েই যাচ্ছে সেকেন্ডের পর সেকেন্ড, মিনিটের পর মিনিট। ছয় মাস প্যাট্রলিংয়ের দায়িত্বের তিন মাস তারা বেশ ভালভাবেই পার করলেও আজকের ঘটনা ভিন্ন। হলবার্গ তখন ইঞ্জিনরুমে তখন ডেকের অফিসার তাকে জানায়, ইরানি সাবমেরিনটা উধাও হয়ে গেছে। শোনার সাথে সাথে গুঁভস খুলে সে ছুটে যায় সিএসিসির উদ্দেশ্যে। প্রুটিং টেবিলে তার দেখা হয় এক্সও'র সাথে। সে তাকে কন্ট্রাস্ট হারাবার দুই মিনিট আগের ট্যাক্টিকাল ইনফর্মেশন প্লে করে দেখাল। দশ সেকেন্ডের ফুটেজেই ব্যাপারটা বুঝে গেল হলবার্গ। বুঝতে পারল ইরানি ক্যাপ্টেন কি করেছে। লোকটা একেবারে সঠিক সময়ে কাজটা সেরে ফেলে। যখন সে তার একটা লেজি ফিগার এইট শেষ করে ঠিক তখন লোকটা তার সাবমেরিনটাকে অতিক্রম হওয়া এক বিশালাকৃতির সুপার ট্যাংকারের আড়ালে লুকিয়ে ফেলে। সুপারট্যাংকারটা অতিক্রান্ত হবার আগেই উধাও হয়ে পড়ে সাবমেরিনটা। হলবার্গ ও তার দল আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সাবমেরিনটা প্রণালীর দিকে গেছে যে দু'টি কন্টেনার ভেসেলের মাঝে অবস্থান করছে। হলবার্গ নির্দেশ দিল দ্বিতীয় কন্টেনার ভেসেলের দিকে এগুতে। সে আন্দাজ করল সাবমেরিনটা থেকে তারা দুই মাইল পেছনে আছে।

এক্সিকিউটিভ অফিসার নেভিগেটরের সাথে কথা বলে এগিয়ে আসল হলবার্গের দিকে।

“দুঃখিত স্কিপার, আমরা তাকে হারিয়ে ফেলেছি।”

“দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। সে আসলেই চমৎকারভাবে পালিয়েছে।”

“আপনি হয়ত জিনিসটাকে যেতে দেখেছিলেন।”

“হয়ত ।”

“না । আপনার দেখার কথা, আমরা দু’জনেই সেটা জানি ।”

“তুমিও দেখবে একদিন ।”

“আমি এ ব্যাপারে জানি না,” স্ট্রিলুককে ভাবলেশহীন দেখাল ।

“নিজেকে দোষারোপ করা বন্ধ কর । বল এরপর সে কি করতে যাচ্ছে?”

স্ট্রিলুক ট্যাঙ্কিক্যাল ফ্রিনের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতি বুঝে ওঠার চেষ্টা করছিল । “কিলোর হাতে শুধু দুটো সুযোগ আছে । সে পোর্টে ফিরে যেতে পারে, যা এ ধারনার ওপর ভিত্তি করে বলা যে প্রায় সমগ্র ইরানি নৌবাহিনী সমুদ্রে অবস্থান নিয়েছে যদিও বাস্তবে সেটার সম্ভবনা খুবই কম । তবে যেটা হবার সম্ভবনা বেশি সেটা হল সাবমেরিনটা প্রণালীর মধ্যে দিয়ে উপসাগরে চলে গিয়েছে ।

“সে উপসাগরে চলে গেছে আর আমরা আটকে আছি এ চ্যানেলে ।”

মাথা ঝাঁকাল হলবার্গ । “কতক্ষণ এগুতে পারবে?”

স্ট্রিলুক ঘড়ি চেক করে তাকা ট্যাঙ্কিক্যাল ফ্রিনের দিকে । ফ্রিনে সাবমেরিনটার সম্ভাব্য অবস্থান, দু’টি পরিবহন জাহাজ ও তাদের গতি লেখা আছে । সাবমেরিনটার সর্বোচ্চ গতির ওপর ভিত্তি করে জবাব দিল স্ট্রিলুক, “সাড়ে পাঁচ মিনিটের মত ।”

“আর কোন সম্ভাবনা?”

“সাবমেরিনটা পোর্টে ফেরত আসতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় না তার কোন সম্ভাবনা আছে ।”

“আমারও না । আর কিছু?”

হলবার্গ প্রশ্নটা যেভাবে করল তাতে স্ট্রিলুকের মনে হল সে কিছু একটা মিস করছে । সে আবারও ট্যাঙ্কিক্যাল ফ্রিনের দিকে তাকাল । তার নজরে পড়ল বন্দর আব্বাসের কাছে কিছু দ্বীপের দিকে । “সে সম্ভবত এই দ্বীপগুলোর মধ্যে কোন একটার কাছে অবস্থান গ্রহণ করেছে, অপেক্ষা করছে আমরা কখন এখান থেকে যাই । তারপর আমাদের পেছন পেছন সে চলে আসবে ।”

“হতে পারে । কিন্তু সম্ভবনা কম ।”

হলবার্গ রিওয়াইন্ড করে সাবমেরিন হারাবার দৃশ্যটা দেখতে লাগল । সে ফ্রিনের দিকে আঙ্গুল দিয়ে বলল, “সে চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে চলে গিয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে গেছে এবং আমাদের পেছন পেছন চলে আসছে?”

স্ট্রিলুককে বিব্রত দেখাল ।

“সম্ভাবনা আছে ।”

“তবে কম,” হলবার্গ তাকে সান্ত্বনার স্বরে বলল । বন্ধুর হতাশা দেখে সে

বলে উঠল, “ডেনিস, তুমি বাস্তববাদী কিন্তু এ লোকটা,” হলবার্গ ফ্রিনের দিকে তাকাল, “কিছুটা পাগলাটে। একটা পুরোপুরি ভর্তি ট্যাংকারের আড়ালে চলে যাওয়াটা খুব একটা স্বাভাবিক নয়। তুমি কি এটা কখনও করতে?”

স্ট্রিলুক বলল, “স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তো না।”

“তাহলে?”

“হয় এ লোকের ক্ষু টিলা না হয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়।”

“ঠিক। সিটিএফ ৪৪-কে ম্যাসেজ পাঠাও। তাদেরকে জানাও কন্ট্যাক্ট হারিয়ে ফেলেছি।”

“তুমি নিশ্চিত?” স্ট্রিলুক তার ক্যাপ্টেনের চেহারা পড়ার চেষ্টা করল।

“তাহলে আপনি অপেক্ষা করতে চান না?”

হলবার্গ একটা বোতামে চাপ দিলে ট্যাঙ্কিকাল ফ্রিনে সমগ্র পারস্য উপসাগর ও গালফ অব ওমানের উত্তরাংশ ফুটে উঠল। ফ্রিনে শত শত জাহাজের অবস্থান ফুটে উঠল। আইজেন হাওয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ পারস্য উপসাগরের মাঝখানে অবস্থান নিয়ে আছে, তাদের দিকে এগিয়ে আসছে ইরানি নৌবাহিনীর এক বড় অংশ। পরিস্থিতি আসলেই চমৎকার। একটি কিলো সাবের হারিয়ে যাওয়া যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি করেছে। আর দুটো হলে স্ট্রাইক গ্রুপের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার জন্য যথেষ্ট।

হলবার্গ সিদ্ধান্ত নিল এবার সবাইকে জানানোর। “তাদেরকে যত তাড়াতাড়ি জানানো যাবে ততই ভাল হবে।”

“দুঃখিত, স্কিপার।”

“আমি নিশ্চিত চ্যানেলটা ক্রিয়ার করার সাথে সাথে আমরা জিনিসটা খুঁজে পাব। আর খুঁজে পেলে উচিত শিক্ষা দেয়া হবে তাকে যেন সে এমন আর না করে।”

মসুল, ইরাক

র‍্যাপ আর্মরড হামভিতে চেপে পার হল মেইন গেট। ডান কানের সাথে স্যাটেলাইট ফোন লাগিয়ে আছে সে, মুখে অধৈর্যের ছাপ স্পষ্ট। কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে টহল ও মৃতদেহ সংগ্রহে। ব্যস্ত র‍্যাপ তিনজন বন্দীকে দ্রুত ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য একটা স্ট্রাইকার ও দুটো হামভি পাঠাবার নির্দেশ দেয়।

“চাক,” বলল র‍্যাপ লাইনের অপরপ্রান্তের লোকটাকে, “এখানে তো রীতিমত বুনো পশ্চিম! আমি জানি না কারা তাকে নিয়ে গেছে তবে আমি এতটুকু জানি পরিস্থিতি মোটেও সুবিধার না।”

“মিচ,” বলে উঠল সিআইএ’র ডেপুটি ডিরেক্টর, “তাকে নিয়ে আসো তবে বন্ধু হিসেবে আমি বলছি ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হবে। প্রতিটা সাংবাদিক ও পলিটিশিয়ান এই কিডন্যাপিং নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠবে।”

“জাহান্নামে যাক ওরা।”

“মিচ,” বলল চার্লস ওব্রায়েন। “তোমার এমন আচরণই তোমাকে একদিন বড় বিপদে ফেলবে।”

“চাক, একটা ব্যাপার পরিস্কার করে দেই,” র‍্যাপের কণ্ঠে উত্তেজনা। “আমি কারো কাছ থেকে আমার আচরণ সম্পর্কে কিছু শুনতে চাই না। আমি চাই না কেউ আমার ব্যাপারে কিছু ভাবুক। আমাদের হাতে মোটামোটি চব্বিশ ঘণ্টা আছে। এর মধ্যে তারা ওর কাছ থেকে সব কথা আদায় করে নেবে। নিয়মকানুন সব চুলায় যাক। এবার স্রেফ যুদ্ধ। বাগদাদ থেকে কোন অ্যানালিস্ট পাঠাবে না। পাঠাও সত্যিকারের যোদ্ধাদের। আমার দরকার এমন সব লোকের যারা মুখ খোলাতে ওস্তাদ।”

“মিচ, আমার মনে হয় তোমার ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে দেখা উচিত। আমি হোয়াইট হাউসে যাচ্ছি...”

“ওরা ওকে টর্চার করবে!”

“মিচ,” বলল ওব্রায়েন, “আমাদের কেউই এমন পরিস্থিতি আশা করে না। কিন্তু তাই বলে তুমি এভাবে সবকিছু করতে পারো না। তোমাকে...”

“আমাকে বলতে হবে না কি করতে হবে!” চোঁচিয়ে উঠল সে। “তুমি আর

ওয়াশিংটনে বসে থাকা ঐসব সাহেবদের উচিত আগামী চব্বিশ ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকা আর আমাকে আমার কাজ করতে দেয়া ।”

“সেটা হচ্ছে না । আমি তোমাকে তা করতে দিতে পারি না ।”

“তাহলে তোমার ছুটিতে যাওয়া উচিত ।”

“তোমার পক্ষে এসব কাজ করা সম্ভব নয়,” বলে উঠল ওব্রায়েন জোর দিয়ে । “তোমার উচিত এর থেকে সরে এসে মাথা ঠাণ্ডা করা...মনে রেখ আইন বলে একটা কথা আছে ।”

“হুমম, কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ মনে হয় না সেটা বিশ্বাস করে না । করে কি? এসব কথা বাদ দাও ।” র‍্যাপ রাগের সাথে মাথা ঝাঁকাল, “আমার মনে আছে যখন আমরা জুটি ছিলাম । যখন তুমি ফিল্ডে ছিলে । আর এখন তুমি পরিণত হয়েছেো চেয়ার টেবিলসর্বস্ব এক আমলায় ।”

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মুখ খুলল ওব্রায়েন, “তুমি যা যা বললে তা আমি কিছুই গুনলাম না আর তুমি এ কথাটা মনে রেখ তুমি অনেক চাপের মধ্যে আছ ।”

ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে র‍্যাপ বলল, “আমি যা যা বলেছি সবই মাথা ঠাণ্ডা রেখেই বলেছি । আর যখন এসব শেষ হবে আর প্রেস তোমার কাছে ছুটে আসবে তখন আমি সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেব । এবার দয়া করে ক্ষমা করো আমাকে । আমি এদের জিজ্ঞাসা করব তারা তাদের উকিলের সাথে কথা বলতে চায় কিনা ।”

র‍্যাপ কেটে দিল লাইনটা আর হামভিটাও বের হয়ে গেল সিআইএ কম্পাউন্ড থেকে ।

ড্রাইভার র‍্যাপের দিকে তাকিয়ে বলল, “এখানে এটা আমার তৃতীয় ট্রপ ।” গাড়িটা একেবারে থেমে গেল । “যদি ওয়াশিংটনের আর সবাই আপনার মত চিন্তা করত ।”

“আমারও তাই মনে হয় ।” র‍্যাপ গাড়ি থেকে নেমে অপেক্ষা করতে লাগল কখন সৈন্যরা তিন কয়েদিকে গাড়ি থেকে নামায় । তিনজন কয়েদিকে আলাদা করল র‍্যাপ । সে ফার্সিভাষী কমান্ডারকে স্ট্রাইকার ভেহিকলে ওঠাল । পুলিশটাকে ওঠাল দ্বিতীয় হামভিতে স্ট্রৈচারে করে । র‍্যাপ খুব দ্রুত চিন্তা করতে লাগল । এ লোকগুলোর কাছ থেকে যত দ্রুত সম্ভব তথ্য বের করতে হবে । মারধোর করে কাজ হবার সম্ভাবনা কম, অন্তত এটুকু সময়ের মধ্যে তো নয় । কয়েকদিন সময় পেলে হয়ত কাজ হত কিন্তু তা সম্ভব নয় । তাকে অন্য কোন পন্থা বের করতে হবে ।

সে ঠিক নিশ্চিত নয় কেনেডি কতক্ষণ টিকতে পারবে আর তা সে

জানতেও চায় না। ব্যাপারটা এখন ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাপ পূর্বে নির্যাতিত হয়েছে। সে চায় না সেই যন্ত্রণা তাকেও ভোগ করতে হোক। সে তার ব্যাপারে ভাবতে শুরু করলেও বাধ্য হল চিন্তা বন্ধ করতে। এখন তাকে ভাবতে হবে তাকে কি করে খুঁজে বের করা যায়, তার যন্ত্রণা নিয়ে নয় এবং তা যত দ্রুত সম্ভব।

দুটো হাম্‌ভি র‍্যাপ ও কয়েদিদের সামনে এসে দাঁড়াল। র‍্যাপ সামনের গাড়ি থেকে বের হয়ে আসা লোকটাকে চিনতে পারল, জেনারেল গিফোর্ড, বেস কমান্ডার। সম্পূর্ণ সাজ সরঞ্জামে সুসজ্জিত, হেলমেট ও অন্যান্য। সে র‍্যাপের কাছে সরাসরি হেঁটে আসল।

“আমাদের রিকন চপারগুলো আকাশে। তিনটা প্রিভেটের মোতায়েন করা আর দুটো রিপার বাগদাদ থেকে রওনা দিয়েছে। শহরে ঢোকার মোট চারটা মেইন রোড আছে আর সেকেন্ডারি রোড আছে আরো ছয়টা। হান্ড্রেড ফাস্ট এসবগুলো রাস্তায় চেক পয়েন্ট বসানো শুরু করেছে।”

“আর নদী?”

“উত্তর থেকে দক্ষিণে পুরোটা কভার করা হয়েছে,” জবাব দিল সে সামরিক ধাঁচে। “আমরা যতজন সম্ভব সৈন্য রাস্তায় নামাচ্ছি, আর কিছু কি করতে হবে?”

র‍্যাপের মনে পড়ল ও’ব্রায়েনের সাথে তার কথোপকথন। “হ্যাঁ” সে কালো কাপড়ে ঢাকা তিন কয়েদির দিকে ইঙ্গিত করল। “এ তিনজন, কালো কাপড়ে ঢাকা...আপনি এদের কাউকে দেখেননি...বুঝতে পেরেছেন?”

গিফোর্ড কয়েদিনের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাশ্রিত হল সে, পরিনতির কথা ভেবে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল “কোন লোকেরা?” জেনারেল ঘুরে এগিয়ে যেতে লাগল হাম্‌ভির দিকে। যেতে যেতে সে বলল, “কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন।” জেনারেল যখন চলে যাচ্ছিল তখন স্টিলওয়েল উপস্থিত হয় কুর্দি যোদ্ধাদের সাথে নিয়ে। র‍্যাপ সৈন্যদের সরে কুর্দিদের জায়গা করে দিতে বলল। যত কম আমেরিকান সৈন্য ততই ঝামেলা কম।

র‍্যাপ ও স্টিলওয়েল ট্রেলারের মধ্যে ঢুকল। “তোমার কাছে কি ক্যামেরা আছে?”

প্রশ্ন র‍্যাপের।

“পোলারয়েড না ডিজিটাল?”

“পোলারয়েড।”

স্টিলওয়েল অফিসের ভেতর থেকে একটা ক্যামেরা নিয়ে এসে র‍্যাপের

হাতে তুলে দিল। “আর কিছু?”

র্যাপ ক্যামেরাটা নেড়েচেড়ে দেখল তা লোডেড আছে কিনা।

“হুম...আর খুঁজে দেখ লাশগুলো কোথায়।”

“কোন লাশ?”

“যে লাশগুলো আমি ঐ ক্যাপ্টেনকে কিউআরএফ থেকে আনতে বলেছিলাম...” র্যাপ নাম খুঁজতে লাগল।

“ক্যাপ্টেন জেনসেন,” বলল স্টিলওয়েল।

“হ্যা হ্যা। আমি তাকে সব লাশগুলো এখানে নিয়ে আসবতে বলি যেন আমরা সেগুলো সনাক্ত করতে পারি। যেয়ে দেখ লাশগুলো যেন এখানে নিয়ে আসে।”

“বেস মর্গে নিয়ে আসবে না?” প্রশ্ন দ্বিধাশ্রিত স্টিলওয়েলের।

“এখানে...একদম এখানে। আমি চাই লাশগুলোকে উলঙ্গ করে এখানকার সবচেয়ে বড় সেলের মধ্যে জড়ো করা হোক। আমি চাই পুরো মেঝে লাশে পরিপূর্ণ হয়ে যাক।”ঃ

“তুমি কি সিরিয়াস?” ঙ্গ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল স্টিলওয়েল।

“হ্যা,” গর্জে উঠল র্যাপ।

কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে স্টিলওয়েল বলে উঠল, “আর কিছু?”

র্যাপ দরজা দিয়ে বের হতে হতে প্রশ্ন করল। “এদের ভাঙতে কোন ধরনের সাউন্ডট্রাক ব্যবহার কর তোমরা?”

স্টিলওয়েল লিস্ট পড়তে লাগল “বার্নি, আই লাভ ইউ, ইউ লাভ সি, দ্য মাকারেনা, কিছু হেভিমেটাল, নেলি ফুর্টাডো...আর কিছু ব্যারি ম্যানিলো, আমার কাছে অবশ্য এটা ফালতু...”

“না,” চেষ্টা করে উঠল র্যাপ। “মানুষদের টর্চার করার সাউন্ডট্রাক! আত্ননাৎ, চিৎকার, বাঁচার জন্য প্রার্থনা। তোমার এর ফালতু বার্নি-ফার্নি না। আমার হাতে এত সময় নেই যে গান শুনিতে এদের মুখ খুলাব।”

“ওহ...আচ্ছা। হ্যা, সে রকম কয়েকটা আছে। বেশ ভাল।”

“একটা শোনাও তো।” র্যাপ অফিস ছেড়ে কম্পাউন্ডে ঘুরে আসল। ইন্টেরোগেশন কন্টেনারগুলো একটা বিশাল ট্যান হ্যাঙ্গারের পাশে জড়ো করে রাখা। কন্টেনারগুলো পাশাপাশি একটার পর একটা সাজানো। কন্টেনারগুলো বালির বস্তার তিনটি স্তরে ঘেরা। শুধু একটা দরজা আর এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিটের ওপর কোন বালির বস্তু নেই। র্যাপ একটা ছোট ডেস্কের পাশে একটি সার্ভিলেন্স মনিটরের কাছে এসে দাঁড়াল। বারোটা দশ ইঞ্চি স্ক্রিন। প্রতিটা সেলের জন্য একটা স্ক্রিন। একটা জিস্টি-শার্টধারী লোক চেয়ারে বসে

ম্যাগাজিন পড়ছে।

র‍্যাপ মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, “সেলগুলোতে যা হচ্ছে তার সব রেকর্ড রাখা হয়?”

“চব্বিশ ঘণ্টা। কংগ্রেসের ম্যানডেট, আবু গারিবের কল্যাণে।”

“চমৎকার,” বলল র‍্যাপ। “রেকর্ডিং কি ঐ হার্ডড্রাইভে স্টোর করে রাখা হয়?”

লোকটা মেঝের ওপর রাখা কম্পিউটারের দিকে তাকাল। “হ্যাঁ।”

“এক্সকিউজ মি।” র‍্যাপ কম্পিউটারের পেছনে সব কানেকশন খুলে ফেলল।

“আপনি এটা করতে পারেন না। এটা আইনত...”

কথা শেষ করার আগে র‍্যাপ তার হাত চেপে ধরল। “যার বিশ্রাম কর।”

র‍্যাপ লোকটাকে বাইরে বের করে দিয়ে সেলের দিকে এগুতে লাগল। হলওয়াটে তিনটা কন্টেনার, প্রতিটা অংশে ছয়টা সেলে বিভক্ত। দরজা ও দেয়াল এক ইঞ্চির এক চতুর্থাংশ পুরু স্টিলের পাতে মোড়ানো, মাঝখানে ফোম। র‍্যাপ হলওয়াটে থাকা এক কুর্দিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল কয়েদিদের কোথায় রাখা হয়েছে। কুর্দিটা তাকে বাম পাশের শেষ সেলটার দিকে ইঙ্গিত করল। র‍্যাপ স্পাই হোল দিয়ে দেখতে পেল লোকটা সেলের মাঝখানে স্ট্রচারের ওপর শুয়ে আছে। সে লক খুলে সেলের ভেতরে ঢুকে লোকটার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর লোকটার মাথা থেকে খুলে ফেলল কাপড়।

লোকটা কিছুক্ষণের জন্য চোখ খুললে ওভারহেড লাইটের চোটে বুঁজে ফেলল। র‍্যাপ লোকটার মুখের ওপর ফোকাস করে পোলারয়েড ক্যামেরা দিয়ে একটা ছবি তুলল। মাথা নিচু করে ওভারহেড লাইটটা আড়াল করল র‍্যাপ।

“চোখ খোল,” র‍্যাপ এবার ইংরেজিতে কথা বলল। লোকটা আস্তে আস্তে খুলল তার চোখ।

“ওরা ওকে কোথায় নিয়ে গেছে?”

লোকটা ঠোঁট মোড়াতে লাগল যেন খুঁতু ফেলবে।

র‍্যাপ এবার প্রস্তুত ছিল। সে লোকটার মুখে বসিয়ে দিল এক জোরালো ঘুসি। লোকটা কাশতে কাশতে তার মাথা ঘুরালো, খুঁতুর সাথে বের হয়ে আসল রক্ত আর একটা দাঁত। র‍্যাপ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রক্ত ভাষায় বলে উঠল, “আচ্ছা, তাহলে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। তুমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকই বলবে সে কোথায় আছে।”

লোকটা এক দলা রক্ত মিশ্রিত খুঁতু ফেলে বলল, “জাহান্নামে যা।”

র‍্যাপ হেসে তার দিকে আরেকটু ঝুঁকল । “তাহলে শোন আমি কি করব ।
প্রথমে আমি তোমার বাম বিচিটা কাটব...তরপর ডান বিচিটা ।”

লোকটা তার চোখ বুঁজে ফেলল ।

“আর যদি তুমি ততক্ষণ টিকতে পার,” বলতে লাগল র‍্যাপ, “অবশ্য
অতক্ষণ টিকতে পারবে না তুমি । বিশ্বাস কর...কেননা কোন মানুষই চাইবে না
তার নিজের কাটা লিঙ্গ নিজের মুখের মধ্যে দেখতে ।”

লোকটা চোখ খুললে র‍্যাপ উঠে দাঁড়াল, আবার ছবি তুলল সে । লোকটা
যন্ত্রণায় আতঁনাদ করতে লাগল । কোন কথা না বলে র‍্যাপ ঘর ত্যাগ করল ।

হরমুজ প্রণালী

হলবার্গ তার এলিভেটেড চেয়ারে বসে আছে, কঁনুই আর্মরেস্টে। তার চ্যানেলের অর্ধেক পথ অতিক্রম করে ফেললেও 'ইউসেফ'-এর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য হলবার্গ তেমনটা আশাও করছে না। সুপার ট্যাংকার আসা যাওয়ায় এমনিতে পরিস্থিতি বেশ জটিল। তাছাড়া রয়েছে মালবাহী জাহাজ, মাছ ধরার নৌকা ও প্রমোদ তরী। হলবার্গ তার চেয়ার থেকে উঠে সোনার রুমে গেলো। রুমে গিয়ে দেখতে পেল অপারেটরদের চিন্তিত মুখ। পাঁচ জন অপারেটরের প্রত্যেকের কানে শব্দ প্রতিরোধক হেডফোন, যেন অন্য কোন আওয়াজ শুনে তাদের মনোযোগ নষ্ট না হয়।

ক্যাপ্টেন এক ঢোক কফি খেল। তার নজর লুইস সুলিভানের দিকে নিবন্ধিত যে তার সহকর্মীদের কাছে 'সুলি' নামে পরিচিত। এ জাহাজে সে-ই সবচেয়ে ভালো সোনার অপারেটর। তাদের যদি চিন্তিত মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে বাইরে নিশ্চয়ই কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে এবং তা হলবার্গের জন্যও চিন্তার কারণ।

এক মিনিট পার হল। তারপর দুই। হলবার্গ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, মাঝে মাঝে চুমুক দিল কফিতে। কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর সে মনোযোগ দিল ট্যাক্টিক্যাল ডিসপ্লের ওপর। পারস্য উপসাগরে ঢোকার আগে শিপিং চ্যানেলটা পশ্চিম দিকে ঘুরে যাওয়ায় জাহাজগুলো ঘুরে যায় পোর্টের দিকে। হলবার্গ চ্যানেলটার ভেতরের অবস্থা চিন্তা করে দেখল। যদি ইউসেফ প্রথম জাহাজ থেকে দুইশ বা তার বেশি দূরত্বে অবস্থান করে তাহলে তাকে খুঁজে বের করার বেশ বড় ধরনের সুযোগ আছে যখন সে ঘুরে ট্যাংকের সামনে আসবে। হলবার্গ সোনার স্টেশনের দিকে তাকাল, ঠিক সে সময় সুলিভান ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তার দিকে। এটা মোটেও ভাল ইঙ্গিত নয়। হলবার্গ সুলিভানের দিকে তাকিয়ে থাকল।

“কি অবস্থা, সুলি?”

“আমরা সাবালানকে পোর্ট থেকে বের হতে দেখেছি।”

মাথা ঝাঁকাল হলবার্গ, সে ইতিমধ্যে তার ব্রডব্যান্ড সোনার জাহাজটা চিহ্নিত করেছে। সাবালান একটি বৃটিশ নির্মিত ভেসপার মার্ক ফাইভ ক্লাস

ফুগেট যা ১৯৭২ সালে কমিশন হয়। ১৯৮৮ সালে ইউএসএস এন্টারপ্রাইজের একটি এ-৬ ইন্টুডার ইরানী মাইনের আঘাতে ইউএসএস স্যামুয়েল বি. রবার্টসের একপাশে পনের ফুট গর্ত সৃষ্টি হওয়ার প্রতিশোধ স্বরূপ সেটোর ওপর ৫০০ পাউন্ড ডজননের একটা বোমা ফেলে। তবে তৎকালীন সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ফ্রাংক কালুর্টির নির্দেশ অনুযায়ী জাহাজটা পুরোপুরি ধ্বংস করা হয় না। জাহাজটাকে এরপর বন্দরে নিয়ে এসে সারাই করা হয়। আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়ায় জাহাজটি হয়ে ওঠে ইরানের জাতীয় গৌরবের প্রতীক।

“তেমন কিছু না। পনের নট গতিতে এগুচ্ছে। প্রায় পনের মিনিট আগে জাহাজের রোলস রয়েস টার্বাইনটা ঘুরতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে গতি বাড়ছে জাহাজটার, দেখে মনে হচ্ছে সে দুটো কন্টেনার শিপের মাঝখানে ঢোকার চেষ্টা করছে।”

“তো সে ইউসেফের ওপর অবস্থান করে তাকে আড়াল করে রাখবে যতক্ষণ সে চ্যানেল ক্রিয়ার করে?”

“কয়েক মিনিট আগ পর্যন্ত আমি এটাই মনে করছিলাম। তবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না, স্কিপার, তার ওপর ওখানকার প্রচণ্ড আওয়াজ। আমার মনে হয় ইউসেফ সম্ভবত পানির ওপরে আসতে যাচ্ছে।”

হলবার্গ তার বিশ্বাস লুকাতে পারল না। “তুমি কি সিরিয়াস?”

“আমি জানি কথাটা শুনতে অস্বস্তি লাগছে স্কিপার কিন্তু এসব ব্যাপারে আমি রসিকতা করি না।”

হলবার্গ সিএসিসির আশেপাশে তাকাল। স্ট্রিলুক ও নেভিগেটর তার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্যান্টেন সুলিভানের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমাকে সব জানানাবে।” স্ট্রিলুকের কাছে যেতে যেতে ভাবতে লাগল ইউসেফ কি জন্য তার ওপরের অংশ পানির ওপরে রেখেছে স্ট্রিলুক স্ফায়ার কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে অন্যান্য সাবমেরিনগুলোর সম্ভাব্য অবস্থান আন্দাজ করল। চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে কন্ট্রেনার শিপ সরে যাবে আর তারা দেখতে পাবে ইউসেফকে। হলবার্গ ফটোনিজ মাস্টকে নির্দেশ নেবার সিদ্ধান্ত নিলে ঠিক তখনই সুলিভান তাকে ডাকল।

“স্কিপার, আমি তাকে পেয়েছি! সে তার গতি বাড়িয়েছে।”

হলবার্গ সোনার মনিটরের দিকে নজর দিল। সে ঠিক সেখানে আছে যেখানে তারা আশা করেছিল।

সুলিভানের পাশে বসে থাকা লোকটা বলে উঠল, “স্যার, সাবালান ইউসেফকে আড়াল করছে।”

“তুমি নিশ্চিত?”

হলবার্গ ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগে সুলিভান ঘোষণা দিল, “ইউসেফের টিউবে পানি ঢুকছে।”

“তুমি নিশ্চিত?”

সুলিভান জবাব দেবার প্রয়োজনবোধ করল না। “ইউসেফ পেছনের টর্পেডো ডোর খুলছে স্যার।”

“স্ট্রিলুক হলবার্গের কাছে আসল। ড়লের জন্য জায়গাটা একটু অঙ্কুত না? এখানে ড়ল করছে?”

“আমারও তাই মনে হচ্ছে।”

“টর্পেডো ছোঁড়া হয়েছে! টর্পেডো পানিতে!” চৈঁচিয়ে উঠল সুলিভান।

“ব্যাটল স্টেশন,” বলে উঠল হলবার্গ, এক সেকেন্ড সময়ও নষ্ট না করে। এক সেকেন্ডের মধ্যে অর্ডার পৌঁছে গেল।

সিদ্ধান্ত নিল টর্পেডোর বেয়ারিং ট্যাক্টিক্যালের দেখা গেলে হলবার্গ সাবমেরিনকে গতি বাড়াবার নির্দেশ দেবে। টর্পেডো ইরানি ফুগেড সাবালানের দিকে এগুচ্ছে।

“সুলি,” বলল ক্যাপ্টেন, “বেয়ারিং কনফর্ম কর।”

সুলিভান টর্পেডোর বেয়ারিং কনফর্ম করল। স্ট্রিলুক বলল, “তুমি কি নিশ্চিত ওটা ইউসেফ?”

“ওটা আমাদের তো না।”

“একুশ সেকেন্ড লাগবে,” ঘোষণা স্ট্রলজুকের। হলবার্গ স্ট্রলজুকের দিকে তাকাল।

“আমি ভিজুয়াল চাই।”

“স্ট্রিলুক ফটোনিয়াকে উঠাবার নির্দেশ দিয়ে হলবার্গের কাছে কালার মনিটরের সামনে আসল। সুলিভান উল্টোদিকে দশ গুনতে শুরু করল। দুই পর্যন্ত আসার পর সোনারে থাকা পাঁচ জনের সবাই তাদের হেডসেট ফুলে ফেলল। হলবার্গ তার ক্যামেরার ম্যাগনিফিকেশন বৃদ্ধি করলে স্পষ্ট হয়ে উঠল সাবালান। সুলিভানের কাউন্টডাউন শূন্যতে পৌঁছালে হলবার্গ সাবালানের, নিচে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করল। দেখে মনে হচ্ছে পুরো জাহাজটা যেন পানির ওপর উঠে আসছে আর ঠিক তখন ফুগেটটার সামলের অংশ শুরু করল ডুবতে।

“সিটিএফ ৫৪-কে একটা ফ্ল্যাশ ম্যাসেজ পাঠাও,” বলল হলবার্গ। সে সোনার মনিটরের দিকে তাকাল। ইউসেফ কন্টেনার শিপ অতিক্রম করে পারস্য উপসাগরের দিকে এগুতে লাগল।

“ইউসেফকে অনুসরণ কর।”

মসুল, ইরাক

বালির বাস্তায় ঘেরা টানেলের মাঝ দিয়ে ট্রেলারের মধ্যে প্রবেশ করল র্যাপ। সে তার তোলা শেষ ছয়টা ছবির দিকে তাকাল। খোজা করার হুমকিটা নিঃসন্দেহে কাজ দিয়েছে। তিনজনকে দেয়া এ হুমকি ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলেছে তাদের ওপর। প্রথম লোকটা যে র্যাপের মুখে ঘৃষি মেরেছিল সে একেবারে ঝিম মেরে গেছে। হুমকি দেয়ার আগে লোকটা অল্প বয়স্ক ছেলের মত লাফালাফি করে যাচ্ছিল কিন্তু হুমকির পর একেবারে চুপ। হয় সে ভাবছে র্যাপকে আর ক্ষেপিয়ে তোলা উচিত হবে না, নয় তো তার মাথায় চলছে নতুন কোন ফন্দি।

দ্বিতীয় লোক অর্থাৎ পুলিশটা হয় সে একজন সুদক্ষ অভিনেতা না হয় বদ্ধ উন্মাদ। যতই র্যাপ তাকে হুমকি দিয়ে যায় ততই সে জোরে জোরে হাসতে থাকে। লোকটার আচরন একেবারেই অপ্রকৃতস্থের মত। র্যাপ এ ধরনের পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছে, সে সিদ্ধান্ত নিল লোকটা আসলেই উন্মাদ নাকি অভিনয় করছে তা বোঝার চেষ্টা করতে। আর্মি ডাক্তার লোকটার প্যান্ট কেটে ফেলল যেন পা ও নিতম্বে গঁথে থাকা বুলেটের আঘাতে ব্যাভেজ করা যায়। লোকটা তখনও স্ট্রেচারে, গা সবুজ আর্মি ব্লাংকেটে ঢাকা। র্যাপ ব্লাংকেটটা সরিয়ে লোকটার জননাঙ্গ উন্মুক্ত করলো। ছোরাটা বের করে লোকটার মুখের সামনে ধরল সে।

“তোমার নাম কি?” স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করল র্যাপ। লোকটা জবাব না দিয়ে বিকারগ্রস্তের মত হাসতে লাগল। র্যাপ ছোরাটা লোকটার বাম অভকোষের ওপর রাখল। লোকটার হাসি বদলে গেল উন্মত্ত প্রলাপে। ছোরাটা সেধিয়ে দিয়ে একটা মৌচড় দিল র্যাপ। টুকরো মাংস ছিটকে গিয়ে পড়ল সেলের দেয়ালের ওপরে।

লোকটার সারা শরীর ছটফট করতে লাগল, করতে লাগল আর্তনাদ, দশ সেকেন্ড পর লোকটা র্যাপের দিকে তাকাল ছলছল চোখে। আবারও শুরু করল উন্মাদের হাসি।

র্যাপ তার দিকে তাকিয়ে বলল, “পাঁচ মিনিট পর আমি আসছি, অপরটার জন্য।”

সেল থেকে বের হয়ে শেষ বন্দীর উদ্দেশ্যে এগুতে লাগল সে। এ লোকটাকে র‍্যাপ সুযোগ পেয়েও প্রাণে মারে নি। র‍্যাপ আন্দাজ করলো এর বয়স বাকিদের চেয়ে অন্তত দশ বছর কম; তার মুখ থেকে কথা বের করা সহজ হবে। খোজা করার হুমকি দিয়ে তার একটা ছবি তুলল সে। তারপর কয়েক মিনিট চিন্তা করার সময় দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসল।

র‍্যাপ রিসিপশন এরিয়ায় প্রবেশ করলে স্টিলওয়েল ও বিড়লিকে দেখতে পেল একটা বিশালকৃতি ফ্ল্যাট স্ক্রিন মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। র‍্যাপ অভকোষহীন লোকটার ছবি দেখিয়ে বলে উঠলো, “এ লোকটা কোনভাবেই পুলিশ হতে পারে না।” রিডলি স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, “আমি এইমাত্র চাক ওব্রায়ানের সাথে ফোনে কথা বললাম, আর আমার মনে হয় সে ঠিক বলছে।” রিডলি স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করল। “তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।”

“কি বলছ তুমি?”

“আমি বলছি,” রিডলি স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করল, “তুমি লোকটার বিচি কেটে ফেলেছ। তোমার কি মনে হয় বন্দীদের ওপর নজর রাখার জন্য আমাদের একটাই ওয়ার্ক স্টেশন আছে?”

“এখন এ কথা বল না যে তুমিও দুর্বল হয়ে গেছ।”

“এখানে দুর্বলতার কিছু নেই। যদিও আমি তোমার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত নই...কিন্তু কথা হচ্ছে এটা একটা আমেরিকান সেনাঘাঁটি। এটা কোন গোপন কারাগার নয়। মিলিটারি সবকিছুর রেকর্ড রাখে, কে আসল কে গেল সব কিছুর আর এ সৈন্যদের অভ্যাস মেয়ে মানুষদের চেয়েও খারাপ। তাছাড়া আছে প্রেস। আমি চাই না একদিন এ লোক একজন উকিল সাথে নিয়ে আসে।”

“এ লোক কখনও উকিল সাথে নিয়ে আসবে না,” বলল র‍্যাপ জোর দিয়ে।

“তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নও।”

“অবশ্যই, কারণ এরপর আমি ওর লিঙ্গ কেটে তাকে বাকি দুইজনের সামনে মাথায় গুলি চালিয়ে দেব।”

“মিচ,” চেষ্টা করে উঠল রিডলি, “তুমি সেটা করতে পার না। বাগদাদ থেকে আমাদের জেরাকারীদের একটা দল আসছে। এ কাজে তারা সেরা। তারা এদের কাজ থেকে প্রতিটা তথ্য বের করে আনবে।”

র‍্যাপ হাত ভাঁজ করল। “চমৎকার, তাহলে আমরা চুপচাপ বসে এদের কাজ করতে দেই। আসলেই অসাধারণ একটা প্ল্যান। তারপর কয়েক সপ্তাহ

কিংবা মাস পরে তরা যখন সব কিছু বের করবে তখন আমরা বের হব আইরিনকে খুঁজতে । ততদিন তো ওরা তাকে রাণী বানিয়ে রাখবে ।”

“তাদের একমাস লাগবে না ।”

“আমার এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না ।”

“মিচ,” বলল রিডলি, “তুমি কর বা না কর তাতে আমার কিছু যায় আসে না, যদি না তাদের দেহে কোন চিরস্থায়ী ক্ষত না থেকে যায় ।”

“তোমার কি মনে হয় তাতেও আমার কিছু যায় আসে না, রব । আমরা ওয়াশিংটনে নেই, আমরা যুদ্ধের ময়দানে যেখানে আমাদের বস, সিআই’এর ডিরেক্টর কিছুক্ষণ আগে কিডন্যাপ হয়েছে । তোমার কি মনে হয় দামেস্কাস থেকে তাদের কোন টিম আসছে । ওর দেহে যেন কোন দাগ না পড়ে সেটা তদারক করার জন্য ।” র্যাপের মুখ বিকৃত হয়ে গেল চিৎকার করতে গিয়ে । “অত্যাচার করে ওরা আইরিনের কিছুই রাখবে না, রব আমি এখানে বসে তোমার সাথে এ নিয়ে আর কোন আন্তর্মুঠে যাব না ।”

র্যাপ ছয়টা পোলারয়েড ফটো স্টিলওয়েলের ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলল । “ছবিগুলো স্ক্যান করে দেখ কোন ম্যাচ পাওয়া যায় কি না । মার্কাস কোথায়?”

“জানি না ।”

“খুঁজে বের কর ।”

স্টিলওয়েল ছবিগুলো তুলতে গেলে বেজে উঠল ফোন । অন্য হাত দিয়ে হ্যান্ডসেটটা ধরে সে বলল, “চিফ অব বেস, মসুল ।” সে কিছুক্ষণ শুনে তাকাল র্যাপের দিকে । “হুঁ, একটু ধরুন ।” সে রিসিভার ফোনটা র্যাপের দিকে বাড়াল “হোয়াইট হাউস...প্রেসিডেন্ট কথা বলতে চান ।”

র্যাপ প্রথমে ভাবল কথা বলবে না । বেশিরভাগ সময় তার কাছে ফোন আসে কাউকে না কাউকে ছেড়ে দেবার জন্য । তবে এ ফোনটা প্রেসিডেন্টের ল্যাংলির কোন কলিগ নয় । র্যাপের মনে পড়ল প্রেসিডেন্টের সাথে তার এয়ারফোর্স ওয়ানে হওয়া কথোপকথন । তার মনে হয় না আলেকজান্ডার সেরকম লোক যে তার লাগাম ধরে টানবে । র্যাপ রিসিভারটা নেবার জন্য হাত বাড়াল ।

অধ্যায় ৪৫

ওয়াশিংটন, ডিসি

খবরটা তখন আসল যখন সারা ওয়াশিংটনের বেশিরভাগ মানুষ ঘুমে আচ্ছন্ন। হাউসের সিকুয়েশন ফোর্সের ডিউটি অফিসার ভোর পাঁচটার কিছু পরে সমগ্র রাজধানীতে বাজতে লাগল ফোন লাইন। এমন ঘটনার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি থাকে। সিকিউরিটি ডিটেইলে কর্মচাঞ্চল্য, মোটরকেড বের হয়ে গেছে, আর জাতীয় নিরাপত্তার হোমড়াচোমড়াদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন তাদের অফিসের তাড়াতাড়ি পৌছায়। সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ইংল্যান্ড কেবিনেট অফিসিয়ালদের প্রথম ব্যক্তি যিনি এ খবরটা পান।

মেরিল লিঙ্কের সাবেক এক্সিকিউটিভ ও প্রতিষ্ঠানের লন্ডন অফিসের প্রধান ইংল্যান্ড ভোর পাঁচটায় ওঠেন যেন পেন্টাগন যাবার আগে ইউরোপীয় মার্কেটের সম্পর্কে গরামগরম খবর পাওয়া যায়। তিনি তখন তার পড়ার ঘরে বসেছিলেন যখন ফোনটা আসে। রিংটা প্রথম দুইবার স্বাভাবিক হলেও তিন নম্বরটা একটু লম্বা হল, যা ইংল্যান্ডের কাছে আসা অন্য ফোন থেকে আলাদা। ইংল্যান্ড সাথে সাথে উপলব্ধি করেন খবর ভালো না।

হঠাৎ করেই তার মনে পড়ে গেল কেনেডি ও তার মিটিংয়ের ব্যাপারে।

ফোনটা তুলে সে শ্রেফ শুনে তিনি ও বললেন, “আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌছাচ্ছি।”

ইংল্যান্ড তার অফিসে ফোন করে ডিউটি অফিসারদের নির্দেশ দেন জয়েন্ট চিফদের প্রস্তুত হতে। তিনি আরো নির্দেশ দেন বিশ মিনিটের মধ্যে মসুলে একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলার ব্যবস্থা করতে যার কাছ থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। আইরিন কেনেডি সিআইএ’র হতে পারে কিন্তু মসুলে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের প্রভাবই বেশি। তিনি ইরানিদের সাথে কেনেডির মিটিংয়ের ব্যাপারে অবগত হলেও এটা জানতে না মিটিংস্থলে মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিত না থাকার শর্তটা।

ইংল্যান্ড তাড়াতাড়ি শাওয়ার নিয়ে রেডি হয়ে নেন। নিচে নেমে দেখতে পান পুরো সিকিউরিটি ডিটেইল তার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। ইংল্যান্ড তার সাবআরবানের ব্যাকসিটে চেপে বসেন। মাথায় তার শুধু কেনেডির চিন্তা। তাকে শুধু এটুকু জানানো হয়েছে মসুলে কেনেডির গাড়িবহরে হামলা চালিয়ে

তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। গাড়ি বহরে থাকা বাকি সদস্যদের কেউ বেঁচে নেই।

ইংল্যান্ড কেনেডিকে পছন্দ করেন। তিনি পছন্দ করেন তার কাজ করার পদ্ধতি, তার স্টাইলকে। ওয়াশিংটনে যেখানে সবাই নিজের কথা শোনাতে সবসময় ব্যস্ত সেখানে কেনেডি একেবারেই ভিন্ন। ইসলাম ও মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান। তার দেয়া তথ্যের ওপর তিনি নির্ভরশীল।

ইংল্যান্ড প্রেসিডেন্টের পুরাতন বন্ধু। সরকারী কাজে কোন অভিজ্ঞতা নেই, সামরিক বা অন্য ধরনের কোন কাজেও। প্রেসিডেন্ট তাকে এ পদে নিয়োজিত করেন তার বিশ্লেষণী ক্ষমতার জন্য। বছরের পর বছর তিনি গবেষণা করেছেন পরিস্থিতিকে, বিশ্লেষণ করেছেন অনাগত ভবিষ্যতকে। ওয়াশিংটন ডিসির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি এ পরিস্থিতিকে গুরু করলেন বিশ্লেষণ করতে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার মাথায় আসল সেই সব ভিডিও টেপের কথা যেখানে জিম্মিদের শিরোচ্ছেদ করা হয়। সিআইএ ডিরেক্টরের শিরোচ্ছেদ করার ভিডিও নিঃসন্দেহে তাদের জন্য একটা বড় ধরনের সাফল্য।

ইংল্যান্ডের মাথায় আরেকটা বিষয় আসল। যদিও শুনতে একটু খারাপ লাগবে, কেনেডির শিরোচ্ছেদ সম্ভবত আমেরিকার জন্য খুব একটা খারাপও হবে না। ইসলামী উগ্রবাদীদের এ সাফল্য খুব বেশি কার্যকর হবে না। অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, জাপান, রাশিয়ায় ব্যাপারটা দেখা হবে এক সন্তানের মাকে নিষ্ঠুরভাবে শিরোচ্ছেদ করা, আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানকে নয়। এমন বর্বরোচিত কাজ সম্ভ্রাসবাদীদের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে।

কেনেডি অনেক কিছু জানেন। জিম্মি নাটক যত দীর্ঘায়িত হবে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা ততই ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। এসব বিষয় প্রেসিডেন্টের সামনে কিভাবে উপস্থাপন করবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি।

ইংল্যান্ডের সাব-আরবান যখন পশ্চিম এক্সিকিউটিভ ড্রাইভের সিক্রেট সার্ভিস চেকপয়েন্টে এসে পৌঁছায় তখন বেজে ওঠে তার সিকিউরড ফোনটা। পেন্টাগনের ডিউটি অফিসার তাকে জানালো যে জেনারেল গিফোর্ড তার সাথে কথা বলতে চান। ইংল্যান্ড গিফোর্ডের সাথে আগে দু'বার দেখা করেছেন।

“টম” বললেন ইংল্যান্ড, “আমি তোমার কাছে এখনই আসছি। দয়া করে বলবে কি ঘটেছে?”

গিফোর্ড কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্সের কমান্ডিং অফিসারের কাছ থেকে শোনা ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেলেন ইংল্যান্ডকে। বলা শেষ হলে ইংল্যান্ড তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনের কাছে থাকার অনুরোধ করেন। প্রেসিডেন্ট তার সাথে কথা বলার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ইংল্যান্ড ওয়েস্ট উইংয়ে ঢুকে সরাসরি

সিচুয়েশন রুমে প্রবেশ করলেন যেখানে আগে থেকে প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার ফ্রাংক ওজারক ও অ্যাটর্নি জেনারেল পেট ওয়েবার আগের থেকেই উপস্থিত ছিলেন।

“মি: প্রেসিডেন্ট, আমি দুঃখিত সে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।”

ইংল্যান্ড তার স্যুটের বোতাম খুলে ওজরকের পাশে লেদার চেয়ারে গিয়ে বসলেন। স্পিকারফোন থেকে আসা কণ্ঠটা চিনতে পারলেন তিনি, সিআইএ ডেপুটি ডিরেক্টর চাক ওব্রায়ানের।

প্রেসিডেন্ট চেয়ারের ওপর বসলেন। “চাক, পরিস্থিতি যেমন তাতে এমন আচরণ অস্বাভাবিক নয়।”

“স্যার আপনাদের সবার মত র‍্যাপের ওপর আমারও ভরসা আছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে তার মাথা একটু গরম।”

ইংল্যান্ড খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন। “চাক, ব্রাড ইংল্যান্ড বলছি, সে ওখানে এমন কি করেছে যে তুমি এত চিন্তিত?”

“কয়েকজন হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের একজনকে সম্ভবত এক পুলিশ সদস্যকে র‍্যাপ গুলি করে হত্যা করে।”

“পুলিশ?” প্রশ্ন বিস্মিত অ্যাটর্নি জেনারেলের।

“জি। আমাদের ধারণা স্থানীয় পুলিশ বিদ্রোহীদের সহায়তা করছে। র‍্যাপ গ্রেপ্তার হওয়া এক বন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদকালীন তার কাধে ছোরা বসিয়ে দেয়।”

অ্যাটর্নি জেনারেলকে বেশ বিব্রত দেখালো। “কোন সাক্ষী আছে?”

“ব্যাপারটা আবাসিক এলাকায় ঘটে,” জবাব ওব্রায়ানের। “আমার ধারণা ব্যাপারটা অনেকেই দেখতে পেয়েছে।”

“ওহ্ ঈশ্বর,” বলে ওঠেন অ্যাটর্নি জেনারেল। “রিপোর্টাররা কি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে?”

“যদুন্ন জানি পৌঁছায় নি।”

“আচ্ছা,” বলল ইংল্যান্ড, “মাফ করবেন যদি আমি ভুল করে থাকি, আমরা র‍্যাপের বন্দীদের সাথে আচরণ নিয়ে এত উতলা হচ্ছি কেন? আমি এইমাত্র মসুলের বেস কমান্ডারের সাথে কথা বললাম। সে বলল স্থানীয় পুলিশ তাদের মোটেও সহায়তা করে নি এবং সরাসরি কেনেডির গাড়ি বহরে গুলি চালিয়েছে।”

“ঠিক,” স্পিকার ফোন ভেসে উঠল ওব্রায়ানের কণ্ঠ।

“তো ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এরকম যে সিআইএ ডিরেক্টর অপহৃত হয়েছেন, তার সিকিউরিটি ডিটেইলের প্রতিটি সদস্য মৃত্যুবরণ করেছে আর

আমরা চিন্তিত র‍্যাপ কিছু বন্দীর সাথে কেমন আচরণ করল তা নিয়ে ।”

“আমার নিজেরও এদের নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই, ব্রাড কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে ভবিষ্যতে ঝামেলা হতে পারে । আপাতত র‍্যাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ।”

“যদি ভুল না করে থাকি, এ কথা কি সত্য নয় সে সবসময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে? তার জন্যই কি আমাদের সে সব কাজ হয় না যার কথা আমরা শুধু মুখে মুখেই বলে থাকি?”

“মিচ র‍্যাপ যে দক্ষ এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তার বাড়াবাড়ি করারও রেকর্ড রয়েছে প্রচুর ।”

ইংল্যান্ড প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, “চাক, আমি এখানে একটা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি । তোমার ওপর এখন অনেক চাপ রয়েছে । কেনেডির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি ফলাফল নিয়ে আসতে পারেন । তিনি জানেন কি করে প্রেসিডেন্টকে আমাদের গুপ্ত মিশনের ব্যাপার স্যাপারের বিব্রতকর অবস্থা থেকে দূরে রাখা যায় । তুমি বুঝতে পারছ আমি কি বলছি?”

ওবায়ান জবাব দিল কিছুক্ষণ পর । “হ্যা, তবে আমার এখনও মনে হয় প্রেসিডেন্টের উচিত কিছুক্ষণের জন্য মিচের সাথে কথা বলা । কিছুক্ষণের জন্য । আমার কথা হল আমরা তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না কেটেও তাদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করতে পারি ।”

“আমারও মনে হয়,” বলল অ্যাটর্নি জেনারেল জোর দিয়ে ।

প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ইংল্যান্ডের দিকে তাকালেন । “ঠিক আছে,” বললেন প্রেসিডেন্ট । “আমি কথা বলব ।”

“ঠিক আছে, স্যার ।”

ক্লিক করার একটা আওয়াজের পরই লাইনটা ডেড হয়ে গেল । প্রেসিডেন্ট সামনে এগিয়ে স্পিকার ফোনে চাপ দিলেন । তিনি পুরানো বন্ধু ইংল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনার কি মনে হয়?”

“আমার মনে হয়,” সেক্রেটারি অব ডিফেন্স হেলান দিলেন । “যদি আমরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করতে না পারি...মানে অত্যন্ত দ্রুত, তাহলে আমরা বিরাট ঝামেলায় পড়ব ।”

প্রেসিডেন্ট তার কপাল ঘষলেন । “ব্যাপারটা ঘটল কি করে?”

“সেটা নিয়ে আপাতত চিন্তা করে লাভ নেই । আপনি র‍্যাপের সাথে কথা বলুন । তাকে জিজ্ঞাসা করুন সে আসলে কি করতে চায় । তারপর আমরা একটা পরিকল্পনা করতে পারি ।”

প্রেসিডেন্ট মাথা ঝাঁকালেন । কয়েক সেকেন্ড পর স্পিকার থেকে বলা হল

যে র‍্যাপ লাইনে আছে। প্রেসিডেন্ট সামনে ঝুঁকে স্পিকার বাটনে চাপ দিলেন।
“মিচ, প্রেসিডেন্ট বলছি। তুমি ঠিক আছ তো?”

“আমি ভালো আছি, স্যার।”

“তুমি কি আইরিনকে একটা সিডানের পেছনে তুলে নিয়ে যেতে দেখেছ?”

“জি, স্যার।”

“এর পেছনে কার হাত থাকতে পারে? কোন আইডিয়া আছে কে করতে পালে?”

“না, তবে আমার হাতে তিজন বন্দী আছে, স্যার। আমি তিজনকে ধরেছি। আমি ইতিমধ্যে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছি, আমি আশাবাদী অন্তত দু’জন মুখ খুলবে। তৃতীয় জনের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।”

প্রেসিডেন্ট পুরো রুমে একবার চোখ বুলালেন। “মিচ, আমার সাথে পিটি ওয়েবার, ফ্রাংক ওজারক ও ব্রাড ইংল্যান্ড রয়েছেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের বাকি সদস্যরাও কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবেন। আমাদের এখানে অনেকের মনে হচ্ছে যে...” প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন,
“...তুমি সম্ভবত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছ।”

অপর প্রাপ্ত থেকে স্পষ্ট হতাশা লক্ষ্য করা গেল। “মি: প্রেসিডেন্ট, সিআইএ’র ডিরেক্টর অপহৃত হয়েছেন। আর এয়ারফোর্স ওয়ানে যে আলোচনা...আমার মনে হয় আমাদের উচিত সব নিয়মকানুন ভুলে যাওয়া।”

অ্যাটর্নি জেনারেল ওয়েবারের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না যে র‍্যাপ কি বলছে। “মিচ, পিট ওয়েবার বলছি। আমরা সবাই জানি তুমি আর আইরিন ঘনিষ্ঠ ছিলে কিন্তু তোমার এটা ভুললে চলবে না তুমি একটা শপথ নিয়েছ...শপথ নিয়েছ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রক্ষা করার। আমরা সবাই শপথ নিয়েছি, আমরা কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়...তুমিও নও।”

বেশ কিছুক্ষণ পর হতাশাভরা কণ্ঠে বলে উঠল মিচ, “আমার সাথে মসকরা করছেন?”

রুমে উপস্থিত সবাই একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়া করলেন।

“মানে?” প্রশ্ন অ্যাটর্নি জেনারেলের।

“সিআইএ’র ডিরেক্টর কিডন্যাপ হয়েছেন, তার পুরো সিকিউরিটি ডিটেইল প্রাণ হারিয়েছে আর আপনি আমাকে শপথ আর দুই বছরের পুরাতন এক টুকরা কাগজ নিয়ে লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন?”

“আমাদের পুরো দেশ এই এক টুকরা কাগজের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত,”
জবাব ওয়েবারের।

“আপনি হয়ত শপথ নেয়ার সময় এ কাগজের টুকরোটাকে রক্ষা করার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু আমি ভেবেছিলাম মার্কিন নাগরিকদের এ ধরনের বালছাল থেকে রক্ষা করার কথা। আমার ভাষার জন্য দুঃখিত প্রেসিডেন্ট কিন্তু ব্যাপারটা আসলেই হাস্যকর। তারা এতক্ষণে যদি তার ওপর টর্চার করা শুরু নাও করে তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু করে ফেলবে। আর সেটা যদি শুরু হয় তাহলে সে মুখ খুলতে বাধ্য। আর সেটা যদি হয় তাহলে আমাদের সর্বনাশ নিশ্চিত। তার স্মরণশক্তি অসাধারণ। সে মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের প্রতিটি গুপ্তচর ও গোপন মিশন সম্পর্কে অবগত।”

“ব্যাপারটা আইনের মধ্যে থেকেও করা যায়,” জবাব ওয়েবারের।

“এখানে কোন আইন নেই,” জবাব র‍্যাপের। “আমাদের হাতে এক মাস সময় নেই যে আমরা এদের সাথে আলোচনা করে তথ্য বের করব। আমাদের হাতে এক সপ্তাহও নেই। যদি আমরা এদের কাছ থেকে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জবাব বের করতে না পারি তাহলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমাদের সব সিআইএ অপারেটিভকে প্রত্যাহার করতে হবে। আর সে যদি একমাস তাদের কাছে আটক থাকে তাহলে সারা দুনিয়ার সব মিশন বন্ধ করতে হবে আমাদের। আমাদের পক্ষে যারা কাজ করছে বা কোন এক সময়ে করেছে তাদের পরিচয়ও ফাঁস হয়ে যাবে। আমাদের সব তথ্য হয়ে যাবে উধাও আর আমরা হয়ে পড়ব অন্ধ।”

ইংল্যান্ড প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, “সে যা বলছে তা একদম সঠিক।”

“মি: প্রেসিডেন্ট,” বলল র‍্যাপ কাতর কণ্ঠে, “আমি আপনার কাছে শুধু চব্বিশ ঘণ্টা চাচ্ছি। আপনি শুধু আমাকে অনুমতি দিন আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি এ ঘটনার পেছনে কারা আছে আমি তা খুঁজে বের করবো।”

প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার সরাসরি ইংল্যান্ডের দিকে তাকালেন। ইংল্যান্ড অ্যাটর্নি জেনারেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি প্রেসিডেন্ট ও ফ্রাংকের সাথে একা কথা বলতে চাই। তুমি কি একটু বাইরে যাবে?”

ওয়েবারের মুখটা বিব্রত হয়ে আসল তবে বুঝতে পারলেন তিনি ব্যাপারটা। নিজের লেদার বৃফিং বুকটা বন্ধ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ইংল্যান্ড ভালো করেই জানতেন প্রেসিডেন্ট কি করতে যাচ্ছেন। আলোচনার প্রয়োজন নেই আর। আলেকজান্ডার একজন কোয়ার্টার ব্যাক ছিলেন। কাজ ছিল রক্ষা করা।

“মিচ,” বললেন ইংল্যান্ড, “তোমার হাতে চব্বিশ ঘণ্টা আছে...কোন প্রশ্ন করা হবে না তোমাকে। শুধু খেয়াল রাখবে কোন প্রমাণ যেন না থাকে।”

“খেয়াল রাখব ।”

“আর মিচ,” বললেন প্রেসিডেন্ট, “ওকে ফেরত আনো ।”

“আনব, মি: প্রেসিডেন্ট”

“যদি সে মারাও যায় আমি তাকে ফেরত চাই ।”

“জি স্যার ।”

“র‍্যাপ লাইনটা কেটে দিলে ক্লিক করার আওয়াজ আসল । প্রেসিডেন্ট কিছু একটা বলতে গেলে হস্তদণ্ড হয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন সেক্রেটারি অব স্টেট উইকা ।

“দুঃখিত স্যার, আসতে দেরি হয়ে গেল ।” উইকা তার চামড়ার শোল্ডার ব্যাগটা ইংল্যান্ডের পাশের চেয়ারে রেখে টেবিলের ওপর রাখা চারটা রিমোট কন্ট্রলের একটা তুলে নিলেন । “স্যার, পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে ।”

প্লাজমা টিভির দিকে রিমোট তাক করলেন তিনি । “স্যার, আল জাজিরা রিপোর্ট করছে আমাদের একটা সাবমেরিন এইমাত্র হরমুজ প্রণালীতে একটা ইরানি মিলিটারি ভ্যাসেল ডুবিয়ে দিয়েছে ।”

“কি?” হতবাক আলেকজান্ডারের প্রশ্ন । টিভিস্ক্রিনে বিদ্রুস্ত ধূসর মিলিটারি ভেসেলের ছবি ভেসে উঠেছে । ইংল্যান্ডের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট ।

সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন । “আমি ব্যাপারটা দেখছি ।”

অধ্যায় ৪৬

মসুল, ইরাক

আইরিন কেনেডি নোংরা মেঝেতে শুয়ে আছে। তার পরনে অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছু নেই। গায়ের উপর উলের কম্বল। একটা নোংরা ক্যানভাসের ব্যাগ দিয়ে তার মুখ ঢাকা। যদিও তার বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন প্রবলভাবে তবুও সে ব্যাপারটা কাউকে জানাচ্ছে না। ইতিমধ্যে উঠে বসতে চেষ্টা করার জন্য তাকে উপর্যুপরি লাথি মারা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার প্রহরায় আছে এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। শুধু পাঁজরের হাড়ের ওপর লাথি মেরেছে। অবশ্য তার প্রয়োজনই নেই। পরিস্কার কথা। চুপচাপ শুয়ে থাকো। যদি তোমাকে ওঠাবার প্রয়োজন হয় তাহলে আমি তোমাকে জানাব। কেনেডির আশেপাশের পরিবেশ একেবারে অন্ধকার। সে মোটামোটি নিশ্চিত তাকে আভারগ্রাউন্ডে রাখা হয়েছে। মেঝেটা নোংরা, এমনকি ক্যানভাসের ব্যাগের মধ্যে থেকে দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

আক্রমণটা ছিল নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। কেনেডি তার সামনে থাকা গাড়িগুলোকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে, তারপর তার নিজের সাবআরবানের ওপর আসে আঘাত। যদিও সে নিশ্চিত নয় তবে তার ধারণা বিস্ফোরণের আঘাতে জ্ঞান হারায় সে। এরপর তার শুধু মনে পড়ে একেরপর এক বিস্ফোরণ আর ধোঁয়া ভর্তি গাড়ি। তার বডিগার্ডরা রেডিওতে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে যাচ্ছে কিন্তু কেউ আসে না। সে জানে না তার দরজাটা খোলা হয়েছে নাকি তার বডিগার্ডরা উপায় না দেখে সাজোয়া যানটা পরিত্যাগ করে। তাকে জোরে চেপে ধরে মুখে চড় মারা হয়। তারপর যে লোক তার মুখে চড় মারে সে তার সামনে তার তিন বডিগার্ডকে হত্যা করে এবং বাধ্য করে সে দৃশ্য দেখতে।

তারপর কিছুদূর এগুবার পর তাকে মেঝের সাথে ঠেসে ধরা হয় তার মাথা ঢেকে দেয়া হয় কাপড়ে আর লোকগুলো ছুরি দিয়ে জামাকাপড় কেটে ফেলে। তারপর তারা তার হাত পা বেধে ফেলে। কয়েক মিনিট পর কেনেডির মনে হয় তাকে গাড়ি থেকে তুলে আরেক গাড়ির পেছনে তোলা হয়। অবশ্য এটাও হতে পারে যে তাকে ঐ গাড়িরই পেছনে তোলা হয়েছে। তার মনে হল গাড়িটা তাকে নিয়ে আধঘণ্টা শহরের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে। আশেপাশের আওয়াজ শুনে সে বুঝতে পারে ট্রাফিকে আটকা পড়ে আছে

তারা । এক পর্যায়ে সে লোকগুলোকে কোন এক কারণে ঝগড়া করতে শোনে । তারা ফার্সিতে কথা বলছিল । সামনের রোডব্লক আর প্যান বদলাবার ব্যাপারে আলোচনা করছিল তারা । কিছুক্ষণ পর তারা গাড়িটা পরিত্যাগ করে । তারা তাকে কম্বলে আবৃত করে গাড়ির পেছন থেকে বের করে এখানে নিয়ে আসে ।

একজন তাকে কাঁধে করে বহন করে সিঁড়ি বেয়ে একটা ঘরে এনে তাকে স্রেফ একটা বস্তার মত ছুঁড়ে ফেলে দেয় । কেনেডি উঠে বসার চেষ্টা করলে তার পাঁজরে লাথি মেরে গুইয়ে ফেলে ।

পাঁজরের ব্যাথাটা এক দিক থেকে ভালই হয়েছে, তার মনোযোগ অন্য দিকে সরে আছে । প্রায় পঁচিশ বছর আগে সে ভার্জিনিয়ার উইলিয়ামবার্গে সিআইএ'র ট্রেনিং নেয় । এতদিন আগে হলেও সবকিছু পরিষ্কার মনে আছে তার । একটা লেকচার তার মনে বিশেষভাবে দাগ কাটে । লেকচারটা ১৯৮৪ সালে বৈরুতের সিআইএ স্টেশন চিফ বিল বাকলির অপহরণ হওয়া নিয়ে । বাকলি সিআইএ'তে ঢোকান আগে আর্মিতে স্পেশাল ফোর্স অফিসার ছিলেন এবং বলাই বাহুল্য মানুষ হিসেবে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা । তার কিডন্যাপের এক সপ্তাহের মধ্যে ডজনখানেক সিআইএ-গুপ্তচর নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ে । বাকলির হিজবুল্লাহ জেরাকারীরা তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য সিরিয়া, জর্দান, মিশর ও অঞ্চলের অন্যান্য দেশে বিক্রি করতে শুরু করে । তারা তার ওপর এক বছর ধরে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়ে অবশেষে তাকে হত্যা করে । সিআইএ হিজবুল্লাহ টার্গার সেশনের কয়েকটা টেপ জোগার করতে সক্ষম হয় । কেনেডি ও তার ক্লাসমেটরা টেপগুলো ক্লাসে দুইবার দেখে । বাকলির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে দুটো শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে : এক, সবাই মুখ খোলে তা সে যতই শক্ত হোক । এক্ষেত্রে একটা ব্যাপারই করার আছে তা হল যতদিন সম্ভব মুখ বন্ধ রাখা যেন তোমার সহকর্মী বা তোমাকে উদ্ধার করতে পারে । দুই, কোনভাবে ধরা পড় না । অবশ্য সেটার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে, তবে কেনেডি চেষ্টা করে যাচ্ছে যতক্ষণ সম্ভব নিজের মুখ বন্ধ রাখতে । সে বর্তমানে কর্মরত প্রত্যেক সিআইএ'র গুপ্তচরকে চেনে আসল ও কোড নামে । আপাতত এশিয়া ও আফ্রিকা অতটা চিন্তার বিষয় নয় । চিন্তার বিষয় মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ । কেনেডি মনে মনে একটা লিস্ট বানিয়ে ফেলল, দেশ ভিত্তিক, কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কে নয় । সে আসলে লিস্টটা উল্টোদিক দিয়ে করছিল অর্থাৎ কম গুরুত্বপূর্ণকে ওপরে রেখে । তারপর সে মনে করলো সন্দেহভাজন ডাবল এজেন্টদের যাদের সিআইএ রাশিয়া কিংবা চীনের হয়ে কাজ করে ব'লে সন্দেহ করে । তবে সবচেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাদের নিজের গুপ্ত অপারেটিভদের নিয়ে যারা বিদেশের মাটিতে কূটনৈতিক সুবিধা ব্যতিত

সিআইএ'র হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারা সবাই বাকিদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সকলেই তার নিজ দেশের নাগরিক। কেনেডি একটা লিস্ট তৈরি করতে চেষ্টা করলেও বেশি দূর এগুতে পারল না। সে যদিও জানত শেষমেষ তাকে মুখ খুলতে হবে তবে আশাবাদী ছিল মুক্ত হবার ব্যাপারে। সে তখনও মসুলে অবস্থান করছে, যা মার্কিন সমর্থক কুর্দি অধ্যুষিত। তা ছাড়া রয়েছে র‍্যাপ। র‍্যাপের কথা মনে পড়াতে মুখে হাসি ফুটে উঠল তার। সে তাকে খুঁজে বের করার আগে দম ফেলবে না। তার কথা মনে পড়ায় কিছুটা হলেও চিন্তামুক্ত হল সে।

কিছুক্ষণ অপহরনকারীদের কাছে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে। এমনও তো হতে পারে এরা স্রোফ স্থানীয় মিলিশিয়া যারা মুক্তিপন আদায়ের জন্য অপহরন করে। কেনেডি ধরা পড়ার পর প্রথমবারের মত অপহরনকারীদের পরিচয় নিয়ে ভাবতে শুরু করল। ঠিক তখন তার কানে ভেসে আসল দু'জন লোকের ফিসফিস করার আওয়াজ। কাঠের দরজাটা জোরালো ধাক্কায় গেল খুলে। কেনেডি উপলব্ধি করল ব্যাপারটা শুরু হতে যাচ্ছে।

.

অধ্যায় ৪৭

ইমাদ মুখতার পোশাক পাল্টে স্যুট ও শার্ট পরে নিল। অবশ্য টাই লাগাল না সে। একে একে প্রাচীন সিঁড়িপথ ভেঙে নিচে নেমে আসতে লাগল সে। শহর থেকে বের হতে না পারার ব্যাপারটা তাকে ভাবাচ্ছে না তাকে। সে আগে থেকেই জানত ষাট মাইল দূরে অবস্থিত ইরানি সীমান্ত পৌছানোটা মোটেও সহজ হবে না। আমেরিকানরা তার প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত গতিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে। মসুল ও সীমান্তের মাঝখানে অবস্থিত এক পরিত্যক্ত কারখানার উদ্দেশ্যে একটি অ্যাডভান্সড টিম পাঠানো হয়েছে। দুটো আমেরিকান ব্র্যাকহক হেলিকপ্টার কারখানা থেকে একশ মিটার দূরে বিশজনেরও বেশি লোককে নামিয়ে দিয়ে গেছে। মুখতার বিশ মাইল এগুবার পর ঘুরতে বাধ্য হয়। ঘোরার পর তারা মুখোমুখি হয় আমেরিকান রোডব্লকের।

শহরে লুকাবার আরেকটা জায়গা আছে মুখতারের। যে জায়গায় আমেরিকানরা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। সে মসজিদের নিচের বেসমেন্টের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল যেখানে সিআইএ ডিরেক্টরকে আটক রাখা হয়েছে। আপারেশন নিয়ে সম্ভ্রষ্ট মুখতার। কেনেডিকে কোন রকম ক্ষতি ছাড়াই তার এসইউভি থেকে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। অন্তত ঘটনার সময় তার সেরকমই মনে হয়েছিল।

কিছুক্ষন আগে সে খবর পেয়েছে তার মোট চৌত্রিশজন যোদ্ধা নিহত হয়েছে। প্রথমে মুখতারের মনে হয়েছিল তথ্যটা ঠিক নয়। এতগুলো লোক মারা পড়ে কিভাবে? পরে আলী আব্বাস, মসুলে হিজবুল্লাহর লিয়ার্জের খোঁজ করলে পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। আব্বাসই স্থানীয় পুলিশ প্রধানের সাথে পুরো ঘটনাটার পরিকল্পনা করে। সে যখন জানতে পারে আব্বাস মৃত্যুবরন করেছে তখন প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নেয় ঘটনাটা সত্যি কিনা। হিজবুল্লাহর পুরো কাঠামো তার জানা। শুধু মসুলে নয়, লেবাননেও। সে আরো জানে পুরো ব্যাপারটা ইরানী প্রেসিডেন্টের নির্দেশে ঘটছে, যা পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে তুলবে। আব্বাস এখানকার প্রতিটি গোপন আড্ডার ঠিকানা জানত, জানত প্রতিটি পুলিশ অফিসারকে যারা তাদের হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কাউকে

না কাউকে ঘটনাস্থলে পাঠাতে হবে দেখার জন্য কেউ জীবিত গ্রেপ্তার হল কিনা। তারপর সে খোঁজ নিল কুদস ফোর্স কম্যান্ডার রশিদ দাদ্রিসির। দাদ্রিসি একজন চৌকস যোদ্ধা। তার কাছে এমন লোক ছিল যে ঘটনাস্থলে গিয়ে খবর আনতে পারত। কিন্তু পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে মোড় নিল। দাদ্রিসির সেকেন্ড ইন কমান্ড তাকে জানাল তার কম্যান্ডার ফেরত আসতে পারে নি। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল তার। কেনেডিকে ধরার পরও সে দুইজনকে জীবিত অবস্থায় দেখে। এটুকু সময়ের মধ্যে এমন কি ঘটে গেল বুঝে উঠতে পারে না সে। মসজিদের শেষ সিঁড়িতে পা দিয়ে সে ভাবতে লাগল এখানে থাকার সিদ্ধান্তটা সঠিক হচ্ছে কিনা।

আব্বাস তাকে এ মসজিদের ব্যাপারে বলেছিল-মসজিদের ইমামকে বিশ্বাস করা যায়। দাদ্রিসি অবশ্য মসজিদের ব্যাপারটা জানে না। মুখতার বেশ আশাবাদী ছিল দাদ্রিসি যদি আমেরিকানদের হাতে জীবিতও ধরা পড়ে তাহলে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা সে মুখ বুঁজে থাকতে পারবে। সে কেনেডিকে নিয়ে ইরাকি পুলিশ আর মার্কিন সৈন্যে পরিপূর্ণ রাস্তায় বের হবার চিন্তা পরিত্যাগ করল। ইমাম যখন তাকে মসজিদের নিচে প্রাচীন সুড়ঙ্গপথের ব্যাপারে জানাল তখন সে সিদ্ধান্ত নেয় রাত হবার আগ পর্যন্ত এখানে অবস্থান নেবার। মুখতারের কাছে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ। আমাতুল্লাহর নির্দেশ ছাড়া সে কেনেডিকে হত্যা করতে পারবে না। তবে আক্রমণের সময় ঘটনাটা ঘটলে আলাদা কথা। সে রকম কিছু ঘটলে দোষ সুন্নি বিদ্রোহীদের ঘাড়ে চাপানো যাবে। মনে মনে তার ইচ্ছা হচ্ছিল কেনেডির মাথায় গুলি করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিতে। অবশ্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদের লোভও সামলাতে পারছিল না সে। সেই কারণেই ইরানি সীমান্তের দিকে তাড়াতাড়ি ছুটে চাচ্ছিল সে। মহিলা দৃঢ়চেতা, সন্দেহ নেই, কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে তবে যে তথ্য পাওয়া যাবে তা হিজবুল্লাহর জন্য আগামী দশ বছর যথেষ্ট আর তাদের সম্মান বৃদ্ধির ব্যাপারটা আছেই। আগের কাজ আগে। সে প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহকে কথা দিয়েছে, ব্যাপারটা দ্রুত প্রচার করা হবে।

দরজার পাশে কুদস ফোর্সের এক কমান্ডো দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। মুখতার তার উদ্দেশ্যে বলল, “কেমন আছে সে?”

“ভালো, কোন সমস্যা হয় নি।”

“ব্যাপারটা যেন তেমনই থাকে।”

মুখতার দরজা খুলে পাথুরে দেয়ালের স্টোরেজ রুম প্রবেশ করল। ঘরটা আনুমানিক দশ ফুট চওড়া বিশ ফুট লম্বা হবে, উচ্চতা মাত্র সাত ফুটের মত। মুখতার কেনেডির মুখ থেকে ক্যানভাসের ব্যাগটা সরাল।

ইংরেজিতে বলে উঠল মুখতার, “আরো আগে আসতে পারি নি ব’লে আমি দুঃখিত, ড. কেনেডি।” মুখতার তার গবেষণা নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। সে একবার ওয়াশিংটনপোস্টে পড়েছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাকে ‘ডক্টর’ বলে সম্মোধন করে। “আমি আধ ঘণ্টা আগেই খবরটা পাই যে আপনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তারা আপনার সাথে খারাপ আচরণ করে নি তো?”

কেনেডি মুখতারের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল। “আমি দুঃখিত...আপনি কে?”

মুখতার হেসে বলল, “এমন এক ব্যক্তি যে ভুল শোধরানোর চেষ্টা করে, কারো কোন ক্ষতি হবার আগে।”

“শুনে ভাল লাগল। আপনি কি স্থানীয় সরকারের হয়ে কাজ করেন?”

“তা বলতে পারেন। আমি এক ধরনের ফ্র্যাঞ্চাইজার।”

কেনেডি খুব ভালো করেই জানে ইরাকে এখন মুক্তিপন আদায় খুব প্রচলিত একটা ব্যবসা। ব্যাপারটা রীতিমত কুটিরশিল্পে রূপ নিয়েছে। সেই সাথে উদ্ভব হয়েছে সমঝোতাকারীদের যারা উভয়পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের বিনিময়ে মোটা অংকের টাকা আয় করে। “ও আচ্ছা,” বলল কেনেডি, ওঠার চেষ্টা করল সে।

“এখানে,” মুখতার তার ঘাড়ের পাশে হাত রেখে উঠে বসতে সাহায্য করল। একটা ছুরি বের করে কেনেডির হাত, হাঁটু আরে পায়ের বাধন কেটে ফেলল সে।

কেনেডি কম্বল টেনে তার দেহের উন্মুক্ত অংশ ঢেকে ফেলল। “ধন্যবাদ.. আচ্ছা আপনার নামটা তো জানা হল না।”

“আমাকে মুহাম্মদ ডাকতে পারেন।”

“আচ্ছা,” কেনেডি সন্দেহ মেশানো কণ্ঠে বলল, “আপনি বললেন যে আপনাদের ভুল হয়ে গেছে। আমি দুঃখিত, বিশ্বাস করাটা একটু মুশকিল।”

“তা আমি জানি, তবে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে পারি।”

মুখতার পাশে বসে থাকা গার্ডকে আরবিতে বলল তাদের দু’জনকে কিছু সময়ের জন্য একা থাকতে দিতে। লোকটা চেয়ার থেকে উঠে চলে গেল ঘর থেকে।

“এখানকার পুলিশ চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। তাদেরকে বলা হয় নি কনভয়ে আপনি ছিলেন।”

কেনেডিও জানত এই একটা কারণেই পুলিশকে কিছু জানানো হয় নাই।

“তাহলে তারা কি ভেবেছিল?”

“সেটা আমাকে কেউ বলে নি, আমাকে শুধু এটুকু বলা হয়েছে তারা এমন

কাউকে আশা করছিল যার বিনিময়ে মোটা অংকের মুক্তিপন আদায় করা যায় ।”

“আপনি কি আমার সরকারের সাথে যোগাযোগ করেছেন?”

“এখনও করি নি ।”

“কেন?”

মুখতার এদিক ওদিক তাকিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল, “অনেকে আপনাকে হত্যা করতে চায়, অনেকে চায় আপনার সরকারের সাথে আলোচনা করতে আর অনেকে চাচ্ছে আপনাকে অন্য কোন সরকারের কাছে বিক্রি করে দিতে ।”

“আপনি কাদের কথা বলছেন?”

“একটা স্থানীয় গ্রুপ, কিন্তু প্রবল ক্ষমতাবান । কিছুটা আপনাদের মাফিয়াদের মত ।”

“সুলী?” প্রশ্ন কেনেডির ।

ঘাড় কৌঁচকাল মুখতার । “সেটা আপনাকে বলা যাবে না, শুধু এটুকু জেনে রাখুন আমি আপনার মুক্তির জন্য কাজ করছি...আমি আপনাকে নিরাপদে বাড়ি ফেরাবার সব ধরনের চেষ্টা করব ।”

“ধন্যবাদ ।”

“উঠে দাঁড়াল মুখতার । “আমাকে এখন যেতে হবে, কিন্তু যাবার আগে আপনার একটা ছবি তুলতে চাই ।”

কেনেডিকে কিছুটা দ্বিধাস্থিত দেখাল ।

“এটা আপনার ভালোর জন্যই । যেন আপনার বেঁচে থাকার ব্যাপারে প্রমাণ দেখানো যায় ।”

আইডিয়াটা কেনেডির ভালো লাগল । সে তার সারা গা কম্বল দিয়ে ঢেকে ফেললো ।

ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে তার ছবি তুলল মুখতার । “আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসছি । আপনার জন্য কি কিছু নিয়ে আসতে পারি?”

অনেক কিছুই ইচ্ছা ছিল তার তবে বেশি কিছুতে গেল না । “আমার বাথরুমে যেতে হবে ।”

“দেখি সেটার ব্যবস্থা করা যায় কিনা । আর কিছু?”

“কিছু জামা-কাপড় জোগার করতে পারলে ভালো হত ।”

“অবশ্যই । দেখি কি করা যায় ।” মুখতার ঘর ত্যাগ করার সময় কেনেডির দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর বন্ধ করল দরজা । সে গার্ডদের দিকে ইশারা করল তার পেছন পেছন আসতে ।

কিছু দূর এগুবার পর মুখতার ফিসফিস করে ফার্সিতে বলল, “পাঁচ মিনিট পর একটা পট নিয়ে যাবে যেন সে বাথরুম সারতে পারে। আমি চাই বাথরুম সারার সময় তুমি তার দিকে তাকিয়ে থাক। যদি সে লজ্জা পায় তাহলে তার প্যান্টি খুলে ফেলবে, তবে ধর্ষণ করতে যেও না। কাজ শেষ হলে তাকে মার ধোর করতে পারো তবে মুখে নয়। কাজ শেষ হলে তার মুখের ওপর ব্যাগটা লাগিয়ে দেবে। ঠিক আছে?” দু’জন হেসে মাথা নাড়াল। “আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরছি।”

র‍্যাপ মার্কাস ডুমন্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে দেখল এ তরুণের হাত যেন কনসার্টের পিয়ানিস্টের মত চলছে। ডুমন্ড এখন পর্যন্ত ল্যাংলির সবচেয়ে সফল হ‍্যাকার এবং সম্ভবত পুরো মার্কিন সরকারের। এমআইটি গ্র‍্যাজুয়েট এ তরুণ র‍্যাপের তোলা ছবিগুলো স্ক্যান করে ডেটাবেসে সার্চ করতে লাগল কোন ম‍্যাচ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

“কতক্ষণ লাগবে?” প্রশ্ন করল র‍্যাপ স্টিলওয়েলের দেয়া খাকি ফ্লাইট স্যুটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে।

“পাঁচ মিনিট লাগতে পারে, লাগতে পারে পাঁচ ঘণ্টাও। সেটা তখনই সম্ভব যদি আমাদের কোন একটা ডেটাবেসে সেটা থাকে।”

“এনএসএ’র সাথে কথা বলেছ?”

“হ্যা, তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন তথ্য নেই।”

র‍্যাপ ডুমন্ডকে ন‍্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করতে বলেছিল এ জন্য যে তারা কেনেডির সিকিউরড মোবাইল ফোনটার অবস্থান লোকেট করতে পারে কিনা। ফোনটা অফ করা থাকলেও তা লোকেট করা সম্ভব। যেহেতু তারা লোকেট করতে পারে নি তার অর্থ জিনিসটা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

“আর কিছু?” প্রশ্ন র‍্যাপের।

“নাহ।” ডুমন্ড কিবোর্ডে কাজ করত থাকল। “আমি এদের খোঁজ করতে থাকি ততক্ষণ তুমি ভাবতে থাকো।” ডুমন্ড ছবিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল।

“আমি চাই তুমি ওদের জেরা করার টেপগুলো দেখ। আমি যতটুকু সম্ভব ইংরেজিতে কথা বলেছি। যদি আমি আরবি বা ফার্সিতে বলে থাকি তাহলে স্টার্ন তোমাকে সাহায্য করবে। একবার যদি আমরা বের করতে পারি এরা কোথা থেকে এসেছে তাহলে আমার প্রয়োজন হবে তোমার জাদুর এবং বোঝা যাবে তারা আসলে কি বলছে।”

“সমস্যা নেই।”

“ঠিক আছে। যদি কিছু পাওয়া যায় তাহলে আমাকে জানাবে।”

“অবশ্যই।”

র‍্যাপ হল‍ওয়ে দিয়ে হেটে স্টিল‍ওয়েলের অফিসে উঁকি দিল । অফিস ক্রম সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন । বেস প্রধান তার কন্ট্রাষ্টদের সাথে যোগাযোগে ব্যস্ত । খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন স্থানীয় পুলিশ কমান্ডার কোথায় আছে । স্টিল‍ওয়েল র‍্যাপকে দেখে অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তিকে হোল্ড করতে বলে র‍্যাপের দিকে তাকাল ।

“আমার একটা ভিডিও ক্যামেরা, কিছু রাবার গ্লাভস প্রয়োজন । কিছু ড্রাগও ।” “স্টিল‍ওয়েল আসুল তুলে তাকে অপেক্ষা করতে বলে ফোনে কথা বলতে লাগল, “ফ্যারিস আমি তোমার সাথে পরে কথা বলছি ।” স্টিল‍ওয়েল ফোনটা রেখে দেবার চেষ্টা করল তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই তার আরো কিছু বলার ছিল । “হ্যা, টাকা দেয়া হবে । প্রচুর টাকা ।” স্টিল‍ওয়েল র‍্যাপের দিকে তাকাল, “কত?”

“পুলিশ প্রধান নাকি আইরিন?”

“আইরিন ।”

বিনা দ্বিধায় র‍্যাপ বলল, “এক মিলিয়ন ডলার ক্যাশ ও আমেরিকান নাগরিকত্ব...কোন প্রশ্ন করা যাবে না ।”

স্টিল‍ওয়েল ফোনে কথাগুলো বলল ।

“ওকে বল এ অফার শুধু আজ মধ্যরাত পর্যন্ত,” বলল র‍্যাপ, “ওদের আমাদের কাছে আসতে হবে আইরিনকে ফেরত দেবার সময় ।”

স্টিল‍ওয়েল শুনে বলল, “হ্যা, ট্যাক্স ফ্রি, ফ্যারিস । অবশ্যই...তুমি যেমনটা চাও । শুধু খুঁজতে বের কর সে কোথায় আছে...হ্যা, তোমার বৌ-বাচ্চা তোমার সাথে আসতে পারে । যদি তুমি ওকে খুঁজে আনতে পার তাহলে আমি তোমার জন্য একটা বাড়ির ব্যবস্থা করব । এবার শুধু কাজ কর ।”

স্টিল‍ওয়েল ফোনটা রেখে দিল ।

“কার সাথে কথা বলছ?” র‍্যাপ প্রশ্ন করল হকের সাথে ঝোলানো জামাগুলোর দিকে তাকিয়ে ।

“আমার এক সোর্স । বেশ ভালো । লোকটা টাকার কাঙাল আর তার বৌ আমেরিকায় যেতে ইচ্ছুক, তো এ ব্যাপারে সে অতি উৎসাহী ।”

“ওকে লকারে তোলা ছবিগুলো পাঠিয়ে দিও ।”

“গুড আইডিয়া ।” স্টিল‍ওয়েল ছবিগুলো অ্যাটাচ করে ফারিসের ঠিকানায় ই-মেইল করে দিল ।

“এগুলো কি?” জামাকাপড়গুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল র‍্যাপ ।

স্টিল‍ওয়েল তাকিয়ে বলল, “আমার ধর্মগুরু সাজার আলখাল্লা । মেয়েমানুষ দেখার সবচেয়ে ভালো পছন্দ ।

“তুমি কি সিরিয়াস?”

“মেয়েদের দেখার ব্যাপারে না তবে এমন অনেক সুবিধা পাওয়া যায় যা তুমি ভাবতেই পারবে না।”

“পুলিশ চিফের কোন খবর পাওয়া গেল?”

“হারামিটাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় নি। আশা করি গণ্ডগোলের মধ্যে ব্যাটা গুলি খেয়ে সরেছে।”

“আমি লোকটার সাথে কথা বলতে চাই।”

“আশা করি বুঝতে পারছ আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি।”

“হ্যা...তোমার কাছে কোন ধরনের ড্রাগস আছে?”

কিছুটা চিন্তিত মুখে স্টিলওয়েল প্রশ্ন করল, “তোমার কি আঘাত লেগেছে?”

“না। আমি আসলে জিজ্ঞাসাবাদের আগে ওদের দুর্বল করে দিতে চাচ্ছিলাম।”

স্টিলওয়েল ড্রায় খুলে একগোছা চাবি বের করল। “আমার সাথে চল।”

দু’জন ট্রেলার থেকে বের হয়ে উজ্জ্বল দিনের আলোতে দাঁড়াল। তারা কিছু পথ অতিক্রম করে রিডলির অফিসে ঢুকল। রিডলি তখন মোবাইলে কথা বলছিলেন। সে হাত তুলে তাদের দু’জনকে দাঁড়াতে বলল। “অবশ্যই তোমাকে টাকা দেয়া হবে। আগে তুমি ছবি পাঠাও।”

রিডলি ফোনটা তার পকেটে রেখে বলল, “মিচ, জানি প্রেসিডেন্ট তোমাকে যা খুশি তা করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু আমি বলব যা করবে ভেবে চিন্তে কর।”

র‍্যাপ তার কাছে থেকে সরে হাঁটতে শুরু করল। রিডলি আসতে লাগল তার পেছনে পেছনে। “দেখো, প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এমন অনুমতি পাওয়াটা আসলেই ভাগ্যের ব্যাপার কিন্তু এটা আমরা দু’জনেই জানি যদি ব্যাপারটা শেষমেশ খারাপ দিকে মোড় নেয় তাহলে আমরা সবাই মহাবিপদে পড়ব। এজেন্সির তো বারোটা বেজে যাবে।”

“রব, যদি আইরিনকে খুঁজে না পাই তাহলে কে মহাবিপদে পড়ল তাতে আমার কিছু যায় আসে না।”

“যদি সিআইএ বিশ বছর পেছনে চলে যায় তাতেও তোমার কিছু যায় আসে না?”

স্টিলওয়েল যখন স্টোরেজ ট্রেলারের কোড টিপতে থাকলো র‍্যাপ তখন বলে উঠলো, “আমরা আর কত এসব বেকুবদের সহ্য করব?”

“বন্দীদের দেহ ক্ষত বিক্ষত করে-তোমার এ আচরণ জনগনের সামনে

আমার কি রূপে উপস্থাপন করবে? সবাই মনে করবে আমরা রাফস ।”

“আপাতত আমি একজন রাফস । যেমন সেই লোকগুলো যারা আইরিনকে তুলে নিয়ে গেছে । এ যুদ্ধ এভাবেই লড়তে হবে আমাদের ।”

স্টিলওয়েল ছোট্ট ফুজটা খুলে লেবেল পড়তে থাকল “সোডিয়াম পেন্টাথল, ফিনোবিটল, লিসেজিক অ্যাসিড ডাইথেলামাইড, হিরোইন, স্পিড...সবই আছে, কোনটা চাও?”

“ভূয়া পুলিশটাকে সোডিয়াম পেন্টাথল আর বাকি দু’জনকে স্পিড ।

“ঠিক আছে ।” স্টিলওয়েল প্রতিটা বোতল থেকে কিছু কিছু সিরিঞ্জে ভরে নিল ।

রিডলি তখনও ঘোরাফেরা করছে । “মিচ, প্লিজ এমন কিছু করনা যা সারা জীবনের জন্য থেকে যায় । মানে, তুমি তার লিঙ্গ কাটতে পার না । যদি ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায় তাহলে তা মোটেও সুখকর হবে না ।”

স্টিলওয়েল স্টোরেজ শেলফের মধ্যে উঁকি মারতে লাগল । মুখ না ঘুরিয়ে সে বলল, “মিচ, কথা কিন্তু সে ঠিক বলেছে । মানে তুমি শুধু কাটার হুমকি দিচ্ছ, তাই না?” স্টিলওয়েল একটা লাটেক্স বাক্স খুঁজে বের করে র্যাপের হাতে তুলে দিল ।

র্যাপ গ্লাভসগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল । বন্দীদের মুখ খোলাতে যে কোন কিছু সে করতে রাজি কিন্তু এবার তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসল যাতে এত কিছু করতে হবে না ।

স্টিলওয়েলের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, “কুর্দিরা কি লাশগুলোর জামা কাপড় খুলে সেলের মধ্যে ফেলে রেখেছে?”

“শেষবার যখন দেখলাম তখন তারা সে কাজই করছে ।”

“ঠিক আছে,” র্যাপ রিডলিকে বলল, “আপাতত আমি কোন কিছু কাটছি না । তবে এ ব্যাপারে কোন গ্যারান্টি দিতে পারবে না ।” স্টিলওয়েলের দিকে ইঙ্গিত করে র্যাপ বলল, “ওদেরকে ভারি মাত্রার ডোজ দাও, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি ।”

কংগ্রেসনাল ওভার সাইটের ব্যাপারটা র‍্যাপের মোটেও পছন্দ না হলেও সারা জীবন তাকে এরই অধীনে কাজ করতে হয়েছে। এমনিতে পুরো ব্যাপারটা শুনতে বেশ ভালো লাগে, কংগ্রেস টাকা বরাদ্দ করে এবং তারা একজনকে রেখে দিয়েছে সে টাকা কিসে খরচ হল তা দেখার জন্য। যখন ব্যাপারটা জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে হয়, তখন পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে। নির্বাচিত ব্যক্তির নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থকে দেশের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে। সুযোগ পেলেই তারা মত প্রকাশের অধিকার আর ব্যক্তির প্রাইভেসি বিষয়ক ব্যাপারে গলাবাজি শুরু করে। তারা ভুলে যায় তারা এমন এক শত্রুর সাথে লড়াই করেছে যারা কোন নিয়ম মানে না। খুব অল্প সংখ্যক রাজনীতিবিদ আছেন যারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে রাখতে পারেন। এসব রাজনীতিবিদদের বেশির ভাগই আগে ছিলেন উকিল, যারা উভয় পক্ষের হয়ে কথা বলবার জন্য ট্রেনিং।

র‍্যাপ জানত রিডলিও তাদের একজন। ওয়াশিংটন চালায় অ্যাটর্নি জেনারেলের মত লোকেরা যারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে অত্যন্ত সামান্য ধারণা রাখে। অথচ এরাই যদি কেনেডির অবস্থায় থাকে তাহলে মনে মনে এটাই কামনা করবে যেন র‍্যাপের মত কোন লোক এসে তাকে উদ্ধার করে। এরাই এখন কমিটি রুমে বসে নির্ধারণ করেছে কি করে র‍্যাপের, তথা আমেরিকার সবচেয়ে গোপনীয় তথ্য রক্ষা করা যায়।

র‍্যাপ খুব ভালো করেই জানত সে যা করতে যাচ্ছে তাতে তারা মোটেও সন্তুষ্ট হবে না তবে তাতে তার কিছু যায় আসে না। যখন সময় আসবে তখন সে তাদের সামনে গিয়ে ডান হাত তুলে শপথ করে সত্য কথা বলার এবং ক্যারিয়ারে সম্ভবত প্রথমবারের মত তা করবে। সে তাদেরকে প্রশ্ন করবে যদি তারা অপহৃত হয় তাহলে তারা কি আশা করত। তারা কি আশা করত স্টেট ডিপার্টমেন্ট অপরাধকারীদের সাথে কথা বলতে সময় পার করত আর অপর দিকে তাদের ওপর চলতো অত্যাচার? না কি তারা চাইত র‍্যাপের কোন লোক সব আইন কানুন ভুলে তাদের উদ্ধার করবে।

কেনেডি তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ দেশের জন্যও। আর

সেলে আটকে থাকা তিনজনকে রাতের অন্ধকারে বিছানা থেকে নিয়ে আসা হয় নি। তাদের তিজন ধরা পড়েছে হাতেনাতে, বলা বাহুল্য এতে র‍্যাপের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

দরজাটা খোলার পর দৃশ্যটা চোখে পড়ল র‍্যাপের। সেলের মেঝে ভর্তি উলঙ্গ লাশ, একে অপরের ওপর স্তূপ করে রাখা। চার পাশে রক্ত, দেহগুলো গুলির আঘাতে ঝাঝরা। বেশিরভাগ দেহে মাথা কিংবা বুকে গুলির আঘাত। কয়েকজনের কোমরের নিচে আঘাত। র‍্যাপ উপলব্ধি করল বহু লোককেই মেরেছে সে। তবুও তার মনে হল কয়েকদিনের ভয় দেখানোর জন্য আরেকটু কাজ করতে হবে। তিনটা পোচ আর তিনটা টুকরা, ব্যাস।

র‍্যাপ সেল থেকে বের হয়ে ছোরাটা নিজ কাপড়ে মুছে ফেলে দিল। সে হলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বাম পাশে থাকা সেলটার দিকে তাকাল। পিপহোল দিয়ে তিন কয়েদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুন কয়েদির দিকে তাকাল র‍্যাপ। সে একটা গ্যালভানাইজড লোহার চেয়ারে বসা। তার পা চেয়ারের পায়ার সাথে বাধা, হাত বাধা পিছু মোড়া করে। র‍্যাপ লকটা খুলে দরজাটা সামান্য ফাঁকা করে মৃতদেহ থেকে কাটা একটি খণ্ডিত অংশ সেলের মধ্যে ছুঁড়ে দিলে কয়েদি তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা মাৎসর টুকরাটার দিকে তাকাল। জিনিসটা কি বুঝতে পারার সাথে সাথে চোখ বুঁজে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকতে লাগল। র‍্যাপ পিপহোল বন্ধ করে পরের সেলে প্রবেশ করে কয়েদির সামনে দাঁড়াল যাকে তার মনে হচ্ছে এদের কমান্ডার। লোকটা এখনও স্ট্রিচারে বাধা।

র‍্যাপ মৃতদেহের খণ্ডিত অংশ লোকটার সামনে ধরে তার বুকের ওপর ফেলল। “আমি জানতে পারি সে আমাকে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল।”

আর কোন কথা না বলে শেষ সেলে প্রবেশ করল। এখানেও সে করল একই কাজ। তারপর স্টিলওয়েলকে ডেকে সে বলল যে জিজ্ঞাসাবাদের শুধু অডিও টেপ যেন করা হয়। র‍্যাপ সময় দেখে প্রথম সেলে প্রবেশ করল। সে একটা চেয়ার এনে কয়েদির থেকে চার ফুট দূরে রেখে সেখানে বসে পড়ল। মেঝের ওপর তখনও কর্তিত লিঙ্গটা পড়ে আছে। র‍্যাপ কর্তিত লিঙ্গের দিকে তাকাল তারপর কয়েদির দিকে। লোকটা প্রচণ্ড ঘামছে, তার হাঁটু কাঁপছে, এদিক ওদিক তাকিয়ে যাচ্ছে সে। শুধু তাকাচ্ছে কর্তিত লিঙ্গটার দিকে। র‍্যাপ তাকে পর্যবেক্ষণ করল।

“আমি একজন সৈন্য,” আতংকিত কণ্ঠে বলে উঠল বন্দী, “আমার সাথে এমন আচরণ মোটেও ঠিক না।”

র‍্যাপ হাসল, “সৈন্য, ইন্টারেস্টিং। বেশিরভাগ সৈন্য তো ইউনিফর্ম পরে।”

লোকটা চোখ বুঁজে মুখ শক্ত করে নিল ।

“এই যে জিনিসটা দেখছ, র‍্যাপ কর্তিত অংশটা দেখাল । “এটা তোমার এক সহযোদ্ধার । আমি তাকে সাবধান করেছিলাম মিথ্যা না বলতে । আমি বলেছিলাম সত্য নির্ণয় করার বহু পন্থা আছে । সে ভেবেছিল আমার চেয়ে চালাক । তুমিও তাই ভাব নাকি?”

“না ।”

“গুড...তাহলে সব কিছু বেশ ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে । তো তোমার নাম দিয়ে শুরু করা যাক । আর শোন, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেবে ।” র‍্যাপ বামদিকে ঘাড়টা একটু কাত করে লোকটার চেহারা পর্যবেক্ষণ করল ।

“কর্পোরাল নৌরি তাহমিনেহ ।”

“কোথায় জন্ম?”

লোকটা দ্বিধাস্থিত হল ।

“দেখো যা জানতে চাচ্ছি ঝটপট জবাব দাও । আমাদের কাছে এমন পাঁচ জন লোক আছে যারা পৃথিবীর যে কোন কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাক করতে পারে । পৃথিবীর প্রতিটি সরকারে আমাদের গুপ্তচর রয়েছে । তুমি যদি সত্যি সৈন্য হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের মিলিটারি রেকর্ডে তোমার নাম ঠিকই থাকবে । যদি সে রকম কিছু না পাওয়া যায় তাহলে তোমার বিচি কেটে ফেলা হবে, যেমটা কাটা হয়েছে তোমার বন্ধুর ।” র‍্যাপ মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসটার দিকে ইঙ্গিত করল । “সে আমাকে ভুয়া নাম-ঠিকানা দিয়েছিল আর তার ফল সে পেয়েছে । সম্ভবত তুমি সেই খোজাটার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছ ।” র‍্যাপ তার ছোরাটা বের করল । “দেখ, লোকটা কি রকম বেকুব । এত কিছুর পর...শেষ পর্যন্ত তাকে মুখ খুলতেই হল । ব্যাপারটা হল শেষমেষ তোমার মুখ খুলতেই হবে । এখন ব্যাপার হল তুমি কি তোমার পৌরুষত্ব বজায় রাখতে চা কি চাও না ।” র‍্যাপ ছোরার ফলা তার লিঙ্গের ওপর রাখল । “তো প্রশ্ন করা শুরু করি?”

কয়েদি দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ।

“নাম?” র‍্যাপ ড্রিল সার্জেন্টের মত গর্জে উঠল ।

“কর্পোরাল নৌরি তাহমিনেহ ।”

“জন্মস্থান?”

“কোম ।”

এ নামে র‍্যাপ শুধু একটা শহরই চেনে যা তেহরান থেকে একশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত । জন্মতারিখ?”

“চৌদ্দই জানুয়ারি, ১৯৮২।”

“তো তুমি সৈনিক। কোন ইউনিট?”

“তেইশ তম স্পেশাল ফোর্স ডিভিশন। জেরুজালেম ফোর্স।”

র‍্যাপ নিজেকে সংবরণ করল। তার সামনে এখন যে লোকটা বসে আছে সে কোন সাধারণ বিদ্রোহি যোদ্ধা নয়। সে একজন ইরানী সৈন্য। এলিট কুদস ফোর্সের সদস্য, অনেক ইহুদিবিরোধী অবশ্য তাদের জেরুজালেম ফোর্স বলেও অবহিত করেন। কেনেডি'র অপহরণের সাথে এমন এক ব্যক্তি জড়িত আছে এটার জানার পর র‍্যাপ পুরো ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে শুরু করল।

“তুমি কত দিন হল ইরাকে আছ?” প্রশ্ন করল র‍্যাপ ইরানিরা পুরো ব্যাপারটার সাথে কতখানি জড়িত তা বোঝার জন্য।

“প্রায় দুই মাস।”

“পুরোটা সময় মসুলে?”

“প্রায়... মাঝে মধ্যে আশে পাশে।”

“র‍্যাপ ভেবে দখল মন্ত্রী আসহানি ব্যাপারটার সাথে জড়িত কিনা। লোকটাকে আপাত দৃষ্টিতে ভালোই মনে হয়েছিল তার।

তাহলে কেনেডি'র প্রতি সে যে আচরণ করে তার সবটাই লোক দেখানো কি না। “তুমি বিবাহিত?”

লোকটাকে নার্ভাস দেখাল।

“আমার সামনে মিথ্যা চলবে না।”

“এনগেজড।”

ভালো, মনে মনে বলল র‍্যাপ। সে বন্দীর পকেট থেকে পাওয়া জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে কিছু ছবির মধ্যে কাক্ষিত ছবিটি পেয়ে গেল সে। ছবিটা বন্দীর সামনে ধরল সে। “সাবধানে জবাব দিও। নাম ও র‍্যাংক, যেমনটা জেনেভা কনভেশনে রয়েছে। অবশ্য সেখানে এটাও বলা আছে তোমার পরনে ইউনিফর্ম থাকার কথা। যাই হোক সেটা পরে দেখা যাবে।”

তরুণ ইরানি ছবিটার দিকে তাকাল।

“তোমার বাগদত্তা,” র‍্যাপ বলতে শুরু করল, “তোমাকে কখনওই বিয়ে করবে না যদি তোমার যন্ত্রপাতি ঠিক না থাকে,” র‍্যাপ বলে উঠল। তাহমিনেহের হাঁটু কাঁপতে শুরু করল। এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করল সে। “আমার দিকে তাকাও,” র‍্যাপ চোঁচিয়ে উঠল। “সে কি সুন্দরী?”

“কে?” প্রশ্ন লোকটার, একেবারে ভ্যাচাকা খেয়ে গেছে। “তোমার বাগদত্তা।”

“হ্যাঁ।”

“র‍্যাপ ছোরার আগা তার লিঙ্গের ওপর রাখল। “তাহলে তোমার খবর আছে। একজন সুন্দরী ইরানি মেয়ে কোনভাবেই চাবে না একজন খোজা পুরুষের সাথে সংসার করতে। এখন ঠিকমত বল যে এই লোকটা কে। যদি কোন ধরনের উল্টাপাল্টা তাহলে তোমার বিচি গেল।”

“ক্যাপ্টেন রশিদ দাদ্রিসি...আমার কমান্ডিং অফিসার।” ক্যাপ্টেন অর্থাৎ মার্কিন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের সমর্পণায়ে।

তোমাকে কখন জানানো হয়েছিল কিডন্যাপিংয়ের ব্যাপারে?” তাহমিনেহকে নার্সাস দেখাল। “আমাকে কখনও জানানো হয় নি।”

“হয় নি?” বলল র‍্যাপ জোর দিয়ে।

“না। আমাদের শুধু বলা হয়েছিল একজন আমেরিকানের কথা এবং তার যেন কোন ক্ষতি না হয়।”

র‍্যাপ তার দিকে সম্মতিভরা দৃষ্টি তাকালেও মনে তার সন্দেহ আছে যে সে সত্য বলছে কিনা।

“আমাদেরকে স্রেফ গতকালই প্ল্যানটা জানানো হয়।”

“কে জানায়?”

“ক্যাপ্টেন দাদ্রিসি, অবশ্যই।”

“আর কেউ না?”

“তাহলে এটা কে?”

“র‍্যাপ আরেকজনের ছবি বের করল, যার পরনে পুলিশ ইউনিফর্ম। তাহমিনেহ ছবিটা দেখার পর তার মুখ বিকৃত হয়ে আসল। “এ এক ফিলিস্তিনি কুস্তা। আমার ইউনিটের সদস্য নয়।”

“নাম?” গর্জে উঠল র‍্যাপ।

“আলী আব্বাস,” বলল লোকটা।

“যদি সে কুদস ফোর্সের সদস্য না হয় থাকে তাহলে কি?”

“হিজবুল্লাহ।”

“হিজবুল্লাহ,” উঠে দাঁড়াল র‍্যাপ। “হিজবুল্লাহ এই মসুলে কি করছে?”

“তা আমি জানি না। আমি একজন সামান্য কর্পোরাল।”

র‍্যাপ বুঝতে পারছিল লোকটা সত্য কথা বলছে তবে লোকটাকে আরো কিছুক্ষণ চাপের মধ্যে রাখতে হবে। সে ইরানিটার গালের নিচে ধরে সরাসরি তার দিকে তাকাল। “আমি এখন সব খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি। যদি কোন ধরনের উল্টাপাল্টা দেখি তাহলে তোমার বিচি শেষ।”

র‍্যাপ সেলের দরজা বন্ধ করে হলওয়ে দিয়ে হেটে যেতে লাগল। র‍্যাপের মাথায় তখন খেলা বলছিল সদ্য পাওয়া এ তথ্য। কেনিডির ওপর হামলার ধরণ দেখে সে মনে করেছিল এটা সুন্নিদের কাজ। সুন্নিদের মধ্যে অনেকে পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং তাদের কারো কারো সাথে আল-কায়েদার যোগাযোগও আছে। ব্যাপারটার সাথে ইরান ও হিজবুল্লাহর যোগসূত্র পুরো ঘটনাটাকে আরো জটিল করে ফেলেছে। প্রথমে র‍্যাপের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে তারা এতটা উন্মুক্ত হতে পারে যে শেষ পর্যন্ত সিআইএ ডিরেক্টরকেই কিডন্যাপ করবে। ধীরে ধীরে পুরো ব্যাপারটা তাদের মাথায় আসতে শুরু করে। নিঃসন্দেহে এগুলো কিছু উন্মুক্ত লোকের কাজ যারা ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ডুমন্ড কনফারেন্স রুম খুলে বসেছে তার দোকান। তার কাছে দুটো হাই পাওয়ার ল্যাপটপ যা ফুল সাইজ মনিটরের সাথে যংযুক্ত। স্টিলওয়েল তার পাশে বসে তাকে সাহায্য করে যাচ্ছে।

র‍্যাপ দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল।

“কিছু পেলে?”

“আপাতত না।” ডুমন্ড জ্রিন থেকে মাথা তোলারও প্রয়োজন বোধ করল না। “আমি ঠিক শিওর নই ইরানি আর্মি তাদের নেটওয়ার্ক ব্যক্তিগত রেকর্ড রাখে কিনা।”

র‍্যাপেরও এ আশংকা ছিল। “তাহলে প্রাইভেট ডেটাবেজ। গাড়ির রেজিস্ট্রি, বার্থ রেকর্ড?”

“আমি সেটা দেখছি। রিডলি একটু পরে আসল। তার হাতে এইমাত্র প্রিন্ট করা ৫৪৬ সাইজের ছবি। “একটু আগে এগুলো পাওয়া গেছে।” রিডলি এক কাদা ছবি র‍্যাপকে তুলে দিল। “মন্ত্রী আসহানি আসার পর পর তোলা প্রথম ছবি।”

র‍্যাপ তিন নম্বরটা ছবিটাতে খেমে গেল। ছবিটাতে আসহানি হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসছে। হেলিকপ্টারের বাম পাশে কালো সুট পরা একজন লোক।

“এ কে?”

“জানি না।”

র‍্যাপ আরো কয়েকটা ছবির পর সেই রহস্যময় ব্যক্তির মুখের গড়ন দেখতে পেল। ডিজিটাল ফটোর কোয়ালিটি তেমন ভালো না হলেও লোকটাকে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। মুখে বাদামী দাড়ি আর চোখে সানগ্লাস। লোকটাকে চেনা চেনা লাগল তার। কয়েকটা ছবি পর পর দেখা গেল রহস্যময় লোকটা একটি পুলিশ এসইউভি’তে চড়ছে।

র‍্যাপ দ্রুত সেই রহস্যময় ব্যক্তির সবচেয়ে স্পষ্ট ছবিটা নিয়ে বাকি ছবিগুলো রিডলির হাতে তুলে দিল। “চার্লি তো প্রেসিডেন্টের সাথে আছে, না?”

“হ্যাঁ।”

“তাকে বল আমরা শতকরা নব্বইভাগ নিশ্চিত আইরিনের কিডন্যাপিংয়ের পেছনে ইরানের হাত আছে।”

“নব্বই ভাগ?” প্রশ্ন রিডলির। “আমরা এখনও নিশ্চিত নই এই তাহমিনেহ যা বলেছে তা সত্যি কিনা?”

“সে জন্যই নব্বই ভাগ বিশ্বাস কর রব, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলকে ব্যাপারটা জানাতে হবে। যদি এটা ইরানের কাজ হয়ে থাকে তাহলে তাদের অর্ধেক দিন লেগে যাবে কাকে ফোন করতে হবে সেটা ঠিক করতে।” র‍্যাপ দরজার দিকে এগুতে লাগল। “আইরিনের হাতে অত সময় নেই।”

র‍্যাপ তাহমিনেহের সেলে ঢুকে ছবিটা তার মুখের সামনে চেপে ধরল। “এ লোকটা কে?”

ইরানিটার চোখ রীতিমত ঠিকরে বের হয়ে আসছে, দরদর করে ঘামছে সে। “আমি জানি না।”

“বুল শিট!” চিৎকার করে উঠল র‍্যাপ।

“মানে আমি তার নাম জানি না। আমি আজকেই তাকে প্রথমবারের মত দেখি।”

র‍্যাপের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, “কখন আর কোথায়?”

“আজ সকালে। আক্রমণ শুরু হবার আগে। আমরা সূর্য ওঠার আগে পজিশন নিয়ে অপেক্ষায় থাকি, তাকে আক্রমণ শুরুর এক ঘণ্টা আগেই আমরা দেখতে পাই।”

“সে কি স্পেশাল ফোর্সের সদস্য?”

“না।” বন্দী জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। “আমর তা মনে হয় না।”

“সে কি ক্যাপ্টেন দাদ্রিসিকে অর্ডার দিচ্ছিল?”

“হ্যাঁ।”

“সে কি ইন্টেলিজেন্সের লোক?”

“জানি না,” লোকটা রীতিমত আত্ননাদ করে উঠল।

র‍্যাপ তার দিকে তাকাল, দেখে মনে হচ্ছে সে সত্যিই বলছে। “তোমার কোন ধারণাই নেই লোকটার ব্যাপারে।”

“না।”

তার মানে এ রহস্যময় লোকটা আসহানির হয়ে কাজ করছে তাই স্বাভাবিকভাবে একজন কর্পোরালের পরিচয় জানে না। সে আর কোন কথা না বলে সেল থেকে বের হয়ে আসল। পুরো ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

র‍্যাপ তার পকেট থেকে একটি টু-ওয়ে রেডিও বের করে বলল “রব, মিনিস্টার আসহানির নাম্বর জোগার কর।”

অধ্যায় ৫১

তেহরান, ইরান

হেলিকপ্টারে চেপে মসুল থেকে সীমান্তে পৌঁছাতে আধা ঘণ্টার মত লাগল। এয়ারফোর্স তাদের তেহরান নেবার জন্য একটা ছোটখাট ডাসউল্ট ফ্যালকন-১০ পাঠায়। এক ঘণ্টা দশ মিনিটের পুরো যাত্রায় আসহানি নোট লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। নোটগুলো সাংকেতিক ভাষায় লেখার কারণে তিনি ব্যতিত অন্য কেউ তা বুঝতে পারবে না। তিনি অফিসে পৌঁছাবার আগে পুরো ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে নিতে চান। কেনেডি মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে কি অফার করেছেন। নোট করার অবশ্য আরেকটা কারণ আছে। আসহানি নোট করে কিছু বিষয় বাদ দিতে যাচ্ছিলেন যা এখানে বলা হবে না। তেহেরানে প্রচুর লোক আছে যাদের খুশি রাখতে হবে যদি ইরান আমেরিকার সাথে শান্তি স্থাপন করতে চায়। তখন পুরো ব্যাপারটিই অর্থহীন হয়ে পড়বে। প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহ সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করে যাবেন যেন এ অফার গ্রহণ না করা হয়। সে জন্যই আসহানি সীমান্তে কিছুক্ষণ অবস্থানকালীন প্রেসিডেন্টকে ফোন করেছেন। তিনি প্রথমে নজরের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলেন। গার্ডিয়ান কাউন্সিলের প্রধান হবার কারণে তার অনেকের ওপর প্রভাব রয়েছে। যদি আমাতুল্লাহ ব্যাপারটা আগে জানতে পারেন তাহলে পুরো ব্যাপারটা ভালোভাবে বিবেচনা করার আগেই তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

তেহেরানে ল্যান্ড করার কিছুক্ষণ পর থেকে আসহানির পেট গুড়গুড় করতে লাগল। তাকে নেয়ার জন্য একটা সাধারণ গাড়ি ও ড্রাইভারের সাথে সাথে দু'টি অতিরিক্ত গাড়ি ও আটজন সশস্ত্র লোক এসেছে। আসহানি তার নিরাপত্তা প্রধানের দিকে তাকাল। তার মুখেও চিন্তার বলি রেখা।

“এখানে থাকুন,” বলল নিরাপত্তা প্রধান। “আমি দেখছি কি সমস্যা।”

আসহানি জানালা দিয়ে দেখলেন তার নিরাপত্তা প্রধান লোকগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তখন তার মনে হল মোবাইল ফোনটা অফ করা আছে। ফোন অন করার পর তিনি আটটি নতুন ভয়েস মেইল মেসেজ এবং তেইশটা ই-মেইল দেখতে পেলেন। মেইলগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। ফোন যে নম্বর থেকে এসেছে তা ডিসপ্লেতে দেখানো হচ্ছে না।

আসহানি ফোনটা রিসিভ করলেন। “হ্যালো?”

“মিনিস্টার আসহানি?” অপর প্রান্ত থেকে ইংরেজিতে কথা হল।

“বলছি।”

“আমি মিচ র‍্যাপ। ডিরেক্টর কেনেডির হয়ে কাজ করি। আপনি কি জানেন আমি কে?”

আসহানি নার্ভাস হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে যথা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বললেন, “আমাদের লাইনের সবাই আপনার সুখ্যাতি সম্পর্কে অবগত।”

“ভালো। তাহলে আপনি একথাও নিশ্চয়ই জানেন, যখন আমি বলি আমি আপনাকে হত্যা করতে যাচ্ছি তখন আমি কতটুকু সিরিয়াস।”

“এক্সকিউজ মি?” আসহানি রীতিমত হতবাক।

“আমি জানি আপনারা কি করতে চাচ্ছেন। যদি ডিরেক্টর কেনেডি আগামী এক ঘণ্টার মধ্যে ফেরত না আসে তাহলে আমি আপনার পেছন পেছন আসব। আপনি ভাল করেই জানেন আমার ক্ষমতা। কেউ আমাকে থামাতে পারবে না।”

“মি: র‍্যাপ, আমি এ ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, আপনি কি বলছেন তা আমি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারছি না। আর আমি আপনার হুমকিকে মোটেও ভালোভাবে নিচ্ছি না।”

“কি করবেন আপনি...আমার নামে ক্ষতোয়া দেবেন? শুনুন, আমি কোন অসহায় লেখক নই যে ভয়ে লুকিয়ে থাকব, আমি পাল্টা হামলা চালাব, যারা এ ঘটনার সাথে জড়িত তাদের সবাইকে খুঁজে বের করব।”

আসহানি হতবাক হয়ে রইলেন। মিচ র‍্যাপ সম্পর্কে তার বেশ ভালো ধারণাই আছে। অন্তত দুই দফা সে ইরানে প্রবেশ করেছে। দু দফাই তার টার্গেট ছিল সন্ত্রাসবাদীরা যারা মার্কিন সরকারের হাত থেকে বাঁচার জন্য ইরানে লুকিয়ে ছিল এবং দুই দফাই সে তার মিশনে সফল হয়। গলা শুকিয়ে গেলেও যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে অসহানী বললো। “মি: র‍্যাপ আমি আসলেই বুঝতে পারছি না আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এবং আমি আপনাকে আগেও সতর্ক করেছি হুমকি প্রদানকে আমি মোটেও ভালো চোখে দেখি না।”

“আচ্ছা আমার রুশ্র আচরণের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার বস যখন কিডন্যাপ হয়, তার পুরো সিকিউরিটি ডিটেইল যখন কচুকাটা হয় তখন আমার কিছু যায় আসে না যে আপনি কোনটা ভালো চোখে দেখেন, কোনটা দেখেন না।”

আসহানির মাথা ঘুরতে লাগল। কোনমতে সে বললো, “মসুলে?”

“না প্যারিসে! অবশ্যই মসুলে।”

“আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি এ ব্যাপারে আমি মোটেও অবগত নই।”

“আচ্ছা...আমার কাছে একগাদা ছবি তিনজন বন্দী রয়েছে যারা অন্য ধরনের কথা বলছে।”

আসহানি দেখতে পেল তার নিরাপত্তা প্রধান পুনের দিকে ফিরে আসছে। সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আসহানি ইশারায় যাকে থামতে বললেন। “মি: র‍্যাপ,” যথাসম্ভব ভদ্র কণ্ঠে বলে উঠলেন আসহানি। “আমি আসলেই এ ব্যাপারে কিছু জানি না। ডিরেক্টর কেনেডির প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে।”

“এসব ফালতু কথা অন্য কাউকে শোনাবেন। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে দেখতে চাই।”

“মি: র‍্যাপ,” আসহানির কণ্ঠে উৎকণ্ঠা। “আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না।”

“আপনি বলতে চাচ্ছেন সে আপনার সাথে মিটিং করে বের হবার কিছুক্ষণ পর এক প্রাট্টন কুদস ফোর্স কমান্ডো দ্বারা আক্রান্ত হল আর আপনি কিছুই জানেন না?”

“কি?”

“আর আপনি এটাও জানেন না, আপনার সাথে যে লোকটা হেলিকপ্টারে চেপে এসেছিল সে কে...কারণ আমার কাছে কয়েকজন ইরানি সৈন্য আছে যারা বলেছে পুরো অপারেশন সেই লোকই পরিচালনা করেছে।”

আসহানির মুখ শুকিয়ে গেল মুখতারের পুলিশের গাড়ির দিকে ছুটে যাবার দৃশ্য মনে পড়ায়।

“কি ব্যাপার?” র‍্যাপ চিৎকার করে উঠল। “কথা বুঝে পাচ্ছেন না?”

আসহানি বিগত কয়েকদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে ভেবে দেখলো। অনুধাবন করলো তার সরকার তাকে ধোঁকা দিয়েছে। আমাতুল্লাহ ও মুখতার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকলেও আসহানি টের পায় নি কিছুই।

“মি: র‍্যাপ, আমি আপনাকে একটুও মিথ্যা বলি নি। পুরো অপারেশনটা আমার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল।”

“আচ্ছা, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন যদি আমি আপনার কথা বুঝতে না পারি।”

আসহানির নিরাপত্তা প্রধান নার্সাস ভঙ্গিতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। আসহানি তাকে ইশারায় চলে যেতে বললেন। “মি: র‍্যাপ, আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ড. কেনেডির মুক্তির বিষয়ে।”

“আপনার সাথে হেলিকপ্টারে কে ছিল?”

“আমি...” দ্বিধাস্থিত আসহানি, “এ ব্যাপারে আপনার সাথে পরে কথা বলব।”

“বুলশিট! আপনার কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আপনি আমাকে একটা কারণ দেখান কেন আমি প্রেসিডেন্টকে হামলা চালতে বলব যা জয়েন্টস্টাফরা প্রস্তাব দিয়েছে?”

“কোন্ হামলা?”

“অপারেশন মেডুসা। তারা মাথা কেটে ফেলতে চায়। আপনাদের বাড়ি, অফিস, সবকিছু রয়েছে টার্গেটে।”

“মি: র‍্যাপ আপনি আমাকে কিছু সময় দিন।”

“আমি আপনাকে কেন বিশ্বাস করব। আপনারা সিআইএ’র ডিরেক্টরকে কিডন্যাপ করেছেন। আপনারা কি মনে করেন প্রেসিডেন্ট আপনাদের সাথে আলোচনা করবেন? আপনাদের প্রস্তর যুগে পাঠাতে তার এ অজুহাতই যথেষ্ট।”

“আমি এইমাত্র তেহেরানে ল্যান্ড করেছি। দয়া করে আমাকে কিছুটা সময় দিন।”

“আপনি তাহলে কিছুই জানেন না, তাই না? আমি এখন মসুলে। প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার এখন একটা বাংকারে বসে আছেন তার জেনারেলদের সাথে যারা মনে করে এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। তারা ইতিমধ্যে ক্যানসাস থেকে বি-৫২ লঞ্চ করেছেন। এখন থামাবার একটাই উপায় আছে। হেলিকপ্টার থেকে কে নেমেছিল? তার নাম....আর ডিরেক্টর কেনেডিকে সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে?”

“লোকটাকে,” আসহানি দ্বিধাস্থিত, “আমিও ভয় পাই।”

“নাম?” র‍্যাপ চেষ্টা করে উঠল।

আসহানি জানলা দিয়ে তাকিয়ে লোকগুলোকে দেখে উপলব্ধি করল তারা হয় তাকে গ্রেপ্তার করতে কিংবা নজর রাখতে এসেছে। র‍্যাপের সাথে কথা বলার সম্ভবত এটাই শেষ সুযোগ। “ইমাদ মুখতার,” বললো আসহানি ঘৃণাভরা কণ্ঠে।

“ইমাদ মুখতার!” র‍্যাপ চিৎকার করে উঠল। “মানে হিজবুল্লাহর প্যারামিলিটারি অপারেশন প্রধান?”

“হ্যাঁ।”

“সে তাকে কোথায় নিয়ে গেছে?”

“আমার কোন ধারণা নেই তবে আমি তাকে খোঁজার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাব। আপনার কাছে কি কলম আছে?”

“হ্যাঁ।”

“আমার ই-মেইল অ্যাড্রেসটা লিখুন আর আর আপনার ফোন নম্বরটা দিন।”

আসহানি তাকে কথা দিলো এক ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু জানাবে। র‍্যাপ আবার হুমকি দেবার আগে ফোনটা কেটে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলো সে। আমাতুল্লাহ তাকে অপারেশনের ব্যাপারে কিছু বলে নি কারণ সে কোনভাবেই এ ব্যাপারে রাজি হতে না। প্রশ্ন হল আমাতুল্লাহ তাহলে কাকে দায়িত্বটা দিলেন? যাকে আমাতুল্লাহ বিশ্বাস করেন, আর সে-ই বা কিভাবে পুরো ব্যাপারটা সম্পাদন করল?

অধ্যায় ৫২

ওয়াশিংটন ডি. সি

প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়ে আছেন, তার ডান হাত বাম বাহুর নিচে, বাম হাতের আঙুল চিবুকে। কোট খুলে ফেলেছেন তিনি, শার্টের হাতা গোটানো। তাকে দেখে অগুস্ত রদ্যার ভাস্কর্য ‘দ্য থিংকার’-এর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। লম্বা কনফারেন্স টেবিলের পেছনে এপাশ থেকে ওপাশ হেঁটে বেড়াচ্ছেন তিনি। এক পাশে সেক্রেটারি অব স্টেট উইকা গলা খাদে নামিয়ে একটি সিকিউর টেলিফোন ইউনিটে কথা বলছিলেন। তিনি অন্তত আধ ডজন মিত্রকে আশ্বাস করছেন যে টেলিভিশনে যাই দেখানো হোক না কেন আমেরিকা ইরানি জাহাজের ওপর হামলা চালায় নি। প্রেসিডেন্ট নিজেই ফোনটা করতেন কিন্তু তিনি নৌবাহিনীর কাছ থেকে ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়ে নিতে চান।

সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ইংল্যান্ড প্রেসিডেন্টের কাছে বসে কানে শক্ত করে ফোন লাগিয়ে আছেন। তার গমগমে কণ্ঠস্বর কানে বাজে তাই কেবিনেটের বাকি সদস্যরা হয় রুম ছেড়ে চলে গেছেন না হয় উইকার মত দূরে অবস্থান করছেন। কিছুক্ষণ পরপর ইংল্যান্ড মাথা তুলে জয়েন্ট স্টাফদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য প্রেসিডেন্টকে শোনাচ্ছে। সেক্রেটারি অব নেভি থেকে শুরু করে থিয়েটার কমান্ডার সবাই মার্কিন সাবমেরিন দ্বারা ইরানি ফ্রিগেট ডোবানোর খবর অস্বীকার করে। এরপর ইংল্যান্ড সে অঞ্চলের সাবমেরিনের টাস্কফোর্স কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেন। কনফারেন্স রুমের দরজাটা খুলে প্রেসিডেন্টের চিফ অফ স্টাফ টেড ব্রায়ান চিহ্নিত মুখে প্রবেশ করলেন।

“আমি এইমাত্র মার্কের সাথে ফোনে কথা বললাম।”

“মার্ক?” প্রশ্ন প্রেসিডেন্টের।

“মার্ক স্টিফেন্স।” মার্ক স্টিফেন্স প্রেসিডেন্টের ট্রেজারি সেক্রেটারি।

“ইউরোপিয়ান মার্কেট হঠাৎ পড়ে গেছে।”

“উফ...ব্যাপারটা আমার আগে লক্ষ্য করা উচিত করল। তেলের কি অবস্থা?”

“আকাশচুম্বি। নব্বই ডলার প্রতি ব্যারেলে পৌছে গেছে। গুজব আছে ইরান আমেরিকার বিরুদ্ধে ওপেক নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানাতে যাচ্ছে।”

প্রেসিডেন্ট ব্যাপারটা হজম করার আগেই ইংল্যান্ডের কণ্ঠ পুরো ঘরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

“তুমি নিশ্চিত?” ইংল্যান্ড চোঁচিয়ে উঠলেন।

“তুমি ফুটেজটা দেখেছ?” ইংল্যান্ড প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। “চমৎকার, ক্যান্টেন। পাঠাও। সেক্রেটারি অব ডিফেন্স হ্যান্ডসেন্ট রেখে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন। “আপনি বিশ্বাস করবেন না, ইরানি ফুগেটটা যখন ডুবে যাচ্ছিল তখন প্রণালীতে আমাদের একটা সাবমেরিন উপস্থিত ছিল।”

“আমরা ব্যাপারটা বিশ্বাস করছি না কেন?” চিফ অফ স্টাফ তিত্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন। “ইরানিরা তো সেটাই দাবি করছে।”

“তারা দাবি করছে আমরা তাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছি। আমরা ইউএসএস ভার্জিনিয়াকে তাদের তিনটা কিলোসাবের একটা ইউসেফকে অনুসরণ করতে বলেছিলাম। ভার্জিনিয়া ইউসেফকে অনুসরণ করে সোনার টেপটা ফেলে যেতে দেখা যায় ইউসেফ তার নিজেদের জাহাজেই হামলা চালাচ্ছ।”

“কিন্তু তারা তাদের নিজেদের জাহাজের ওপর হামলা কেন চালাবে?” ব্রায়ানের প্রশ্ন।

“কারণ তারা দেখাতে চায় আক্রমণটা আমরা চালিয়েছি,” জবাব প্রেসিডেন্টের।

“ঠিক,” জবাব ইংল্যান্ডের। “টাস্কফোর্স কমান্ডার এখনই কন্ট্রোল টেপ আর ইরানী জাহাজে হামলা চালাবার ফুটেজ পাটাচ্ছে।”

সিআইএ ডেপুটি ডিরেক্টর ওব্রায়ান কক্ষে প্রবেশ করলেন দ্রুতগতিতে।

“মি: প্রেসিডেন্ট, আমি এইমাত্র র‍্যাপের সাথে কথা বলেছি। তার কাছে নিশ্চিত তথ্য আছে যে কেনেডির অপরাহণের সাথে ইরান জড়িত।”

পুরো কক্ষ স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করলেন, “কি রকম তথ্য?”

“আটকৃত এক বন্দী স্বীকার করেছে সে কুদস ফোর্স অর্থাৎ ইরানের স্পেশাল ফোর্সের একজন সদস্য। বাকি বন্দীদের একজনকে র‍্যাপ তাদের কমান্ডিং অফিসার এবং আরেকজনকে হিজবুল্লাহর সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে।”

প্রেসিডেন্ট তার ন্যাশনাল সিকিউরিটি টিমের বাকি সদস্যদের দিকে তাকালেন। “তাহলে এটা স্থানীয় বিদ্রোহীদের করা হামলা নয়?”

“না, স্যার। আমাদের কাছে আরো শক্ত প্রমাণ রয়েছে।” ওব্রায়ান একজনকে ইশারা করা বড় প্রাজমা স্ক্রিনে কিছু ছবি ভেসে উঠল। ও ব্রায়ান ওপরের দিকে বামপাশে থাকা একটা ছবির দিকে ইশারা করল, “এগুলো

ইরানি গোয়েন্দামন্ত্রী অসহানির তোলা সার্ভিলেন্স শট, আজ সকালে যখন তিনি মসুলে ল্যান্ড করেন।” ডেপুটি ডিরেক্টর দ্বিতীয় ছবির দিকে ইঙ্গিত করেন। “এখানে তিনি আমাদের ইস্ট ডিভিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর অব অপারেশনের সাথে কর্মরতন করছেন। ফ্রেমের বাম দিকে দেখুন একজন লোক উল্টো দিকে হেটে যাচ্ছে।” ওব্রায়ান দ্বিতীয় সারিতে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করল।

লোকটা পুলিশের গাড়ির দিকে হেটে যাচ্ছে।

“র‍্যাপ ছবিটি তুলেছে,” ওব্রায়ান শেষ ছবির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, “সে ছবিটা একজন কয়েদিকে দেখায়। কয়েদি লোকটার নাম না জানলেও এটুকু জানিয়েছে, লোকটা আজ সকালেই ডিরেক্টর কেনেডিকে অপহরণের অপারেশনের দায়িত্বে নেয়। লোকটা ওব্রায়ান একটা কাগজের দিকে তাকাল-নাম কর্পোরাল তাহমিনেহ, র‍্যাপকে জানায় তারা সেই লোকটার কাছ থেকে শুধু এটুকু জেনেছিল যে একজন মহিলাকে কিডন্যাপ করতে হবে এবং অক্ষত অবস্থায়।”

প্রেসিডেন্ট ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে ফ্রিনের দিকে তাকালেন। “লোকটা কে?”

“ইমাদ মুখতার, হিজবুল্লাহর প্যারামিলিটারি উইংয়ের প্রধান।”

প্রেসিডেন্ট ইরানের এহেন কর্মকাণ্ডে হতবশ হয়ে গেলেন। “তুমি নিশ্চিত?”

ওব্রায়ান প্রেসিডেন্টের বিস্মিত চেহারার দিকে তাকালেন।

“স্যার, খবরটা কিছুক্ষণ আগে আসায় আমরা এর সত্যতা যাচাই করতে পারি নি। তাছাড়া আমাদের কাছে মুখতারের যে ছবি আছে তা তিরিশ বছর পুরাতন।”

“তো তুমি নিশ্চিত নও,” প্রেসিডেন্ট তার বিরক্তি লুকানোর কোন চেষ্টা করলেন না।

“আমার কথা এখনও শেষ হয় নি। মিচ মিনিস্টার আসহানিকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে যে কে...”

প্রেসিডেন্ট বলে উঠলেন, “মিচ মিনিস্টার আসহানিকে সরাসরি ফোন করে?”

“জি স্যার।” ওব্রায়ান গলা পরিষ্কার করে বলে উঠে, “যখন সে বন্দী।” ডেপুটি ডিরেক্টর নোট দেখার জন্য নিচে তাকালেন।

প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার বিরক্তির সাথে বলে ওঠেন, “বন্দীর নাম নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। আসহানির সাথে মিচের কি কথা হয়েছে?”

ওব্রায়ান নার্ভাস ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, “মিচ আসহানিকে বলে এক ঘন্টার মধ্যে যদি আইরিনকে ছেড়ে দেয়া না হয় তাহলে সে তাকে খুঁজে বের করে খুন করে ফেলবে।”

“ওড,” সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ইংল্যান্ড ঘোষণা দিলেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি টিমের বাকি সদস্যদের তেমন আগ্রহী মনে হল না।

“জবাবে আসহানি কি বলে?” প্রেসিডেন্টের প্রশ্ন।

“ব্যাপারটা একটু অন্য রকম,” মিচ বলেছে আসহানি তার এ কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ে।”

“মানে?” প্রেসিডেন্ট স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করলেন। “সে ঐ মুখবার কি যেন নাজ...তার সাথে একই হেলিকপ্টারে চড়ে আসে।”

“আমি মিচের কাছ থেকে যা শুনেছি তাই বলছি। তার ধারণা সম্ভবত আসহানিকে বিষয়টা জানানো হয় নি।

“নাকি সে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে?” বলল ইংল্যান্ড।

“হয়ত,” জবাব ও’ব্রায়ানের, “তবে সে কিন্তু ঐ লোকটাকে মুখতার বলে নিশ্চিত করেছে।”

“আমরা কি ব্যাপারটা অন্য সূত্র থেকে নিশ্চিত করে নিতে পারি না?” প্রশ্ন প্রেসিডেন্টের।

“মিচ ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করছে।”

প্রেসিডেন্ট একবার জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন কি করে কিন্তু করলেন না। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে রাগত স্বরে বললেন “আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তারা কি করে আমাদেরই নাকের ডগায় এমন একটা অপারেশনের পরিকল্পনা করল। আর তারা ভাবলই বা কি করে যে আমরা তা জানতে পারব না।”

“যদি মিচ ঐ তিনজনকে ধরতে না পারত তাহলে সম্ভবত আমরা জানতে পারতাম না।” এভাবে ও’ব্রায়ান মিচের ব্যাপারে তার সে ভুল ধারণা ছিল তা প্রকাশ করার চেষ্টা করল। “হয়ত না,” বললেন প্রেসিডেন্ট। তিনি সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ইংল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “তো তাদের দাবি কি? তারা কি চায়?”

“আমি ঠিক নিশ্চিত নই। তাদের আচরণ মোটেও যৌক্তিক নয়।”

“সহানুভূতি, স্যার,” ঘোষণা দিলেন উইকা। “আমি এইমাত্র ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বললাম। তিনি বললেন ইরানের পররাষ্ট্র তাকে ফোন করে জানিয়েছেন যে তার দেশ আমেরিকা দ্বারা আক্রান্ত এবং তিনি অনুরোধ করেছেন জাতিসংঘে এ হামলার নিন্দা জানিয়ে একটা প্রস্তাব পাশ করা এবং আমেরিকাকে জাহাজ ও ইস্কাহানের নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটির জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার দাবিতে সমর্থন দেবার জন্য। তিনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একটি জরুরি সেশনে আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন যদি জাতিসংঘ এ ব্যাপারে কিছু না করে তাহলে ওপেক করবে।”

“ওহ গড,” আর্থনাদ করে উঠলেন ব্রায়ান। “ব্যাপারটা আমাদের দ্রুত

সমাধান করতে হবে, তা না হলে হয়ত তেলের দাম একশ ডলার প্রতি ব্যারেল ছাড়িয়ে যাবে।”

“ব্যাপারটা সুহারা হয়ে গেলে দাম আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে,” বললেন ইংল্যান্ড। “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই ইরানী সাবমেরিনগুলো আমাদের সাবমেরিনগুলোর যেন কিছু না করে আর যত দ্রুত সম্ভব আইরিনকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আর তা করতে হলে এদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। আমার মনে হয় আমাদের একটা প্রেস কনফারেন্স আয়োজন করে পুরো ব্যাপারটা খোলাসা করা উচিত আর কেনেডির মুক্তির ব্যাপারে একটা আল্টিমেটামও দেয়া যেতে পারে।”

“কি রকম আল্টিমেটাম?” প্রশ্ন প্রেসিডেন্টের।

“আমার মনে হয় তার কিডন্যাপিং যুদ্ধ ঘোষণার সামিল।”

“কি..” ব্রায়ান হাত তুললেন “আমি জানি আমার কথার সাথে অনেকে একমত হবেন না” চিফ অব স্টাফ উপদেষ্টাদের দিকে তাকালেন। “সম্ভবত এটা নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটির ওপর হামলা চালাবার ফলাফল।”

“ট্রেড” বলে উঠলেন ইংল্যান্ড “ফ্যাসিলিটিতে হামলার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।”

“তা ঠিক.. কিন্তু আমরা তা থেকে লাভবান হয়েছি।” ব্রায়ান উপলব্ধি করলেন তার কথা উপস্থিত কেউই গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে না। “আমি শুধু এটাই বলছি যুদ্ধে যাবার আগে আমরা পুরো ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখি। একজন ব্যক্তির বিনিময়ে ইরানের বোমা বানাবার ক্ষমতা শেষ-ব্যাপারটা একেবারে খারাপ নয়।”

জবাবে সেকৃটারি অব স্টেট উইকা ব্যাস্কাট্রক ভগ্নিতে বললেন, “ট্রেড আমার মনে হয় তোমার পরামর্শটা আসলেই চমৎকার। আমার তো মনে হয় আমরা ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে ডেকে তাকে বন্দী বদলের একটা প্রস্তাব দিতে পারি। মানে আইরিনের জায়গায় তুমি আর তোমাকে আমরা তার জায়গায় পাঠাতে পারি।”

“ব্রায়ান জবাব দেবার আগে হোয়াইট হাউস প্রেস সেকৃটারি ঘরে প্রবেশ করে ঘোষণা দিলেন যে প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহ একটা প্রেস কনফারেন্স করতে যাচ্ছেন। রুমে উপস্থিত সবার মনোযোগ প্রাজ্ঞমা টিভির পর্দার ওপর চলে গেল। ক্রিনে ভেসে উঠল শ্রাশ্রমভিত ও গলায় টাই বিহীন ইরানি প্রেসিডেন্ট পোডিয়ামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

অধ্যায় ৫৩

মসুল, ইরাক

র‍্যাপ হলওয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাকি দুই কয়েদিকে কিভাবে জিজ্ঞাসাবদ করবে তা ভাবছে। তাদের আসল নাম জানায় কাজ অনেকখানি সহজ হয়ে গেলেও একটা বড় সমস্যা রয়েছে গেছে। এরা দু'জন যদি জানেও যে মুখতার কেনেডিকে কোথায় রাখবে, এতক্ষণে সে স্থান পরিবর্তন করে ফেলেছে। মুখতার নিশ্চয়ই জেনে ফেলেছে তার দু'জন লোক ধরা পড়ে গেছে এবং তারা তার অবস্থান জানিয়ে দেবে।

জেনারেল গিফোর্ডকে পুরো ব্যাপারটার দায়িত্ব দিয়ে দেয়া হয়েছে। তার ধারণা মুখতার কেনেডিকে নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ইরানে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। মিলিটারি ইউনিটগুলো আক্রমণের আধ ঘণ্টার মধ্যে বর্ডার বন্ধ করে ফেলে। অবশ্য মসুল শহরটা বেশ বড়, বিশ লক্ষ লোকের বাস। কেনেডিকে শক্তিশালী ইন্টেলিজেন্স ছাড়া খুঁজে বের করা বেশ কঠিন।

ইমাদ মুখতার সম্পর্কে র‍্যাপ ভালো করেই জানে। হিজবুল্লাহর নিরাপত্তা প্রধান কৈশরের শেষ প্রান্তেই বৈরুতে তার হাত পাকিয়েছে। ধারণা করা হয় মার্কিন দূতাবাস ও মরেন ঘাঁটিতে আত্মঘাতি বোমা হামলার সাথে সে জড়িত। তবে যে বিষয়ে নিয়ে র‍্যাপ বেশি চিন্তিত, বৈরুতের তৎকালীন সিআইএ'র স্টেশন চিফ বিন বাকলির অপহরণের সাথে তার জড়িত থাকার ব্যাপারটা। মুখতার ও তার সহকারীরা বিলের কাছ থেকে এক বছরের মধ্যে প্রত্যেকটা তথ্য নিগড়ে বের করে নেয়। অতঃপর তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। কেনেডিরও এমন পরিস্থিতি হবে ভেবে শিউরে ওঠে সে। যতই সময় অতিক্রম হচ্ছে ততই কেনেডিকে বাঁচার সুযোগ হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে। র‍্যাপ যথেষ্ট অপেক্ষা করেছে। এবার শুধু দু'জনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য সঠিক হলেই হয়।

র‍্যাপ সেলের দরজা খুলে স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা লোকটার দিকে এগিয়ে তার ছোরা বের করল, “নাম ও র‍্যাঙ্ক?”

লোকটা তার দিকে তাকাল, কপাল ভর্তি ঘাম তার। “আমি বুঝতে পারছি না আপনি কি বলছেন?”

“আচ্ছা।” লোকটার প্যান্টের বাম অংশ আর্মিমেডিক বুলেটের আঘাতের

চিকিৎসার জন্য কেটেছিল। র‍্যাপ বাকি অংশটুকু কেটে ফেলল ছোরা দিয়ে। প্যান্ট কাটার সময় সে ইচ্ছে করে ছোরাটা তার উরুর ওপর দিয়ে চালাল। লোকটা যন্ত্রনায় আতর্নাদ করে উঠল। “দুঃখিত, র‍্যাপ লোকটার বাকি প্যান্টটুকু খুলে ফেলে দিল, উন্মুক্ত হয়ে পড়ল তার অন্তর্বাস। “তো কোনটা কাটব...বামটা নাকি ডানটা...অবশ্য আমার তাতে কিছু যায় আসে না।”

“আপনি কি বলছেন?” লোকটা সত্যিই আতংকিত। “মানে আমি বলছি কোনটা প্রথমে কাটব। বাম বিচি নাকি ডান বিচি?” র‍্যাপ ছোরা দিয়ে লোকটার অন্তর্বাস কেটে ফেলল।

“খামুন!” চেষ্টায়ে উঠল লোকটা। “আপনি কি জানতে চান?”

“আপনার নাম, ক্যাপ্টেন।” বলল র‍্যাপ। কথাটা শুনে চমকে উঠল লোকটা। “আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি। তো মিথ্যা বলার চিন্তাও করবেন না। আপনার নাম বলুন।”

“ক্যাপ্টেন রশিদ দাদ্রিসি, আমি আন্তর্জাতিক রেড ক্রিসেস্টের প্রতিনিধির সাথে দেখা করার দাবি জানাচ্ছি।”

হাসল র‍্যাপ, “দাবি?”

“হ্যা, এটা আমার অধিকার।”

“তো আপনার অধিকারটা কি?”

“আমার দেশে জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে, আপনার দেশও।”

“শুনুন, যদি আপনার পরনে ইউনিফর্ম থাকত আর আপনি আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তাহলে আমি আনন্দে রেড ক্রিসেস্ট ডাকতাম কিন্তু একজন জঘন্য সন্ত্রাসবাদী ছাড়া আর কিছু নন।”

“মোটোও না। আমি ইরানী রেভলুশনারি গার্ডের একজন অফিসার।”

“আপনার ইউনিফর্ম কোথায়? আজ পরতে ভুলে গেছেন?”

“আমি দাবি...”

কথা শেষ করার আগে র‍্যাপ তার আঘাতপ্রাপ্ত হাঁটুর ওপর পা দিয়ে চাপ দিল। যন্ত্রনায় চেষ্টায়ে উঠল দাদ্রিসি। র‍্যাপ বলল, “আমি আপনার মুখ থেকে আর একটা শব্দও শুনতে চাই না। যদি আর একটা আওয়াজও বের হয় তাহলে যা বলেছি তা করে ফেলল। আর যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে আপনার হিজবুল্লাহর বন্ধুকে প্রশ্ন করতে পারেন।” র‍্যাপ লোকটার চেহারায় সম্মতির আভাস দেখতে পেল। “হ্যা, আপনার বন্ধু আলী আব্বাস লক্ষ্মী ছেলের মত সব বলতে শুরু করেছে। অবশ্য সেজন্য আমাকে আর একটা বিচি কাটতে হয়েছে। তারপর থেকে সে আমার সব প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করেছে। আপনাদের গোপন ঠিকানা, স্থানীয় শেল্টার, সব কিছু। সে যদি একটা

ঠিকানাও ভুল দেয় তাহলে আরেকটা বিচিও হারাবে সে। তো আপনার কি মত?”

র‍্যাপ পকেট থেকে মস্ত্রী আসহানির সাথে হেলিকপ্টার থেকে বের হয়ে আসা লোকটার ছবি বের করল। “ব্যাপারটা হল আপনার যা ধারণা তার চেয়ে অনেক বেশিই আমি জানি কিন্তু সমস্যা হল সব কিছু আমি জানি না। তো আপনি যদি আপনার অমূল্য সম্পদ নিয়ে জুয়া খেলতে চান তাহলে মিথ্যা বলে দেখতে পারেন। ছবির এ লোকটা,” র‍্যাপ তুলে ধরল। “কে?”

দাদ্রিসি চোখ বুঁজে ফেলে বলল, “ইমাদ মুখতার।”

“চমৎকার উত্তর, ক্যাপ্টেন। তো আপনি তাকে কিভাবে চিনেন?”

“আজ সকালেই তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়।”

“কোথায়?”

“এক গোপন ঘাঁটিতে।”

“সে মসুলে কেন এসেছে?”

“অপারেশন তদারকি করার জন্য।”

“গাড়িবহরে হামলা?”

“হ্যাঁ।”

“আর টার্গেট কে ছিল?”

“দাদ্রিসি দ্বিধাস্থিত হয়ে বাম তিকে তাকাল।

“জুয়া খেলার জন্য এটা সঠিক প্রশ্ন নয়।”

“সিআইএ’র ডিরেক্টর।”

“আর আপনারা তাকে কোথায় নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন,” যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল র‍্যাপ।

“আমাদের প্ল্যান ছিল বর্ডার ক্রস করা।”

“আর ব্যাকআপ লোকেশন?”

“সীমান্ত পথে একটা ওয়্যারহাউসে।”

“আপনার তো এর চেয়ে বেশি জানার কথা।”

“আমাকে একটা ম্যাপ দিতে হবে।”

র‍্যাপ কিছুক্ষণ ভেবে টু-ওয়ে রেডিওটা তুলে নিল। “স্ট্যান, শুনতে পাচ্ছ?” র‍্যাপ মুখের কাছ থেকে রেডিওটা সরিয়ে নিল।

“হ্যাঁ।”

“কিছু ম্যাপ নিয়ে আস তো।” র‍্যাপ রেডিওটা নামিয়ে তাকাল স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা ইরানী অফিসারের দিকে। “যতক্ষণ ম্যাপ আসছে ততক্ষণ আপনি এ শহরে আপনাদের ব্যাকআপ লোকেশন সম্পর্কে কিছু বলুন।”

তেহেরান, ইরান

র‍্যাপের সাথে কথোপকথনে আসহানি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন যে এয়ারপোর্টে উপস্থিত লোকজন তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে, তবে কিছুক্ষণ পরই তার ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হল। একটা আমেরিকান সাবমেরিন হরমুজ প্রণালী সাবালাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহ জরুরি অবস্থা জারি করে সুপ্ৰম সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিং ডেকেছেন। অন্য কোন সময়ে ব্যাপারটা ঘটলে আসহানির বিশ্বাস করতে তেমন কষ্ট হত না। আমেরিকানদের পূর্বেও এমন অবিবেচকের মত কাজ করার ইতিহাস রয়েছে। তার মনে পড়ে গেল ইরান এয়ার ৬৫৫ ট্রাজেডির কথা। ১৯৮৮ সালের ৩রা জুলাই রবিবার বন্দর আব্বাস থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়া ফ্লাইটটা ইউএসএস ভিনসেনেস ধ্বংস করে। আমেরিকানরা এ কৃতকর্মের জন্য সেই কাউবয় ক্যান্টেনকে মেডেল প্রদান করে। র‍্যাপের ফোনের পর আসহানির মনে হতে লাগল সাবালনকে সম্ভবত ডোবানো হয়েছে। আসহানির ধারণা প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহই এবার কাউবয়ের মত আচরণ করেছেন।

তার মনে পড়ল ইস্ফাহানে হামলা হবার পর ঘটা প্রথম মিটিংয়ের কথা। আমাতুল্লাহ কিভাবে জেনারেল জারিফ ও জেনারেল সুলাইমানের সাথে তাল দিচ্ছিলেন। ঘোষণা দিয়েছিলেন আমেরিকান ও ইহুদিদের তাদের কৃতকর্মের ফল চূকাতে বাধ্য করবেন। আসহানি আমাতুল্লাহর মত এত জটিল ব্যক্তিত্ব আর কখনও দেখেন নি। মানুষের মন নিয়ে খেলতে তার জুড়ি নেই।

আসহানি তার সিডানের জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন অগণিত মানুষ পুরাতন মার্কিন দূতাবাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাতুল্লায় নির্দেশে হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এ মিছিল বের হয়েছে। আমাতুল্লাহর জন্য আয়াতুল্লাহ নজরের এ মুহূর্তে নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিতে আহত ব্যক্তিবর্গের সাথে দেখা করতে যাবার ব্যাপারটা সুবিধাজনক হয়েছে। আসহানি এখন পর্যন্ত নজরের সাথে দেখা করতে পারেন নি। যদি আমাতুল্লাহ কেনেডিকে অপহরণের মত উন্মাদগ্রস্ত কাজ করতে পারে তাহলে নজরকে যে সে হত্যা করবে না তার নিশ্চয়তা কি?

তিনটি গাড়িবহর প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসের গেটে এসে থামল।

সিকিউরিটি ডিটেইলের দায়িত্বে রয়েছে রেভুলুশনারি গার্ডের অষ্টাদশ আর্মড ডিভিশনের ট্যাংক। যখন সৈন্যরা তার সিডানের দিকে এগিয়ে আসছে তখন আসহানির মনে হলো আমাতুল্লাহ পূর্ণক্ষমতা গ্রহণের জন্য এসব সৈন্যদের ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না। সুপ্ৰম লিডার নজরকে রাজধানীতে ফিরতে দেখে ভালো অনুভব করতে লাগলো আসহানি। প্যালেসে প্রবেশ করার পর তাকে নিয়ে যাওয়া হল প্রেসিডেন্টের অফিস সুইটে। সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সালেহি, বৃগেডিয়ার জেনারেল সুলেমানি, মেজর জেনারেল জানিফ ও আরো কয়েকজন উপস্থিত। তারা সবাই একটি বিশাল টেলিভিশনের সামনে জড়ো হয়ে নিউজ কনফারেন্স দেখছে, অন্তত তার সেরকমই মনে হল।

আসহানি কাছে আসায় দেখতে পেলো সবার মনোযোগ প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহর দিকে যিনি আরেকটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুত। পরনে তার চিরাচরিত স্যুট আর শাট এবং অবশ্যই টাইবিহীন। আসহানি অনুধাবন করলো, তিনি যে বক্তব্য দিতে যাচ্ছেন তা কিছুটা বেক্ষাপ্লা কেননা এখনও সুপ্ৰম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সাথে এ বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নি।

আমাতুল্লাহ সাবালানের ডোবার পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী দু'টি ভিন্ন ভিন্ন জাহাজ সারফেস রার্ডারকে একটি সাবমেরিন আসার খবর দেবার মিনিট আগে সাবালানের উপর টর্পেডো আক্রমণ করা হয়। আমাতুল্লাহ অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা দিলেন, সাবালান এমন কিছু করে নি যাতে এরকম হামলা হতে পারে।

“এমন বর্বরোচিত আচরণ নিন্দা করবার কোন ভাষা আমার নেই। ইরানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আরো ভয়াবহ তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সিআইএ এ দেশের বৈধভাবে নির্বাচিত ড. মোহাম্মদ মোসাদ্দেকের সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র করে। সে ঘটনার পরবর্তি তিরিশ বছর তারা স্বৈরাচারি মোহাম্মদ রেজাশাহ্ পাহলভির সরকারকে সমর্থন ও এদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ শুরু করে। অবশেষে এদেশের মানুষ বিপ্লবের মতাদর্শে উঠে দাঁড়ায়, শাহ ও আমেরিকানদের এ দেশ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। গত পঁচিশ বছর আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার লড়াইয়ে লিপ্ত।”

আসহানি তার ডানে-বামে তাকালো। জেনারেলবৃন্দ আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাতুল্লাহর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সন্তুষ্ট বলেই মনে হচ্ছে। তার বেশিরভাগ বক্তব্যই একেবারে পুরাতন, কিছু কিছু অকাট মিথ্যা, তবে এতে জনগনের মনোযোগে কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। আসহানি উপলব্ধি করলো, এ ব্যক্তি

অনেক বড় ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে এগুচ্ছেন।

“সারা পৃথিবী জানে গত সপ্তাহে ইস্কাহানে আমাদের পরমাণু কেন্দ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেট জাতিসংঘের সামনে তথাকথিত এক প্রমাণ পেশ করেন যাতে দেখা যায় এ কাজ ইরানি সন্ত্রাসবাদীদের। তিনি পৃথিবীর সামনে এটাই দেখাচ্ছেন যে, পুরো বিষয়টিতে যুক্তরাষ্ট্র মোটেও জড়িত নয়। ঘটনাটা ঘটিয়েছে এদেশেরই কিছু ব্যক্তি যারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তবে তিনি এ ব্যাপারটি বেমালাম চোখে গেছেন, এ সন্ত্রাসবাদীরা সিআইএ’র হাতে প্রশিক্ষিত।

বিগত কয়েক মাস এদেশের গোয়েন্দাসংস্থা এসব ভাড়াটে যোদ্ধাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছে। গোয়েন্দারা আজ সকালে ইরাকের মসুলে এই ভাড়াটে যোদ্ধাদের নেতার সাথে সিআইএ ডিরেক্টর আইরিন কেনেডিকে মিটিং করতে দেখে ফেলে।”

আমাতুল্লাহ কেনেডির একটি এনলার্জড ফটোগ্রাফ তুলে ধরলেন। আসহানি ছবিটা দেখেই বুঝলো মহিলার ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। আসহানি নিজ দেশের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও কেনেডির জন্য দুঃখ পেলো।

“ডিরেক্টর কেনেডির কাছ থেকে এটা পাওয়া গেছে।” আমাতুল্লাহ আরেকটা এনলার্জড ফটোগ্রাফ তুলে ধরলেন। “এমন বেশ কয়েকটি বৃক্ষেস যাতে লক্ষ লক্ষ ডুলারেরও বেশি ছিল যা সিআইএ তাদের এজেন্টদের ইরানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করবার জন্য প্রদান করেছিল। আমি সমগ্র পৃথিবীকে আহবান জানাব এই দেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন আগ্রাসন রুখে দাঁড়াতে আমাদের সাহায্য করতে। সময় এসেছে সত্যিকারের গণতন্ত্র ও মুক্তির লক্ষ্যে একত্রিত হবার। সময় এসেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার।

“ইরান আর এক বিন্দু তেল উত্তোলন করবে না”—আমাতুল্লাহ তার মুষ্টিবদ্ধ হাত ক্যামেরার সামনে তুলে ধরলেন—“যতদিন না আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজগুলো পারস্য উপসাগর ত্যাগ করে। আমি আমাদের ওপেকের সদস্য ভাইদের আহবান জানাব তারাও আমেরিকার বিরুদ্ধে যেন একই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আমরা একত্রিত হয়ে আমেরিকাকে জানিয়ে দিতে চাই তাদের গুভামি আর সহ্য করা হবে না। আমরা ইতিমধ্যে ইস্কাহান পরমানু কেন্দ্র ধ্বংস এবং সে হামলায় নিহত শতাধিক ইরানিদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ দশ বিলিয়ন ডলার দাবি করেছি। এছাড়া আমেরিকাকে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সামনে এ মর্মে ওয়াদা করতে হবে, তারা ভবিষ্যতে ইরানের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।’

আমাতুল্লাহ কিছুক্ষণ থেমে তার হাত সামনে প্রদর্শিত করলেন, আগের

তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। “যতক্ষণ আমেরিকা আমাদের দাবি মেনে না নিচ্ছে ততক্ষণ সিআইএ ডিরেক্টর কেনেডি আমাদের দেশের অতিথি হয়ে থাকবেন। আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ মর্মে আশ্বস্ত করছি, আমেরিকা যুদ্ধের ময়দানে আটক আমাদের মুসলিম ভাইদের সাথে যেকোন আচরণ করে থাকে সে তুলনায় উত্তম আচরণই ওনার সাথে করা হবে।”

কথা শেষ করে আমাতুল্লাহ ক্যামেরা থেকে সরে আসলেন। অন্যান্য উপদেষ্টাদের সাথে হতবাক হয়ে দাড়িয়ে রইলেন আসহানি। আমাতুল্লাহর উন্মত্ততার আসলেই কোন সীমা নেই। সবালানের ব্যাপারটা হয়ত অন্যরকম হতে পার কিন্তু আমাতুল্লাহ এইমাত্র কেনেডির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করলেন তা একেবারেই মিথ্যা। কয়েক ঘণ্টা আগেই কেনেডির পাশে বসে তার দেয়া বিলিয়ন ডলারের অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব শুনেছে সে। তাকে দেখে কোনভাবেই মনে হয় নি, তিনি ইরানি সরকার ইৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আসহানি উপস্থিত সবার মুখের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করলো বাকি সবাই এমন কিছু জানে যা সে জানে না। আমাতুল্লাহর অফিসের দরজা খোলা এবং প্রেসিডেন্ট গটগট করে এগিয়ে গেলেন অফিসে ঠিক যেন একজন অভিনেতা মঞ্চে তার জীবনের সেরা পারফরমেন্স দেখিয়ে ব্যাকস্টেজে প্রবেশ করছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফোনে একজনের সাথে কথা বলে যাচ্ছেন। তিনি অপরপ্রান্তে থাকা ব্যক্তিকে জোরে জোরে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিলেন।

“চমৎকার বক্তৃতা, স্যার,” সালেহি বলে উঠলেন প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে। “পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিংয়ের সাথে কথা হল। চীনারা আমাদের ব্যাপারটা নিরাপত্তা পরিষদের সামনে আনার ব্যাপারে রাজি হয়েছে। তারা আমেরিকাকে আমাদের দাবি মানতে চাপ প্রয়োগ করবে।”

“চমৎকার,” আমাতুল্লাহ বলে উঠলেন। ঠিক তখন তার নজরে এল তার গোয়েন্দামন্ত্রীর উপস্থিতি। আমাতুল্লাহ তার দিকে কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, “আজাদ, তুমি নিরাপদে ফিরে এসেছ। আমি তোমার সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে চাই।” আমাতুল্লাহ ইশারা করে অফিসে প্রবেশ করলেন।

আসহানি সাথে সাথে ঢুকলেন না। তার মাথায় অনেকগুলো ব্যাপার ঘুরছে। সে আমাতুল্লাহর পেছন পেছন অফিসের প্রবেশ করলেন। আমাতুল্লাহ টিভি স্ক্রিনের তার অফিস তেকে বের হবার নির্দেশ দিলেন যেন তিনি তার গোয়েন্দা মন্ত্রীর সাথে একান্তে কথা বলতে পারেন।

“আমি দুঃখিত,” আমাতুল্লাহ বলতে শুরু করলেন। “তোমাকে ব্যাপারটা

আগে না জানাবার জন্য । কিন্তু আমি নিশ্চিত না হয়ে মুখ খুলতে চাচ্ছিলাম না ।”

আসহানি কিছু না বলে মাথা নাড়লো যেন ব্যাপারটা তার কাছে বিশ্বাযোগ্য মনে হয়েছে, অবশ্য বাস্তবে তার উল্টো ।

“ইমাদ ও তার লোকেরা এ ব্যাপারে কয়েক মাস ধরে কাজ করে যাচ্ছিল । আমি কাজটা তোমাকে দিতে চাচ্ছিলাম কিন্তু ইমাদেব আশংকা ছিল আমাদের গোয়েন্দা সংস্থায় এমইকে’র বহু এজেন্ট কাজ করছে ।”

এমন চাহা মিথ্যা আসহানির হজম করতে সমস্যাই হল । নিজের ক্রোধ সংবরণ করে যথাসম্ভব মার্জিত কণ্ঠে বললো সে, “আমার যদুর মনে হয় ইমাদ মুখতারের চেয়ে আমি আমার সংগঠন সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখি ।”

“এ ব্যাপারে আমি তোমার সাথে তর্কে যাব না । তবে আজকের এ অবস্থায় তোমার সহযোগিতা আমাদের একান্ত প্রয়োজন । আমি কি তোমার ওপর ভরসা রাখতে পারি?”

এই তো, ভাবলো আসহানি । বিশ্বস্ততার পরীক্ষা । অপর রুমে বসে থাকা দু’জন জেনারেলের কথা ভাবলো যারা আমাতুল্লাহর প্রতি মনেপ্রানে অনুগত । তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিংসাত্মক কার্যকলাপে এতটুকু হাত কাঁপবে না । আসহানির আরো মনে পড়ল তার স্ত্রী ও সন্তানের কথা । উপলব্ধি করলো এ উন্মাদের বিপক্ষে দাঁড়াবার এটা উপযুক্ত সময় নয় ।

“অবশ্যই আপনি রাখতে পারেন,” বিশ্বস্ত কণ্ঠে জবাব আসহানির । “আমি বুঝতে পারছি, আমেরিকার সাথে এসব ব্যাপার একেবারে বন্ধ হওয়া উচিত ।”

“ভাল,” বলে উঠলেন আমাতুল্লাহ হাততালি দিলেন । “তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমি এখন ব্যস্ত হয়ে পড়ব । সুপ্ৰম লিডার ইস্ফাহান থেকে ফিরে আসছেন । তাকে পুরো ব্যাপারটা জানাতে হবে, আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর মাঝে এই মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার কাজ চালাতে হবে ।”

“আমি কি করে সাহায্য করতে পারি?”

আমাতুল্লাহর তার ডেস্কের দিকে এগলেন । “ইমাদেব এখন সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে । আমার আশংকা তার কয়েকজন এজেন্ট ধরা পড়ে গেছে । সে আপাতত কেনেডিকে নিয়ে একটা নিরাপদ স্থানে রয়েছে তবে তার মনে হচ্ছে সেখান থেকে সরতে হবে ।” তিনি ডেস্ক ড্রয়ার খুলে একটা পৃষ্ঠা বের করলেন । পৃষ্ঠাটিতে হাতে লেখা দশটা ফোন নম্বর । প্রথম দুটো নম্বরে দাগ কাটা ।

আসহানি কাগজটা নিয়ে নম্বরগুলো দেখতে লাগল ।

“যদি সবগুলো দেখা হয়ে যায় তাহলে শুরু থেকে দেখ ।”

“তো তোমাকে কি করতে হবে?”

“ফোন কর ওকে । তুমি ওকে আলী বলে ডাকবে আর ও তোমাকে সাইরাস । ওর কি প্রয়োজন তা শোন । শেষবার যখন ওর সাথে আমার কথা হল তখন তাকে বেশ আশাবাদী মনে হল কেনেডির মুখ খোলার ব্যাপারে । তবে সে বলল পুরো শহর মার্কিন ও ইরাকি সেনা সদস্যে ভরে গেছে ।

আসহানির পেট গুড়গুড় করে উঠল । মুখতার অত্যন্ত নিষ্ঠুর ।

“ও কি আপনাকে বলেছে তাকে সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে?”

“না,” আমাতুল্লাহ মাথা নাড়লেন । “আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু সে ব্যাপারটা ফোনে জানাতে চাচ্ছিল না ।” তিনি আসহানিকে একটি মোবাইল ফোন দিলেন । “যদি কোন জরুরি ব্যাপার হয় তাহলে সে তোমাকে এ ফোনে করল করবে ।”

“আর কিছু?”

“হ্যা । যদি সম্ভব হয় তাহলে ধরা না পড়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তাকে এখানে আনার ব্যবস্থা কর তুমি ।”

আসহানি মাথা ঝাঁকালেন । “ঠিক আছে, আমি এখনই ব্যাপারটা দেখছি ।”

অধ্যায় ৫৫

মসুল, ইরাক

সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে মোঝেতে শুয়ে আছে কেনেডি। চোখের নোন জল গড়িয়ে নোংরা মেঝেতে পড়ছে। তার অন্তর্বাস কিছু দূরে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। যে কমল এতক্ষণ তার নিরপাদ সমল ছিল তাও ছিড়ে কুটিকুটি করে ফেলা হয়েছে। তার অপহরণকারী হেসে হেসে বর্ণনা দিচ্ছে কি করে তাকে ধর্ষণ করা হবে। আপাতত এ বিষয়টি তার সাথে ঘটে নি।

সে শুধু বাথরুমে যেতে চেয়েছিল। সেই লোকটা, যে নিজের পরিচয় দেয় মোহাম্মদ নামে, তার কথায় মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা সহজেই হয়ে যাবে। তাকে কোথাও নিয়ে যাবার বদলে তারা কাছে একটা জংথরা বালতি নিয়ে আসে, কয়েক ফুট দূরে সরে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেনেডি তার গায়ের চাদর দিয়ে ঢেকে সামান্যতম আড়াল করবার চেষ্টা করে। সে যখন কাজ সারতে যাবে তখন একজন লোক এসে তাকে জোরালো লাথি মারলে উল্টে পড়ে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে তার কমলটা টেনে ছিড়ে ফেলে আর গা থেকে খুলে ফেলে তার অন্তর্বাস। তারপর শুরু হয় মারধোর। কেনেডি আত্মরক্ষার চেষ্টা চালালেও লোক দুটোর সামনে টিকতে পারে নি।

শেষমেষ সে কুন্ডুলি পাকিয়ে পড়ে থাকল এ আশায় যে তারা মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবে। মারা বন্ধ হবার পর তারা তার গায়ের ওপর প্রস্রাব করে দেয়। কেনেডি জোরে চিৎকার কিংবা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল না। শুধু তার গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রু। মনে পড়ে গেলো নিজ সন্তানের কথা। তার মা নিজের জীবন দেশের জন্য উৎসর্গ করেছে। সে একবারও জিজ্ঞাসা করল না আমি কেন?” সে স্বাভাবিকভাবে নিজের এ পরিণতি মেনে নেয়।

সে সিদ্ধান্ত নেয় জীবন দিয়ে হলেও দেশের গোপন তথ্য বের হতে দেবে না। সিআইএ'তে কর্মরত সকল নারী-পুরুষের দায়িত্ব তার কাঁধে। সে বুঝতে পারল এমন ব্যাপক মার ধোর খুব বেশি সহ্য করতে পারবে না। ভাবতে লাগল কি করে এসব শেষ করা যায়। হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল তার অশ্রু।

একটা লোহার দরজা খোলার জোরালো আওয়াজে বোঝা গেল ঘরে কেউ প্রবেশ করছে। কেনেডি মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করল না। সে স্রেফ ফ্যাল ফ্যাল করে ছেঁড়া কমলের দিকে তাকিয়ে থাকল।

“হায় আল্লাহ, তোমরা এটা কি করেছ?”

কেনেডি কণ্ঠটা চিনতে পারল, কণ্ঠটা সেই লোকের যে নিজেকে মোহাম্মদ নামে পরিচয় দেয়।

“বেকুব কোথাকার!” চিৎকার করে উঠলো সে।

কেনেডি দেখতে পেল সে লোক দুটোকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে একটা কম্বল এনে তার দিকে ছুঁড়ে দিলো। তারপর লোক দুটোকে ভৎসনা করতে থাকে। দু’জনকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলে। তারা ঘর থেকে বের হয়ে গেলে সে কেনেডির কাছে এগিয়ে আসে। সে তার মুখ থেকে চুল সরাতে গিয়ে বুঝতে পারে তা প্রশ্নাবে ভেজা। সে সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে হলওয়ার দিকে রওনা দেয়। কেনেডি তাকে গার্ডদের পরিস্কার পানি ও ফাস্টএইড কিট আনতে বলে। তারপর আরো চিৎকার শোনা গেল। কেনেডি চুপ করে শুনতে থাকল সব কথা। তারপর লোকটা ফিরে এসে তাকে চেক করতে লাগল। চেক করার সময় সে কেনেডির কাছে ক্ষমা চাইল। তবে কেনেডি কোন জবাব না দিয়ে বসে থাকল নিশ্চল হয়ে।

কিছুক্ষণ পর রুমে একটা চেয়ার নিয়ে আসা হল...লোকটা তাকে চেয়ারে বসতে সাহায্য করল। কেনেডির তখন এ জ্ঞানই ছিল না কম্বলের নিচে সে সম্পূর্ণ নগ্ন। লোকটা একটা ন্যাকড়া পানিতে ভিজিয়ে কেনেডির মুখ পরিষ্কার করল।

মুখ পরিষ্কার করার পর সে তার কাধ পর্যন্ত চলে আসলে ন্যাকড়াটা কেনেডির হাতে দিল। “আমি আপনার জন্য কিছু কাপড় আনছি। আপনি শরীরের বাকি অংশ পরিষ্কার করে নিন। আপনার মুক্তির ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব।”

“কেনেডি দীর্ঘক্ষণ পর চোখের পাতা খোলল। আন্তে আন্তে মাথা ঘোরালে দেখতে পেল লোকটা ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। বুঝতে পারল ঘরে আর কেউ নেই। সাদা ন্যাকড়াটার দিকে তাকাল সে। তার মনে হতে লাগল সে স্বপ্ন দেখছে। সে পানিতে ভেজা ন্যাকড়াটা দিয়ে গা মুছতে লাগল। কিছুক্ষণ মোছার পর তার শরীর থেকে রক্ত, ময়লা ও প্রস্রাবের দাগ সব মুছে গেল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পর দরজায় একটা আওয়াজ হল। সাথে সাথে কম্বলটা তুলে গায়ের সাথে জাড়িয়ে ফেলল কেনেডি।

মোহাম্মদ হাতে একটা তোয়ালে কিছু পোশাক এবং এক জোড়া স্যান্ডেল নিয়ে ঘরে ঢুকল। সে জিনিসগুলো চেয়ারের ওপর রেখে বলল, “দয়া করে এগুলো পরুন। আমাদের অনেক কথা আছে।”

সে চলে যাবার পরে কেনেডি ধীরে ধীরে পোশাকগুলো পরতে লাগল।

পোশাকগুলোর তার সাইজের তুলনায় কিছুটা বড় হলেও এতে তার কোন সমস্যা হল না। প্রথমে নীল ড্রেস প্যান্ট, খয়েরি সোয়েটার, কালো হিজাব সব সবশেষে স্যান্ডেল পরে নিল সে। এরপর দরজায় আরেকটা আওয়াজ হলে দেখা গেলো মোহাম্মদ হাতে একটা ভিডিও ক্যামেরা এবং ট্রাইপড হাতে উপস্থিত। জিনিসগুলো দেখার সাথে সাথে সন্দেহের উদ্বেক হল কেনেডির।

“ঐ দুই জানোয়ারের আচরণে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আসলে ওদের ঠিকমত মানুষ করা হয় নি।”

কেনেডি স্রেফ মাথা নাড়ল।

লোকটা ক্যামেরা বসাতে বসাতে প্রশ্ন করল, “আপনার জামা কি ফিট হয়েছে?”

“হ্যাঁ।” কেনেডি হিজাবটা চেপে ধরল।

“ভালো। তো আমি আপনার মুক্তির ব্যাপারে অনেকের সাথে কথা বলেছি, যদুর মনে হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। যে লোকেরা আপনার অপহরণ করেছে.. আমি তাদের পরিচয় দিতে পারছি না। তবে এটুকু বলি তারা অত্যন্ত জঘন্য। তাদের অর্ধেকের বেশি আপনাকে হত্যা করতে চায় কেননা আপনারা তাদের দেশের যে অবস্থা করেছেন এবং আপনি যার জন্য কাজ করেন। তবে অনেকের চিন্তা ভিন্ন। তাদের অনেকে মনে করে আপনাকে অত্যাচার করে আপনার কাছ থেকে তথ্য উদঘাটন করে তা সর্বোচ্চ অর্থপ্রদানকারীর কাছে বিক্রি করে দেবে। আবার অনেকে মনে করে আপনার বিনিময়ে মুক্তিপন দাবি করার। যদুর মনে হয় আমি তাদেরকে মুক্তিপনের ব্যাপারে রাজি করিয়েছি কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা বক্তব্য প্রদান করতে হবে।”

“কি রকম বক্তব্য?” কেনেডি প্রশ্ন করল সাবধানী কণ্ঠে।

“আমি আপনাকে আগেই বলে দেই, এসব স্রেফ কথার কথা। আপনি যখনই মুক্ত হবেন এ বক্তব্য অস্বীকার করতে পারবেন।” লোকটা তার হাতে একটা কাগজ দিয়ে ভিডিও ক্যামেরার কাছে চলে গেল। “একটু হাসুন,” বাটনে চাপ দিল সে।

কেনেডি ডাবল স্পেস টাইপ করা শব্দগুলো পড়তে লাগল। তিরিশটা বাক্য শেষ করার পর আর পড়তে পারল না। কেনেডি কাগজটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিল। “আমি এসব বলতে পারব না।”

“অবশ্যই আপনি বলবেন।” লোকটা কাগজটা ফেরত দিল। “আপনাকে শুধু এ কথাগুলো পড়তে হবে। তারপরই আপনি মুক্ত।”

“এসবই মিথ্যা। আমার দেশ ইস্কাহার পরমানু কেন্দ্রে হামলার ব্যাপারে

মোটোও জড়িত নয়। আমরা তেলের জন্য ইরাক আক্রমণ করি নি এবং আমরা তেলের জন্য ইরানে হামলা চালাবার কোন পরিকল্পনা করছি না।”

“আমি এ ব্যাপারে আপনার সাথে তর্কে যাব না,” হাত তুলে বলল লোকটা। “আর ছাড়া পাওয়ার পর দরকার হলে আপনি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে পারেন আপনি এসব বন্দুকের নলের সামনে বলতে বাধ্য হয়েছেন।”

কেনেডি খুব ভালো করেই জানে ব্যাপারটা এত সহজ নয়। মধ্যপ্রাচ্যে বহু লোক আছে যারা একথা বিশ্বাস করবে। আর তার এ বক্তব্য সামনের দশকগুলোতে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রমাণ হিসেবে প্রদর্শন করা হবে। “আমি এটা পড়তে পারব না।”

“আপনাকে পড়তেই হবে, নয়ত তারা আপনাকে হত্যা করবে।”

‘হত্যা করবে’ কথাটা কেনেডিকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলল। তার মনে হল তার অপহরণকারীদের জন্য সবচেয়ে যৌক্তিক ব্যাপার হবে বক্তব্য প্রদানের পর তাকে হত্যা করা। ব্যাপারটা তার সেরকমই মনে হল। “আমি দুঃখিত কিন্তু আমি এ বক্তব্য প্রদান করতে পারব না।”

লোকটা ক্যামেরার পেছন থেকে লাফ দিয়ে তার কাছে ছুটে আসল। কেনেডির মুখে পরপর তিনবার চপেটাঘাত করল যাতে তার হিজাব খুলে পড়ে যায়। তার একমুঠো চুল চেপে ধরে টেঁচিয়ে উঠলো, “আপনার হাতে শ্রেষ্ঠ এক ঘণ্টা রয়েছে সিদ্ধান্ত পাণ্টাবার জন্য আর আপনার জবাব যদি তখনও না থাকে তাহলে আপনাকে আমার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। আপনি কি সেটা চান?”

“না,” জবাব কেনেডির।

“বিশজন লোক।” চিৎকার করল লোকটা। “এক সপ্তাহ জুড়ে আপনাকে ধর্ষণ করবে। আপনি কি সেটাই চান?”

“না।”

“তাহলে বক্তব্যটি পড়ুন।” লোকটা তার হাতে কাগজটা তুলে দিল। কেনেডি কাগজটা নিয়ে শব্দগুলো দেখতে লাগল। সে ভাবতে লাগলো এ ভিডিও টেপটি তার দেশের বিরুদ্ধে কেমন কাজে দিতে পারে। সে একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হবে। সে নিজের কাছে সং থাকতে পারবে না। কাগজটা ফেলে দিল সে।

লোকটা ক্যামেরার কাছ থেকে সরে আগুল তুলে বলল, “আপনার হাতে এক ঘণ্টা রয়েছে আপনার জবাব যদি না-ই থাকে তাহলে আমি আপনাকে আর সাহায্য করতে পারব না।”

অধ্যায় ৫৬

হোয়াইট হাউস

টেড ব্রায়ান প্রেসিডেন্টের বাম কঁনুইয়ের কাছে অবস্থান করছেন। প্রতিটি পদক্ষেপে অনুসরণ করছেন তাকে। ব্যাপারটা তার জন্য মোটেও সোজা নয় বিশেষ করে যখন প্রেসিডেন্টের চেয়ে এক ফুটের মত খাটো। ব্রায়ান তার পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এমন বিতর্কিত পরিস্থিতির কখনও মোকাবেলা করেন নি। তিনি জশ আলেকজান্ডারকে তখন থেকে চেনেন যখন সে ছোট ছিল। ব্রায়ান আলেকজান্ডারের বাবা যে হাই স্কুলে ফুটবল খেলেছেন, বাবার হয়ে এক বছর কোচও ছিলেন। যখন আলেকজান্ডার তার দিকে এমন মৃত চোখে তাকায় তখন তিনি বুঝতে পারেন ব্রায়ান হেরে গেছে। এমন কি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের বাকি সদস্যরা তার বিরুদ্ধে থাকলেও ব্যাপারটা অন্য রকম হয় না।

ব্রায়ানের তীব্রভাবে মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট বড় ধরনের ভুল করছে আরেকবার সুযোগ দিয়ে।

“জশ,” ফিসফিস করে বললেন তিনি যেন অন্য কেউ না শুনে। “আমার মনে হয় তোমার অন্তত পুরো একটা বিকেল ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা উচিত অথবা একটা পুরো দিন। অন্তত একটা বিকাল তো বটেই।”

“অনেক দেরি হয়ে গেছে, টেড। তারা সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে।”

“তো একটা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ কর। স্রেফ অস্বীকার। তাহলে অন্যরা ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবে। নিজেকে ঐ লোকটার পর্যায়ে নামিও না।”

প্রেসিডেন্ট সিঁড়ির ওপর পা ফেলল, যেটা বেসমেন্ট থেকে ওয়েস্ট উইংয়ের প্রথম তলার দিকে যায়। “আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।”

“আমি জানি তুমি নিয়ে ফেলেছ সেজন্যই আমি তোমার সাথে কথা বলছি। এটা আমার কাজ, তুমি যখন পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ তখন আমার কাজ তোমার সাথে সাথে আমারও তাই করা।”

“আমি রসিকতার মুডে নেই।”

“জোরে শ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলাতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয় না।”

“কিছু ক্ষেত্রে কেউ যদি এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সময় নেয় তাহলে অনেক দেরি হয়ে যায়।” তারা ফার্স্ট ফ্লোর ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছালে প্রেসিডেন্ট থেমে যায়। তার উপদেষ্টা সহকারীরা থেমে যান তার দেখাদেখি।

“যদি আমার হাতে সময় থাকত তাহলে আমি বসে বসে সারা বিকেল এটা নিয়ে আলোচনা করতাম কিন্তু ব্যাপারটা যখন এ পর্যায়ে চলে আসে, টেড আর তখন যদি মিথ্যার প্রতিবাদ না কর তাহলে লোকজন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে শুরু করবে। আমি এ নিয়ে যা বলার বলে ফেলেছি, ঠিক আছে?”

ব্রায়ান দ্বিধাশ্রিত হয়ে মাথা ঝাঁকাল।

“গুড।” প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউস প্রেস রুমের দিকে এগোলেন। সেক্রেটারি উইকা ও সেক্রেটারি ইংল্যান্ড ছোট ডায়াসের ওপর দাঁড়িয়ে, প্রেসিডেন্ট থেকে এক কদম পেছনে। প্রেসিডেন্ট তার দুই হাত পোড়িয়ামের ওপর রেখে রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের দিকে তাকালেন। তিনি যে মোটেও খুশি নন সেটা লুকাবার চেষ্টা করলেন না তিনি।

“আমি আপনাদের বেশ কিছু তথ্য প্রদান করতে যাচ্ছি। প্রেস সেক্রেটারি আপনাদের জন্য বৃষ্টিং বুক তৈরি করছেন। আমার কথা শেষ হলে আপনারা সেগুলো দেখতে পারেন।” প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণের জন্য কাগজে লেখা আউটলাইনের দিকে নজর দিলেন। “আশা করি আপনারা সবাই প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহর বক্তব্য সম্পর্কে অবগত আছেন। আমি আজ প্রকাশ্যে ওনার করা দু’টি অভিযোগের জবাব দিতে চাই। প্রথম, আমেরিকান সাবমেরিন দ্বারা ইরানি জাহাজ সাবালানের নিমজ্জিত হবার তথ্য সম্পূর্ণ বানোয়াট। ইউএসএস ভার্জিনিয়া যা একটি নিউক্লিয়াস পাওয়ারড সাবমেরিন আজ হরমুজ প্রণালী দিয়ে ইরানি সাবমেরিন ইউসেফকে অনুসরণ করছিল। ভার্জিনিয়া রেকর্ড করে ইউসেফের পেছনের টর্পেডো টিউব থেকে একট টর্পেডো সাবালানের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হয়। ভার্জিনিয়া সাথে সাথে বিষয়টা রিপোর্ট করে এবং ইউসেফকে অনুসরণ করে প্রণালী থেকে পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করে। ইউসেফ ও ইরানী নৌবাহিনীর একটা বড় অংশ আইজেন হাওয়ার স্ট্রাইক গ্রুপের সাথে একটা ইন্টারসেন্ট কোর্সে আছে। আমি নির্দেশ প্রদান করেছি যে ইউএসএস আইজেন হাওয়ারের পনের মাইলের মধ্যে আসা যে কোন ইরানী জাহাজ আসলে তার ওপর যেন হামলা চালানো হয়। আমি আবারও বলছি, যে কোন ইরানী জাহাজ এয়ার ক্রাফট আইজেন হাওয়ার পনের মাইলের মধ্যে আসলে তার ওপর হামলা চালানো হবে।”

আলেকজান্ডার নিচে তাকিয়ে বললেন, “প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহর দাবীর ব্যাপারকে বিবেচনা করে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার এ বক্তব্যের সত্যতা

যাচাইয়ে আপনাদের সামনে প্রমাণ উপস্থাপন করব। আমার সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ও জয়েন্ট স্টাফদের অমত থাকা সত্ত্বেও আমি বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিদের ইউএসএস ভার্জিনিয়ার তৈরি কন্ট্রাক্ট টেপ দেখতে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ টেপগুলো দেখলে যেকোন নেভাল অফিসার যার সোনার বিষয়ে ধারণা আছে বুঝতে পারবেন ইউসেকই সাবালানের ওপর হামলা চালিয়েছে। এ ছাড়া আমি বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিদের ভার্জিনিয়া পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছি যেন তারা দেখতে পান ভার্জিনিয়ার সব টর্পেডোর অক্ষত রয়েছে। আমি প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি তিনিও ইউসেককে পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে যদিও আমার ধারণা সেটার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। আমি জানি না প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহ কেন তার সাবমেরিনকে একটি ইরানি ফ্রিগেটের ওপর হামলা চালানোর নির্দেশ দিলেন। আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা তার কাছ থেকে সঠিক জবাব পাবেন।

“দ্বিতীয় বিষয়টা আমাদের দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক। সিআইএ ডিরেক্টর আইরিন কেনেডি আজ আসলেই মসূলে একটি মিটিংয়ে গিয়েছিলেন। মিটিংটা ছিল এই ব্যক্তির সঙ্গে।” প্রেসিডেন্ট ইশারা করলে ফ্ল্যাট প্যানেলে টিভিতে একজন স্বাক্ষরকারী পঞ্চাশোর্থ ব্যক্তির ছবি ফুটে ওঠে। “ইরানের গোয়েন্দা মন্ত্রী। বিগত কয়েকটি বছর ডিরেক্টর কেনেডি ও মন্ত্রী আসহানি সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসেছেন। আমি ডিরেক্টর কেনেডিকে নির্দেশ দিয়েছিলাম তিনি মন্ত্রী আসহানির সাথে আমাদের দুই দেশের মধ্যে সীমিত অর্থে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়ে আলোচনা করতে। মিটিং শেষে মন্ত্রী আসহানি তার হেলিকপ্টারে চেপে নিরাপদে ইরানে পৌছালেও ডিরেক্টর কেনেডি অতটা ভাগ্যবতী ছিলেন না।” প্রেসিডেন্ট আবারও ইশারা করায় স্ক্রিনে একটি নতুন ছবি ফুটে উঠল। ছবিতে কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত গাড়িও মৃতদেহ ছড়ানো ছিটানো।

“এটি ডিরেক্টর কেনেডির গাড়িবহর। মন্ত্রী আসহানির সাথে আলোচনা শেষে বের হয়ে কিছু দূর এগোতে গাড়ি বহরটি অ্যামবুশ হয়।” আরেকটি নতুন ছবি আসল। ছবিতে চারজন ব্যক্তির উপুড় হয়ে পড়ে থাকার দৃশ্য। প্রত্যেকের মাথার কাছ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। “এরা ডিরেক্টর কেনেডির সিকিউরিটি ডিটেইলের সদস্য। প্রত্যেকেই ওয়াশিংটনে বসবাস করে। প্রত্যেকেরই স্ত্রী-সন্তান আছে। আমি তাদের সবার স্ত্রীর সাথে ঘন্টাখানেক আগে কথা বলেছি।”

প্রেসিডেন্ট মাথা নিচু করে তার নোটগুলো দেখলেন।

“সে হামলায় আঠার জন প্রাণ হারান। ঘটনাস্থলের কাছাকাছ সিআইএ’র একটি সেকেন্ডারি টিম সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলে তারা ডিরেক্টর কেনেডিকে জোরপূর্ব্ব একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে দেখে। সিআইএর সে দল তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।”

প্রেসিডেন্ট কিছু সময় চুপ থাকার পর স্ক্রিনে তিনটা ছবি ফুটে উঠে। “বামপাশের ছবিটি আলী আব্বাসের। সে সম্ভ্রাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহর একজন সিনিয়র সদস্য। গত এক বছরেও বেশি সময় ধরে সে ইরাকে সম্ভ্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পরের ছবিটি ক্যান্টেন রশিদ দাদ্রিসির। সে ইরানের রেভুলুশনারি গার্ড কর্পের একজন সদস্য।”

ঘরভর্তি গুঞ্জন ও চাপা কথাবার্তা শুরু হল। “ক্যান্টেন দাদ্রিসি স্বীকার করেছে সে তেহেরানের উর্ধ্বতন কর্মকতাদের নির্দেশে ডিরেক্টর কেনেডির অপহরণে অংশ নেয়। শেষ ছবিটি কর্পোরাল নৌরি তাহমিনেহের, সে ইরানের রেভুলুশনারি গার্ডের সদস্য। এদের প্রত্যেকেই এই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে,” স্ক্রিনে একজন লোকের ছবি ফুটে উঠলো। লোকটার পরনে স্যুট, চোখে সানগ্লাস। “যে এ পুরো আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। তার নাম ইমাদ মুখতার। হিজবুল্লাহর সিকিউরিটি সার্ভিসের প্রধান এবং বৈরুতে আমেরিকান মেরিন ঘাঁটি, দূতাবাসে হামলা চালানোর ষড়যন্ত্রকারী। এছাড়াও বেশ কিছু অপহরণের ঘটনায় সে জড়িত বলে ধারণা করা হয়।”

“আসহানি ও মুখতারের হেলিকপ্টার থেকে বের হবার বেশ কয়েকটি ছবি ভেসে উঠল স্ক্রিনে। “ছবিগুলো আজ সকালে তোলা হয়েছে যখন মন্ত্রী আসহানি ইমাদ মুখতারের সাথে একটি ইরানি আর্মি হেলিকপ্টারে এসে পৌছান। মি: মুখতারের ডান হাতে ধরা বৃফকেসটা দেখুন।” বৃফকেসের একটা এনলার্জ ছবি আর তার পাশে টাকা ভর্তি আরেকটা বৃফকেসের ছবি ফুটে উঠল স্ক্রিনে। “ডানপাশের ছবিটি প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহ কিছুক্ষণ আগে সারা বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি দাবি করছেন ডিরেক্টর কেনেডি সে বৃফকেসে নগদ টাকা নিয়ে আসেন যা তিনি ইরানি বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিতে গিয়ে ধরা পড়েন। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ কাকতালীয় মনে হচ্ছে যে আজ সকালে ইমাদ মুখতারের হাতে ঠিক এই ধরনের বৃফকেস দেখা যায় সে রকম বৃফকেস নাকি প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহর দাবি অনুযায়ী ডিরেক্টর কেনেডির কাছে পাওয়া গেছে।”

প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণ খেমে মাথা ঝাঁকালেন। “এতগুলো মানুষের প্রাণহানি না ঘটলে ব্যাপারটা হয়ত বেশ হাস্যকরই হত। আমি জানি না প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহ কি করতে চাচ্ছেন তবে আর্মি এটুকু বলতে চাই আমরা তাদের

এমন বর্বরোচিত হামলা মেনে নেব না। ডিরেক্টর কেনেডি আমার একজন উপদেষ্টা এবং আমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান। আমি এ অপহরণের ঘটনাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে বিবেচিত করছি। আমি সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ইংল্যান্ডকে নির্দেশ দিয়েছি তিনি যে সকল মার্কিনবাহিনীকে ডিফেন্স কমিশন অবস্থায় থাকতে বলেন। আইমইইএসএস রিগ্যান স্ট্রাইক গ্রুপকে—যারা এখন আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে অবস্থান করছে—ওমান উপসাগরে নিমিটজ স্ট্রাইক গ্রুপের সাথে যোগ নেবারও নির্দেশ প্রদান করেছি।

“আমি একটা বিষয় পরিস্কার করে জানিয়ে দিতে চাই। আমি সম্ভ্রাসবাদীদের সাথে কোন সমঝোতা করব না আর আমি এমন কোন লোকের সাথে আলোচনায় যেতে চাই না যে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নিজের দেশের লোককে হত্যা করে। আমি ইরানী সরকারকে দুই ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি তারা ডিরেক্টর কেনেডিকে ছেড়ে না দেয় তাহলে আমরা ইরানী সামরিক বাহিনী ও সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করব।”

প্রেসিডেন্ট বিশ্বিত রিপোর্টারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমার আর কিছু বলবার নেই।”

অধ্যায় ৫৭

মসুল, ইরাক

র‍্যাপ একটি মেটাল ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে। তার পাশে স্ট্রেচারে শুয়ে আছে আলী আব্বাস, মাদক দেয়া হয়েছে তাকে। সিআইএ ইন্টেলিগেন্স টিম বাগদাদ থেকে এসে পৌঁছেছে, তারা বাকি দুই বন্দীর সাথে ব্যস্ত। ক্যান্টেন দাব্রিসি ও কর্পোরাল তাহমিনেহ ইতিমধ্যে ইরানি সীমান্তের কাছে তাদের তিনটা সেফ হাউসের অবস্থান জানিয়েছে। ওয়্যারহাউসের কাছে অবস্থানরত একটি আর্মি ইউনিট সেখানে অভিযান চালালেও কিছু খুঁজে পায় নি। অবশ্য এতে র‍্যাপ অবাক হয় নি। মুখতারের মত লোক এতদিন এমনি এমনি টিকে নেই। কুদস ফোর্সের সেফ হাউসগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে অভিযান চালালে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে কিন্তু কেনেডিকে পাওয়া যাবে না।

র‍্যাপ অপেক্ষায় রয়েছে কখন সে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা পাওয়া যাবে যেটা তার পায়ের কাছে পড়ে আছে। যতই সময় অতিক্রম হচ্ছে ততই তার ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ় হয়ে উঠছে আব্বাসের কাছ থেকে কিছুই জানা যাবে না। র‍্যাপের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এ ব্যাপারে আশাবাদী সে সোডিয়াম পেন্টোমল কাজ করবে। এতে সাবজেক্টের মুখ খোলবে ঠিকই তবে মুখ দিয়ে যা বের হবে তা অর্থবহ হতে হবে এমন কোন কথা নেই। সচরাচর ব্যক্তি মানসিকভাবে যতটা সুস্থ থাকে ততটাই সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভবনা থাকে বেশি। আর যদি ব্যক্তির চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পায় তখন সে একই কথা বার বার বলতে থাকে। আব্বাসের সাথে বিশ মিনিট কাটাবার পর র‍্যাপ ভাবতে শুরু করে লোকটা কি আগেই থেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল কিনা।

সন্ত্রাসবাদীদের কথাবার্তা এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে যেতে লাগল। তবে র‍্যাপ বেহেস্তে বাহাস্তরজন হ্রপরির প্রসঙ্গ তুললে একই জবাব দিতে থাকে সে। আব্বাস বারবার বলতে থাকে সে মরতে ভয় পায় না। আল্লাহ তার জন্য বিশেষ স্থান রেখেছেন। সে নিজের ইচ্ছামত বাহাস্তর জন হ্র গ্রহণ করতে পারবে। জবাবে র‍্যাপ বলে যে দুঃখের বিষয় সে তাদের সাথে মিলিত হতে পারবে না। আব্বাস কারণ জিজ্ঞাসা করলে র‍্যাপ বলে সে তার লিঙ্গ কেটে ফেলবে। এই কথা শোনার পর তিরিশোর্ধ এ সন্ত্রাসবাদী ডুকরে কেঁদে ওঠে। র‍্যাপের একবার মনে হল বলতে যে হ্রপরী বলতে আসলে কিছুই নেই আর যদি সে রকম কিছু থেকেও থাকে তাহলে তার স্থান হবে নরকে কিন্তু সে

উপলব্ধি করল এসব বলা অর্থহীন। সে ঠিক করল আসহানিকে ফোন করে তার ওপর আরো চাপ দেবে। সে ইন্টেরোগেশন ট্রেইলার ছেড়ে অফিস ট্রেইলারে চলে গেল যেখানে ডুমন্ড, স্টিলওয়েল আর রিড কনফারেন্স রুমে পৌছাতে পারছিল না।

সে স্টিলওয়েলের দিকে তাকিয়ে বলল, “কিছু পেলো?”

“হ্যাঁ। ছবিটা দেখ।”

র‍্যাপ কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকাল, জনসভায় প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহর প্রদর্শিত কেনেডির ছবি।

স্টিলওয়েল কেনেডির পেছনের অংশে জুম করল। “তারা ওকে আভারগ্যাউন্ডে আটকে রেখেছে আর আমি মোটামোটি নিশ্চিত সে এখনও এ শহরেই আছে। এ ধরনের লাইমস্টোন নদীর তীরে পাওয়া যায়। বিশেষ করে নদীর পশ্চিম তীরে।” র‍্যাপ ছবিটা দেখল। মেঝেতে সবুজ ও কালো রংয়ের পাথর, কোনায় সাদা ক্যালিকিফিকেশন। “ওরা একটা ভুল করেছে।”

“কি?”

“সম্ভাসবাদের প্রথম শিক্ষা, দেয়াল সবসময় পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখো, যেন কেউ কোন কু না পায়।” র‍্যাপ যেন আশার আলো খুঁজে পেল। “সম্ভবত ওকে ওখানে লুকাবার পরিকল্পনা ছিল না আর আমার যন্দুর ধারণা ওদের লোকবল কম।”

“তাই নাকি,” বলল স্টিলওয়েল বিস্মিত কণ্ঠে, “আজ সকালে তুমি তো ওদের বিশ জনের মত হত্যা করেছিলে।”

র‍্যাপ তার কথা আগ্রহ করে বলে উঠল, “দেয়ালের এ অংশগুলো কপি করে সব মিলিটারি ইউনিটে পাঠিয়ে দাও। আর দেখ পাথর থেকে জায়গটা সম্পর্কে আরো ভালো ধারণা পাওয়া যায় কিনা।”

ডুমন্ডের দিকে তাকিয়ে র‍্যাপ বলল, “আসহানির ফোন নম্বর থেকে কিছু পাওয়া গেল?”

“কিছু না। আজকে শুধু তোমার আর তার স্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে।”

“উফ।” র‍্যাপ তার ঘন কালো চুলের মধ্যে হাত বোলাল। “এনএসএ কি নির্দেশত সব কাজ করেছে?”

“হ্যাঁ, সব ড্রোন আকাশে আর স্যাটেলাইটও কার্যকর।

যদি মুখতারের কণ্ঠস্বরের একটা স্যাম্পল পাওয়া যেত তাহলে কাজটা অনেক সহজ হত।”

“দেখি কি করা যায়।” র‍্যাপ তার সেলফোনে ঘাঁটাঘাটি করে কাজীকৃত নম্বরটা পেয়ে গেল।

আমাতুল্লাহর শুভেচ্ছা গ্রহণ করে আসহানি দ্রুতগতিতে গোয়েন্দা মন্ত্রণালয়ের দিকে রওনা দিল। সে আমাতুল্লাহকে বলে যে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস থেকে এমন ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন চালানো মোটেও নিরাপদ নয়। আসহানি ডেস্কে বসে আমাতুল্লাহর দেয়া কাগজটা দেখতে লাগল। তার কাছে একটা ছোট ইনডেক্স গার্ড রয়েছে যা র‍্যাপ তাকে দিয়েছিল। কার্ডে একটা নম্বর ও ই-মেল অ্যাড্রেস দেয়া। রুমের একপাশে টেলিভিশনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাষণ চলছে।

আসহানি মনোযোগ দিয়ে ভাষণ শুনতে লাগল। প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার সম্পর্কে তার তেমন ধারণা না থাকলেও বক্তৃতার স্টাইল সম্পর্কে অবগত সে। বেশিরভাগ রাজনীতিবিদের মত তারও কথা বেশি বলার অভ্যাস এবং যতবারই ইরানের ব্যাপারে কথা বলেছে ততবার আসহানির কাছে তার বক্তৃতার একটা ডিভিডি কপি পৌঁছেছে।

প্রেসিডেন্ট যখন ইউসেফের সাবালান ডোবানের কথা বললেন তখন আসহানি পুরো ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হল। প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে আমাতুল্লাহর ভাষণ চলাকালীন জেনারেলদের চোখাচোখি, মুখতারকে তার সাথে মসূলে পাঠানো-এসবই তাহলে ভাওতাবাজি আর এ উন্মাদ মনে করছে এসব করে সে পার পেয়ে যাবে।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যখন একের পর এক তথ্য উপাস্ত পেশ করতে লাগলেন আমাতুল্লাহর আতংকও বাড়তে শুরু করল। শেষমেষ ব্যাপারটা কোন দিকে এগুচ্ছে? তারপর স্ক্রিনে আলী আব্বাস ও রেভুলুশনারি গার্ডসের দু'জন সদস্যের ছবি ফুটে উঠল। এরপর প্রেসিডেন্ট তার ও মুখতারের মসূলে আগমনের একটা ছবি পেশ করলেন। আসহানি বুঝতে পারল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সে নানা চিন্তায় মশগুল থাকায় প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডারের বক্তৃতার শেষ অংশটা প্রায় মিস করে যেখানে প্রেসিডেন্ট ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার হুমকি দেন।

আসহানির অবশিষ্ট আরো বেড়ে যায় যখন বুঝতে পারে হামলা শুরু হলে সবার আগে তার অফিসের ওপর হবে। কি করবে তা বুঝে উঠতে না পরায়

আগেই তার অফিসের দরজা জোরে খুলে গেল। ঘরে তার উপমন্ত্রী প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করল যে আসহানি তার সাথে কেন যোগাযোগ করে নি।

কিছুক্ষণ পর হিজবুল্লাহর দায়িত্বে থাকা ডেপুটি মিনিস্টার ঘরে প্রবেশ করে একই বিষয় জানতে চাইলেন।

আসহানি তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলো, পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে সে একেবারেই অন্ধকারে ছিলো। অবশ্য তাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তারা তার কথা মোটেও বিশ্বাস করছে না। এরপর একের পর এক বাজতে শুরু করল ফোন। আসহানির স্ত্রী ফোন করে আতঙ্কিত কণ্ঠে জানতে চাইল সে কি তার কন্যাদের নিয়ে শহর ছেড়ে পালাবে কিনা। তাকে আতঙ্কিত না হতে বলে এক ঘণ্টা পর ফোন করার কথা দিল। তারপর অফিস থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে ফেলল সে। কিছুক্ষণ ভেবে আমাতুল্লাহ নজরের প্রাইভেট লাইনে ফোন করলো। এ নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে তিন বার ফোন করলো সে, তিনবারই তার অ্যাসিস্টেন্ট ফোন তুলে বললো যে তিনি ফোন ধরতে পারবেন না। আসহানি ফোন রেখে ভাবতে লাগল নজর এবং সুপ্‌ম লিডার ব্যাপারটা সম্পর্কে আগের থেকেই জানতেন কি না। যদি তারা আমাতুল্লাহকে অনুমতি দিয়েই থাকেন।

ব্যাপারটা চিন্তা করে আসহানির তার দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি বিশ্বাস একেবারেই উঠে যায়। এমনও তো হতে পারে যে তারা সকলেই এ পরিকল্পনার সাথে জড়িত। অপহরণের উদ্দেশ্যেই তারা তাকে মসুলে বৈঠক করতে পাঠায়। আসহানি একবার আমাতুল্লাহর দেয়া কাগজে লেখা ফোন নম্বর ও আরেকবার র‍্যাপের দেয়া কার্ডটার দিকে থাকায়। আমাতুল্লাহ হয়ত মনে করছে আমেরিকানরা শেষমেষ আর হামলা চালাবে না। তবে মুখতারের ব্যাপারটা একেবারে ভিন্ন। সে একজন প্রকৃত বিশ্বাসী শহীদ হবার জন্য প্রস্তুত। সে কোনভাবেই কেনেডিকে ছাড়তে রাজি হবে না। ইস্‌ফাহানের ঘটনার পর সে পুরো অঞ্চলে যুদ্ধ বাধাতে বদ্ধপরিকর। তার ধারণা ইরানিরা আমেরিকান ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যথেষ্ট আত্মত্যাগ করে নি। আসহানি উপলব্ধি করল মুখতারকে বিশ্বাস করা যায় না।

এটা কি দেশদ্রোহিতার হবে নাকি দেশপ্রেম? আসহানি প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডারের ভাষণের পর এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায় যে যদি কেনেডিকে ছেড়ে না দেয়া হল তাহলে আমেরিকা যুদ্ধ শুরু করে দেবে। ইরানি জেনারেল অ্যাডমিরালরা যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন প্রতিটি ইরানী যুদ্ধবিমান আকাশে ওড়ার সাথে সাথে ভূপাতিত হবে। প্রতিটি যুদ্ধজাহাজ আর সাবমেরিন এক মুহূর্তে রূপান্তরিত হবে ধ্বংসস্তুপে। ইতিহাসের পাতায়

সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী নৌযুদ্ধ পরিণত হবে এটা । হাজার মানুষ প্রাণ হারাবে আর আমেরিকানরা হামলা চালাবে ইরানী নেতৃবৃন্দের ওপর ।

আসহানি আগত ধ্বংসযজ্ঞের কথা ভেবে মাথা নাড়লেন । এত হত্যাযজ্ঞ, এত প্রানহানি...কি জন্য? এক দল গৌয়াড় লোকের জন্য যারা কোনভাবেই পিছু হটতে রাজি না । আসহানি সিদ্ধান্ত নিল এ উন্মাদনা থামাতেই হবে ।

সে আমাতুল্লাহর দেয়া নম্বরগুলো র্যাপের ই-মেল অ্যাড্রেসে মেইল করে দিল । নম্বরগুলোর মধ্যে যদিও দুটো নম্বর ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে তবুও নম্বর দুটো বাকি নম্বরগুলোর সাথে পাঠিয়ে দিল যে যদি মুখতার ভুল করে বসে এ আশায় । মেইল পাঠাবার পর স্যাটেলাইট ফোন দিয়ে র্যাপকে ফোন করল । কয়েকটা রিং হবার পর অপর প্রান্তে একজরন রিসিভ করল সেটা ।

র্যাপের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল আসহানি । “আমি আপনাকে একটা মেইল পাঠিয়েছি । মেইলে আপনি যাকে খুঁজছেন তার নম্বরে একটা লিস্ট রয়েছে । বুঝতে পেরেছেন?”

“মনে হয় পেরেছি ।”

“প্রথম দুটো নম্বর ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে । আমি দুই মিনিট পর তৃতীয় নম্বরটাতে ফোন করব । ততক্ষণে কি আপনি সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবেন?”

“হ্যা ।”

“গুড । হুমম...আরেকটা ব্যাপার ।”

“আমি শুনছি ।”

আসহানি নার্সাস ভঙ্গিতে দরজার দিকে তাকাল । যেকোন মুহূর্তে দরজার ওপর আঘাত হানতে পারে । “আমি আপনাকে একটা বিষয় স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, পুরো ব্যাপারটা আমি সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে করছি ।”

“কেন?”

“কারণ আশা করি আমরা দু’জন মিলে এ ধ্বংসযজ্ঞ থামাতে পারবো ।”

“আমিও তাই আশা করি । আমি আপনার ফোনের অপেক্ষা রইলাম ।”

অধ্যায় ৫৯

মসুল, ইরাক

র‍্যাপ অস্বস্তির সাথে ডুমন্ডের পেছনে পায়চারি করছে আর ডুমন্ড ব্যস্ত সবকিছু ঠিকঠাক করায়। সারা মসুল ততক্ষণে ছেয়ে গেছে নিরাপত্তা চাদরে। মোবাইল টেলিফোন নেটওয়ার্ক ট্যাপ করে ফেলা হয়েছে। কিহোল আর ভয়েজার স্যাটেলাইট ওপর থেকে প্রতিষ্ঠানের ছবি আর সিগন্যাল পাঠাচ্ছে।

পৃডেটর ড্রোনগুলো উঠে রিয়েল টাইম ইমেজিং এবং রেডিও ইন্টারসেন্ট পাঠাচ্ছে। শহরে করা প্রতিটি ফোন কল ইন্টারসেন্ট করা হচ্ছে।

সমস্যা হল এতগুলো ফোন কলের মধ্যে থেকে কাজ্জিত কলটা বের করা। সেটা করতে গেলে সাধারণত সিগন্যাল ডিসাইফার এবং কথোপকথনের ডি কোডিং করতে হয়। মেরিল্যান্ডের ফোর্ট মিডের দ্য ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি তাদের ভয়েস রিকগনেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে কাজটা করতে পারে। কিন্তু এত বেশি ইনফরমেশন এক সাথে চলে আসায় এসএস'র অ্যানালিস্টরা কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তাছাড়া প্রতিটা তথ্য যদি সঠিক সময়ে ব্যবহার না করা যায় তাহলে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। অবশ্য আসহানি মুখতারের নম্বরগুলো পাঠানোতে কাজ্জ অনেকখানি সহজ হয়ে পড়বে।

ডুমন্ড কিবোর্ডে বিশেষ কয়েকটা চাপ দিয়ে হেডসেটটা খুলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। র‍্যাপের দিকে তাকিয়ে সে বলল, “সব ঠিকঠাক করা হয়েছে। নম্বরগুলো প্রোগ্রামড করে দিয়েছি। চালু হবার সাথে সাথে আমরা ধরে ফেলতে পারব।” ডুমন্ড স্ক্রিনের বামপাশে ইঙ্গিত করে বলল, “যে দুটো নম্বরের কথা বললে যা ইতিমধ্যে ব্যবহার হয়েছে...আমরা রেকর্ড ঘেঁটে দেখছি। নম্বর দুটো থেকে শেষ কলটি কোন টাওয়ার থেকে এসেছে।”

“আর তৃতীয় নম্বরটা?” প্রশ্ন র‍্যাপের। “যদি তার ফোনটা খোলা থাকে তালে তো আমরা তাকে ধরে ফেলতে পারব।”

“তার ফোনটা খোলারও দরকার হবে না।”

“জানি,” র‍্যাপের কণ্ঠে হতাশা। “এসব আমাকে এখন না শুনালেও চলবে।”

“দুঃখিত। আমরা খোঁজ করছি। এসব ব্যাপারে প্রতিটি নম্বর আলাদা আলাদা করে দেখাটা কঠিনই বটে।”

“আমি জানি, কিন্তু দশটা ফোন একটু বেশিই।”

“সম্ভবত শুধু সিমকার্ডই বদলাচ্ছে।”

“মার্কাস,” র্যাপের চাহ্নিতে বিরক্তি, “আমি এসব ব্যাপারে খুব ভালোভাবেই জানি। আমরা কি কথা বন্ধ করে কাজ করতে পারি না?”

ডুমন্ড মাথা ঝাঁকাল। নিজের এহেন নিবুদ্বিতার জন্য সে বেশ লজ্জিত। র্যাপকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে। বহু অপারেশনে তারা এক সাথে কাজ করেছে। কেনেডিকে র্যাপ আপনজনের মতই মনে করে। পরিস্থিতির চাপে খুব তাড়াতাড়ি তার মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে।

ডুমন্ড মাঝখানের স্ক্রিনটার দিকে ইঙ্গিত করল যেখানে মসুল নগরীর একটা ম্যাপ রয়েছে।

“এই লাল ডটগুলো মোবাইল ফোন টাওয়ারের।” র্যাপ দেখতে পেল স্ক্রিনে এমন শত শট ডট রয়েছে।

“এখন যদি মুখতার স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে,” বলল ডুমন্ড, “তাহলে সে টাওয়ারগুলো অতিক্রম করতে পারলেও ওপরে থাকা স্যাটেলাইট ঠিকই ধরে ফেলবে।”

“তুমি কি ভয়েস রিকগনিশন সফটওয়্যারে আসহানির কণ্ঠ ইনপুট করেছে?”

“হ্যাঁ,” ডুমন্ড তৃতীয় স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করল। “সে কথা বলতে শুরু করার দশ সেকেন্ডের মধ্যে ধরা পড়ে যাবে।”

“আর মুখতার?”

“তার কণ্ঠস্বরের ফোন স্যাম্পল নেই আমাদের কাছে তবে আর্কাইভে রাখা সব রেকর্ড চেক করে দেখব আমরা।”

“কতক্ষণ লাগতে পারে?”

“যদি কপাল খারাপ থাকে তাহলে এক সপ্তাহও লাগতে পারে। আমরা অনেকগুলো ফোন কল নিয়ে কাজ করছি।”

“এর চেয়ে তাড়াতাড়ি করা যায় না?”

“যদি কপাল ভালো থাকে আর আমরা একটা ম্যাচ পেয়ে যাই তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় আর এলাকায় মধ্যে ঝোঁজাটা সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।”

ঠিক তখন জেনারেল গিফোর্ড সাথে দু'জনকে অফিসারকে নিয়ে ট্রেইলারে প্রবশ করলেন। তাদের সবার পরনে সম্পূর্ণ কমব্যুটি গিয়ার।

গিফোর্ড তার হেলমেট খুলে বললেন, “মিচ, স্ট্যান বলল তোমরা নাকি অবস্থান প্রায় চিহ্নিত করে ফেলেছে?”

“জি হ্যাঁ, জেনারেল।”

“তথ্য কতখানি নির্ভরযোগ্য?”

“আমরা মুখতারের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করেছি, যেকোন মুহূর্তে সে নম্বরে ফোন আসবে।”

“আমরা আগের একটা নম্বরের লোকেশন পেয়ে গেছি,” উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে ডুমন্ড। মাঝখানের স্ক্রিনে পয়েন্টআউট করল সে। “টাওয়ারটা শহর থেকে দশ মাইল পূর্বে। আমার ধারণা সে এখন এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।”

জেনারেল গিফোর্ড স্ক্রিনের দিকে এগুলেন। “এটা তো হাইওয়ে টু।”

“একটু দাঁড়ান,” বলল ডুমন্ড। “দ্বিতীয় নম্বরটা এইমাত্র পাওয়া গেল।” সে টাইগ্রিসের কাছে একটা টাওয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল। “এই কলটা প্রথম কলের পরে হয়েছিল।”

র্যাপ নতুন লোকেশনটা দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করল এ জায়গাটাতে অ্যামবুশটা হয়েছিল। “কলগুলো করার সময় ও স্থান দেখে মনে হচ্ছে তারা সম্ভবত তাকে শহরের বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু শেষমেষ শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।”

“আমার যদুর মনে হয় সে এখনও এই মুখতারের সাথেই আছে,” বলল গিফোর্ড।

র্যাপ ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, “আমার মনে হয় না সে তাকে তার চোখের আড়াল হতে দেবে।”

“তৃতীয় নম্বরটা পাওয়া গেছে।”

“র্যাপ ডুমন্ডের কাঁধের ওপর ঝুঁকে টাইগ্রিস নদীর তীরের পয়েন্টটার দিকে তাকাল। “স্যান্ট,” চেষ্টা করে উঠল সে “এদিকে আস!”

কিছুক্ষণ পর স্টিলওয়েল তার অফিস থেকে আসল। র্যাপ মাঝখানের স্ক্রিনটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, “আচ্ছা তুমি যে তখন ছবির পেছনে পাথরের কথা বললে পাথারগুলো কি এখানে পাওয়া যায়?”

“হ্যাঁ, এখানকারই কথা বলছিলাম।”

“গিফোর্ডকে চিন্তিত দেখাল, “এটাতো একেবারে শত্রুর ডেরায়।”

“হ্যাঁ,” একমত হল স্টিলওয়েল। “শিয়াদের ঘাঁটি।”

“রাস্তাগুলো অত্যন্ত সরু,” বললেন গিফোর্ড চিন্তিত হয়ে। “আমাদের বেশ কিছু প্যাটল সেখানে অ্যামবুশে আক্রান্ত হয়েছে।”

র্যাপ খেয়াল করল ডুমন্ড তার হেডসেট পরে মাউস ধরল। একটা ক্লিক করার পর স্পিকার থেকে এক লোকের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল। লোকটা ফার্সিতে কথা বলছে। র্যাপ সাথে সাথে চিনতে পারল কণ্ঠস্বরটা—আসহানির। ঘরে শুধু সে আর স্টিলওয়েল ফার্সি জানে।

“আলী, তুমি আছ?”

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর অপরপ্রান্ত থেকে আরেকজন বলে উঠল, “সাইরাস তোমার কণ্ঠ অন্যরকম শোনাচ্ছে।”

“এটা নিশ্চই মুখতার,” ডুমভকে বলল র্যাপ।

“আমি দেখছি।”

স্পিকার থেকে ভেসে উঠল, “আমাদের বন্ধুর নির্দেশে তোমার খোঁজখবর দেবার জন্য ফোন করলাম। সে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে ব্যস্ত।”

“আমার সাহায্যের প্রয়োজন।”

যাকে মুখতার বলে মনে করা হচ্ছিল তার কণ্ঠস্বরে শংকার ভাব স্পষ্ট। “পরিকল্পনামাফিক কিছু এগুচ্ছে না আর আমার হাতে লোকও কম।”

“আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি? ওখানে আমার লোক আছে।”

আবারও কিছু সময়ের নিরবতা। “আপাতত না পাঠানোই ভাল। এতে আরো সন্দেহ বাড়বে।”

“তাহলে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?”

ডুমভ ঘোষণা করল, “আমরা পেয়ে গেছি।” সে মাউসে ক্লিক করলে মাজখানের স্ক্রিনে মসুলের চারটা ব্লক এসে জুম হল।

এটা লাল ডট কলটার লোকেশন দেখাচ্ছে।

“আপতত কিছু না,” জবাব মুখতারের।

“আমাদের বন্ধু একটি ‘প্রোগেস রিপোর্ট’ চান,” বলল আসহানি।

আবারও কিছু সময়ের নিরবতা। “ওনাকে বল তিনি যে ডিডিও টেপটা চেয়েছিলেন তা তৈরি হতে সময় লাগছে। আমাদের অভিনেত্রী কথা শুনছে না।”

“তাহলে তুমি কি করতে চাও?”

“আমার মনে হয় যদি আমি শক্ত পদক্ষেপ নেই তাহলে সে কথা শুনবে।” কথাটা শুনে র্যাপ ফুঁসে উঠল। সে স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, “জায়গাটা কোথায়?”

“এটা গ্রেট মস্ক।”

“ওহ্ হো,” গোস্কানি গিফোর্ডের।

“সমস্যা কি?” প্রশ্ন র্যাপের।

“আমরা সেখানে যেতে পারব না।”

“যেতে পারব না মানে?”

“সারা শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে যাবে।”

র্যাপ শুনতে পেল আসহানি মুখতারকে ‘অভিনেত্রী’কে আঘাত না করবার

ব্যাপারে সাবধান করল ।

“আমি অনেক দূরে চলে এসেছি,” জবাব মুখতারের । “সফল হবার জন্য যা প্রয়োজন আমি তাই করব । আমাদের বন্ধুকে বল সামনের এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি টেপ পেয়ে যাবেন ।” লাইন কেটে গেল ।

র্যাপ ডুমন্ডকে পৃডেটর দিয়ে জায়গাটার একটা ওভারহেড শট নিতে বলল । তারপর সে গিফোর্ডের উদ্দেশ্যে বলল, “সেখানে কি আসলেই যাওয়া সম্ভব না, নাকি তুমি যেতে চাচ্ছ না?”

“যদি প্রেসিডেন্ট যাবার নির্দেশ দেন তাহলে আমি অবশ্যই যাব । কিন্তু যদি আমেরিকান সৈন্যরা মসুলের সবচেয়ে পবিত্র মসজিদে এভাবে অভিযানে চালায় তাহলে সারা শহর এমনকি সারা দেশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে যেতে পারে ।”

“সে ঠিকই বলছে, মিচ,” বলল স্টিলওয়েল । র্যাপের ব্যাপারটা ভালো না লাগলেও বুঝতে পারল কথাটা আসলে ঠিক । “তাহলে আমাদের ছদ্মবেশ নিয়ে যেতে হবে ।”

“ঠিক আছে কিন্তু জায়গাটা অত্যন্ত সুরক্ষিত ।”

“স্থানীয় মিলিশিয়া?”

“হ্যা ।”

র্যাপ ভাবতে ভাবতে একটা ব্যাপার তার মাথায় এল, “তোমার অধীনে থাকা কুর্দিরা জায়গাটা কেমন চেনে?”

“যেমনটা তারা চেনে নিজের হাতের তালু ।”

“ঠিক আছে, তাহলে তাদের বল পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা দিচ্ছি ।”

অধ্যায় ৬০

তেহেরান, ইরান

মুখতারের সাথে কথা শেষ হবার এক মিনিট পর ইন্টারকমের মাধ্যমে আসহানির কাছে খবর আসল যে আয়াতুল্লাহ নজর তার সাথে কথা বলতে চান। আসহানি তার আদর্শ ব্যক্তিত্বকে সাদরে সম্ভাষণ জানাল। কথা শুরু হবার আগেই নজর তাকে যতদ্রুত সম্ভব প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে আসতে বলেন সুপ্ৰম সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিংয়ের জন্য। আসহানি উপলব্ধি করল আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার পর নজর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাবেন।

পাঁচ মিনিট পর আসহানী প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহর কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করল। রুমে সিকিউরিটি কাউন্সিলের বেশিরভাগ সদস্য উপস্থিত। তারা সবাই আয়াতুল্লাহ নজর ও সুপ্ৰম লিডারের জন্য অপেক্ষা করছে। আসহানির নজর প্রেসিডেন্ট আমাতুল্লাহর দিকে। প্রেসিডেন্ট তখন এক কোনায় দাঁড়িয়ে জেনারেল জারিফ ও জেনারেল সোলেমানির সাথে কথা বলছিলেন। তাদের তিনজনকেই বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল অবশ্য রুমে উপস্থিত সবাইকেই দেখাচ্ছিল চিন্তিত। আসহানি ভাবছিল ষড়যন্ত্রের জাল কতখানি বিস্তৃত। আয়াতুল্লাহ নজর ও সুপ্ৰম লিডার কি ব্যাপারটা সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেন নাকি তাদেরকেও অন্ধকারে রাখা হয়েছে। তারা কি দায়ভার এড়ানোর জন্য শহর থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন নাকি আসলেই ইস্ফাহানে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের পাশে দাঁড়াতে।

আসহানি মনেপ্রানে চাচ্ছিল যে নজরকে নিয়ে তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয় কিন্তু সেদিন সকালে আসহানির ফোন রিসিভ না করায় সন্দেহটা আরো ঘনীভূত হয়। এখন যখন তারা যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে তখন গঠনমূলক আলোচনার প্রয়োজন। আর সেটা তখনই সফল হবে যদি কেনেডিকে ডেটলাইনের আগে ছেড়ে দেয়া হয়।

আসহানির মনে কোন সন্দেহ নেই আমাতুল্লাহ ও তার অনুসারীরা পুরো ব্যাপারটাকে স্রেফ আমেরিকার হুমকি বলে উড়িয়ে দিতে চাইবে। তারা বলবে যে আমেরিকা কখনও হামলা চালাবে না। এমন সময় খুলে গেল রুমের দরজা।

আমাতুল্লাহর নজর প্রমেশ করলেন রুমে। তার সাথে ছয় জন বিশালদেহী পুরুষ, পরনে গাড় নীল কিংবা কালো স্যুট। আসহানি তাদের কয়েকজনকে চিনতে পারল, সুপ্ৰম লিডারের সিকিউরিটি ডিটেইলের সদস্য। আসহানি আশা করেছিল যে সুপ্ৰম লিডার আসবেন কিন্তু সিকিউরিটি ডিটেইলের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ করে দরজাটা লক করে দিল। রুমে উপস্থিত সকলের আশংকা যেন আরো বৃদ্ধি পেল। আসহানি তার সিটের ওপর মোচড়াতে লাগল আর তার গলার কাছে শক্ত কিছু অনুভব করতে লাগল সে।

নজর সরাসরি প্রেসিডেন্ট ও তার দুই জেনারেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। নিজের চশমা ঠিক করে তিনি বললেন “তোমাদের মধ্যে কে সাবালান ডোবানোর নির্দেশ দিয়েছে?”

আমাতুল্লাহ খতমত খেয়ে বললেন, “আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি সঠিক বুঝতে পারছি না...”

“মিথ্যা!” চিৎকার চলে উঠলেন নজর। “এই মিথ্যা শুনতে শুনতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি।”

উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত কিন্তু আমাতুল্লাহ খুব দ্রুত নিজেকে সামনে নিলেন। কোন রকমে মুখে হাসি ফুটিয়ে তিনি বললেন, “আমি আপনাকে ঐ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি আমি মিথ্যা বলছি না।”

“আর আমি তোমাকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দিতে পারি সুপ্ৰম লিডার এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে তোমার মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি শব্দই মিথ্যা।” চেষ্টা করে উঠলেন নজর। তিনি দুই জেনারেলের দিকে তাকালেন, “সাবালান ডোবানোর আইডিয়া কার ছিল?”

আমাতুল্লাহ সামনে এগিয়ে এসে বলল, “আমেরিকানরা করেছে...”

“আমেরিকানরা কিছুই করে নি।” বলে উঠলেন নজর। “সত্য-মিথ্যার পার্থক্য আমি বুঝতে পারি। দুঃখজনক হলেও সত্য প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার যা বলেছেন তা একেবারে সঠিক। তুমি সারাটা জীবন মিথ্যাই বলে গেছ আর এখন আমার কেবল একটাই উপায় আছে। আমি শেষবারের মত জিজ্ঞাসা করছি সাবালান ডোবানোর নির্দেশ কে দিয়েছিল?”

আমাতুল্লাহ ও জেনারেল জারিফ জেনারেল সুলেমানির দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে গেল। সে তার দুই সহযোগী ষড়যন্ত্রকারীর দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকাল। এপর মাথা উঁচু করে বলে উঠল, “আমি যা করেছি তার জন্য আমি গর্বিত। আমেরিকানদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবার দিন শেষ হয়ে গেছে। সাবালানে থাকা সকল নাবিক শহীদ বলে গন্য হবে।”

“এবং তুমিও,” বললেন নজর। তার আলখাল্লার নিচ থেকে বের করলেন

পিস্তল। জেনারেলের মুখের দিকে তাক করে চাপ দিলেন ট্গারে। বড় ক্যালিবারের বুলেটের আঘাতে তার মগজ আর খুলির অংশ সাদা প্লাস্টারের ওপর ছিটকে পড়ল। সাথে লুটিয়ে পড়ল জেনারেল সুলেমানির নিখর দেহ। কেউ কিছু বলার আগে নজর আমাতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে চোঁচিয়ে উঠলেন “এবার সিআইএ’র ডিরেক্টরের অপহরণের ব্যাপারটা।”

আসহানি লক্ষ্য করল সুপ্ত লিডারের বডিগার্ডরা তাদের অস্ত্র বের করেছে।

“কোন বেকুবের পরিকল্পনা ছিল এটা?”

আসহানির ফোন বাজছে, সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আমাতুল্লাহর দিকে।

আমাতুল্লাহ উদভ্রান্তের মত চারিদিক তাকাতে লাগলেন সম্ভবত সাহায্যের আশায়। আমাতুল্লাহ আসহানির দিকে তাকিয়ে তার দিকে ডান হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। আসহানি কিছু বলার আগে আমাতুল্লাহ বলে উঠলেন, “এটা মন্ত্রী আসহানির আইডিয়া। আমি মাত্র এক ঘণ্টা আগে ব্যাপারটা জানতে পারি।”

“মিথ্যুক,” আসহানি সিট থেকে উঠে দাঁড়াল।

“বস,” নজর নির্দেশ প্রদান করলেন। তিনি আমাতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে?”

আমাতুল্লাহকে দেখে কিছুটা বিব্রত মনে হল। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, “সে মসুলে তার সাথে মুখতারকে নিয়ে যায়। তারা দু’জনে মিলে ইস্কাহানের ঘটনার পর থেকে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।”

“সে আপনার নির্দেশে আমার সফরসঙ্গী হয়,” আসহানি চোঁচিয়ে উঠে নজরের দিকে তাকাল।

নজর সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে আমাতুল্লাহর দিকে তাকান।

“তেমন শক্ত প্রমাণ না।”

আমাতুল্লাহ আরো কিছুক্ষণ ভেবে আরেকটা বিষয় মাথায় আসল তার। “সে আমাকে একটা কাগজ দেয় যেখানে মুখতারের দশটা নম্বর রয়েছে। সেই নম্বরগুলোতে সে মুখতারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। তার সাথে এখনও ফোনটা আছে। তার তল্লাশী নিন।” নির্দেশ দিল আমাতুল্লাহ।

আসহানির চেহারা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। ফোন ও নম্বরের লিস্টটা আসলেই তার সাথে আছে। “আপনিই তো আমাকে লিস্টটা আর ফোনটা দিলেন।” আসহানি নজরের দিকে তাকাল সাহায্যের আশায়।

“পকেট খালি কর,” নজর নির্দেশ দিলেন।

“সেজন্যই আমি আপনাকে ফোন করছিলাম,” আকুতি আসহানির, “আমি আপনাকে পুরো ব্যাপারটা জানাতে চাচ্ছিলাম পরিস্থিতি বিগড়ে যাবার আগে।”

“পকেট কালি কর!”

তার সামনে থাকা টেবিলের উপর ফোন আর কাগজটা রাখল।

আমাতুল্লাহ মুচকি হেসে বলল, “বলেছিলাম না তার কাছে ওগুলো আছে?”

আসহানি দেখতে পেল নজর তার দিকে রিভলবার তাক করেছে।

তাকে অত্যন্ত রাগান্বিত দেখাচ্ছিল। তিনি রিভলভারের হ্যামার টেনে বললেন, “তোমার কি কিছু বলার আছে?”

আসহানি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, “আমরা এতদিন একসঙ্গে কাজ করেছি, আপনি কি আমাকে কখনও একটা দায়িত্বহীন হতে দেখেছেন? আপনি কি দেখেছেন আমি এমন একটা বিষয় স্রেফ হাতে হাতে লিখে ফেলব?” আসহানি কাগজের ওপর লেখা নম্বরগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল। কিছুক্ষণ পর হাসতে লাগল আপনমনে।

“এখানে হাসার কি হল?” নজর বলে উঠলেন, রিভলবার তখন তাক করা।

দুঃখি,” বলল আসহানি, তখনও হাসছে সে। “কিন্তু এটা আমার হাতের লেখা নয়।” সে আমাতুল্লাহর দিকে তাকাল। “উনার হাতের লেখা।”

নজর ফোন আর কাগজটা তুলে নিলেন। তিনি আমাতুল্লাহর কাছে এগিয়ে গিয়ে সেগুলো তার হাতে তুলে দিলেন। “মুখতারকে ফোন করে ডিরেক্টর কেনেডিকে ছেড়ে দিতে বল।”

আমাতুল্লাহ চুপ করে থাকলেন। নজর তার মাথায় পিস্তল তাক করে বললেন, “আমি পাঁচ পর্যন্ত গুনব।”

অধ্যায় ৬১

মসুল, ইরাক

র‍্যাপ স্টিলওয়েলের সাথে একটা নীল শেভি ক্যাপরিসে চেপে বসল। স্টিলওয়েলের কুর্দি যোদ্ধাদের একজন গাড়ি চালাচ্ছে। আরেক যোদ্ধা তার পাশে বসে আছে কোলে টুয়েলভগেজ মসাবার্গ শটগান।

বাকি পাঁচ কুর্দি যোদ্ধা পেছনের এক ফোর্ড ক্রাউন ডিস্টোরিয়ায় চেপে আসছে। দুটো গাড়ি ঘন্টায় নব্বই মাইল বেগে এয়ারপোর্ট থেকে পুরাতন শহরের দিকে এগুতে লাগল, পাঁচ মাইলের দূরত্ব।

দু'টি প্লেটের ড্রোন গ্রেট মস্ক ও তার আশে পাশের এলাকার ওজর নজর রাখছে। আসরের নামাজের তখন এক ঘন্টা বাকি। স্টিলওয়েল সবাইকে জানিয়ে দিল মসজিদে লোকজন ঢোকান আগে ঢুকে পড়তে হবে তা না হলে লোকজনের হামলার মুখোমুখি হতে পারে।

জেনারেল গিফোর্ড তার বাহিনীকে মসজিদের আশেপাশের রাস্তায় মোতায়েন করে। তারা যতখানি সম্ভব নিজেদের সবার থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে যেন সন্ত্রাসবাদীরা তাদের উপস্থিতি টের না পায়। র‍্যাপ মসজিদে ঢোকান পর তাদেরকে জানিয়ে দেবে এবং ইউনিটগুলো তাদের পজিশনে চলে যাবে। স্থানীয় লোকদের জানিয়ে দেয়া হবে, তাদের কাছে গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে সুন্নী বিদ্রোহীরা মাগরিবের নামাযের সময় এখানে গাড়িবোমা হামলা চালাবে। এতে করে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে কারো কোন প্রশ্ন থাকবে না।

ইরাকি সেনাবাহিনীর একটি মেকানাইজড কম্পানিকে তাদের ঘাঁটি থেকে এগারো মাইল দূরে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু তাদের কোন কারণ বলা হয় নি। এতদূর আসার পর যদি কোনভাবে মুখতার ব্যাপারটা জেনে ফেলে তাহলে হতাশায় শেষ থাকবে না। সেনা ইউনিটকে ডাকার কারণ হল যদি কোন কারণে পরিস্থিতি বিগড়ে যায় তাহলে মসজিদ দখলে আনতে তারা কাজে লাগবে।

তবে র‍্যাপের জন্য এসব তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তার মাথায় বারবার শুধু মুখতারের কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। “তাকে বলো যে ভিডিওটেপটা সে চেয়ে পাঠিয়েছে সেটা ধারণার চেয়ে বেশি সময় লাগছে। অভিনেত্রী সহযোগীতা

করছে না...আমার মনে হচ্ছে একটু বেশি প্যাদানি দিলে সে পারফর্ম করতে শুরু করবে ।

সৌভাগ্যের কথা হলো কেনেডি এখনও বেঁচে আছে । এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে । তবে সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে প্রচণ্ড অত্যাচার করা হবে । উদ্ধারকারী দল পুরো ব্যাপারটা সামলে নিতে সময় লাগাচ্ছে । র‍্যাপের এত ধৈর্য ছিল না । আমেরিকান সৈন্যদের মসজিদে হামলা চালাবার ব্যাপারে অস্বস্তি থাকলেও র‍্যাপের এ নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না । আর স্টিলওয়েলের কল্যাণে সেটোরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে ।

স্টিলওয়েলের দেয়া আলখাল্লা পাগড়ি বেশ ভালভাবেই ফিট হয়ে গেছে । এছাড়া চোখে চশমা দেয়ায় তাকে আরো পড়ুয়া এবং নিরীহ দেখাচ্ছিল । জামার নিচে সে একটি লেভেল-৯ বডি আর্মের পরে ছিল, বেল্টের সাথে একটা মোটোরোলা রেডিও আর কানে ইয়ার বাড ডুমন্ড, স্টিলওয়েল, রিডলি ও জেনারেল গিফোর্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য । বামপাশের নিতম্বের সাথে হোলস্টারে তার ৪৫ ক্যালিবার গুলকটা লাগানো আর ডান নিতম্বে ৯ এমএম-দুটোর সাথেই আছে সাপ্রেসর । দুটো পিস্তলের জন্যই চারটা করে অতিরিক্ত ম্যাগাজিনও আছে ।

র‍্যাপ সিডানের পেছনের সিটে বসে ডুমন্ডের দেয়া আপডেট শুনছে ।

“চতুর্থ নম্বরটা এইমাত্র খোলা হয়েছে ।”

“লোকেশন?” প্রশ্ন র‍্যাপের । ওদিকে তাদের গাড়িটা হাইওয়ে থেকে পশ্চিম তীরের পুরাতন অংশ চলে গেল । আসহানি ও মুখতারের কথা শেষ হবার পরপর ফোনটা বন্ধ হয়ে যায় ।

“সে এখনও মসজিদে ।”

“তুমি কি আমাদের অবস্থান খুঁজে পেয়েছে?”

“হ্যা ।”

“মসজিদে কি দেখতে পাচ্ছ?”

“সামনে বেশ কয়েকজন, প্রায় ডজনখানেক লোক অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে । তবে মাদ্রাসার সামনে মাত্র দুইজন ।”

“ধন্যবাদ । কোন কিছু বদলালে আমাকে জানাবে ।”

“স্টিলওয়েলের পরিকল্পনামত তারা মাদ্রাসা দিয়ে প্রবেশ করবার সিদ্ধান্ত নেয় । এ মাদ্রাসাতে ইমাম হোসেনির অফিস রয়েছে, নামাজের মাঝে তিনি এখানেই অবস্থান করেন ।

স্টিলওয়েল ফোনে কথা বলছে । “আমি ঢুকলে তোমাকে আমি জানাব । আমরা এক মিনিটের মধ্যে ঢুকে পড়ব ।”

সে অপর প্রাপ্তের বক্তব্য শোনার পর বলল, “ফারিস, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাক। ভেতরে ঢুকলে আমি তোমাকে কি ঘটছে তা জানাব আর হ্যাঁ কাজ শেষ হবার পর প্রচুর টাকা পাবে তুমি। হোসনির লোকদের বল যে তোমার সাথে একজন লোক এসেছে যে তাদের বসের সাথে মসজিদে বিশাল অঙ্কের ডোনেশনের ব্যাপারে কথা বলতে চায়।”

স্টিলওয়েল লাইনটা কেটে ফোনটা তার স্যুট জ্যাকেটের মধ্যে রাখল। “ফারিস লোকটা ভাল কিন্তু মাঝে মাঝে ঝামেলার কারণ হতে পারে।”

“ওরা কি বিশ্বাস করছে?”

মাথা ঝাঁকাল স্টিলওয়েল। “ফারিস এরকম বহু লোকের জন্য টাকা বানিয়েছে।” র‍্যাপ সামনের দিকে তাকিয়ে বলল “এ ইমান হোসেনি লোকটা কেমন?”

র‍্যাপ মসজিদের হেড ইমামের কথা বলছিল।

“কেমন মানে?”

“মানে তাকে কি বিশ্বাস করা যায়?”

“আমি তোমাকে আগেও বলেছি এখানে যদি কাউকে বিশ্বাস করা যায় তারা হল কুর্দি কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য থামল সে—“এ লোকের কোন ঈমান নেই। যার কাছে বেশি টাকা পাবে তার জন্য কাজ করবে। একে টাকা দিয়ে হাত করা যাবে।”

“যদি না করা যায়?”

স্টিলওয়েল ভাবল কিছুক্ষণ। “চেষ্টা কর তাকে যেন না মারতে হয়, মিচ। যদি সেটা হয় তাহলে পুরো এলাকা উন্মত্ত হয়ে আমাদের পিছু নেবে।”

স্টিলওয়েল তাকে বলতে যাচ্ছিল তার এমন আক্রমণাত্মক মানসিকতা তাদের সবার মৃত্যুর কারণ হতে পারে কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নিল না বলার। গাড়িটা বামদিকে ঘুরে তারপর ঘুরল ডানদিকে।

“এই তো,” স্টিলওয়েল সামনের দিকে ইঙ্গিত করল। “সামনে বাম দিকে। আরেকটা ব্লক পরে।”

রাস্তাটা নিউ জার্সি ব্যারিয়ারের বড় বড় কংক্রিট দিয়ে ব্লক করা, সম্ভাব্য গাড়ি বোমা হামলাকারীদের হাত থেকে মসজিদে বাঁচাবার জন্য। সিডানটা মাদ্রাসার প্রধান দরজার সামনে এসে থামলে স্টিলওয়েল দ্রুতগতিতে গাড়ি থেকে নামল। তার সাথে একটা অ্যাটাচি কেস। গাড়ি থেকে নেমে ফারিসের সাথে হ্যান্ডসেক করল সে। ফারিস স্টিলওয়েলের সাথে ইমাম হোসেনির সহকারীকে পরিচয় করিয়ে দিলো। তিজন কিছুক্ষণ কথা বলার পর স্টিলওয়েল র‍্যাপকে তাদের সাথে যোগ দেবার জন্য ইঙ্গিত দিলো।

কুর্দিরা এমনভাবে গাড়ি দুটো রাখে যেন সেগুলো র‍্যাপ, স্টিলওয়েলে ও বাকি দু'জনকে ঘিরে রাখে। স্টিলওয়েল অ্যাটাচি কেসটা খুলে ইমামের সহকারীকে টাকা দেখাল। স্টিলওয়েল লোকটার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, “সুপ্‌ম লিডার ইমাম সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এটি পাঠিয়েছেন।”

স্টিলওয়েল র‍্যাপকে ইমামের সাথে তেহরানের দহরম-মহরমের ব্যাপারে আগেই বলেছে। সহকারী দরজা খুলে তাদেরকে ঢুকতে বলল। যখন সে দেখল আগত অতিথিদের সাথে তাদের দেহরক্ষীরাও ভেতরে ঢুকছে তখন সে স্টিলওয়েলের দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকাল। কুর্দিদের ইশারায় বাইরে যেতে বলল স্টিলওয়েল। এরকম ঘটবে তা সে আগে থেকেই আন্দাজ করেছিল। যদি ভেতরে কোন সমস্যা হয় তাহলে সে রেডিওতে তাদের জানিয়ে দেয়া হবে। স্টিলওয়েল ফারিসকে ডলারে ভরা একটা খাম তুলে দিল। টাকা নিয়ে চলে গেল ফারিস আর তারা তিনজন ঢুকল বিল্ডিংয়ের ভেতর।

সহকারী তাদেরকে একটা চণ্ডা হলওয়ার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেল। র‍্যাপ ও স্টিলওয়েল সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। বন্ধ দরজার পেছন থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসছে। হলওয়ার শেষপ্রান্তে একটা সিঁড়িপথ উঠে গেছে ওপরে যা মাদ্রাসাকে মসজিদের সাথে যুক্ত করে।

হলওয়ার শেষে তারা ঘুরে গেল ডান দিকে। র‍্যাপ অফিস ডোরের সামনে একজনকে বাড়ি পাহারা দিতে দেখল। র‍্যাপের বাম হাত চলে গেল তার পয়েন্ট ৪৫ ক্যালিবার গুলকের কাছে। কালো আলখাল্লা পরিস্থিতি হবার কারণে তার এ পদক্ষেপ কারো চোখে পড়ল না। সে পিস্তলটা টেনে বের করল। ডান হাত দিয়ে আলখাল্লার সামনে অংশটা ঠিক করে নিল যেন কেউ তার পিস্তলটা না দেখে ফেলে। তারা অফিসের দরজার যত কাছাকাছি পৌছাতে লাগল র‍্যাপের সন্দেহও তত বাড়তে লাগল। লোকটা সেই ইরানী বন্দীদের মত বুট পরে আছে। লোকটা হাতে একটা কালো একে-৭৪। তারা যখন অফিসে ঢুকতে যাবে তখন দরজা আগলে দাঁড়াল।

সহকারী কিছু একটা বলল যা র‍্যাপ বুঝতে পারল না। গার্ড মাথা ঝাকিয়ে বলল, “আমাকে তার তল্লাশি নিতেই হবে।”

“তারা সুপ্‌ম লিডারের প্রতিনিধি।”

র‍্যাপ চেহারায় ইমামদের মত হামবড়া ভাব ফুটিয়ে তুলল কিন্তু তাতে বডিগার্ডকে টলানো গেল না। স্টিলওয়েল সামনে এসে র‍্যাপকে হাত তুলতে ইশারা করল। ঠিক সে সময় র‍্যাপের ইয়ারপিসে ভেসে উঠল ডুমন্ডের কণ্ঠ।

“মিচ, নতুন নম্বরে একটা কল করা হয়েছে।” র‍্যাপ হাত তুলতে তুলতে

পরিস্কার ইংরেজিতে বলল, “প্যাচ কর।”

র‍্যাপের মুখে আমেরিকান টানের ইংরেজি শুনে বডিগার্ড রীতিমত হতচকিত হয়ে গেলো। র‍্যাপ তার সাইলেন্সড পয়েন্ট ৪৫ ক্যালিবার গুলকের টুগারে চাপ দিলে বুলেটটা তার বুলেটপ্রুফ ট্যাঙ্কিকাল ভেস্টের ওপর রীতিমত হাতুড়ির মত এসে আঘাত করলো। তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে রাইফেল, দু'কদম পিছিয়ে সে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। র‍্যাপ তাকে চেপে ধরে আরবিতে হিসহিস করে বলে উঠলো, “আমার কথামত চললে কিছু হবে না।”

র‍্যাপ তাকে ভেতরে ঠেলে নিয়ে গেল; স্টিলওয়েল বডিগার্ডকে সাদা ফ্লেস্জকাফ পরিয়ে দিল। সহকারীকে কিছু বলতে হল না, সে নিজে থেকেই দরজা খুলে দিল। ইমাম ডেস্কের ওপর বসে আছে, এক হাতে কলম ও অপর হাত টেবিলের ওপর রেখে। র‍্যাপ লক্ষ্য করল কাঁচা-পাকা দাড়ির লোকটার হাত আঁশে আঁশে ডেস্কের নিচে সরিয়ে নিচ্ছে। সাথে সাথে গুলি চালিয়ে দিল সে। গুলির আঘাতে ভারি কাঠের ডেস্কের ওপরের কিছু অংশ ছিটকে পড়ল আশেপাশে। ইমাম হোসেনি নিচু হয়ে বসে পড়লেন ডেস্কের কোনায়।

র‍্যাপ ডেস্কের কাছে গিয়ে ইমামের লেদার চেয়ারটা লাথি মেরে সরিয়ে নিয়ে ইমামের দিকে এগিয়ে আসল। স্টিলওয়েল বডিগার্ডকে অফিসে টেনে নিয়ে এলো। “শুনেছি আপনি মানুষ হিসাবে বুদ্ধিমান আর আমার হাতে সময়ও কম। তো যা করতে হবে তা অত্যন্ত দ্রুত। আপনাকে শুধু কষ্ট করে বলতে হবে আপনি ইমাদ মুখতার ও সিআইএ ডিরেক্টর কেনেডিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন। সেটা বললেই এসব টাকা আপনার। না হলে আমি পায়ে ও তারপর হাঁটুতে গুলি চালাব আর দুটো জায়গাতেই ব্যাথাটা খুব বেশি লাগে। তো আপনি কি চান? টাকা না বুলেট?”

অধ্যায় ৬২

স্টিলওয়েল অফিসের দরজা বন্ধ করে জ্ঞান হারানো সহকারীর হাত পা ফ্লেক্সকাফ দিয়ে বেধে ফেলে। বডিগার্ড মেঝেতে তখন গড়াগড়ি খাচ্ছিল। র্যাপের বডিগার্ডের দিকে ইঙ্গিত করে বলল হোসেনিকে, “সে মুখতারের লোক, তাই না?”

মাথা নাড়ল ইমাম।

র্যাপের মনে পড়ল কেনেডির বডিগার্ডদের কথা যাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়। র্যাপ চিন্তা করে দেখল এ ‘সমস্যা’টাকে যদি এখানে শেষ করে দেয়া হয় তাহলে যেমন ইমামের ওপর চাপ বৃদ্ধি হবে তেমন হোসেনির সাথে হওয়া তার এ গোপন চুক্তিরও কোন সাক্ষী থাকবে না। র্যাপ তার মাথার কাছে পিস্তল ঠেকিয়ে চাপ দিল টুগারে আর ভারি বুলেট আঘাত হানল মাথায়। লোকটার মাথা ছিটকে পড়ল মেঝেতে আর মুহূর্তে জায়গাটা ভরে গেল রক্তে।

ইমাম হোসেনি তাকিয়ে থাকল আতংক ভরা দৃষ্টিতে। র্যাপ তখন তাকে কথা বলতে বলবে ঠিক তখন ইয়ারপিসে আমাতুল্লাহর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে।

“আলী, সাইরাস বলছি।”

“মার্কাস,” ফিসফিস করে র্যাপ বলে উঠল, “সে কি এখনও বিক্টিংয়ে আছে?”

দু’সেকেন্ড পর ডুমড বলল, “সিগন্যালটা মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে চার বর্গমিটার আবদ্ধ এলাকা থেকে আসছে।”

“স্ট্যান,” র্যাপ নির্দেশ দিল, “তাকে টাকাটা দেখাও।”

“তুমি কোথায়?” আমাতুল্লাহর গলা শুনতে পেল র্যাপ।

“না বলাই ভাল।” জবাব মুখতারের।

“হুমম, প্র্যানে একটা পরিবর্তন এসেছে।”

“আপনি যা চাচ্ছিলেন তাতো আমি কিছুক্ষণের মধ্যে পাঠাচ্ছিলাম আপনাকে।”

র্যাপ মুখতারের কণ্ঠে হতাশা লক্ষ্য করল।

“জিম্মিকে মুক্তি দিতে হবে,” বললেন আমাতুল্লাহ ।

র‍্যাপ রীতিমত হতভম্ব হয়ে পড়ল ।

“কেন?” হিসহিসিয়ে বলে উঠল মুখতার ।

“কারণ আমি নির্দেশ দিচ্ছি ।”

“আমি আপনার নির্দেশ মানি না ।”

র‍্যাপ মুখতারের কণ্ঠে ক্রোধ লক্ষ্য করল ।

“কেন? আমেরিকান প্রেসিডেন্টের আল্টিমেটামের জন্য?”

এরপর বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা হল না । অতঃপর মুখ খুললেন আমাতুল্লাহ, “হ্যা ।”

হাসতে শুরু করল মুখতার । র‍্যাপ সাথে সাথে বুঝে গেল ঝামেলা হতে যাচ্ছে । র‍্যাপ পিস্তল তাক করল হোসেনির হাঁটুতে । “প্ল্যান কিছুটা বদলে গেছে । আমি শুরু করব হাঁটু থেকে । আমার দ্রুত জবাব চাই । পাঁচ লাখ ডলার নাকি জীবনের সবচেয়ে কঠিন যন্ত্রণা ।”

ইমাম টাকার দিকে তাকাল তারপর মেঝেতে পড়ে থাকা লাশটার দিকে ।

“আমার টাকা চাই ।”

“ওড চয়েস । চলুন,” র‍্যাপ তার হাত ধরে তাকে টেনে চেয়ার থেকে তুলল । ইয়ারপিসে মুখতারকে বলতে শুনল সে : “সময় এসেছে যুদ্ধের । উদ্ধৃত পার্সিরা, তোমাদের সময় এসেছে আল্লাহর নামে নিজেকে উৎসর্গ করার ।”

“সর্বনাশ,” র‍্যাপ হুসেনিকে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে গেল । ইমাম যেতে চাইলেন না ।

“সে কোথায় আছে তা আপনাকে বলছি । এ মসজিদের নিচে সুড়ঙ্গ পথে লুকিয়ে আছে সে ।”

“আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন,” বলতে থাকল র‍্যাপ, “না হলে আমি আপনার খুলি উড়িয়ে দেব ।”

স্টিলওয়েল দরজাটা খুলে ফেললে র‍্যাপ ইমামকে সাথে নিয়ে ঢুকে পড়ল ।

“স্ট্যান, তার আলখাল্লার পেছনের অংশ ধর । সে যদি উল্টাপাল্টা কিছু করে তাহলে গুলি চালিয়ে দেবে ।” র‍্যাপ তার অপর হাতে সাইলেন্সড ৯ এমএম তুলে নিল । পয়েন্ট ৪৫টা ইমামের আলখাল্লার ওপর ঠেকিয়ে রাখল সে । ওদিকে ইয়ারপিসের মাধ্যমে সে মুখতারের ইসলামের ‘শত্রু’দের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে যাচ্ছে ।

“ওর সাথে কতজন আছে?” হোসেনিকে প্রশ্ন র‍্যাপের ।

“হোসেনি তার চশমা ঠিক করল। “আটজন, সম্ভবত।”

“আপনি কি নিশ্চিত?”

“না। শুনে দেখিনি...দশজনও হতে পারে।”

“আর আপনার লোক কতজন?” স্টিলওয়েল প্রশ্ন করল। “মানে, স্থানীয় মিলিশিয়ার কতজন সদস্য?”

“তারা মসজিদের তিনটা প্রবেশপথ পাহারা দিচ্ছে। আমরা সচরাচর মসজিদের ভেতর বন্দুক আনতে দেই না। তারা জানেও না, তাকে ভেতরে রাখা হয়েছে। হোসেনী কথাটা একটু ভেবে বলল। র‍্যাপের মনে হল একবার বলে তাহলে হারামীর বাচ্চা তুই একাই ওকে সাহায্য করছিস কিন্তু যেহেতু হোসেনি তাদের সহযোগিতা করছে সেহেতু আলাদা করে কিছু বলার দরকার নেই। র‍্যাপ ইয়ারপিসে একটা নতুন কঠিন গুনতে পেল। লোকটা উত্তেজিত গলায় ফার্সিতে কথা বলছিল।

“ইমাদ,” গর্জে উঠল সে, “তুমি ওনার কোন রকম ক্ষতি না করে ছেড়ে দেবে আর সেটা এক্ষুণি।”

তারা যখন মাদ্রাসার প্রথম তলায় গিয়ে পৌঁছাল তখন স্টিলওয়েল আরবিতে জিজ্ঞেস করল, “কুর্দিদের কি এখানে আসতে বলব?”

“আয়াতুল্লাহ নজর,” বলল মুখতার। “সিআইএ’র প্রতি তোমার ঘৃণার কথা ভেবে আমি মনে করেছিলাম তুমি আমার এ পদক্ষেপ সমর্থন করবে।”

“না,” স্টিলওয়েলের প্রশ্নের জবাব দিল র‍্যাপ। “তাদেরকে একটা আপডেট দাও কিন্তু আপাতত তাদের বাইরে থাকতে বল।”

হোসেনি তাদেরকে আরেকটু সামনে নিয়ে গেল। “মসজিদটা একেবারে সামনে।”

“তার লোকের কোথায় অবস্থান নিয়েছে?” হোসেনীকে প্রশ্ন করল। র‍্যাপ।

“তাদের কয়েকজন ওপরে ঘুমাচ্ছে।”

“মাদ্রাসায়?”

“হ্যাঁ।”

“কতজন?”

“মনে হয় তিনজন।”

“বাকিরা।”

“দুজন সামনে মিলিশিয়াদের সাথে আর দু’জন সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথে।”

“আর সুড়ঙ্গে?”

“মনে হয় দু’জন । বেশিও হতে পারে ।”

“মৃত বডিগার্ডসহ র‍্যাপ গুনে দেখল মোট যোদ্ধার সংখ্যা দশজন যা ইমামের পূর্ব বক্তব্যের সাথে মিলে যাবে । মুখতার আর আয়াতুল্লাহ নজর তখন পুরোদমে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত । র‍্যাপ তাদের কথা আরো মনোযোগ দিয়ে শুনতে চাচ্ছিল কিন্তু সে সময় তারা কেনেডিকে গার্ড দিয়ে রাখা হয়েছে সেটা জানা বেশি প্রয়োজন ছিল । হোসেনি তাদের কেনেডিকে যে জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে সেখানকার বর্ণনা দিচ্ছিল । তারা যখন শতাব্দী প্রাচীন পাথরে মেঝের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তখন তাদের সাথে আরেকজন ইমামের দেখা হলো, সে হোসেনির দিকে এগিয়ে আসে ।

আমি ওকে খুন করব, তোমরা আমাকে কোনভাবেই খামাতে পারবে না—র‍্যাপ মুখতারকে বলতে শুনল ।

“হাঁটতে থাকুন,” র‍্যাপ হোসেনিকে বলল ফিসফিস করে । “আপনি এ কাজের জন্য পুরস্কৃত হবেন । সুপূম লিডার নির্দেশ দিয়েছেন তাকে ছেড়ে দেবার আর মুখতার তাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে ।”

হোসেনি তরুণ ইমামকে ইশারায় যেতে বলে খামে ভরা একটা বিশাল গ্যালারিতে প্রবেশ করলেন যা মসজিদের দক্ষিণাংশে অবস্থিত । র‍্যাপ লক্ষ্য করল একজন ব্যক্তি দুই খামের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে মসজিদের খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যা জায়নামাজে আবৃত ।

“আরেকটু সামনে,” বলল হোসেনি । “দরজাটা ডানদিকে ।”

র‍্যাপ একটা খামের গোড়ায় একপাটি বুট দেখতে পেল । বাম কানে লাগানো ইয়ারপিসে মুখতার আর নজরের তর্ক শুনতে পাচ্ছিল সে আর ডান কানে মসজিদের ভেতরে কারো জোরে জোরে কথা বলার প্রতিধ্বনি আসছিল । কথাটা একটু আগে যে লোকটা কলামের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তার কাছ থেকে আসছে । লোকটার মোবাইলে কথা বলা নয় বরং তাকে দেখে হোসেনির স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ায় সব বুঝে ফেললো র‍্যাপ । র‍্যাপ ও মুখতার কয়েক মুহূর্ত একে অপরের দিকে তাকাল । হয়ে পড়ে স্তম্ভিত ।

“এই যে সে,” ফিসফিস করে বলল হোসেন ।

র‍্যাপ মুখতারকে তার রেডিও বের করতে দেখল । র‍্যাপ তার পয়েন্ট ৪৫ বের করে মুখতারের উদ্দেশ্যে দু’টি গুলি করলে খামের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো সে । বুলেটগুলো পরের কলামে গিয়ে আঘাত হানলো । বুলেটের আঘাতে ঝসে পড়লো খামের কিছু অংশ । র‍্যাপ তার ডানপাশে একজনকে নড়তে দেখে ৯ এমএম বের করে নিলো, অন্য হাতে পয়েন্ট ৪৫টা তাক করে

রাখলো মুখতারের দিকে ।

ট্যাঙ্কিক্যাল ভেস্ট পরিহিত মেশিনগানধারী এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল র্যাপ । লোকটার মাথায়গুলি চালিয়ে দিল সে । শুনতে পেল মুখতার অনর্গল রেডিওতে কমান্ড দিয়ে যাচ্ছে । র্যাপের অবশ্য কথাগুলো না শুনলেও চলত কারণ সে ভালোভাবেই বুঝতে পারছে কি কথা হচ্ছে । কয়েক মুহূর্তের মধ্যে র্যাপ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল । ডান দিকে ঘুরে খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে চালাতে লাগল গুলি । দরজার ওপাশে একটা ছোট কিউবিকলে বসে আছে আরেকজন লোক । চোখ খোলার সুযোগ পেল না সে । ৯ এমএমের বুলেট তার কপালের মাঝখানে এসে আঘাত করল । র্যাপ তার কালো আলখাল্লা খুলে ফেলে স্টিলওয়েলকে নির্দেশ দিল হোসেনির সাথে থাকতে । মৃত ব্যক্তির ট্যাঙ্কিক্যাল ভেস্টের সাথে লাগানো রেডিও থেকে মুখতারের কণ্ঠস্বর আসছে । পয়েন্ট ৪৫ ধরে রেখে সাবধানে রেডিওটা তুলে নিল সে । ট্রান্সমিট বাটনে চাপ দিলে মুখতারের কমান্ডগুলো আটকে গেল । রেডিও সাথে নিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বেসমেন্টে চলে গেল এবার । যাওয়ার সময় ট্রান্সমিটারের বাটনে চাপ দিয়ে রাখল যেন মুখতার আর কোন কমান্ড রিলে করতে না পারে ।

দরজাটা দ্বিতীয় বেসমেন্টের দিকে চলে যায় যেমনটা হোসেনি বলেছিল । র্যাপ সরু প্যাসেজ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল কোন কিছুর পরোয়া না করে । হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ায় রেডিওটা মুখের কাছে নিয়ে চাপা গলায় বলল, “আমি নিচে নামছি । পৌছাবার আগে কিছু কোর না ।”

র্যাপ সরু পথের মধ্যে পা পিছলে দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়ে মেঝেতে ছিটকে পড়ল । উঠে বাম দিকে তাকাল সে । অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না । ডান দিকে ঘুরলো সে, রেডিওটা ফেলে পিস্তল দুটো বের করে নিলো । ত্রিশ ফুট দূরে একটা দরজা লক্ষ্য করল । দরজার ওপাশ থেকে একজন লোকের কণ্ঠস্বর আসছে । লোকটা কাউকে বলছে । র্যাপ এগিয়ে গেল সামনে, ক্ষিপ্ৰগতিতে ।

দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল র্যাপ । ঢুকে দু’জনকে সামনে দেখল সে আট ফুটের মত দূরত্বে । একজন আরেকজনের সামনে । সামনের জন একহাতে রেডিও আর অপরহাতে পিস্তল নিয়ে অলসভাবে দাঁড়িয়ে আছে । র্যাপ গুলি ছুড়ল তার ৯ এমএম দিয়ে । গুলিটা গিয়ে আঘাত হানল লোকটার মাথায় । গুলি খেয়ে লোকটা লুটিয়ে পড়লে অপরজনকে পরিস্কার দেখতে পেলো সে; সেই সাথে দেখতে পেলো কেনেডিকে । একটা চেয়ারের সাথে বেধে রাখা হয়েছে তাকে । তার শার্ট মেঝেতে পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ।

লোকটা ডান হাতে ডাবল লেন্সের ইলেকট্রিক কর্ড ধরে রেখেছে। র‍্যাপকে দেখে লোকটা কর্ড ফেলে দিয়ে দুই হাত উপরে তুলল।

কেনেডির দিকে আরেকবার তাকিয়ে লোকটার দিকে তাকালো র‍্যাপ। সে অনুভব করতে পারছে ক্রোধে তার সারা শরীর কাঁপছে।

লোকটা র‍্যাপের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি শুধু নির্দেশ পালন করছিলাম।”

“আমিও।” ৯এমএমের টুগারে চাপ দিল র‍্যাপ, গুলি আঘাত হানল লোকটার বুকে।

উপসংহার

ওয়াশিংটন ডিসি, এক সপ্তাহ পর

আসহানিকে রড রিডলি এক্সিকিউটিভ আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং গ্যারেজ দিয়ে ড্রাইভ করে পুরাতন হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংয়ে আনল। ডিরেক্টরের প্রাইভেট এলিভেটরে ঢোকার আগে কেনেডির দু'জন বডিগার্ড বিশিভাবে দেহ হুলাশি করল আসহানির—এক সপ্তাহ আগে এমন আচরন সে মোটেও সহ্য করত না কিন্তু সেদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনার পর কিছু বলার সাহস পেল না। গত এক সপ্তাহে সে র্যাপের সাথে দু'বার কথা বলেছে। প্রথমবারের কথোপকথনটা নিঃসন্দেহে খুব একটা উষ্ণ ছিল না। র্যাপ তাকে রীতিমত হুমকি প্রদান করে। গত এক সপ্তাহে সে র্যাপের ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। সে উপলব্ধি করলো তাকে মোটেও হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই।

আসহানি ব্যাপারটা নিয়ে নজরের সাথে আলাপ করে। বলা বাহুল্য এভাবে শংকার মধ্যে থাকাটা মোটেও কাম্য নয়। তিনি এই আমেরিকান এজেন্টকে হত্যা করবার জন্য কাউকে দ্বায়িত্ব দেবার কথা বলেন। আসহানির প্রস্তাবটা মোটেও পছন্দ হয় নি। সে তাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে তাকে যারা হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল তাদের কেউই তার হাত থেকে রেহাই পায় নি। সে তাকে তার পরিকল্পনা বিস্তারিত বর্ণনা করে যার মাধ্যমে একটা সমস্যাও যেমন সমাধান করা যাবে তেমনিভাবে সম্ভূষ্ট করা যাবে র্যাপকেও। যাকে বলে এক টিলে দুই পাখি মারা। নজরের অনুমতি পেয়ে আসহানি র্যাপের সাথে আলোচনায় বসতে আগ্রহ প্রকাশ করে। র্যাপ কারণ জানতে চাইলে বারবার একই কথা বলতে থাকে যা সে তাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে ইচ্ছুক। র্যাপ আলোচনায় বসতে রাজি হলেও শর্ত জুড়ে দেয় ল্যাংলি ছাড়া অন্য কোথাও সে বসবে না। আসহানিও রাজি হয়ে যায় আর সেখানে প্রবেশের সময় তার মনে হচ্ছিল যেন সে কোন হিংস্র পশুর মুখে ঢুকতে যাচ্ছে।

রব রিডলি যখন তাকে সাথে করে দিয়ে যাচ্ছিল তখন আসহানির নজরে পড়ে কেনেডি। মসুলের ঘটনার পর তার সাথে প্রথম দেখা। একটা সোফার সাথে থাকা চেয়ারের ওপর বসে আছে সে। লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিলো আসহানি। সে লক্ষ্য করলো একজন লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটা লম্বায় ছয় ফুটের মত । মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল আর দাড়ি-চুল দাড়ি দুই জায়গাতেই পাক ধরেছে । পরনে কালো শ্ল্যাক আর সাদা শার্ট ।

আসহানি চিনতে পারল এ লোকটাই র্যাপ । তার ছবি সে ডসিয়েরে দেখেছে কিন্তু সামনাসামনি দেখাটা একেবারেই ভিন্ন । ব্যাপারটা অনেকটা সিংহের ছবি দেখা আর সিংহকে সামনাসামনি দেখার মত । তার ধারণা ছিল র্যাপ দেখতে হবে একেবারে রুক্ষ যেমটা তার কলিগ সাবেক আর্মি অফিসাররা কিন্তু সে মোটেও ওরকম নয় । তার চলাফেরার একটা রিল্যাক্স ভাব আছে । আসহানির মনে পড়ে যায় ফোনে দেয়া র্যাপের সেই হুমকি । ব্যাপারটা মনে পড়তেই শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যায় আসহানির ।

র্যাপ কেনেডির পাশে থাকা সোফার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, “আপনি ওখানে বসতে পারেন ।”

একেবাই শীতল আচরন । কোন ধরনের সম্ভাষনের ধারে কাছে দিয়েও গেল না সে । আসহানি সোফার ওপর বসে কেনেডির উদ্দেশ্যে বিনীত কণ্ঠে বলল, “আপনার সাথে যা ঘটেছে তার জন্য আমি দুঃখিত, আমার দেশ এ ঘটনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী ।”

আসহানি র্যাপের দিকে তাকালে তার বা নিতম্বের হোলস্টারে একটা বড় ক্যালিবরের অটোমেটিক দেখতে পেল । সে কেনেডির দিকে তাকিয়ে বলল, “তিনি ঠিকই বলেছেন । তাদের প্রায় সবাইকে শাস্তি দেয়া হয়েছে । কয়েকজন তো প্রাণও হারিয়েছে ।”

“আর আমাতুল্লাহ?”

“আপনাকে যা বলেছিলাম,” আসহানি বলে উঠল র্যাপকে, “তার সময় শেষ হতে এক বছরেরও কম সময় বাকি । সে আর ক্ষমতায় ফিরতে পারবে না ।” র্যাপ বিরক্তির সাথে মাথা ঝাঁকাল । আসহানি র্যাপের মধ্যে অস্থিরতা লক্ষ্য করে ঘুরল কেনেডির দিকে । নরম গলায় সে বলল, “জানি না আপনাকে কি করে বোঝাব যে পুরো ব্যাপারটার সাথে আমি মোটেও জড়িত ছিলাম না । আমার নিজের চার মেয়ে আছে । আমি কখনও এমন ঘটনার সাথে জড়িতে পারি না ।”

“হ্যা, আপনি হিজবুল্লাহর আত্মঘাতি বোমাবাজদের প্রশিক্ষণ ঠিকই দিতে পারেন ।” র্যাপ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল ।

কেনেডি র্যাপের দিকে তাকিয়ে গলা খাকারি দিল তাকে চুপ করার ইঙ্গিত হিসেবে । তারপর আসহানির দিকে তাকিয়ে বলল সে, “আশা করি এ ঘটনার পর আপনি বুঝতে পেরেছেন আমাদের দুই দেশের মধ্যে খোলামেলা । সম্পর্ক

থাকাটা কতটা জরুরি। যোগাযোগের অভাব কেবলমাত্র উগ্রবাদীদের সুযোগ করে দেবে তাদের উদ্দেশ্যে পূরণের জন্য।”

“আমি আপনার সাথে একমত,” বলল আসহানি। র‍্যাপ মুখ এমনভাবে কুচকে ফেলল যেন সে অসুস্থ।

“তো, আপনি কি জন্য আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন?” কেনেডি প্রশ্ন করল।

“একটাই কারণ...ইমাদ মুখতার।”

“তার আবার কি হল?” প্রশ্ন র‍্যাপের।

“সে লেবাননে ফিরে গেছে,” আসহানি একটা পুরু ম্যানিলা এনভেলাপ কেনেডিকে দিল। “আমি আপনার জন্য একটি ডসিয়ার তৈরি করেছি।”

কেনেডি প্যাকেজটা খুলে পাতা ওল্টাতে লাগল। “প্রচুর তথ্য।” কেনেডি প্রশ্নে ভরা নজরে জিজ্ঞাসা করল, “কেন?”

“কারণ সে চায় আমরা যেন তাদের সমাধান করি।” বলল র‍্যাপ।

কেনেডি হাত তুলে ইশারা করল তাকে থামার জন্য। “কেন?”

“আয়াতুল্লাহ নজর হিজবুল্লাহকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখতারকে গ্রেপ্তার করে তেহেরানে পাঠাতে। তারা আমাদের কথা দিয়েছে এ ব্যাপারে তারা সর্বাত্রিক চেষ্টা চালাবে।”

“আচ্ছা, তো,” বলল র‍্যাপ, “তারা সর্বাত্রিক চেষ্টা চালাচ্ছে না?”

“তারা কোন চেষ্টাই চালাচ্ছে না। তারা তাকে লুকাবার জন্য সর্বাত্রিক চেষ্টা চালাচ্ছে।”

“কোথায়?” প্রশ্ন র‍্যাপের।

“ত্রিপোলির উত্তরে।”

“লেবাননে?”

“হ্যাঁ।” আসহানি কেনেডির হাতে একটা ফাইল তুলে দিল। “এখানে সব তথ্য দেয়া আছে। ব্যাংক রেকর্ড, তার সঙ্গী-সাথী ইত্যাদি...”

“এখানে তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু রয়েছে,” বলল কেনেডি।

কেনেডি আসহানির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবারও একই প্রশ্ন করল। “কেন?”

“আমাদের এই মিটিংয়ের ব্যাপারে ইরানে কেবলমাত্র একজন লোক অবগত রয়েছে। সে ব্যক্তি এবং আমি এ ব্যাপারে একমত যে হিজবুল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাটা ইরানের জন্য মঙ্গলজনক হবে।”

“আর এ তথ্য প্রদানের বিনিময়ে আপনি কি আশা করছেন?”

আসহানি উত্তর দিল ভেবেচিন্তে। আমি আশা করছি এর মাধ্যমে আমাদের ইতিহাসের একটি নোংরা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটুক। আমি আশা করি আপনিও মনে করবেন আপনার সাথে ন্যায়বিচার করা হয়েছে।”

কেনেডি ফাইলটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল, “ধন্যবাদ।”

“আপনাকে ধন্যবাদ,” আসহানি উঠে দাঁড়াল। “আমাকে সময় দেবার জন্য।”

আসহানিকে দরজা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তাকে রিডলির হাতে তুলে দিল র্যাপ। দরজা বন্ধ করে কেনেডির কাছে ফিরে আসল সে। কেনেডি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

র্যাপ তার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, “মুখতারকে কি করব?”

র্যাপের দিকে না তাকিয়ে কেনেডি ফাইলটা তার দিকে দিয়ে বলল, “খুন কর।”

ত্রিপোলি, লেবানন

মধ্যরাতের কিছুক্ষণ পর ল্যান্ড করল জি-৫টা। র্যাপ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল পুলিশ এসকর্ট উপস্থিত, যেমনটা তাদের কথা দেয়া হয়েছিল। পুরো ফাইলটা পড়তে র্যাপের তিন ঘণ্টা সময় লাগে এবং পড়া শেষ করতে করতে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তার কি করতে হবে। সে তার সেক্রেটারি ফাইলটার দুটো কপি বানাতে বলে। একটা কপি পাঠানো হয় মার্কাস ডুমন্ডকে যেন সে সবকিছু স্ক্যান করে সিস্টেমের মধ্যে ঢুকায় ইন্টারসেন্ট করার জন্য। আরেকটা কপি পাঠানো হয় কেনেডির কাছে এবং সে যেন ব্যাপারটা কাউকে না জানায় সে ব্যাপারে সাবধান করে দেয়। তার আশংকা শেষ মুহূর্তে যদি জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের কেউ চলে আসে তাহলে পুরো ব্যাপারটা ভঙ্গুল হয়ে যাবে। তারপর সে মধ্যপ্রাচ্যের এক সন্ধ্যাকে ফোন করে যার সাথে কেনেডির সুসম্পর্ক বিদ্যমান। এ সন্ধ্যাট সুনী মাতালম্বী এবং শিষ্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহর কটর বিরোধী। মুখতার এ সন্ধ্যাটের এক ভাইয়ের হত্যা পরিকল্পনার সাথে সরাসরি জড়িত ছিল।

র্যাপ সন্ধ্যাটকে তার পুরো পরিকল্পনা সম্পর্কে জানালে সন্ধ্যাট তাকে সবধরনের সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন, এমনকি তিনি পুরো অপারেশনের খরচ প্রদানের ব্যাপারেও আগ্রহ প্রকাশ করেন। র্যাপ তাকে বহুক্ষেপে তা করতে মানা করেন।

এ ধরনের অপারেশন সচরাচর অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং বিরক্তিকর হয়ে থাকে—কয়েকমাস এমনকি বছরও লেগে যায়। তবে যদি জানা যায় সিদ্ধান্তটা কখন নিতে হবে সেক্ষেত্রে কাজটা অনেক সোজা হয়ে আসে। এক্ষেত্রে বেশ কিছু ব্যাপার র‍্যাপের অনুকূলে রয়েছে। প্রথমত হিজবুল্লাহ ব্যতিত প্রতিটি সরকার ও সংগঠন তার কাছ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে আর আসহানির দেয়া তথ্য অনুযায়ী হিজবুল্লাহর বেশ কয়েকজন উঁচু স্তরের সদস্য তার বিরুদ্ধে চলে গেছে। দ্বিতীয়ত র‍্যাপ এ ব্যাপারে নিশ্চিত যদি এ অপারেশনে কোন ধরনের সমস্যা হয় তাহলে প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার তার সাথে থাকবেন। আলেকজান্ডার তাকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, যে করে হোক মুখতারকে শেষ করতেই হবে। তৃতীয়ত র‍্যাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এক মধুর প্রতিশোধ নেবার।

স্যাটেলাইট ফোন থেকে একটা নম্বরে কল করল সে। কয়েকবার রিং বাজার পর ওপ্রান্ত থেকে ফোন রিসিভ হলে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার পর ফোনটা তার পকেটে রেখে দিল। সিটবেল্ট খুলে ককপিটের কাছে থাকা স্টোরেজ ক্রোজেটটা খুলে ফেলল সে। স্যুট-কোট পরে একটা বড় কালো রংয়ের ডুয়েল র‍্যাপ কাঁধে তুলে নিল। ককপিট থেকে যাওয়ার সময় সে পাইলটদের বলে গেল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে। র‍্যাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৃষ্টিস্নাত টারমাক অতিক্রম করল। দু'জন পুলিশ অফিসার স্কোয়াড কারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, একজন ডিটেক্টিভ ও অপরজন প্যাট্রলম্যান। ডিটেক্টিভের সাথে করমর্দন করল। ডিটেক্টিভ তাকে জানাল চিফ তার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছে। র‍্যাপ গাড়ির ব্যাকসিটে চেপে বসলে গাড়ি স্টার্ট করল। যেখানে বৈরুতে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মালম্বীর বসবাস সেখানে খ্রিপোলী মূলত সুন্নী অধ্যুষিত এলাকা। তারা কয়েক মিনিটের মধ্যে স্টেশনে পৌছে গেল।

র‍্যাপ তার ভারি ব্যাগটা সিঁড়ির ওপর রেখে চিফের অফিসে চলে গেল। পরিচয়পর্বটা ঘটল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দু'জনের কেউই কাউকে চেনার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। তারা তাদের কাজ শেষ করে যে যার কাজে যাওয়ার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী ছিল।

“আমি যা ভাবছি এটা কি সেটাই?” প্রশ্ন চিফের, পড়ে থাকা ব্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে।

র‍্যাপ মাথা নাড়ল। “সেটাই। আপনি কি দেখতে চান?” মাথা ঝাকাল চিফ। “তার আগে আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিতে চাই।”

“কি?”

“আপনি কি মহামান্য সম্রাটের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন?”

“হ্যাঁ।”

“আমার ধারণা তিনি আপনাকে বলেছেন আমিই শেষ ব্যক্তি যার সাথে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইবেন না।”

চিফ হাসল অশ্রুতির সাথে। “হ্যাঁ, তিনি বলেছেন তিনি আসলে বলেছেন আপনি দ্বিতীয় শেষ ব্যক্তি। তিনিই শেষ ব্যক্তি।”

“সাই হোক,” হাসল র‍্যাপ। সে নিচু হয়ে ব্যাগের জিপ খুলে ফেলল।

উন্মুক্ত হল টাকা ভর্তি প্যাকেট। পেছনে সরে গিয়ে র‍্যাপ বলল “পাঁচ মিলিয়ন ডলার।” র‍্যাপ ভেবে দেখল সওদাটা বেশ সম্ভায় হয়ে যাচ্ছে। যেখানে আল-কায়েদার শীর্ষনেতাদের মাথায় বিশ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বাউন্টি রয়েছে সেখানে মুখতারের জন্য এ পরিমান অর্থ একেবারেই কম। যদি মুখতার মসুলের সুন্নী পুলিশদের ঘুষ প্রদান করতে পারে, র‍্যাপের কোনই সমস্যা নেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে একজনের জন্য টাকা খরচ করতে।

চিফ হাততালি দিয়ে উঠল, উচ্ছ্বাস গোপন রাখতে পারলো না সে। “ওহ্ চমৎকার।”

“হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। এবার আমি কি আমার কয়েদির সাথে দেখা করতে পারি?”

“অবশ্যই। আমার পেছন পেছন আসুন।”

“চিফ র‍্যাপকে দোতলায় নিয়ে আসল। স্টেশনে এ অংশে সারিবদ্ধ হোল্ডিং রুম রয়েছে যার সাথে ওয়ান ওয়ে মিরর যুক্ত। চিফ তেমন একটা রুমের সামনে থেমে বলে উঠল, “যেমনটা আপনি বলেছিলেন তেমন ব্যবস্থাই করা হয়েছে।”

সে ঘরে বসে আছে ইমাদ মুখতার, হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায়। আর জুতা, বেল্ট, ঘড়ি, টাকা ও মোবাইল ফোন সব সামনে রাখা। নিজের পরিচয় লুকানোর জন্য মাথা কামিয়ে ফেলেছে। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না কারণ তাদের কাছে তার ভয়েসপ্রিন্ট এবং যে বাড়িতে সে থাকত তার সন্ধান জানা আছে ফলে তাকে খুঁজে বের করা কোন ব্যাপার ছিল না।

“সিকিউরিটি ক্যামেরা?” প্রশ্ন র‍্যাপের।

“এই ক্যামেরাটা কাজ করছে না।”

“আচ্ছা আপনার কাছে কি হ্যান্ডকাফের চাবিটা আছে?”

চিফ চাবিটা দিল । “আপনার যতক্ষণ কাজ হচ্ছে না ততক্ষণ আমি এখানে অপেক্ষা করছি ।”

“ধন্যবাদ ।” র‍্যাপ একটা রুমাল বের করে নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে দশ বাই দশ ফুট ইন্টেরোগেশন রুমে প্রবেশ করল । কোনদিকে না ঘুরে রুমালটা সিকিউরিটি ক্যামেরার ওপর রেখে দিল সে । চিফ লোকটাকে আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও ঝুঁকি নেবার কোন মানে হয় না । এরপর সে হাতে ল্যাটেক্স গ্লাভস পরে নিল ।

মুখতার ক্লাস্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আরবিতে বলল, “তুমি কি আমার উকিল?”

হাসল র‍্যাপ, জানালার পর্দা সরাতে সরাতে বলল, “না, আমি তোর প্রোস্টোলজিস্ট ।”

আমেরিকান ইংরেজি শুনে মুখতার রীতিমত নড়েচড়ে বসল । “তুমি কে?”

“আমি কে তাতে কিছু আসে যায় না, মি: মুখতার ।” র‍্যাপ চক্রাকারে ঘুরতে লাগল ।

“আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি বলছ?”

যদি তারা শুধু মসুলে তোলা ছবির ওপর ভিত্তি করে তাকে চিহ্নিত করত তাহলে হয়ত সন্দেহের অবকাশ থাকত, কিন্তু আসহানি তার ষোলটা ছবি তাদের দিয়েছে, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা । তাছাড়া ভয়েস অ্যানালাইসিস থেকেও নিশ্চিত হওয়া গেছে এ ব্যক্তিই ইমাদ মুখতার ।

র‍্যাপ টেবিলে রাখা বেল্টটা তুলে কয়েদির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল । মুখতার উপলব্ধি করলো সে ভালো ধরনের ঝামেলায় পড়ে গেছে, জোরে জোরে হ্যান্ডকাফটা টানতে থাকলো সে । এতে স্রেফ তার শক্তির অপচয় হলো । লোহার টেবিলটা মেঝের সাথে সংযুক্ত । র‍্যাপ বেল্টটা মুখতারের গলায় ফাঁসিয়ে টানতে লাগল । আতর্জনাদ করে উঠল মুখতার, ছুড়তে লাগল হাত-পা । র‍্যাপ তার বাম হাত মুখতারের কাঁধের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে বেল্টটা আরো শক্ত করে চেপে ধরলে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, নিঃশ্বাস নেবার জন্য ছটফট করতে থাকল সে ।

র‍্যাপ তার বাম কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, “এটা আইরিন কেনেডির জন্য ।”

র‍্যাপ তার বাম পা মুখতারের পিঠের ওপর রেখে দুই হাতে টেনে ধরল বেল্টটা । মুখতারের শ্বাসনালী অ্যালুমিনিয়াম-ক্যানের মত দুমড়ে মুচড়ে গেল । চোখ জোড়া অফ্রিকোটর থেকে ঠিকরে বের হয়ে আসল যেনো । এক পর্যায়ে

নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ল তার দেহ। মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য আরো আট-দশ সেকেন্ড চেপে ধরে রাখল র্যাপ তারপর ছেড়ে দিল। মুখতার ঝুঁকে পড়ল সামনে, মুখ খুবড়ে পড়লো টেবিলের ওপর। র্যাপ তার হ্যান্ডকাফটা খুলে মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে মুখতারের গলা থেকে বেল্টটা খুলে চেয়ারটা সরিয়ে ফেলল। মুখতারের হাঁটু মেঝে স্পর্শ করল আর মাথাটা পড়ে থাকল টেবিলের ওপর। র্যাপ শেষবারের মত পুরো ঘরটা দেখে নিয়ে দরজা খুলল।

যাওয়ার আগে সিকিউরিটি ক্যামেরা থেকে রুমালটা সরিয়ে নিল সে, আর খুলে ফেলল ল্যাটেক্স গ্লাভসজোড়া।

চিফ বাইরে অপেক্ষা করছিল। “কেমন হল?”

“যেমনটা ভেবেছিলাম।”

র্যাপ পুলিশ চিফকে ধন্যবাদ জানিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল।